শব্দে শব্দে
আল কুরআন
ষষ্ঠ খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

ষষ্ঠ খণ্ড

সূরা ইউসুফ, আর রা'দ, ইবরাহীম, আল হিজর, আন নাহল

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪০০

১ম প্রকাশ

শাবান	১৪২৮
ভাদ্র	১৪১৪
আগস্ট	২০০৭

বিনিময় মূল্য ঃ ১৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 6th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 165.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল করীম—

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তাহলো, মানুষ ভুল-ক্রটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ক্রটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত
—প্রকাশক

সূচিপত্র

নাযিলের সময়কাল

আলোচিত বিষয়ের আলোকে এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে কুরাইশ কাফিররা চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে হত্যা করা, দেশ থেকে বিতাড়ন বা বন্দী করে রাখা এ তিনটির যে কোনো একটি করতেই হবে। ঠিক এমন সময়েই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

কুরআন মাজীদে একমাত্র এ সূরাতেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিক-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আর কোথাও এর পুনরালোচনা হয়নি। এটা একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর-ই বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য নবীদের কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কুরআনেই প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবে বারবারই আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কার কাফিররা নবী করীম (স)-এর নিকট বনী ইসরাঈলের মিসরে যাওয়ার কারণ জানতে চেয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবেন না। কারণ, একে তো তিনি নিরক্ষর তাছাড়া আরবদের মধ্যে এ সম্পর্কে কোনো কিস্‌সা কাহিনী বা ইতিহাস প্রচলিত ছিল না। এ সম্পর্কে যা কিছু তাওরাতে উল্লিখিত ছিল তা ইয়াহুদীরাই জানতো। তাই কুরাইশ কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে পরীক্ষা করার জন্য এটা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল। যাতে নবী (স)-কে অপমান করার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর পুরো ঘটনাটি তাঁর নবীর মুখে প্রকাশ করে দিয়ে তাদের গোপন অভিলাষ ব্যর্থ করে দিলেন। তৎসঙ্গে তাদেরকে এটাও জানিয়ে দিলেন যে,

১. নবী করীম (স) যে সত্যিকার নবী তা তোমাদের নিজেদের মুখে চাওয়া বিষয় দ্বারাই প্রমাণ করে দেয়া হলো। তাঁর নিকট যে ওহী আসে সে ওহীর ভিত্তিতেই তোমাদের প্রস্তাবিত বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। কারো নিকট থেকে শোনা কথা তিনি বলেন না।

তাদেরকে আরও জানিয়ে দেয়া হলো যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁর সাথে যে ধরনের আচরণ করেছে, তোমরাও তোমাদের এক ভাই মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে একই ধরনের আচরণ করছো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত—ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যেমন শেষ পর্যন্ত তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল, তোমরাও অবশেষে মুহাম্মাদ (স)-এর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

হিজরতের পরবর্তী ১০ বছরে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

কুরআন মাজীদ ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইউসুফ (আলাই হিমুস সালাম)-এর দীন এবং মুহাম্মাদ (স)-এর দীনের মূলকথা একই। অতীতের নবী রাসূলগণ যে দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, মুহাম্মাদ (স)-ও সেই একই দীনের দিকেই মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন।

কুরআন মাজীদ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে যে মূল বিষয়টি মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দিতে চেয়েছে তা হলো—আল্লাহ তা'আলা যেটা করতে চান, তা যে কোনো অবস্থায়ই হোকনা কেন অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এতে মানুষের কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টা বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। আল্লাহর পরিকল্পনাকে বাধা দেয়া বা বদলে দেয়ার মানুষের চেষ্টা কখনো সফল হতে পারে না।

❒

① الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا

১. আলিফ, লাম, রা ; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।
২. আমিই এটা আরবীতে কুরআনরূপে[১] নাযিল করেছি

لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ

যাতে তোমরা বুঝতে পারো[২]। ৩. আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি উত্তম কাহিনী

① الٓرٰ-(আলিফ, লা-ম, রা-)-এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন ; تِلْكَ-এগুলো ; اٰيٰتُ-আয়াত ; الْكِتٰبِ-কিতাবের ; الْمُبِيْنِ-(ال+مبين)-সুস্পষ্ট। ② اِنَّآ-আমিই ; اَنْزَلْنٰهُ-(انزلنا+ه)-এটা নাযিল করেছি ; قُرْءٰنًا-কুরআনরূপে ; عَرَبِيًّا-আরবীতে ; لَّعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَعْقِلُوْنَ-তোমরা বুঝতে পারো। ③ نَحْنُ-আমি ; نَقُصُّ-বর্ণনা করছি ; عَلَيْكَ-আপনার নিকট ; اَحْسَنَ-উত্তম ; الْقَصَصِ-কাহিনী ;

১. 'কুরআন' অর্থ 'পাঠ করা'। আল্লাহ কর্তৃক তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের নাম। অন্য কোনো আসমানী কিতাবের নাম 'কুরআন' নয়। এরূপ নামকরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কিতাব সকলের পাঠ্য এবং বেশী বেশী পঠিতব্য।

২. এর অর্থ এটা নয় যে, যেহেতু এই কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে অতএব এটা শুধুমাত্র আরবদের জন্যই নাযিল হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো—হে আরববাসী, কুরআনতো তোমাদের মাতৃভাষায়-ই নাযিল হয়েছে ; সুতরাং এর মর্ম বুঝা এবং এ মহান কিতাবের অনন্য বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যাবলী অবগত না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আর আরবী কুরআন দ্বারা অন্য ভাষাভাষি লোকদের তথা দুনিয়ার অন্য মানুষদের হিদায়াত লাভের ব্যাপারে যারা সংশয় প্রকাশ করেন তাঁদের ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, আসমানী কিতাব যেহেতু মানুষের হিদায়াত তথা পথ দেখানোর জন্য নাযিল হয়ে থাকে। অতএব সেটা মানুষের কোনো না কোনো ভাষায় নাযিল করতেই হতো। যার মাধ্যমে আসমানী কিতাব মানুষের নিকট পাঠানো হবে, তাঁর ভাষায় কিতাব নাযিল করাইতো যুক্তিযুক্ত। যাতে করে তিনি তাঁর জাতিকে সহজেই কিতাবের মূল বক্তব্য ও বিধানাবলী বুঝিয়ে দিতে পারেন। অতপর এ জাতি-ই তা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির নিকট পৌঁছে দেবে। কোনো আদর্শ আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তার ও প্রসার করার মূলত এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি।

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ ۖ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ

যা আমি এই কুরআনরূপে ওহীযোগে আপনার নিকট পাঠিয়েছি ; যদিও আপনি ইতিপূর্বে ছিলেন

لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ

অনবহিতদের শামিল[৩]। ৪. (স্মরণীয়) ইউসুফ যখন তাঁর পিতাকে বললেন—হে আমার পিতা ! আমি নিশ্চিত দেখেছি স্বপ্নে

أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

এগারটি তারকা ও সূর্য এবং চন্দ্রকে, আমি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদারত দেখেছি।

۝ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ

৫. তিনি (পিতা) বললেন—হে আমার বৎস ! তুমি তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের নিকট বলো না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে[৪] ;

بِمَا-যা ; أَوْحَيْنَا-ওহীযোগে পাঠিয়েছি ; إِلَيْكَ-আপনার নিকট ; هَٰذَا-এই ; الْقُرْآنَ-কুরআনরূপে ; وَإِنْ-যদিও ; كُنْتَ-আপনি ছিলেন ; مِنْ قَبْلِهِ-(من+قبل+ه)-ইতিপূর্বে ; لَمِنَ-শামিল ; الْغَافِلِينَ-অনবহিতদের। ④إِذْ-(স্মরণীয়) যখন; قَالَ-বললেন ; يُوسُفُ-ইউসুফ ; لِأَبِيهِ-(ل+ابى+ه)-তাঁর পিতাকে ; يَا أَبَتِ-(يا+ابتى)-হে আমার পিতা ; إِنِّي-আমি নিশ্চিত ; رَأَيْتُ-স্বপ্নে দেখেছি ; أَحَدَ عَشَرَ-এগারটি ; كَوْكَبًا-তারকা ; وَ-ও ; الشَّمْسَ-সূর্য ; وَ-এবং ; الْقَمَرَ-চন্দ্রকে ; رَأَيْتُهُمْ-(رايت+هم)-আমি তাদেরকে দেখেছি ; لِي-আমার প্রতি ; سَاجِدِينَ-সিজদারত। ⑤قَالَ-তিনি (পিতা) বললেন ; يَا بُنَيَّ-(يا+بنى+ى)-হে আমার বৎস ; لَا تَقْصُصْ-তুমি বলো না ; رُؤْيَاكَ-(رء يا+ك)-তোমার স্বপ্নের কথা; عَلَىٰ-নিকট; إِخْوَتِكَ- তোমার ভাইদের; فَيَكِيدُوا-(ف+يكيدوا)-তাহলে তারা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে ; لَكَ-তোমার বিরুদ্ধে ; كَيْدًا-ষড়যন্ত্রের মতো ;

৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে ইরশাদ করছেন যে, এসব ঘটনাতো আপনি অবগত ছিলেন না। আমিইতো ওহীর মাধ্যমে এসব ঘটনা আপনাকে জানিয়েছি। এখানে বাহ্যত নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করা হলেও মূলত এর লক্ষ্য যে বিরোধীরা তা অনুধাবন করা যায়। কারণ তারা বিশ্বাস করতোনা যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জ্ঞান লাভের মাধ্যম ওহী।

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ⑥ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ

নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। ৬. আর এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে বাছাই করে নেবেন[৫]

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ

এবং তোমাকে শিখিয়ে দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান[৬], আর পূর্ণ করবেন যেন তার অনুগ্রহ তোমার প্রতি এবং

عَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلٰٓى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْحٰقَ ؕ

ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি যেভাবে ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি তা পূর্ণ করেছিলেন ;

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ সুবিজ্ঞ[৭]।

اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الشَّيْطٰنَ-শয়তান ; (ل+ال+انسان)-لِلْاِنْسَانِ-মানুষের জন্য ; عَدُوٌّ-শত্রু ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ⑥ وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; (يجتبى+ك)-يَجْتَبِيْكَ-তোমাকে বাছাই করে নেবেন ; رَبُّكَ-তোমার প্রতিপালক ; وَ-এবং ; (يعلم+ك)-يُعَلِّمُكَ-তোমাকে শিখিয়ে দেবেন ; مِنْ تَأْوِيْلِ-ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান ; (ال+احاديث)-الْأَحَادِيْثِ-স্বপ্নের ; وَ-আর ; يُتِمُّ-পূর্ণ করবেন ; (نعمت+ه)-نِعْمَتَهٗ-তাঁর অনুগ্রহ ; عَلَيْكَ-তোমার প্রতি ; وَ-এবং ; عَلٰى-প্রতি ; اٰلِ-পরিবার পরিজনের ; يَعْقُوْبَ-ইয়াকূবের ; كَمَآ-যেভাবে ; (اتم+ها)-أَتَمَّهَا-তা পূর্ণ করেছিলেন ; عَلٰى-প্রতি ; (ابوى+ك)-أَبَوَيْكَ-তোমার পিতৃপুরুষ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; إِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম ; وَ-ও ; إِسْحٰقَ-ইসহাকের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-তোমার প্রতিপালক ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-সুবিজ্ঞ।

৪. হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের তা'বীর ছিল—সূর্য দ্বারা তাঁর পিতা ইয়াকূব (আ), চন্দ্র দ্বারা তাঁর বিমাতা এবং এগারটি তারকা দ্বারা তাঁর আপন এক ভাই ও দশজন বিমাতা ভাইকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর নেক চরিত্রের প্রিয়তম পুত্রকে তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত অপর ভাইদের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের অপর দশজন পুত্র ইউসুফকে ঘৃণা করে। তারা স্বপ্নের ব্যাপারটা জানতে পারলে ইউসুফের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। কারণ তারা ইউসুফকে হিংসা করে।

৫. অর্থাৎ তোমাকে নবুওয়াত দান করবেন।

৬. এখানে অনুবাদে 'তা'ভীলাল আহাদীস' অর্থ লেখা আছে 'স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান'। মূলত এর অর্থ শুধুমাত্র স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞানেই সীমিত নয়। বরং কোনো বিষয়ের প্রকৃত মর্ম ও মূলতত্ত্ব বুঝার যোগ্যতাকেও এ শব্দদ্বয় দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

৭. এটা এ স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি মহান আল্লাহর অনুপম অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বেকার নবী-রাসূলকেও এরূপ অনুগ্রহ দান করেছিলেন। এর মধ্যেই তাঁর জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর এটার কল্যাণকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ-ই সুবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।

১ম রুকূ' (১-৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. একমাত্র সূরা ইউসুফেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২. কুরআন মাজীদে বর্ণিত এ কাহিনী-কে আল্লাহ তা'আলা 'উত্তম কাহিনী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩. এসব কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষালাভ করে মানুষ যেন বর্তমান ও ভবিষ্যত গড়ে নিতে পারে।

৪. কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় এজন্য নাযিল করা হয়েছে, যেহেতু রাসূল (স)-এর মাতৃভাষা আরবী এবং রাসূল সরাসরি যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, তাদের মাতৃভাষাও আরবী যাতে করে দীনের দাওয়াতকে বুঝা এবং সে অনুসারে চলা তাদের জন্য সহজ হয়।

৫. নবীদের স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নও সত্য-স্বপ্ন ছিল, পরবর্তীতে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে।

৬. স্বপ্নের বিবরণ সকল মানুষের কাছে প্রকাশ করা ঠিক নয়।

৭. মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোনো মন্দ অভ্যাস বা মন্দ নিয়ত প্রকাশ করে দেয়া বৈধ।

৮. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ইউসুফ (আ)-কে প্রদত্ত তিনটি নিয়ামত—(ক) নবুওয়াত দানের জন্য তাঁকে বাছাই করা। (খ) স্বপ্ন এবং অন্যান্য বিষয়াবলীর মূলতত্ত্ব ও মর্ম বুঝার যোগ্যতা দান। (গ) দুনিয়াতে তাঁকে পার্থিব ক্ষমতা ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে পূর্ণতা দান করা।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿٧﴾ لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿٨﴾ اِذْ قَالُوْا

৭. নিঃসন্দেহে ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় এসব প্রশ্নকারীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। ৮. (স্মরণীয়) যখন তাঁর ভাইয়েরা বলেছিল—

لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا

আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ ও তার ভাই অবশ্যই আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়[৮] অথচ আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি; নিশ্চয় আমাদের পিতা

لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ﴿٩﴾ ۨاقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ

সুস্পষ্ট ভুল পথে আছে[৯]। ৯. তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেলো অথবা তাকে রেখে আসো অন্য কোথাও তাহলে তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হবে।

৭ لَقَدْ كَانَ-(ل+قد كان)-নিসন্দেহে রয়েছে ; فِىْ يُوْسُفَ-(فى+يوسف)-ইউসুফ ; وَ-ও ; اِخْوَتِهٖ-(اخوة+ه)-তাঁর ভাইদের ঘটনায় ; اٰيٰتٌ-নিদর্শনাবলী ; لِلسَّآئِلِيْنَ-(ل+ال+سائلين)-এসব প্রশ্নকারীদের জন্য। ৮ اِذْ-(স্মরণীয়) যখন ; قَالُوْا-তারা (তাঁর ভাইয়েরা) বলেছিল ; لَيُوْسُفُ-(ل+يوسف)-অবশ্যই ইউসুফ ; وَ-ও ; اَخُوْهُ-(اخو+ه)-তার ভাই ; اَحَبُّ-অধিক প্রিয় ; اِلٰٓى-নিকট ; اَبِيْنَا-(ابى+نا)-আমাদের পিতার ; مِنَّا-আমাদের চেয়ে ; وَ-অথচ ; نَحْنُ-আমরা ; عُصْبَةٌ-একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি ; اِنَّ-নিশ্চয় ; اَبَانَا-(ابا+نا)-আমাদের পিতা ; لَفِىْ ضَلٰلٍ-(ل+فى+ضلل)-ভুল পথে আছেন ; مُّبِيْنِ-সুস্পষ্ট। ৯ اُقْتُلُوْا-তোমরা হত্যা করে ফেলো ; يُوْسُفَ-ইউসুফকে ; اَوِ-অথবা ; اطْرَحُوْهُ-(اطرحوا+ه)-তাঁকে রেখে আসো ; اَرْضًا-অন্য কোথাও ; يَّخْلُ-তাহলে নিবদ্ধ হবে ; لَكُمْ-তোমাদের প্রতিই ;

৮. এখানে 'ইউসুফ ও তার ভাই' দ্বারা ইউসুফ ও তাঁর সহোদর ভাই বিন ইয়ামীন-কে বুঝানো হয়েছে। বিন ইয়ামীনের জন্মের সময় তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। এ দু' ভাইয়ের প্রতি ইয়াকূব (আ)-এর মহব্বত বেশী থাকার কারণ হলো—এরা দু'জন ছোট অবস্থায় মা-হারা হয়েছে এবং এরা দু'জন ছিল অত্যন্ত নেক চরিত্রের অধিকারী। ইউসুফ (আ)-এর

وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ

তোমাদের পিতার দৃষ্টি, তারপর তোমরা ভাললোক হয়ে যাবে[১০]।
১০. তাদের মধ্যকার একজন কথক বললো—

لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ

তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং তাকে কোনো কূপের গভীরে ফেলে দাও, মুসাফিরদের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে—

إِنْ كُنْتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَٰأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ

যদি তোমরা কিছু করতে চাও। ১১. তারা বললো—হে আমাদের পিতা ! আপনার কি হয়েছে ? আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না

وَجْهُ-দৃষ্টি ; أَبِيكُمْ-(ابى+كم)-তোমাদের পিতার ; وَ-এবং ; تَكُونُوا-তোমরা হয়ে যাবে ; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعد+ه)-তারপর; قَوْمًا-লোক ; صَٰلِحِينَ-ভাল। ⑩ قَالَ-বললো; قَائِلٌ-একজন কথক ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যকার ; لَا تَقْتُلُوا-তোমরা হত্যা করো না ; يُوسُفَ-ইউসুফকে ; وَ-বরং ; أَلْقُوهُ-(القو +ه)-তাকে ফেলে দাও ; فِي ; غَيَٰبَتِ-গভীরে ; الْجُبِّ-(ال+جب)-কূপের ; يَلْتَقِطْهُ-(يلتقط+ه)-তাকে তুলে নিয়ে যাবে ; بَعْضُ-কেউ ; السَّيَّارَةِ-(ال+سيارة)-মুসাফিরদের ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ فَٰعِلِينَ-তোমরা কিছু করতে চাও। ⑪ قَالُوا-তারা বললো ; يَٰأَبَانَا-(يا+ابا+نا)-হে আমাদের পিতা ! مَا لَكَ-আপনার কি হয়েছে ? لَا تَأْمَنَّا-আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না ; عَلَىٰ-ব্যাপারে ; يُوسُفَ-ইউসুফের ;

বড় দশ ভাইয়ের চরিত্র তো তাদের কার্যকলাপ থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর একজন নবীর পক্ষে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা স্বাভাবিক নয়।

৯. ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের একথার মর্ম হলো—আমাদের পিতা আমাদের দশ ভাইয়ের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভাল না বেসে আমাদের ছোট ছোট ভাই দু'টোকে বেশী ভালবাসেন। অথচ কোনো সংকটে আমরাই তো পিতার সাহায্যে এগিয়ে আসতে সক্ষম হবো। সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে ভুলের উপর আছেন।

১০. ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের চরিত্র তাদের এ কথার মধ্যেই ফুটে উঠেছে। ইউসুফকে মেরে ফেলা যে একটা বড় অপরাধ, এটা তারা অবগত ; কিন্তু নফসের চাহিদা পূরণ করার জন্য এ অপরাধ করতে তাদের কোনো সংকোচ বোধ নেই। তাদের খেয়াল হলো এ

وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ

অথচ আমরাতো তার শুভাকাঙ্ক্ষী। ১২. আপনি আগামি কাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে মজা করে ফল খাবে ও খেলাধুলা করবে। এবং অবশ্যই আমরা তার

لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ

হিফাযতকারী[১১]। ১৩. তিনি (পিতা) বললেন—এটা অবশ্যই আমাকে চিন্তিত করবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি যে,

أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ

তার থেকে তোমাদের অসচেতন অবস্থায় তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে। ১৪. তারা বললো— যদি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে

وَ-অথচ ; إِنَّا-আমরাতো ; لَهُ-তার ; لَنَاصِحُونَ-শুভাকাঙ্ক্ষী। ⑫ أَرْسِلْهُ-(ارسل+ه)-তাকে পাঠিয়ে দেবেন ; مَعَنَا-(مع+نا)-আমাদের সাথে ; غَدًا-আগামী কাল ; يَرْتَعْ-সে মজা করে ফল খাবে ; وَ-ও ; يَلْعَبْ-খেলাধুলা করবে ; وَ-এবং ; إِنَّا-অবশ্যই আমরা ; لَهُ-তার ; لَحَافِظُونَ-হিফাযতকারী। ⑬ قَالَ-তিনি বললেন ; إِنِّي-অবশ্যই ; لَيَحْزُنُنِي-(ليحزن+نى)-আমাকে চিন্তিত করবে ; أَنْ تَذْهَبُوا-যে, তোমরা নিয়ে যাবে ; بِهِ-তাকে ; وَ-এবং ; أَخَافُ-আমি আশংকা করি ; أَنْ يَأْكُلَهُ-(ان ياكل+ه)-যে, তাকে খেয়ে ফেলবে ; الذِّئْبُ-(ال+ذئب)-নেকড়ে বাঘ ; وَأَنْتُمْ-তোমাদের অবস্থায় ; عَنْهُ-তার থেকে ; غَافِلُونَ-অসচেতন। ⑭ قَالُوا-তারা বললো ; لَئِنْ-যদি; أَكَلَهُ-তাকে খেয়ে ফেলে ; الذِّئْبُ-নেকড়ে ;

অপরাধ করার পর আমরা ভালো লোক হয়ে যাবো, কিন্তু এ অপরাধটা করতেই হবে। এ মন-মানসিকতার লোক অতীতের সর্বযুগেই বর্তমান ছিল, বর্তমান কালেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এরা দীন ও ঈমানের দাবী উপেক্ষা করে যখন গুনাহ করতে উদ্যত হয় তখন ভেতর থেকে তাদের বিবেক বলে ওঠে যে, এটাতো গুনাহ, এটা করা যাবে না। তখন সে এ বলে বিবেক-কে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে যে, এ কাজটা গুনাহ হলেও না করে উপায় নেই। একটু থামো, এরপর তাওবা করে ভালো হয়ে যাবো।

১১. ইউসুফ (আ)-কে ভাইদের সাথে পাঠানোর ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বর্ণনা-ই যুক্তিসংগত। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা পশু চরাতে যাওয়ার পর ইয়াকূব (আ) তাদের সন্ধানে ইউসুফ (আ)-কে পাঠালেন। ভাইদের শত্রুতার কথা জেনে-বুঝে ইয়াকূব (আ) কর্তৃক ইউসুফ (আ)-কে তাদের সন্ধানে পাঠানোর ব্যাপারটা যুক্তির নিরিখে গ্রহণীয় হয় না।

وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَأَجْمَعُوْٓا

অথচ আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি, তখন তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো। ১৫. অতপর যখন তারা তাঁকে নিয়ে গেল এবং তারা একমত হলো

أَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذَا

তাঁকে কূপের গভীরে ফেলে দিতে, আর আমি তাকে ইংগীতে জানিয়ে দিলাম যে, তুমি অবশ্যই তাদের এ কাজের ব্যাপারে তাদেরকে বলবে

وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَجَآءُوْٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾ قَالُوْا

অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না[১২]। ১৬. অতপর তারা তাদের পিতার নিকট সন্ধ্যারাতে কাঁদতে কাঁদতে এলো। ১৭. তারা বললো—

يٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ

হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের জিনিসপত্রের কাছে, তারপর তাকে খেয়ে ফেলেছে

وَ-অথচ ; نَحْنُ-আমরা ; عُصْبَةٌ-একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি ; اِنَّآ-অবশ্যই আমরা ; اِذًا-তখনতো ; لَّخٰسِرُوْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো। (১৫) فَلَمَّا-অতপর যখন ; ذَهَبُوْا-তারা নিয়ে গেলো ; بِهٖ-তাকে ; وَ-এবং ; اَجْمَعُوْٓا-তারা একমত হলো ; اَنْ يَّجْعَلُوْهُ (ان+يجعلو+ه)-তাকে ফেলে দিতে ; فِيْ غَيٰبَتِ-গভীরে ; الْجُبِّ-কূপের ; وَ-আর ; اَوْحَيْنَآ-আমি ইংগীতে জানিয়ে দিলাম ; اِلَيْهِ-তাকে ; لَتُنَبِّئَنَّهُمْ-(لتنبئن+هم)-তুমি অবশ্যই তাদেরকে বলবে ; بِاَمْرِهِمْ-(ب+امر+هم)-তাদের কাজের ব্যাপারে ; هٰذَا-এই ; وَ-অথচ; هُمْ-তারা ; لَا يَشْعُرُوْنَ-(তোমাকে) চিনতে পারবে না। (১৬) وَ-অতপর ; جَآءُوْٓا-তারা এলো ; اَبَاهُمْ-(ابا+هم)-তাদের পিতার নিকট ; عِشَآءً-সন্ধ্যারাতে ; يَّبْكُوْنَ-কাঁদতে কাঁদতে। (১৭) قَالُوْا-তারা বললো ; يٰٓاَبَانَا-হে আমাদের পিতা ; اِنَّا-আমরা ; ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ-দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিলাম ; وَ-এবং ; تَرَكْنَا-রেখে গিয়েছিলাম ; يُوْسُفَ-ইউসুফকে ; عِنْدَ-কাছে ; مَتَاعِنَا-(متاع+نا)-আমাদের জিনিসপত্রের ; فَاَكَلَهُ-(ف+اكل+ه)-তারপর তাকে খেয়ে ফেলেছে ;

১২. হযরত ইউসুফ (আ)-কে কূপে ফেলে দিলে আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন যে, তুমি চিন্তিত হয়ো না, এমন সময় আসবে যখন তুমি উচ্চ

الذِّئْبُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ⑰ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ

নেকড়ে বাঘ ; তবে আপনিতো আমাদেরকে বিশ্বাসকারী নন, যদিও আমরা সত্যবাদী হয়ে থাকি। ১৮. আর তারা নিয়ে এসেছিল তাঁর জামাতে

بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ

ভূয়া রক্ত মেখে ; তিনি (ইয়াকূব) বললেন (এটা হতে পারে না) বরং তোমরাই নিজেদের জন্য নিজেরা একটি কথা বানিয়ে এনেছো ; অতএব পরিপূর্ণ ধৈর্যই উত্তম[১৩];

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ⑱ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا

আর তোমরা প্রকাশ্যে যা বলছো সে সম্পর্কে আল্লাহই একমাত্র সাহায্যস্থল[১৪]।
১৯. তারপরে (সেখানে) আসলো একটি সফরকারী দল, তারা পাঠালো

الذِّئْبُ-(ال+ذئب)-নেকড়ে বাঘ ; وَ-তবে ; مَآ-নন ; أَنتَ-আপনিতো ; بِمُؤْمِنٍ-(ب+مؤمن)-বিশ্বাসকারী ; لَّنَا-আমাদেরকে ; وَلَوْ-যদিও ; كُنَّا-আমরা হয়ে থাকি ; صَدِقِينَ-সত্যবাদী। ⑱-وَ-আর; جَآءُوا-তারা নিয়ে এসেছিল ; عَلَىٰ-(على+قميص+ه)-عَلَىٰ قَمِيصِهِ-তার জামাতে ; بِدَمٍ كَذِبٍ-(ب+دم+كذب)-ভুয়া রক্ত মেখে ; قَالَ -তিনি (ইয়াকূব) বললেন (এটা হতে পারে না।) ; بَلْ-বরং ; سَوَّلَتْ-বানিয়ে নিয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; أَنفُسُكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নফ্স ; أَمْرًا-একটি কথা ; فَصَبْرٌ-(ف+صبر)-অতএব পরিপূর্ণ ধৈর্য-ই ; جَمِيلٌ-উত্তম ; وَ-আর ; اللَّهُ - আল্লাহ-ই; الْمُسْتَعَانُ-একমাত্র সাহায্যস্থল ; عَلَىٰ-সে সম্পর্কে ; مَا-যা ; تَصِفُونَ - তোমরা প্রকাশ্যে বলছো। ⑲-وَ-তারপর ; جَآءَتْ-আসলো (সেখানে) ; سَيَّارَةٌ-একটি সফরকারী দল ; فَأَرْسَلُوا-(ف+ارسلوا)-তারা পাঠালো ;

মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে এবং তাদেরকে তাদের এসব কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ আসবে। তখন কিন্তু তারা তোমাকে চিনতে পারবে না।

১৩. 'সবরে জামীল' অর্থ পরিপূর্ণ উত্তম ধৈর্য। যে ধৈর্যের মধ্যে কোনো প্রকার অভিযোগ, কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ নেই। একজন উচ্চ হৃদয়বান ব্যক্তির উপর কোনো আকস্মিক বিপদ এসে পড়লে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে—এ বিশ্বাসে শান্তভাবে বরদাশত করে নেয়াকেই সবরে জামীল বলা হয়।

১৪. এখানে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এতবড় একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনেও তিনি মানসিক ভারসাম্য

وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ

তাদের পানি সংগ্রহকারীকে, আর সে তার বালতি নামিয়ে দিল ; সে বলে উঠল—
কী সুসংবাদ ! এযে এক কিশোর ; তারপর তারা তাঁকে লুকিয়ে ফেলল

بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ⑲ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ

পণ্য হিসেবে ; অথচ তারা যা করছিল সেই বিষয়ে আল্লাহ ভাল করেই জ্ঞাত
২০. আর তারা তাঁকে বিক্রি করে দিল নগণ্য দামে—

دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ۟

সীমিত সংখ্যক দিরহামে[১৫] ; এবং তারা ছিল তার (মূল্যের)
ব্যাপারে নিরাসক্তদের শামিল।

وَارِدَهُمْ-(وارد+هم)-তাদের পানি সংগ্রহকারীকে ; فَاَدْلٰى-(ف+ادلى)-আর সে নামিয়ে দিল ; دَلْوَهٗ-(دلو+ه)-তার বালতি ; قَالَ-সে বলে উঠলো ; يٰبُشْرٰى-কী সুসংবাদ ; هٰذَا-এ যে ; غُلٰمٌ-এক কিশোর ; وَ-তারপর ; اَسَرُّوْهُ-(اسروا+ه)-তারা লুকিয়ে ফেললো তাকে ; بِضَاعَةً-পণ্য হিসেবে ; وَاللّٰهُ-অথচ আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-ভালভাবেই জ্ঞাত ; بِمَا-সেই বিষয়ে যা ; يَعْمَلُوْنَ-তারা করছিল। ⑳-وَ-আর ; شَرَوْهُ-(شروا+ه)-তারা তাঁকে বিক্রি করে দিল ; بِثَمَنٍ-দামে ; بَخْسٍ-নগণ্য ; دَرَاهِمَ-দিরহাম ; مَعْدُوْدَةٍ-সীমিত সংখ্যক ; وَ-এবং ; كَانُوْا-তারা ছিল ; فِيْهِ-তার (মূল্যের ব্যাপারে) ; مِنَ-শামিল ; الزّٰهِدِيْنَ-নিরাসক্তদের।

হারিয়ে ফেলেননি, এটা যে সম্পূর্ণ বানোয়াট তা তিনি দূরদৃষ্টির সাহায্যে অনুধাবন করতে সক্ষম হন। ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের প্রতিহিংসামূলক কাজে সম্পূর্ণভাবে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করেন।

১৫. কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুসারে ব্যবসায়ীদের সফরকারী দল ইউসুফ (আ)-কে কূপ থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা তাঁকে নিতান্ত নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিলো। মুফাসসিরীনে কিরামের কেউ কেউ বলেন যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা-ই তাঁকে ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। সে যা-ই হোক ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ ইউসুফ (আ)-এর মূল্য সম্পর্কে অবহিত ছিল না। এসব লোক তাঁকে নিয়ে যা করছিল তার মধ্য দিয়েই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে উচ্চমর্যাদায় পৌঁছানোর ইচ্ছা করেছিলেন, সেখানে পৌঁছে দিয়েছেন।

২য় রুকূ' (৭-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের কর্মকাণ্ড দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা সৎকর্মশীল লোক ছিল না। কারণ কোনো সৎকর্মশীল মানুষ এ ধরনের কাজ করতে পারে না।

২. হযরত ইয়াকূব (আ)-এর উল্লিখিত দশজন পুত্র তাঁর নবুওয়াত-এর যথার্থ মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হয়নি। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ঈমান ও সৎকর্মের অধিকারী হওয়া আল্লাহর রহমত ছাড়া সম্ভব নয়।

৩. সর্বযুগেই এমন বহু লোকের সাক্ষাত মেলে যারা বিবেকের দাবী উপেক্ষা করে অন্যায়-অপরাধ করে যায়, আর বিবেককে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, এটাতো অপরাধ ও গুনাহের কাজ, কিন্তু এটা না করে উপায় নেই, পরে তাওবা করে ভাল মানুষ হয়ে যাব। এরূপ মনোভাব শয়তানের কুমন্ত্রণা ছাড়া কিছুই নয়।

৪. কূপের অভ্যন্তরে ইউসুফ (আ)-এর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহী এসেছিল, তা নবুওয়াতের ওহী ছিল না।

৫. নবী-রাসূলগণও গায়েব এবং ভবিষ্যত জানতেন না, তা না হলে ইয়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-কে ভাইদের সাথে কোনো মতেই যেতে দিতেন না। তবে যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে জানান, ততটুকুই তাঁরা জানতে পারেন।

৬. মানুষ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই তা করে ফেলতে পারে না ; তার জন্য আল্লাহর ইচ্ছা থাকতে হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়।

৭. আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাঁর বান্দাহকে যে কোনো বিপদ থেকেই রক্ষা করতে পারেন ; আর আল্লাহ রক্ষা না করলে দুনিয়াতে এমন কোনো শক্তিই নেই বিপদ থেকে রক্ষা করার মতো।

৮. পরিস্থিতি অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, সকল অবস্থায়-ই মু'মিন একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করবে এবং আশ্রয় চাইবে একমাত্র আল্লাহর কাছে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৯

(২১) وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ

২১. অতপর মিসরের যে ব্যক্তি তাঁকে খরিদ করেছিল[১৬], সে তার স্ত্রীকে বললো[১৭] এর থাকার স্থানকে উত্তম ও পরিচ্ছন্ন করে রাখো

عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۭ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ

আশা করা যায় যে, সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেবো[১৮] ; এভাবেই আমি ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম।

(২১) وَ-অতপর ; قَالَ-বললো ; الَّذِىْ-যে ব্যক্তি ; اشْتَرٰىهُ-(اشترى+ه)-তাঁকে খরিদ করেছিল ; مِنْ مِّصْرَ-মিসরের ; لِامْرَاَتِهٖٓ-(ل+امراة+ه)-তার স্ত্রীকে ; اَكْرِمِىْ- পরিচ্ছন্ন করে রাখো ; مَثْوٰىهُ-এর থাকার স্থানকে ; عَسٰٓى-আশা করা যায় ; اَنْ يَّنْفَعَنَآ -সে আমাদের উপকারে আসবে ; اَوْ-অথবা ; نَتَّخِذَهٗ-(نتخذ+ه)-আমরা তাকে বানিয়ে নেবো ; وَلَدًا-পুত্র ; وَكَذٰلِكَ-আর এভাবেই ; مَكَّنَّا-আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম ; لِيُوْسُفَ-ইউসুফকে ;

১৬. ইউসুফ (আ)-কে যে লোকটি খরিদ করেছিল, তার নাম কুরআন মাজীদে এক স্থানে 'আযীয' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটা ছিল তাঁর উপনাম। অবশ্য পরবর্তীতে ইউসুফ (আ)-কেও এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'আযীয' শব্দের অর্থ এমন ক্ষমতাধর ব্যক্তি যার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। এতে বুঝা যায় যে, সেই ব্যক্তি মিসরের অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তির একজন ছিলেন। মুফাসসিরদের মতে তিনি রাজকীয় ভাণ্ডারের প্রধান ছিলেন।

১৭. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত মহিলার নাম জানা যায় না। আমাদের সমাজে তার নাম 'যুলায়খা' বলে যে প্রচারণা রয়েছে তা বাইবেলে উল্লিখিত 'জেলিখা' থেকেই গৃহীত হয়েছে। আমাদের সমাজে মুখরোচক কাহিনী হিসেবে এটাও প্রচলিত আছে যে, এ মহিলার সাথে ইউসুফ (আ)-এর বিবাহ হয়েছে ; অথচ এর কোনো ভিত্তি নেই। আর এটা যুক্তি বিরোধীও বটে যে, একজন নবী এমন মহিলাকে বিবাহ করবেন, যার মন্দ চরিত্রের ব্যাপারে তাঁর নিজের অবগতি রয়েছে।

১৮. আযীয-মিসর ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি নিজের দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ কিশোর ক্রীতদাস হতে পারে না ; বরং কোনো সৎ ও উচ্চ বংশের

فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ

সেই ভূখণ্ডে ; এবং যাতে তাঁকে শিক্ষা দিতে পারি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান[১৯] ; আর আল্লাহ প্রবল

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

তাঁর কর্ম সম্পাদনে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই তা জানে না।
২২. আর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলো

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَرَاوَدَتْهُ

আমি তাকে দান করলাম হিকমত ও জ্ঞান[২০] ; আর এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি নেক লোকদেরকে। ২৩. অতপর তাকে ফুসলাতে লাগলো

فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-সেই ভূখণ্ডে ; وَ-এবং ; لِنُعَلِّمَهُ-(لنعلم+ه)-যাতে তাঁকে শিক্ষা দিতে পারি ; مِنْ تَأْوِيلِ-ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান ; الْأَحَادِيثِ-স্বপ্নের ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; غَالِبٌ-প্রবল ; عَلَىٰ أَمْرِهِ-(على+امر+ه)-তাঁর কর্ম সম্পাদনে ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ-ই ; لَا يَعْلَمُونَ-তা জানে না। ㉒-وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; بَلَغَ-সে পৌঁছলো ; أَشُدَّهُ-পূর্ণ যৌবনে ; آتَيْنَاهُ-(اتينا+ه)-আমি তাকে দান করলাম ; حُكْمًا-হিকমত ; وَ-ও ; عِلْمًا-জ্ঞান ; وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; نَجْزِي-আমি পুরস্কৃত করে থাকি ; الْمُحْسِنِينَ-নেক লোকদেরকে। ㉓-وَ-অতপর ; رَاوَدَتْهُ-(راودت+ه)-মহিলাটি তাকে ফুসলাতে লাগলো ;

আদরের সন্তান। তাই তিনি তার জন্য যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা মতে তিনি ইউসুফের হাতে নিজের সবকিছুর দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছিলেন। এমনকি নিজের আহার্যদ্রব্য ছাড়া আর কিছুর খবর রাখতেন না।

১৯. হযরত ইউসুফ (আ)-এর আঠার বছর বয়স পর্যন্ত যে মরু পরিবেশে কেটেছে। সেখানে নিয়মতান্ত্রিক কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা না থাকায় মিসরে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেখানে পৌঁছাতে চেয়েছেন, সেজন্য যে ধরনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন, তা লাভ করার সুযোগ মরু জীবনের পরিবেশে ছিল না। আর সে জন্যই আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে তাঁকে মিসর রাষ্ট্রের উচ্চ পদাধিকারীর হাতে পৌঁছে দিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি ও আকৃতি দেখেই তাঁর হাতে নিজের ঘরবাড়ী, জায়গা-জমি ও সহায় সম্পদের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। এখানেই ইউসুফ (আ) একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। আলোচ্য আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ

সেই মহিলা তার নিজের প্রতি যার ঘরে সে (ইউসুফ) ছিল এবং সে মহিলাটি বন্ধ করে দিল দরজাগুলো, আর বললো—

هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ اِنَّهٗ

তোমাকে বলছি এসো ! সে (ইউসুফ) বললো—আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন আমার থাকার ; অবশ্যই

لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ

সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয়না[২১]। ২৪. আর নিঃসন্দেহে সে (মহিলা) তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সে-ও (ইউসুফ) তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো, যদি না সে দেখতো

الَّتِيْ-যার ; هُوَ-সে ছিল ; فِيْ بَيْتِهَا-(فى+بيت+ها)-যার ঘরে ; عَنْ-প্রতি ; نَّفْسِهٖ-(نفس+ه)-তার নিজের ; وَ-এবং ; غَلَّقَتْ-সে বন্ধ করে দিল ; الْاَبْوَابَ-দরজাগুলো ; وَ-আর ; قَالَتْ-বললো ; هَيْتَ لَكَ-তোমাকে বলছি এসো ; قَالَ-সে (ইউসুফ) বললো ; مَعَاذَ اللّٰهِ-আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; رَبِّيْٓ-আমার প্রতিপালক ; اَحْسَنَ-তিনি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন ; مَثْوَايَ-(مثوى+ى)-আমার থাকার; اِنَّهٗ-অবশ্যই; لَا يُفْلِحُ-সফলকাম হয় না ; الظّٰلِمُوْنَ-সীমালংঘনকারীরা। ﴿٢٤﴾ وَ-আর ; لَقَدْ هَمَّتْ-নিসন্দেহে সে (মহিলা) আসক্ত হয়ে পড়েছিল ; بِهٖ-তাঁর প্রতি ; وَ-এবং ; هَمَّ-সে-ও (ইউসুফ) আসক্ত হয়ে পড়তো ; بِهَا-তার প্রতি ; لَوْلَآ-যদি না ; اَنْ رَّاٰ-সে দেখতো ;

২০. 'হুকুম' ও 'ইলম' শব্দদ্বয় দ্বারা নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাউকে 'হুকুম' দান করার অর্থ মানব জীবনের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা ও ইখতিয়ার দান করা। আর 'ইলম' দ্বারা ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলদেরকে প্রদত্ত যাবতীয় তত্ত্বীয় জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। 'হুক্‌ম' অর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বোধশক্তি এবং প্রভুত্বও হতে পারে।

২১. হযরত ইউসুফ (আ) এখানে 'আমার প্রতিপালক' বলে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমাকে কূপ থেকে উঠিয়ে যেখানে উত্তম স্থানে পুনর্বাসন করেছেন, সেখানে আমি তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ কিভাবে করতে পারি। এ ধরনের কাজ একমাত্র যালিমরাই করতে পারে, কিন্তু যালিম লোকেরা কখনো সফলকাম হতে পারে না।

بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ۚ اِنَّهٗ

তার প্রতিপালকের নিদর্শন[২২] ; এরূপ (করেছিলাম) যাতে করে আমি তার থেকে দূরে রাখতে পারি মন্দকাজ ও অশ্লীলতা[২৩] ; নিশ্চয়ই

مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ

সে আমার বাছাইকৃত বান্দাহদের শামিল ছিল। ২৫. তারপর উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেল এবং সে (মহিলা) তার জামা ছিঁড়ে ফেললো

بُرْهَانَ-নিদর্শন ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; كَذٰلِكَ-এরূপ (করেছিলাম) ; لِنَصْرِفَ-যাতে করে আমি দূরে রাখতে পারি ; عَنْهُ-তার থেকে ; السُّوْٓءَ-মন্দকাজ ; وَ-ও ; الْفَحْشَآءَ-অশ্লীলতা ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই সে ; مِنْ-শামিল ; عِبَادِنَا-(عباد+نا)-আমার বান্দাহদের ; الْمُخْلَصِيْنَ-বাছাইকৃত।(২৪) وَ-তারপর ; اسْتَبَقَا-উভয়ে দৌড়ে গেল ; الْبَابَ-দরজার দিকে ; وَ-এবং ; قَدَّتْ-সে ছিঁড়ে ফেললো ; قَمِيْصَهٗ-(قميص+ه)-তার জামা ;

২২. এখানে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-ও উক্ত মহিলার দিকে ঝুঁকে পড়তো যদি না তাঁর প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণ সে দেখতে পেতো। এখানে 'বুরহান' তথা সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা নবী-রাসূলদের অন্তর থেকে উদ্ভূত চেতনার কথা বলা হয়েছে। নবী-রাসূলদের নিষ্পাপ হওয়ার রহস্য এখানেই। মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যেও মানবিক সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। গুনাহ করার ক্ষমতাও তাঁদের মধ্যে ছিল, কিন্তু তাঁদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতির অনুভূতি সদা-সর্বদা জাগরুক থাকার কারণে তাদের দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ সংঘটিত হতে পারেনি। কারণ নবীদের এক বিন্দু পরিমাণ পদস্খলন মানে সারা দুনিয়া গোমরাহীর অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই তাদের মধ্যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মতো দৃঢ়তা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

২৩. হযরত ইউসুফ (আ)-কে যেসব পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়েছে এখানে তার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মন্দ ও অশ্লীলতাকে তার থেকে দূরে রাখার জন্যই এরূপ করা হয়েছে। কারণ তাঁর উপর নবুওয়াতের যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হওয়া আসন্ন সেজন্য পরিস্থিতির আলোকে তাঁর যে নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন পূরণের জন্যই তাঁকে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে পরিস্থিতিতে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় পরবর্তী রুকূ'র আয়াতসমূহে। তৎকালীন মিসরের 'সভ্য সমাজে' 'অবাধ যৌনাচার এমনই ছিল যেমন আমরা দেখতে পাই বর্তমানকালের পাশ্চাত্য সমাজ ও তাদের প্রভাবাধীন তাদের অন্ধ অনুকরণকারীদের সমাজে। তৎকালীন মিসরীয় সমাজের

مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ

পেছন দিকে থেকে আর তারা তার (মহিলার) স্বামীকে দরজার নিকটেই পেলো ; সে (মহিলাটি) বললো—তার কি শাস্তি হতে পারে—যে ইচ্ছা করে

بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي

তোমার স্ত্রীর সাথে মন্দ কাজের—এ ছাড়া যে, তাকে কয়েদ ঘরে রাখা হবে অথবা কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে । ২৬. (ইউসুফ) বললো—সে-ই অসৎ কাজের কামনা করেছিল

عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ

আমার নিকট থেকে, আর তার (মহিলার) পরিবারের এক সাক্ষাতদাতা সাক্ষ্য দিল[২৪]—যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে

مِنْ دُبُرٍ-পেছন দিক থেকে ; وَ-আর ; اَلْفَيَا-তারা পেলো ; سَيِّدَهَا-(سيد+ها)-তার (মহিলা) স্বামীকে ; لَدَا-নিকটে ; الْبَابِ-দরজার ; قَالَتْ-সে (মহিলাটি) বললো ; مَا-কি হতে পারে ; جَزَاءُ-শাস্তি ; مَنْ-তার যে ; اَرَادَ-ইচ্ছা করে ; بِاَهْلِكَ-(ب+اهل+ك)-তোমার স্ত্রীর সাথে ; سُوْءًا-মন্দ কাজের ; اِلَّا-এছাড়া ; اَنْ-যে ; يُسْجَنَ-কয়েদ করে রাখা হবে ; اَوْ-অথবা ; عَذَابٌ-কোনো শাস্তি ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক ।(২৬)قَالَ-সে (ইউসুফ) বললো ; هِيَ-সে-ই ; رَاوَدَتْنِيْ-(راودت+نى)-অসৎকাজের কামনা করেছিল ; عَنْ-থেকে ; نَفْسِيْ-(نفس+ى)-আমার নিকট ; وَ-আর ; شَهِدَ-সাক্ষ্য দিল ; شَاهِدٌ-এক সাক্ষ্যদাতা ; مِّنْ اَهْلِهَا-(من+اهل+ها)-তার পরিবারের ; اِنْ-যদি ; كَانَ-হয়ে থাকে ; قَمِيْصُهُ-(قميص+ه)-তার জামা ; قُدَّ-ছেঁড়া ; مِنْ قُبُلٍ-সামনের দিক থেকে ;

চিত্র আমরা এ থেকেই অনুমান করতে পারি যে, একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চ দায়িত্বশীল রাজ-পুরুষের স্ত্রী একজন সুদর্শন ক্রীতদাসের প্রতি এমনই আসক্ত হয়ে পড়তে পারে। তাহলে তাদের সমমর্যাদার অভিজাত শ্রেণীর নারী-পুরুষের মধ্যে তা কতদূর চরম ছিল। এমনি একটি পরিবেশে ক্ষমতার উচ্চ মসনদে বসে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন ছিল কঠিন প্রশিক্ষণের। আর আল্লাহ তা'আলা সেই প্রশিক্ষণই তাঁকে দিয়েছেন। এখানে সেই কথাই ইংগীতে বলা হয়েছে।

২৪. আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বোধগম্য হয় যে, সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তি মহিলার ভাই-বোনদের কেউ হবে। সে মহিলার স্বামী 'আযীয'-এর সাথে এসেছিল। আলোচ্য ঘটনায় মহিলা ও ইউসুফ (আ) পরস্পর দোষারোপ করা এবং ঘটনার কোনো সাক্ষী না থাকার কারণে প্রকৃত দোষী কে তা নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার ছিল; কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তাঁর

فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ

তবে মহিলা সত্য বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদীদের শামিল। ২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে

وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهٗ

এবং সে সত্যবাদীদের শামিল[২৫]। ২৮. অতপর সে (স্বামী) যখন দেখলো যে, জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া রয়েছে। সে বললো—এটা অবশ্যই

مِنْ كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا

তোমাদের নারীদের প্রতারণা ; নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতারণা ভয়ংকর।
২৯. হে ইউসুফ ! তুমি এটা বাদ দাও।

وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ﴿٢٩﴾

আর (হে নারী) তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও ;
অবশ্যই তুমি ছিলে অপরাধীদের শামিল।[২৬]

فَصَدَقَتْ-(ف+صدقت)-তবে মহিলা সত্য বলেছে ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; مِنَ-শামিল ; الْكٰذِبِيْنَ-মিথ্যাবাদীদের। ﴿٢٧﴾ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; كَانَ-হয়ে থাকে ; قَمِيْصُهٗ-(قميص+ه)-তার জামা ; قُدَّ-ছেঁড়া ; مِنْ دُبُرٍ-পেছন দিক থেকে ; فَكَذَبَتْ-(ف+كذبت)-তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; مِنَ-শামিল ; الصّٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদের। ﴿٢٨﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ; رَاٰ-সে (স্বামী) দেখলো ; قَمِيْصَهٗ-(قميص+ه)-তার জামা ; قُدَّ-ছেঁড়া রয়েছে ; مِنْ دُبُرٍ-পেছন দিক থেকে ; قَالَ-সে বললো ; اِنَّهٗ-এটা অবশ্যই ; مِنْ كَيْدِكُنَّ-তোমাদের নারীদের প্রতারণা; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; كَيْدَكُنَّ-তোমাদের প্রতারণা ; عَظِيْمٌ-ভয়ংকর। ﴿٢٩﴾ يُوْسُفُ-হে ইউসুফ ; اَعْرِضْ-তুমি বাদ দাও ; عَنْ هٰذَا-এটা; وَ-আর; اسْتَغْفِرِيْ-(হে নারী!) তুমি ক্ষমা চাও ; لِذَنْۢبِكِ-(ل+ذنب+ك)-তোমার অপরাধের জন্য ; اِنَّكِ-অবশ্যই তুমি ; كُنْتِ-ছিলে ; مِنَ-শামিল ; الْخٰطِئِيْنَ-অপরাধীদের।

বিচক্ষণতা দ্বারা এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি মহিলার দিকে নয়—ইউসুফ (আ)-এর দিকেই গেলো। তিনি দেখলেন মহিলার উপর যদি কোনো জবরদস্তি করা হতো তাহলে তার পোশাক পরিচ্ছদ এত সুবিন্যস্ত দেখা যেতো না। অপরদিকে ইউসুফ (আ)-এর জামা-ই অবিন্যস্ত ও ছেঁড়া যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর উপরই জবরদস্তি

করা হয়েছে। এতে উপস্থিত মহিলার স্বামীর নিকট পরিষ্কার হয়ে গেলো, প্রকৃতপক্ষে দোষী কে ?

২৫. ইউসুফ (আ)-এর জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকার কারণে এটাই প্রমাণিত যে, মহিলা-ই তাঁকে পাকড়াও করতে চেয়েছিল। আর যদি তা সামনের দিকে ছেঁড়া হতো তাহলে এটাই প্রমাণিত হতো যে, ইউসুফ-ই মহিলার উপর জবরদস্তী করতে চেয়েছিল, মহিলা নির্দোষ।

২৬. হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য যে সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, যে কারণে ইউসুফ (আ)-এর নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়েছে, সেই ব্যক্তির সম্পর্কে এবং এ সর্ম্পর্কিত অন্যান্য বিবরণে কুরআন মাজীদের সাথে ইসরাঈলী বর্ণনার সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কুরআন মাজীদ যেহেতু সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মাঝে বিরাজমান। সুতরাং কুরআন মাজীদের বর্ণনা-ই সঠিক বলে মেনে নেয়া আমাদের ঈমানের দাবী। তা ছাড়া কুরআন মাজীদের বর্ণনা যুক্তিযুক্তও বটে।

৩য় রুকূ' (২১-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ যাকে সম্মানিত করতে চান, তাঁকে অপমানিত করার শক্তি দুনিয়াতে কারো নেই।

২. হযরত ইউসুফ (আ)-কে ক্রীতদাসের স্তর থেকে উপরে তুলে একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের পুত্রের মর্যাদার আসীন করে দিয়েছেন।

৩. অতপর আল্লাহ তাঁকে দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নবুওয়াত দানে ধন্য করেছেন। এটা ছিল আল্লাহর অপার অনুগ্রহ।

৪. আল্লাহ ইউসুফ (আ)-কে পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন এবং তিনি অনায়াসেই উত্তীর্ণ হলেন।

৫. আল্লাহ যাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন তাকে এর মাধ্যমে বিরাট কল্যাণ দানে ভূষিত করেন।

৬. দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিপদ মসীবত আসলে তাকে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করে তা উত্তরণের জন্য আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাইতে হবে।

৭. মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে কেউ যদি দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় তখন আল্লাহ এ কাজকে তার জন্য সহজ করে দেন।

৮. নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে পবিত্র—এটা মুসলিম মনীষীদের সর্বসম্মত অভিমত।

৯. যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান, এমন পরিবেশ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সরে পড়া একান্ত আবশ্যক।

১০. আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষের যথাসাধ্য সংগ্রাম করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

১১. বান্দাহ যখন নিজের চেষ্টাকে পূর্ণ করেন, তখন আল্লাহ-ই সাফল্যের উপকরণাদি অলৌকিকভাবে সরবরাহ করেন।

১২. নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের চক্রান্তের চেয়েও গুরুতর।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৬

۝٣٠ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ

৩০. অতপর সেই শহরের মহিলারা বললো—আযীযের স্ত্রী স্বয়ং তার যুবক দাসের কাছে অসৎ কাজ কামনা করছে ;

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝٣١ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

প্রেম তাকে নিঃসন্দেহে পাগল করে ফেলেছে ; আমরাতো তাকে দেখছি যে, সে অবশ্যই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। ৩১. অতপর সে যখন তাদের কূট কৌশলের খবর শুনতে পেলো

أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ

সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য ভোজের আয়োজন করলো[২৭] আর তাদের প্রত্যেককে দিল

سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ

একটি করে ছুরি এবং বললো (ইউসুফকে) তাদের সামনে বের হও ; অতপর তারা যখন তাকে দেখলো, তারা তার রূপমাধুর্যে বিমোহিত হয়ে পড়লো এবং কেটে ফেললো।

۝٣٠ وَ-অতপর ; قَالَ-বললো; نِسْوَةٌ-মহিলারা ; فِي الْمَدِينَةِ-সেই শহরের ; امْرَأَتُ-স্ত্রী ; الْعَزِيزِ-আযীযের ; تُرَاوِدُ-অসৎকাজ কামনা করছে ; فَتَاهَا-(فتى+ها)-তার যুবক দাসের কাছে ; عَنْ نَفْسِهِ-(عن+نفس+ه)-স্বয়ং ; قَدْ شَغَفَهَا-নিসন্দেহে তাকে পাগল করে ফেলেছে ; حُبًّا-প্রেম ; إِنَّا-আমরাতো অবশ্যই ; لَنَرَاهَا-দেখছি তাকে যে, সে আছে ; فِي ضَلَالٍ-বিভ্রান্তিতে ; مُبِينٍ-সুস্পষ্ট। ۝٣١ فَلَمَّا-অতপর যখন ; سَمِعَتْ-সে শুনতে পেলো ; بِمَكْرِهِنَّ-তাদের কূটকৌশলের খবর ; أَرْسَلَتْ-ডেকে পাঠালো ; إِلَيْهِنَّ-তাদেরকে ; وَ-এবং ; أَعْتَدَتْ-আয়োজন করলো ; لَهُنَّ-তাদের জন্য ; مُتَّكَأً-ভোজের ; وَ-আর ; آتَتْ-দিল ; كُلَّ وَاحِدَةٍ-প্রত্যেককে ; مِنْهُنَّ-তাদের ; سِكِّينًا-একটি করে ছুরি ; وَ-এবং ; قَالَتْ-বললো ; اخْرُجْ-বের হও ; عَلَيْهِنَّ-তাদের সামনে ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; رَأَيْنَهُ-(راين+ه)-তারা তাকে দেখলো ; أَكْبَرْنَهُ-(اكبرن+ه)-তারা তার রূপমাধুর্যে বিমোহিত হয়ে পড়লো ; وَقَطَّعْنَ-এবং কেটে ফেললো ;

أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۚ إِنْ هٰذَآ

তাদের হাত এবং বললো সকল মহানত্ব আল্লাহর জন্যই,
এতো মানুষ নয় ; এতো অন্য কিছু নয়

إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ

মহান ফেরেশতা ছাড়া। ৩২. সে (আযীযের স্ত্রী) বললো—এ-ই সে যার ব্যাপারে
তোমরা আমার নিন্দা করছিলে

وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ

আর আমিতো স্বয়ং অবশ্যই অসৎ কাজ কামনা করেছি কিন্তু সে নিজেকে নিষ্কলুষ
রেখেছে ; তবে আমি তাকে যে আদেশ দেই তা যদি মেনে না নেয়

لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ

তবে অবশ্যই তাকে কয়েদ করে রাখা হবে অতপর সে লাঞ্ছিতদের শামিল হবে[২৮]।
৩৩. সে (ইউসুফ) বললো—হে আমার প্রতিপালক ! কয়েদখানা অধিক প্রিয়

أَيْدِيَهُنَّ-তাদের হাত ; وَ-এবং ; قُلْنَ-বললো ; حَاشَ-সকল মহানত্ব ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্যই ; مَا هٰذَا-এতো নয় ; بَشَرًا-মানুষ ; إِنْ هٰذَآ-এতো অন্য কিছু নয় ; إِلَّا-ছাড়া ; مَلَكٌ-ফেরেশতা ; كَرِيمٌ-মহান। ﴿٣٢﴾ قَالَتْ-সে (আযীযের স্ত্রী) বললো ; فَذٰلِكُنَّ-এ-ই সে ; الَّذِي-যার ; لُمْتُنَّنِي-তোমরা আমার নিন্দা করছিলে ; فِيهِ-ব্যাপারে ; وَ-আর ; لَقَدْ رَاوَدْتُهُ-(راودت+ه)-আমি তো অবশ্যই তার কাছে স্বয়ং অসৎকাজ কামনা করেছি ; عَنْ نَفْسِهِ-স্বয়ং ; فَاسْتَعْصَمَ-(ف+استعصم)-কিন্তু সে নিজেকে নিষ্কলুষ রেখেছে ; وَلَئِنْ-তবে যদি ; لَمْ يَفْعَلْ-মেনে না নেয় ; مَآ-তা যে ; آمُرُهُ-(امر+ه)-আমি তাকে আদেশ দেই ; لَيُسْجَنَنَّ-তবে অবশ্যই তাকে কয়েদ করে রাখা হবে ; وَ-অতপর ; لَيَكُونًا-সে হবে; مِنَ-শামিল ; الصَّاغِرِينَ-লাঞ্ছিতদের। ﴿٣٣﴾ قَالَ-সে(ইউসুফ) বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; السِّجْنُ-কয়েদখানা ; أَحَبُّ-অধিক প্রিয় ;

২৭. 'মুত্তাকা' শব্দের অভিধানিক অর্থ হেলান দিয়ে বসার উপকরণ। তৎকালীন মিসরে কোনো ভোজের আয়োজন করা হলে মেহমানদের হেলান দিয়ে বসার জন্য পর্যাপ্ত বালিশের ব্যবস্থা করা হতো। তাই রূপকভাবে উক্ত শব্দটিকে 'ভোজের অনুষ্ঠান' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ

আমার নিকট তা থেকে, যে দিকে এরা আমাকে ডাকছে ; আর তাদের চক্রান্তকে আমার নিকট থেকে আপনি যদি দূরে না রাখেন

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ

তবে আমি ঝুঁকে পড়বো তাদের প্রতি এবং আমি অজ্ঞদের শামিল হয়ে যাবো[২৯]। ৩৪. অবশেষে তার প্রতিপালক তার ডাকে সাড়া দিলেন

فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُم

এবং তাদের চক্রান্তকে তার থেকে দূরে রাখলেন ;[৩০] নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ৩৫. তারপর তাদের নিকট স্পষ্ট হলো—

إِلَىَّ-আমার নিকট ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে, যে ; يَدْعُونَنِىٓ-(يدعون+نى)-এরা আমাকে ডাকছে ; إِلَيْهِ-দিকে ; وَ-আর ; لَا تَصْرِفْ-যদি আপনি দূরে না রাখেন ; عَنِّى-আমার নিকট থেকে ; كَيْدَهُنَّ-তাদের চক্রান্তকে ; أَصْبُ-তবে আমি ঝুঁকে পড়বো ; إِلَيْهِنَّ-তাদের প্রতি ; وَ-এবং ; أَكُنْ-আমি হয়ে যাবো ; مِّنَ-শামিল ; الْجَٰهِلِينَ-অজ্ঞদের।৩৩ فَاسْتَجَابَ-(ف+استجاب)-অবশেষে সাড়া দিলেন ; لَهُ-তার ডাকে ; رَبُّهُ-তার প্রতিপালক ; فَصَرَفَ-(ف+صرف)-এবং দূরে রাখলেন ; عَنْهُ-তার থেকে ; كَيْدَهُنَّ-তাদের চক্রান্তকে ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই ; هُوَ-তিনি ; السَّمِيعُ-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ।৩৪ ثُمَّ-তারপর ; بَدَا-স্পষ্ট হলো ; لَهُمْ-তাদের নিকট ;

২৮. তৎকালীন মিসরের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেকার নৈতিক অবক্ষয় আযীযের স্ত্রীর উদ্ধৃত উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের পদস্থ ব্যক্তিদের স্ত্রীদেরকে ভোজের অনুষ্ঠানে আহ্বান করে তাদের সামনে স্বীয় প্রিয়তম ক্রীতদাসকে উপস্থিত করে সে প্রমাণ করলো যে, এ দাসের প্রেমে না মজে তার উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়, সে সদম্ভে ঘোষণা করলো যে, এ দাস যদি তার কথা মেনে না নেয় তাহলে তাকে কারাগারে আটকে দেয়া হবে এবং লাঞ্ছনাময় জীবনযাপন করতে হবে। অপর দিকে মেহমানরাও স্বীকৃতি দিয়ে প্রমাণ করলো যে, আযীযের স্ত্রীর অবস্থায় পড়লে তারাও একই পথের পথিক হতো। বর্তমান কালেও তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অবক্ষয় অত্যন্ত আশংকাজনক।

২৯. এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়-পরায়ণতা পবিত্রতা, সত্যানুরাগ ও সুসংবদ্ধ মানসিক ভারসাম্যতা প্রভৃতি গুণাবলী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাগ্য তাঁকে মরু জীবন থেকে টেনে এনে তৎকালীন মিসরের রাজধানী

مِنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ۟

যখন তারা দেখলো কিছু নিদর্শন—যে তাকে অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য কয়েদ করে রাখতে হবে[৩১]।

مِنْۢ بَعْدِ-অবশেষে ; مَا-যখন ; رَاَوُا-তারা দেখলো ; الْاٰيٰتِ-কিছু নিদর্শন ; لَيَسْجُنُنَّهٗ-(ليسجنن+ه)-যে, তাকে অবশ্যই কয়েদ করে রাখতে হবে ; حَتّٰى حِيْنٍ-কিছু সময়ের জন্য।

শহরের অভিজাত, প্রধান পদস্থ ও ধনাঢ্য পরিবারে ঠাঁই করে দিয়েছে। যেখানে পাপের মধ্যে বিলীন হওয়ার মত পরিবেশ-পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল কিন্তু তিনি নিজেকে সেই পাপের প্রবাহে ভেসে যাওয়া থেকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করেছিলেন। তবে এই অপূর্ব আত্মসংযম ও পবিত্র ভাবধারা তাঁর অন্তরে কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং তিনি বিনয় বিগলিত হয়ে তাঁর প্রতিপালকের দরবারে এই বলে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক ! আমি দুর্বল, এসব আকর্ষণ ও প্রলোভন থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর চরিত্রকে দৃঢ় করে দিলেন এবং তাঁকে এ পরিবেশ থেকে উদ্ধার কল্পে কারাগারের দরজা তাঁর জন্য খুলে দিলেন, যাতে তিনি এ পাপ-পঙ্কিল পরিবেশ থেকে সহজে মুক্ত থাকতে সক্ষম হন।

৩১. হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগারে আবদ্ধ হওয়াটা আসলে তাঁর নীতি-নৈতিকতার বিজয়। সারা দেশের লোকের মধ্যে তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। তাঁর নির্মল চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে অভিজাত শ্রেণীর লোকদের স্ত্রীদের নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়। এ দিক থেকে ইউসুফ (আ)-এর নৈতিক বিজয় ও শাসকগোষ্ঠীর নৈতিক পরাজয় মানুষের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ সকলেই এটা জানতে পেরেছে যে, ইউসুফ (আ) কোনো অপরাধ করে কারাগারে যাননি ; বরং অভিজাত শ্রেণী তাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পেরে তাঁকেই কারাগারে রেখে দেয়াকে নিরাপদ মনে করেছে। বর্তমানকালেও এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে নিরপরাধ লোককে ফাঁসিয়ে দিতে কসুর করে না। পূর্বেকার শাসকগোষ্ঠীর মত আজকেও এরা নিজেদের মুখের কথাকে আইন বানিয়ে নেয় যদিও এরা মুখে গণতন্ত্রের নাম নিয়ে থাকে।

৪র্থ রুকূ' (৩০-৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইউসুফ (আ)-এর উল্লিখিত ঘটনার তথাকথিত অভিজাত সমাজের নৈতিক অবক্ষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একইভাবে সকল যুগেই অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অধপতন ঘটে

আসছে। বর্তমান যুগেও অবস্থার কোনো হেরফের হয়নি ; কারণ এ শ্রেণী সত্য দীন থেকে দূরে অবস্থান করে।

২. আভিজাত্যের দাবীদার এসব লোকেরা নিজেদের অপরাধের দায়ভার অন্য নিরপরাধ লোকের উপর চাপাতে সিদ্ধহস্ত। যেমন তৎকালীন মিসরের কর্তা ব্যক্তিরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে নিরপরাধ ইউসুফ (আ)-কে কারাগারে পাঠিয়েছে।

৩. কুরআন মাজীদ কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়। তাই কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়নি। মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে কোনো ঘটনার খণ্ডচিত্র প্রদান করা হয়েছে। তবে একমাত্র ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা-ই কম-বেশী সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে। কারণ এর মধ্যে মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ রয়েছে।

৪. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক চাইতে হবে ; কেননা আল্লাহর রহমতেই মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়।

৫. বাহ্যিক দিক থেকে ইউসুফ (আ)-এর কারাগারে যাওয়াটা ক্ষতিকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের উপর আপতিত দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ-মসীবত পরিণামে কল্যাণ বয়ে আনে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٣٦﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّىٓ أَرٰىنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ

৩৬. আর তাঁর সাথে আরো দু'জন যুবক কয়েদখানায়[৩২] প্রবেশ করলো[৩৩], তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে নিজেকে দেখলাম যে, আমি (আঙ্গুর থেকে) শরাব নিংড়ে বের করছি ;

وَقَالَ الْاٰخَرُ إِنِّىٓ أَرٰىنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ

আর অপরজন বললো—আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি যা থেকে পাখি খাচ্ছে ;

نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ

তুমি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দাও ; আমরাতো তোমাকে নেককারদের শামিল দেখতে পাচ্ছি[৩৪]। ৩৭. সে বললো—

(৩৬) وَ-আর ; دَخَلَ-প্রবেশ করলো ; مَعَهُ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ; السِّجْنَ-(ال+سجن)-কয়েদখানায় ; فَتَيٰنِ-দু'জন যুবক ; قَالَ-বললো ; أَحَدُهُمَآ-তাদের একজন ; إِنِّىٓ-আমি নিশ্চিত ; أَرٰىنِىٓ-স্বপ্নে দেখলাম নিজেকে ; أَعْصِرُ-নিংড়ে বের করছি ; خَمْرًا-শরাব ; وَ-আর ; قَالَ-বললো ; الْاٰخَرُ-অপরজন ; إِنِّىٓ-আমি নিশ্চিত ; أَرٰىنِىٓ-স্বপ্নে দেখলাম নিজেকে ; أَحْمِلُ-আমি বহন করছি ; فَوْقَ-উপর ; رَأْسِى-আমার মাথার ; خُبْزًا-রুটি ; تَأْكُلُ-খাচ্ছে ; الطَّيْرُ-(ال+طير)-পাখি ; مِنْهُ-যা থেকে ; نَبِّئْنَا-(نبأ+نا)-তুমি জানিয়ে দাও ; بِتَأْوِيلِهِ-(ب+تاويل+ه)-ব্যাখ্যা ; إِنَّا-আমরাতো ; نَرٰىكَ-(نرى+ك)-তোমাকে দেখতে পাচ্ছি ; مِنَ-শামিল ; الْمُحْسِنِينَ-(ال+محسنين)-নেককারদের। (৩৭) قَالَ-সে বললো ;

৩২. ইউসুফ (আ)-কে যখন কয়েদখানায় নেয়া হয় যথাসম্ভব তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ/একুশ বছর। অবশ্য কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র 'তালমুদে'-এ বলা হয়েছে যে, তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মিসরের শাসক হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। কুরআন মাজীদে তাঁর কয়েদী জীবনকে بضع سنين বলা হয়েছে। তিন থেকে নয়, পর্যন্ত সংখ্যাকে بضع বলা হয়।

لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ

তোমাদের যে খাদ্য দেয়া হয় তা (এখনও) আসছেনা, তবে তা তোমাদের নিকট আসার আগেই আমি এর ব্যাখ্যা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ;

ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তোমাদের এ ব্যাপারগুলো তার-ই অংশ যা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন ; আমিতো সেই সম্প্রদায়ের মতবাদ পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۞ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ

এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। ৩৮. আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের মতবাদ

-(ترزقن+ه)-تُرْزَقٰنِهٖ ; خادا-طَعَامٌ ; (এখনও) আসছে না-(لايأتي+كما)-لَا يَأْتِيكُمَا যা তোমাদেরকে দেয়া হয় ; اِلَّا-তবে ; نَبَّاْتُكُمَا-(نبات+كما)-তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ; ان ياتي+)-اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ; قَبْلَ-আগেই ; এর ব্যাখ্যা-(ب+تاويل+ه)-بِتَاْوِيْلِهٖ ; كما)-তোমাদের নিকট তা আসার ; ذٰلِكُمَا- তোমাদের এ ব্যাপারগুলো ; -مِمَّا তারই অংশ যা ; عَلَّمَنِيْ-(علم+ني)-আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ; اِنِّيْ-আমি তো ; تَرَكْتُ-পরিত্যাগ করেছি ; مِلَّةَ-মতবাদ ; قَوْمٍ -সে সম্প্রদায়ের ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান রাখে না ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; -وَ এবং ; هُمْ-তারা ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাতেও ; هُمْ كٰفِرُوْنَ -তারা অবিশ্বাসী। ৩৮ وَ-আর ; اتَّبَعْتُ-আমি অনুসরণ করি ; مِلَّةَ-মতবাদ ; اٰبَآءِيْ-(اباء+ى)-আমার পিতৃপুরুষ ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের ;

এ হিসেবে তাঁর ক্ষমতাসীন হওয়ার বয়স ত্রিশ ধরা হলে এবং بضع-এর সর্বোচ্চ সীমা নয় বছর ধরে নেয়া হলে, তাঁর জেলে যাওয়ার বয়স দাঁড়ায় (ত্রিশ থেকে নয় বিয়োগ করলে থাকে) একুশ বছর।

৩৩. ইউসুফ (আ)-এর সাথে কয়েদখানায় অবস্থানরত দু'জন যুবকের একজন ছিল মিসর অধিপতির শরাব পরিবেশনকারীদের প্রধান, আর অপরজন ছিল রুটি প্রস্তুতকারীদের প্রধান। অবশ্য এটা বাইবেলের বর্ণনা।

৩৪. এখান থেকেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর মর্যাদা কি ছিল তার ধারণা লাভ করা যায়। ইউসুফ (আ)-এর সততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে মিসরের সর্বস্তরের জনগণ অবহিত ছিল।

وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ

এবং ইসহাক ও ইয়াকূবের মতবাদ ; আমাদের জন্য সমিচীন নয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করি ;

ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সকল মানুষের প্রতিও। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

﴿٣٩﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৩৯. হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয় ! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক উত্তম, না-কি একক পরাক্রমশালী আল্লাহ (উত্তম) ?

﴿٤٠﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مَّآ أَنْزَلَ

৪০. তোমরাতো তাঁকে ছেড়ে উপাসনা করছো না, কিছু নাম ছাড়া, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ঠিক করে নিয়েছো, নাযিল করেন নি

وَ-এবং ; اِسْحٰقَ-ইসহাক ; وَ-ও ; يَعْقُوبَ-ইয়াকূবের ; مَا كَانَ-সমিচীন নয় ; لَنَآ-আমাদের ; اَنْ نُّشْرِكَ-যে, আমরা শরীক করি ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর সাথে ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছুকে ; ذٰلِكَ-এটা ; مِنْ فَضْلِ-অনুগ্রহ ; اَللّٰهِ-আল্লাহর ; عَلَيْنَا-আমাদের প্রতি; وَ-এবং ; عَلَى-প্রতিও; النَّاسِ-সকল মানুষের ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَ-অধিকাংশ; النَّاسِ-মানুষ ; لَا يَشْكُرُونَ-কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। ﴿٣٩﴾ يٰصَاحِبَيِ-(يا+صاحبى)-হে আমার সাথীদ্বয় ! السِّجْنِ-(ال+سجن)-কারাগারের ; ءَ اَرْبَابٌ-(ءَ+ارباب)-বহু প্রতিপালক কি ; مُّتَفَرِّقُونَ-ভিন্ন ভিন্ন ; خَيْرٌ-উত্তম ; اَمِ-না-কি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْوَاحِدُ-একক ; الْقَهَّارُ-পরাক্রমশালী। ﴿٤٠﴾ مَا تَعْبُدُونَ-তোমরাতো উপাসনা করছো না ; مِنْ دُونِهٖ-তাঁকে ছেড়ে ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَسْمَآءً-কিছু নাম ; سَمَّيْتُمُوهَآ-(سميتموا+ها)-যে নামগুলো ঠিক করে নিয়েছো ; اَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-ও ; اٰبَآؤُكُمْ-(اباؤ+كم)-তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ; مَّآ اَنْزَلَ-নাযিল করেননি ;

কারাগারের ভেতরের লোকেরাও এ ব্যাপারটা অবগত ছিল। আর তাই যুবকদ্বয় তাদের স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা জানার জন্য তাঁর নিকট এসেছিলো। তাঁর পবিত্র চরিত্রের প্রভাবে শুধু কয়েদীরাই নয় বরং কারাগারের অফিসার-কর্মচারীরাও তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কারাগার প্রধান কয়েদীদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন।

اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ

আল্লাহ সে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ ; বিধান দেয়ার অধিকার কারো নেই আল্লাহ ছাড়া ; তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না ;

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ

এটাই মযবুত সঠিক জীবন বিধান কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।
৪১. হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয় !

اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ

তোমাদের একজন তার মনিবকে শরাব পান করাবে ; এবং অপরজনকে শুলীতে চড়ানো হবে, অতপর আহার করবে

الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۭ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝ وَقَالَ

পাখি তার মস্তক থেকে ; তোমরা যে বিষয় জানতে চেয়েছো তা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে[৩৫]। ৪২. অতপর সে (ইউসুফ) বললো

اِنْ ; اَللّٰهُ-আল্লাহ ; بِهَا-সে সম্পর্কে ; مِنْ سُلْطٰنٍ-(من+سلطن)-কোনো প্রমাণ ; اَلْحُكْمُ-(ان+ال+حكم)-বিধান দেয়ার অধিকার কারো নেই ; اِلَّا-ছাড়া ; لِلّٰهِ-আল্লাহ ; اَمَرَ-তিনি আদেশ দিয়েছেন ; اَلَّا تَعْبُدُوْٓا-যে, তোমরা কারো ইবাদাত করবে না ; اِلَّآ-ছাড়া; اِيَّاهُ-একমাত্র তিনি ; ذٰلِكَ-এটাই ; الدِّيْنُ-জীবনবিধান; الْقَيِّمُ-মযবুত সঠিক ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; لَا يَعْلَمُوْنَ-তা জানে না। ⑪ يٰصَاحِبَيِ-হে আমার সাথীদ্বয় ! السِّجْنِ-কারাগারের ; اَمَّآ اَحَدُكُمَا-তোমাদের একজনতো ; فَيَسْقِيْ-পান করাবে ; رَبَّهٗ-(رب+ه)-তার মনিবকে ; خَمْرًا-শরাব ; وَ-আর ; اَمَّا الْاٰخَرُ-(اما+ال+اخر)-অপরজনকে ; فَيُصْلَبُ-শূলীতে চড়ানো হবে ; فَتَاْكُلُ-(ف+تاكل)-অতপর আহার করবে ; الطَّيْرُ-পাখি ; مِنْ-থেকে ; رَّاْسِهٖ-(راس+ه)-তার মস্তক ; قُضِيَ-সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ; الْاَمْرُ-(ال+امر)-সেই বিষয় ; الَّذِيْ-যা ; فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ-(فيه+تستفتين)-তোমরা জানতে চেয়েছো সেই সম্পর্কে। ⑫ وَ-অতপর ; قَالَ-সে বললো ;

৩৫. হযরত ইউসুফ (আ)-এর এ বিস্তারিত ঘটনার সারমর্ম হলো কারাগারের সাথীদ্বয়ের সামনে প্রদত্ত তাঁর এ ভাষণটি। তিনি জেলখানা থেকেই তাঁর দাওয়াতী কাজের সূচনা করলেন। এর আগে তিনি তাওহীদ সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি। এতে মনে হয়, তিনি

لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ز فَاَنْسٰهُ

তাদের মধ্যকার একজনকে যার সম্পর্কে ধারণা করেছিল যে, সে মুক্তি পাবে—তোমার মনিবের নিকট আমার কথা উল্লেখ করো ; কিন্তু তাকে ভুলিয়ে দিল

الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۝

শয়তান তার মনিবের নিকট উল্লেখ করতে ; অতএব সে (ইউসুফ) কয়েক বছর কারাগারেই রয়ে গেল।[৩৬]

لِلَّذِىْ-যার সম্পর্কে ; ظَنَّ-ধারণা করেছিল ; اَنَّهٗ-যে সে ; نَاجٍ-মুক্তিপ্রাপ্ত হবে ; مِّنْهُمَا-তাদের মধ্যকার ; اذْكُرْنِىْ-তুমি আমার কথা উল্লেখ করো ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّكَ-তোমার মনিবের ; فَاَنْسٰهُ-(ف+انسى+ه)-কিন্তু তাকে ভুলিয়ে দিল ; الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; ذِكْرَ-উল্লেখ করতে ; رَبِّهٖ-তার মনিবের নিকট ; فَلَبِثَ-(ف+لبث)-অতএব সে রয়ে গেল ; فِى السِّجْنِ-(فى+ال+سجن)-কারাগারেই ; بِضْعَ-কয়েক ; سِنِيْنَ-বছর

কয়েদখানায়-ই নবুওয়াত লাভ করেছেন এবং নবী হিসেবে এটাই তার প্রথম ভাষণ। এ ভাষণেই তিনি নিজের পরিচয় লোকদের সামনে প্রকাশ করেছেন। সাথে সাথে তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যা বলছেন তা কোনো নতুন কথা নয়, বরং ইতিপূর্বে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ) প্রমুখ নবীগণ যে দাওয়াত মানুষকে দিয়েছিলেন তিনিও সেই একই দাওয়াত তোমাদেরকে দিচ্ছেন।

ইউসুফ (আ) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াত পেশ করার কৌশল বের করেছিলেন। জেলখানার সাথী দু'জন তাঁর নিকট স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জ্ঞান কোথা থেকে আমি পেয়েছি তা-তো তোমাদের জানা দরকার—এ বলে তিনি দাওয়াত শুরু করলেন। ইউসুফ (আ)-এর এ কৌশল অবলম্বন করে আমরাও দাওয়াতী কাজে সফলতা অর্জন করতে পারি। আসলে যার মনে যথার্থই দীন প্রচারের আগ্রহ বর্তমান থাকে সে শ্রোতার মন মানসিকতার প্রতি খেয়াল রেখে সুযোগ আসলেই তা সদ্ব্যবহার করতে ভুল করে না। আবার অনেক লোক এমন আছে যারা শ্রোতার মন-মানসিকতার প্রতি খেয়াল না করে জোর করে নিজের ওয়ায-নসীহত শুনাতে চায়। আসলে এতে কোনো ফল হয় না—শ্রোতার মনের গভীরে তা কোনো রেখাপাত করতে পারে না।

ইউসুফ (আ) তৎকালীন ধর্মমতের সমালোচনা করেছেন, তবে তা করেছেন অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় যাতে শ্রোতার অন্তরে কোনো আঘাত না লাগে। তিনি তাদেরকে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করতেও চাপ দেননি ; বরং তাদেরকে চিন্তা করার জন্য বাতিল ধর্মের অন্তসারশূন্যতা তাদের সামনে তুলে ধরেছে।

৩৬. স্বপ্নের তা'বীরে যে লোকটি মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছিলো, ইউসুফ (আ) তাকেই বলেছিল মিসর অধিপতির নিকট তাঁর কথা উল্লেখ করার জন্য কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর সে কথা ভুলেই বসেছিল। আর তাই ইউসুফ (আ)-কে বেশ কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়েছে। অবশ্য মিসর অধিপতির স্বপ্নের তা'বীর করার প্রয়োজন দেখা দিলে সেই লোকটির মনে ইউসুফ (আ)-এর কথা মনে পড়ে। তখন সে মিসর অধিপতির নিকট তাঁর কথা উল্লেখ করে।

৫ম রুকূ' (৩৬-৪২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ)-এর এ কাহিনীটি পর্যালোচনা করলে মানব জীবনের জন্য অনেক শিক্ষা, উপদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ পাওয়া যায়।

২. গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনে কারাগারে যাওয়াও অনেক উত্তম।

৩. একজন মু'মিন যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব।

৪. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বেরিয়ে পড়লে প্রতিকূল পরিবেশও অনুকূল হয়ে যায়।

৫. আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম উপলক্ষে অনেক লোকের সাথেই সাক্ষাত ঘটে। মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে সুকৌশলে আমরা তাদেরকে দীনের পথে আহ্বান জানাতে পারি।

৬. সকল নবী-রাসূলের দীন মূলত একই ছিল। তাঁরা মানুষকে একই দীনের দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। অবশ্য শরয়ী বিধি-বিধানে পার্থক্য ছিল, যা একান্তই স্বাভাবিক।

৭. স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যাদান দ্বারা ইউসুফ (আ) গায়েব জানতেন বলে মনে করা সঠিক নয় ; বরং এটা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান এবং নবুওয়াতের মু'জিযা।

৮. ইউসুফ (আ)-এর জেল থেকে মুক্তি বিলম্বিত হওয়াও আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে ; কেননা সে জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন ছিল।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৭

۝٤٣ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ

৪৩. অতপর[৩৭] বাদশাহ বললো—আমি নিশ্চিত স্বপ্নে দেখেছি সাতটি মোটাতাজা গাভী—তাদেরকে খেয়ে ফেলছে (অপর) সাতটি চিকন গাভী

وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِى

এবং (দেখেছি) সাতটি সবুজ শীষ ও অন্য (সাতটি) শুকনো শীষ ; হে পরিষদবৃন্দ ! তোমরা আমাকে মতামত দাও

فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ۝٤٤ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ ۖ

আমার স্বপ্নের। যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়ে থাকো[৩৮]।
৪৪. তারা বললো—কাল্পনিক স্বপ্ন ;

(৪৩) وَ-অতপর ; قَالَ-বললো ; الْمَلِكُ-(ال+ملك)-বাদশাহ ; اِنِّىٓ-আমি নিশ্চিত ; اَرٰى-স্বপ্নে দেখেছি ; سَبْعَ-সাতটি ; بَقَرٰتٍ-গাভী ; سِمَانٍ-মোটাতাজা ; يَأْكُلُهُنَّ-তাদেরকে খেয়ে ফেলেছে ; سَبْعٌ-(অপর) সাতটি ; عِجَافٌ-চিকন দুর্বল গাভী ; وَّ-এবং ; سَبْعَ-সাতটি ; سُنْبُلٰتٍ-শীষ ; خُضْرٍ-সবুজ ; وَّ-ও ; اُخَرَ-অন্য (সাতটি) ; يٰبِسٰتٍ-শুকনো (শীষ) ; يٰٓاَيُّهَا-হে ; الْمَلَاُ-পরিষদ বৃন্দ ! اَفْتُوْنِىْ-আমাকে মতামত দাও ; فِىْ رُءْيَاىَ-(فى+رء يا+ى)-আমার স্বপ্নের ; اِنْ كُنْتُمْ-যদি তোমরা হয়ে থাকো ; لِلرُّءْيَا-স্বপ্নের ; تَعْبُرُوْنَ-ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। (৪৪) قَالُوْٓا-তারা বললো ; اَضْغَاثُ-কাল্পনিক ; اَحْلَامٍ-স্বপ্ন ;

৩৭. যেখান থেকে ইউসুফ (আ)-এর বৈষয়িক উন্নতির সূচনা হয়েছে সেখান থেকেই পুনরায় ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে তাঁর বন্দী জীবনের কয়েক বছরের ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি।

৩৮. কথিত আছে যে, এ স্বপ্ন দেখার পর বাদশাহ দেশের বড় বড় ধর্মীয় নেতা, জ্যোতিষ ও যাদুকরদের একত্রিত করে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন ; কিন্তু কেউ তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়নি।

وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا

আর আমরাতো স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে অভিজ্ঞও নই। ৪৫. অতপর (বন্দী) দু'জনের যে মুক্তি পেয়েছিল সে বললো,

وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾ يُوْسُفُ

এবং দীর্ঘদিন পরে ইউসুফের কথা তার স্মরণ হলো—আমি এর ব্যাখ্যা আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে পারবো অতএব আমাকে পাঠিয়ে দিন[৩৯]। ৪৬.(সে ইউসুফের নিকট গিয়ে বললো)হে ইউসুফ!

اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ

হে সত্যবাদী[৪০]! আপনি এ স্বপ্নের মতামত দিন আমাদেরকে যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী যাদেরকে সাতটি চিকন গাভী খেয়ে ফেলছে

وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّىْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ

এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্য (সাতটি) শুকনো (শীষ) যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি

وَ-আর ; مَا-নই ; نَحْنُ-আমরা ; بِتَاْوِيلِ-(ب+تاويل)-ব্যাখ্যা দানে ; الْاَحْلَامِ-স্বপ্নের ; بِعٰلِمِيْنَ-অভিজ্ঞ। ﴿٤٥﴾-وَ-অতপর ; قَالَ-সে বললো ; الَّذِىْ-যে ব্যক্তি ; نَجَا- মুক্তি পেয়েছিল ; مِنْهُمَا-(বন্দী)–দু'জনের ; وَ-এবং ; ادَّكَرَ-তার স্মরণ হলো (ইউসুফের কথা) ; بَعْدَ-পর ; اُمَّةٍ-দীর্ঘদিন ; اَنَا-আমি ; اُنَبِّئُكُمْ-(انبئ+كم)-আপনাদের জানিয়ে দিতে পারবো ; بِتَاْوِيلِهٖ-(ب+تاويل+ه)–এর ব্যাখ্যা ; فَاَرْسِلُوْنِ-(ف+ارسلون)- অতএব আমাকে পাঠিয়ে দিন। ﴿٤٦﴾ يُوْسُفُ-ইউসুফ ! اَيُّهَا-হে ; الصِّدِّيْقُ-সত্যবাদী ! اَفْتِنَا-(افت+نا)-আপনি মতামত দিন আমাদেরকে (এ স্বপ্নের) ; فِىْ سَبْعِ- এতে সাতটি ; بَقَرٰتٍ-গাভী ; سِمَانٍ-মোটাতাজা ; يَّاْكُلُهُنَّ-খেয়ে ফেলছে যাদেরকে ; سَبْعٌ- সাতটি ; عِجَافٌ-চিকন গাভী ; وَّ-এবং ; سَبْعِ-সাতটি ; سُنْۢبُلٰتٍ-শীষ ; خُضْرٍ-সবুজ ; وَّ-ও ; اُخَرَ-অন্য (সাতটি) ; يٰبِسٰتٍ-শুকনো (শীষ) ; لَّعَلِّىْ-(لعل+ى)-যাতে আমি ; اَرْجِعُ-ফিরে যেতে পারি ; اِلَى-নিকট ; النَّاسِ-লোকদের ;

৩৯. এ লোকটি ছিল বাদশাহর শরাব পরিবেশনকারীদের প্রধান। বাদশাহর স্বপ্নের কথা শুনে তার মনে পড়লো ইউসুফ (আ)-এর কথা। সে বাদশাহকে তার কথা বললো। সাথে সাথে সে তার ও তার সাথীর স্বপ্নের তা'বীর যে সঠিক হয়েছিল তা-ও বললো। আর তাই সে জেলখানায় প্রবেশ করার এবং ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলো।

لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ

আর তারাও যেন জানতে পারে[৪১]। ৪৭. সে (ইউসুফ) বললো—তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষাবাদ করবে ; অতপর তোমরা যে শস্য কাটবে

فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ۞ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

তা তোমরা শীষের মধ্যেই রেখে দেবে—সে সামান্য অংশ ছাড়া যা থেকে তোমরা খাবে। ৪৮. তারপর এর পরে আসবে

سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ○

সাতটি কঠিন বছর, তারা (লোকেরা) খাবে যা তোমরা পূর্বেই তাদের জন্য জমা করে রাখবে। সেই সামান্য অংশ ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে (বীজের জন্য)।

۞ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ○

৪৯. আবার তারপরে এমন একটি বছর আসবে যাতে মানুষকে প্রচুর বৃষ্টি দান করা হবে এবং তারা তাতে প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে[৪২]।

لَعَلَّهُمْ-তারাও যেন ; يَعْلَمُوْنَ-জানতে পারে। (৪৭) قَالَ-সে (ইউসুফ) বললো ; تَزْرَعُوْنَ-তোমরা চাষাবাদ করবে ; سَبْعَ-সাত ; سِنِيْنَ-বছর ; دَاَبًا-একাদিক্রমে ; فَمَا-(ف+ما+حصدتم)-حَصَدْتُّمْ-অতপর তোমরা যে শস্য কাটবে ; (ف+ذروا+ه)-فَذَرُوْهُ-তা তোমরা রেখে দেবে ; (فى+سنبل+ه)-فِيْ سُنْۢبُلِهٖۤ-তার শীষের মধ্যেই ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-সেই সামান্য অংশ ; (من+ما)-مِّمَّا-যা থেকে ; تَاْكُلُوْنَ-তোমরা খাবে। (৪৮) ثُمَّ-তারপর ; يَاْتِيْ-আসবে ; مِنْۢ بَعْدِ-পরে ; ذٰلِكَ-এর ; سَبْعٌ-সাতটি ; شِدَادٌ-কঠিন বছর; يَّاْكُلْنَ-তারা (লোকেরা) খাবে ; مَا-যা ; قَدَّمْتُمْ-তোমরা পূর্বেই জমা করে রাখবে ; لَهُنَّ-তাদের জন্য ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-সেই সামান্য অংশ ; مِّمَّا-যা ; تُحْصِنُوْنَ-সংরক্ষণ করে রাখবে (বীজের জন্য)। (৪৯) ثُمَّ-আবার ; يَاْتِيْ-আসবে ; مِنْۢ بَعْدِ-পরে ; ذٰلِكَ-তার ; عَامٌ-একটি বছর ; فِيْهِ-যাতে ; يُغَاثُ-প্রচুর বৃষ্টি দান করা হবে ; النَّاسُ-মানুষকে ; وَ-এবং ; فِيْهِ-তাতে ; يَعْصِرُوْنَ-তারা প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

৪০. 'সিদ্দীক' অর্থ চরম সত্যবাদী। কারাগারে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সংস্পর্শে থেকে এ ব্যক্তি তাঁর সত্যবাদিতা, পবিত্র ও উন্নত জীবনপদ্ধতি দেখে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে, তাই সে ইউসুফ (আ)-কে সিদ্দীক' বলে সম্বোধন করেছে।

৪১. অর্থাৎ আপনার সম্পর্কেও লোকেরা জানতে পারবে যে, এমন সত্যপন্থী ও নেক চরিত্রের লোককে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে ; আর আপনার সম্পর্কে বাদশাহকে বলার সুযোগও আমি পাব।

৪২. অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে ফল ও ফসলের প্রাচুর্য দেখা যাবে। গৃহপালিত পশুগুলোও ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা-তাজা হবে এবং প্রচুর পরিমাণে দুধ দেবে।

ইউসুফ (আ) বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, পরবর্তী সাত বছর ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের জন্য প্রস্তুত হিসেবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করে রাখার কথাও বলে দিলেন। তার সাথে এ সুসংবাদও দিয়ে দিলেন যে, দুর্ভিক্ষের পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে অথচ বাদশাহর স্বপ্নে এর কোনো ইংগিত ছিল না।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৪৩-৪৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বাদশাহকে এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখালেন যার ব্যাখ্যা তখনকার কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, জ্যোতিষ বা যাদুকর কেউই দিতে পারেনি। এভাবে আল্লাহ যখন কাউকে কোনো বিপদ থেকে বাঁচাতে চান, তখন তার জন্য একটি উপায় সৃষ্টি করে দেন।

২. ইউসুফ (আ)-এর প্রদত্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা দ্বারা বাদশাহ এবং তাঁর পরিষদবর্গ সকলেই তাঁর প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো এবং তাঁর মুক্তির নির্দেশ দিয়ে দিলেন ; কিন্তু তিনি নিজের পবিত্রতা নির্দোষিত প্রমাণ করা ছাড়া মুক্তির সুযোগ গ্রহণ করলেন না। সকল দায়ী'কে এ নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য।

৩. নিকট ভবিষ্যতে কোনো প্রকার সম্ভাব্য বিপদ মুকাবিলার জন্য অথবা কোনো দুর্যোগ সামাল দেয়ার জন্য পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল-এর পরিপন্থি নয়।

৪. বিভিন্ন প্রকার ফলমূল বা খাদ্য শস্যকে তার খোসার মধ্যে বোঁটার সাথে রেখে দিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٥٠﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ

৫০. অতপর বাদশাহ্ বললো—তোমরা তাকে (ইউসুফকে) আমার নিকট নিয়ে এসো ; তারপর যখন (বাদশাহর) দূত তাঁর নিকট এলো তিনি বললেন[৪৩]—তুমি ফিরে যাও

إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي

তোমার প্রভুর নিকট এবং তাকে জিজ্ঞেস করো—যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছে তাদের অবস্থা কি ? নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক

بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۚ

তাদের ছলনা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত[৪৪]। ৫১. সে (বাদশাহ) বললো[৪৫]—তোমরা যখন স্বয়ং ইউসুফ থেকে অসৎ কাজের কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিল ?

৫০-وَ-অতপর ; قَالَ-বললো ; الْمَلِكُ-বাদশাহ ; ائْتُونِي-তোমরা আমার নিকট এসো ; بِهِ-তাকে নিয়ে ; فَلَمَّا-তারপর যখন ; جَاءَهُ-(جاء+ه)-তাঁর নিকট এলো ; الرَّسُولُ-দূত ; قَالَ-তিনি বললেন ; ارْجِعْ-তুমি ফিরে যাও ; إِلَىٰ-নিকট ; رَبِّكَ-তোমার প্রভুর ; فَاسْأَلْهُ-(ف+اسئل+ه)-এবং তাকে জিজ্ঞেস করো ; مَا-কি ; بَالُ-অবস্থা ; النِّسْوَةِ-সেই নারীদের ; اللَّاتِي-যারা ; قَطَّعْنَ-কেটে ফেলেছে ; أَيْدِيَهُنَّ-(ايدى+هن)-তাদের হাত ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبِّي-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; بِكَيْدِهِنَّ-(ب+كيد+هن)-তাদের ছলনা সম্পর্কে ; عَلِيمٌ-বিশেষভাবে জ্ঞাত। ৫১-قَالَ-সে (বাদশাহ) বললো ; مَا-কি ; خَطْبُكُنَّ-(خطب+كن)-তোমাদের হয়েছিল ; إِذْ-যখন ; رَاوَدْتُنَّ-তোমরা অসৎ কাজের কামনা করেছিলে ; يُوسُفَ-ইউসুফ ; عَنْ-থেকে ; نَفْسِهِ-স্বয়ং ;

৪৩. এখানে ইউসুফ (আ)-এর জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ এবং বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। বাদশাহর দূতকে ফেরত পাঠানো এবং অভিজাত মহিলাগণ ও আযীযের স্ত্রীর মুখে তাঁর নির্দোষিতার সাক্ষ্য লাভ করা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-এর নবীসুলভ বৈশিষ্ট্যই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তালমূদ এবং খৃস্টানদের বাইবেলে এ সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা আছে তা একজন নবীর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিবরণই সঠিক।

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ۚ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ

তারা বললো—পবিত্রতা আল্লাহর জন্য, তার মধ্যে খারাপ কিছু আমরা পাইনি ; আযীযের স্ত্রী বললো—

الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ

এখনতো সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে ; আমিই তার থেকে অসৎ কাজের কামনা করেছিলাম অথচ সে নিশ্চিত

لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ

সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল[৪৬]। ৫২. (ইউসুফ বললো) এটা[৪৭] এজন্য যে, যেন সে (আযীয) জানতে পারে যে, আমি অবশ্যই তার অগোচরে তার খিয়ানত করিনি, আর নিশ্চিত

قُلْنَ-তারা বললো ; حَاشَ-পবিত্রতা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; مَا عَلِمْنَا-আমরা পাইনি ; عَلَيْهِ-তার মধ্যে ; مِنْ سُوْءٍ-খারাপ কিছু ; قَالَتِ-বললো ; امْرَاَتُ-স্ত্রী ; الْعَزِيْزِ-আযীযের ; الْـٰٔنَ-এখনতো ; حَصْحَصَ-প্রকাশ হয়ে গেছে ; الْحَقُّ-সত্য ; اَنَا-আমিই ; رَاوَدْتُّهٗ-(راودت+ه)-তার থেকে অসৎকাজের কামনা করেছিলাম ; عَنْ نَّفْسِهٖ-স্বয়ং ; وَ-অথচ ; اِنَّهٗ-সে নিশ্চিত ; لَمِنَ-অন্তর্ভুক্ত ছিল ; الصّٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদের। ﴿٥٢﴾ ذٰلِكَ-এটা এজন্য যে, لِيَعْلَمَ-যেন সে জানতে পারে ; اَنِّيْ-আমি অবশ্যই ; لَمْ اَخُنْهُ-(لم)-(اخن+ه)-তার খিয়ানত করিনি ; بِالْغَيْبِ-(ب+ال+غيب)-তার অগোচরে ; وَ-আর ; اَنَّ-নিশ্চিত ;

কুরআন মাজীদ যেহেতু সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং তা অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাই কুরআন মাজীদের বর্ণনাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করা আমাদের ঈমানেরও দাবী।

৪৪. আযীয মিসর এবং তাঁর দরবারের অভিজাত শ্রেণীর নিকট ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মুখ রক্ষার স্বার্থে ইউসুফ (আ)-কে কারাগারে প্রেরণ করেছেন। হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর উপর আরোপিত কল্পিত অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েই কারাগার থেকে বের হতে চেয়েছেন। আর এটাই তাঁর জন্য শোভনীয় ছিল। আর এ ঘটনা এমনই মাশহুর ছিল যে, এ সম্পর্কে সামান্য ইংগিত করাই যথেষ্ট ছিল, তাই ইউসুফ (আ) ইংগীতে অভিজাত মহিলাদের অবস্থা জানতে চেয়েছেন। এখানে আযীযের স্ত্রীর কথা শালীনতার কারণে উল্লেখ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

৪৫. এসব মহিলাদের সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল তা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়নি। কুরআন মাজীদে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ততটুকুই উল্লেখ করা

اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ○

আল্লাহ খিয়ানতকারীদের চক্রান্তকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

۝٥٣ وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ ۢ بِالسُّوْٓءِ

৫৩. আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, নিশ্চয়ই (মানুষের) মনতো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দানকারী

اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ۗ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥٤ وَقَالَ الْمَلِكُ

সে ছাড়া, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন ; আমার প্রতিপালক অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ৫৪. অতপর বাদশাহ বললো—

اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِىْ-সঠিক পথে পরিচালিত করেন না ; كَيْدَ-চক্রান্তকে ; الْخَآئِنِيْنَ-খিয়ানতকারীদের। (৫৩)-وَ-আর ; مَآ اُبَرِّئُ-আমি নির্দোষ মনে করি না ; نَفْسِىْ-নিজেকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; النَّفْسَ-(মানুষের) মনতো ; لَاَمَّارَةٌ-প্ররোচনা দানকারী; بِالسُّوْٓءِ-মন্দ কাজের-ই ; اِلَّا-সে ছাড়া ; مَا-যার প্রতি ; رَحِمَ-দয়া করেন ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; اِنَّ-অবশ্যই ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; غَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। (৫৪)-وَ-অতপর ; قَالَ-বললেন ; الْمَلِكُ-বাদশাহ ;

হয়েছে যতটুকু প্রয়োজন। ইউসুফ (আ)-এর সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্যটাই প্রয়োজন ছিল, তা তাদেরকে রাজপ্রাসাদে একত্রিত করে নেয়া হোক বা কোনো বিশ্বস্ত প্রতিনিধি পাঠিয়ে নেয়া হোক সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন নেই।

৪৬. অভিজাত শ্রেণীর মহিলা ও আযীযের স্ত্রীর সাক্ষ্য দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর নির্দোষিতা ও পবিত্রতার কথা সর্বসাধারণের নিকট প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। আর এর ফলে তাঁর উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। বাদশাহ ও তাঁর অভিজাত শ্রেণীর লোকদের অন্তরে ইউসুফ (আ)-এর সততা ও পবিত্রতা প্রভাব বিস্তার করলো। আর এজন্যই ইউসুফ (আ) গোটা দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করার দাবী পেশ করার সাথে সাথে সকলেই তা একবাক্যে মেনে নিয়েছিল।

৪৭. কারো কারো মতে একথাটি বেগম আযীযের তবে কথার ভংগী থেকে এটা বেগম আযীযের কথা বলে প্রমাণিত হয় না; কারণ একথার মধ্যে যে পবিত্রতা, উন্নত মানসিকতা এবং যে বিনয় ও আল্লাহ ভীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাতেই প্রমাণিত হয় যে, এমন কথা বেগম আযীযের মুখে শোভা পায় না।

ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا

তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার নিজের জন্য বিশেষ সহকারী করে রাখবো ; অতপর সে (ইউসুফ) যখন তার (বাদশাহর) সাথে কথা বললো, সে বললো–আপনি অবশ্যই আমাদের নিকট আজ

مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ

অত্যন্ত মর্যাদাবান বিশ্বস্ত[৪৮]। ৫৫. সে (ইউসুফ) বললো—আমাকে কর্তৃত্ব দিন দেশের ধনভাণ্ডারের উপর ; অবশ্যই আমি উত্তম হিফাযতকারী

عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا

সুবিজ্ঞ[৪৯]। ৫৬. আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত করলাম ইউসুফকে সেই দেশে ; সে বসবাস করতে পারতো তার (সে দেশের)

اِئْتُوْنِيْ-তোমরা আমার নিকট এসো ; بِهٖٓ-তাকে নিয়ে ; اَسْتَخْلِصْهُ-(استخلص+ه)-আমি তাকে বিশেষ সহকারী করে রাখবো ; لِنَفْسِيْ-(ل+نفس+ى)-নিজের জন্য ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; كَلَّمَهٗ-সে (ইউসুফ) তার (বাদশাহর) সাথে কথা বললো ; قَالَ-সে বাদশাহ বললো ; اِنَّكَ-আপনি অবশ্যই ; الْيَوْمَ-আজ ; لَدَيْنَا-আমাদের নিকট ; مَكِيْنٌ-অত্যন্ত মর্যাদাবান ; اَمِيْنٌ-বিশ্বস্ত। ﴿٥٤﴾ قَالَ-সে (ইউসুফ) বললো ; اجْعَلْنِيْ-(اجعل+نى)-আমাকে কর্তৃত্ব দিন ; عَلٰى-উপর ; خَزَآئِنِ-ধন-ভাণ্ডারের ; الْاَرْضِ-দেশের ; اِنِّيْ-অবশ্যই আমি ; حَفِيْظٌ-উত্তম হিফাযতকারী ; عَلِيْمٌ-সুবিজ্ঞ। ﴿٥٥﴾ وَ-আর; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; مَكَّنَّا-আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম ; لِيُوْسُفَ-ইউসুফকে ; فِي الْاَرْضِ-সেই দেশে ; يَتَبَوَّاُ-সে বসবাস করতে পারতো ; مِنْهَا-তার (সে দেশের) ;

৪৮. বাদশাহর একথাই ইংগীত করে যে, ইউসুফ (আ)-এর উপর দেশের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

৪৯. ইউসুফ (আ)-এর চারিত্রিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণকামিতা, সর্বোপরি তাঁর জ্ঞান-গরীমার প্রভাব বাদশাহ ও তাঁর পরিষদবর্গের মনে এতদূর বিস্তার করেছিল যে, তাঁরা সকলেই আন্তরিক দিক থেকে এটা কামনা করছিল যে, দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এমন লোকের উপর অর্পণ করলেই তা সংগত ও যথার্থ হবে। তবে তাঁরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিল যে, তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিনা। মনে হয় তাঁরা তাঁর সম্মতির অপেক্ষায় ছিল। অতপর তিনি যখন রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করার কথা বললেন তখন সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে তা গ্রহণ করে নিয়েছিল।

حَيْثُ يَشَاءُ ، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

যেখানে সে চাইতো[৫০] : আমি যাকে চাই তাকেই আমার দয়ায় শামিল করি এবং আমি বিনষ্ট করি না নেককারদের প্রতিফল।

⑤৭ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

৫৭. আর আখিরাতের প্রতিফল তাদের জন্যই উত্তম যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে[৫১]।

حَيْثُ-যেখানে ; يَشَاءُ-সে চাইতো ; نُصِيبُ-আমি শামিল করি ; بِرَحْمَتِنَا -আমার দয়ায় ; مَنْ-যাকে ; نَشَاءُ-আমি চাই ; وَ-এবং ; لَانُضِيعُ-আমি বিনষ্ট করি না ; أَجْرَ -প্রতিফল ; الْمُحْسِنِينَ-নেককারদের। ⑤৭-وَ-আর ; لَأَجْرُ-প্রতিফল ; الْآخِرَةِ-আখিরাতের ; خَيْرٌ-উত্তম ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্যই যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; كَانُوا يَتَّقُونَ-তারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআন মাজীদ ও বাইবেলের সম্মিলিত ভাষ্য অনুযায়ী ইউসুফ (আ)-এর উপর দেশের সর্বময় ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। দেশের ভালমন্দ সবকিছুই তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইয়াকূব (আ) যখন মিসরে গিয়েছিলেন তখন ইউসুফ (আ) সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাছাড়া কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) বলেছিলেন—"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে বাদশাহী দান করেছেন।"

মুফাসসিরীনে কিরামের মতে ইউসুফ (আ)-এর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আইন কায়েম করার, মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করার সুযোগ লাভ করবেন। আর এজন্যই দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন।

৫০. অর্থাৎ মিসরে এমন কোনো স্থান ছিল না, যেখানে তিনি চাইলে নিজের জন্য বাসস্থান তৈরী করে নিতে পারতেন না। তাফসীরে তাবারীতে এই আয়াতের অর্থে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ বলেন—"আমি ইউসুফ (আ)-কে মিসরের সবকিছুর মালিক বানিয়ে দিয়েছি। দুনিয়ার এই অংশে তিনি যা ইচ্ছা করতে পারতেন। গোটা দেশটাই তাঁর হাতে সঁপে দেয়া হয়েছে। এমনকি তিনি চাইলে ফিরাউন (বাদশাহ)-কেও তাঁর নিজের অধীন করে নিতে পারতেন।" তাফসীর শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম মুজাহিদ থেকে ইমাম তাবারী উদ্ধৃত করেন—"মিসরের বাদশাহ ইউসুফ (আ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।"

৫১. এখানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা মু'মিনের নেক আমলের প্রকৃত ও আসল প্রতিদান নয়। এরূপ কোনো মু'মিনের কাম্য হতে পারে না। মু'মিনের সর্বোত্তম প্রতিফল ও পুরস্কারে তা-ই কাম্য হওয়া উচিত যা আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করবেন।

৭ম রুকূ' (৫০-৫৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার মূল চরিত্র আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ না করে তিনি এখানে সংশ্লিষ্ট নারীদের কথা উল্লেখ করে নিজের শালীনতা ও ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। সাথে সাথে আযীযের প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশ করেছেন। এটাই নেককার লোকের চরিত্র।

২. মানুষের মন মৌলিকভাবে মানুষকে মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তবে মানুষ আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের মনকে মন্দ কাজকে ঘৃণাকারী এবং মন্দ কাজ থেকে তাওবাকারী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। অতপর যখন তার মনে মন্দ কাজের প্রতি অনীহা এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তখন তা প্রশস্ত ও নিরুদ্বেগ মনে পরিণত হয়।

৩. মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধকারী মনকে বলা হয় 'নাফসে আম্মারাহ'। মন্দ কাজকে তিরস্কারকারী ও তা থেকে তাওবাকারী মনকে বলা হয় 'নাফসে লাউয়্যামাহ'। আর মন্দ কাজে স্থায়ীভাবে অনাগ্রহী এবং সৎকাজের উৎসাহী মনকে বলা হয় 'নাফসে মুতমায়িন্নাহ' তথা প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন।

৪. মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং সৎকাজের দিকে ধাবিত হওয়া আল্লাহর রহমত ছাড়া সম্ভব নয়। তাই মানুষকে সদা-সর্বদা এজন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক কামনা করতে হবে।

৫. অনুকূল পরিবেশে প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা 'আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের' পরিপন্থী নয়।

৬. দুনিয়াতে সম্ভাব্য আসন্ন স্বল্পকালীন দুর্যোগের জন্য যতটুকু প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন, আখিরাতের সুনিশ্চিত ও অনন্তকালীন বিপদের মুকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত তা আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে এবং সে হিসেবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা কর্তব্য।

৭. সাধারণ জনগণের উপকার সাধনের লক্ষ্যে এবং কোনো মহত উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কাফির ও যালিম শাসকের অধীনে কোনো পদ গ্রহণ করা বৈধ। তবে শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার দৃঢ়তা বজায় রাখতে হবে।

৮. প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা অবৈধ নয়।

৯. হযরত ইউসুফ আ. কাফির বাদশাহর অধীনে ক্ষমতা গ্রহণ করে, নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে দীনী দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত বাদশাহ স্বয়ং মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১১

⑤⑧ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ○

৫৮. তারপর ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হলে,[৫২] তিনি তাদেরকে চিনলেন কিন্তু তারা তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞই রয়ে গেলো।[৫৩]

⑤⑨ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ۚ

৫৯. অতপর যখন তিনি তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, বললেন, তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো ;

⑤⑧ وَ-তারপর ; جَاءَ-এলো ; اِخْوَةُ-ভাইয়েরা ; يُوْسُفَ-ইউসুফের ; فَدَخَلُوْا-(ف+دخلوا)-এবং উপস্থিত হলো ; عَلَيْهِ-তাঁর নিকট ; فَعَرَفَهُمْ-(ف+عرف+هم)-তখন তিনি তাদেরকে চিনলেন ; وَ-কিন্তু ; هُمْ-তারা ; لَهُ-তাঁর সম্পর্কে ; مُنْكِرُوْنَ-অজ্ঞই রয়ে গেল। ⑤⑨ وَ-অতপর ; لَمَّا-যখন ; جَهَّزَهُمْ-(جهز+هم)-তিনি তাদেরকে প্রস্তুত করে দিলেন ; بِجَهَازِهِمْ-(ب+جهاز+هم)-তাদের রসদপত্র ; قَالَ-বললেন ; اِئْتُوْنِي-(ائتوا+نى)-তোমরা নিয়ে এসো আমার নিকট ; بِاَخٍ-ভাইকে ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِنْ-দিক ; اَبِيْكُمْ-তোমাদের পিতার (বৈমাত্রেয় ভাই) ;

৫২. হযরত ইউসুফ (আ)-এর ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী প্রচুর ফসল উৎপন্নের সাত বছর এবং এ সময়ের শস্য সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রাচুর্যের সাত বছর শেষ হয়ে দুর্ভিক্ষের শুরু হওয়া ইত্যাদি বিষয় বাদ দিয়ে কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর ভাইদের তাঁর নিকট আসার বিষয় থেকেই আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এ খরা ও দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরেই নয় ; সিরিয়া, ফিলিস্তীন, জর্ডান ও উত্তর আরব প্রভৃতি অঞ্চলেও দেখা দিয়েছিল। এ সময় একমাত্র মিসরেই প্রচুর খাদ্য-শস্য মজুত ছিল। তাই উল্লিখিত অঞ্চলসমূহ থেকে লোকেরা খাদ্যশস্য কেনার জন্য মিসরে আসতে লাগলো। সে মতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরাও খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট পৌঁছল ; কিন্তু তারা ইউসুফ (আ)-কে চিনতে পারলো না। সম্ভবত বিশেষ বরাদ্দের জন্য তারা ইউসুফ (আ)-এর সামনে উপস্থিত হয়েছিল কারণ বিশেষ বরাদ্ধ দেয়ার ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারো ছিল না।

৫৩. ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যে তাঁকে চিনতে পারেনি তা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। কারণ তারা যখন তাঁকে কূপে ফেলে দিয়েছিল তখন তিনি ছিলেন কিশোর; আর তাছাড়া

أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ○

তোমরা কি দেখছোনা যে, আমি পুরোপুরি দেই পরিমাপ এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ।

⑥⓪ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ○

৬০. তবে যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না নিয়ে এসো, তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ থাকবে না আর তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।[৫৪]

⑥① قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ⑥② وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟

৬১. তারা বললো—আমরা শীঘ্রই তার সম্পর্কে তার পিতাকে রাযী করাতে চেষ্টা করবো এবং অবশ্যই আমরা তা করবো। ৬২. সে (ইউসুফ) বললো তাঁর চাকরদেরকে, তোমরা রেখে দাও

بِضَٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ

তাদের পুঁজি তাদের রসদপত্রের মধ্যে যাতে তারা যখন তাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাবে তখন জানতে পেরে

لَا تَرَوْنَ-তোমরা কি দেখছো না ; أَنِّىٓ-যে আমি ; أُوفِى-পুরোপুরি দেই ; الْكَيْلَ-(ال+كيل)-পরিমাপ ; وَ-এবং ; أَنَا-আমি ; خَيْرُ-উত্তম ; الْمُنزِلِينَ-অতিথিপরায়ণ। ⑥⓪ فَإِن-(ف+ان)-তবে যদি ; لَّمْ تَأْتُونِى-আমার নিকট না নিয়ে এসো ; بِهِۦ-তাকে ; فَلَا-তাহলে থাকবে না ; كَيْلَ-কোনো বরাদ্দ ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; عِندِى-(عند+ى)-আমার নিকট ; وَ-আর; لَا تَقْرَبُونِ-আমার নিকটবর্তী হবে না। ⑥① قَالُوا۟-তারা বললো; سَنُرَٰوِدُ-আমরা শীঘ্রই রাযী করাতে চেষ্টা করবো ; عَنْهُ-তার সম্পর্কে ; أَبَاهُ-(ابا+ه)-তার পিতাকে ; وَ-এবং ; إِنَّا-অবশ্যই আমরা ; لَفَٰعِلُونَ-তা করবো। ⑥② وَ-আর ; قَالَ-সে বললো ; لِفِتْيَٰنِهِ-(ل+فتين+ه)-তাঁর চাকরদেরকে ; ٱجْعَلُوا۟-তোমরা রেখে দাও ; بِضَٰعَتَهُمْ-(بضاعة+هم)-তাদের পুঁজি ; فِى-মধ্যে ; رِحَالِهِمْ-(رحال+هم)-তাদের রসদপত্রের ; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَعْرِفُونَهَآ-(يعرفون+ها)-তা জানতে পারে ; إِذَا-যখন; ٱنقَلَبُوٓا۟-তারা ফিরে যাবে ; إِلَىٰٓ-নিকট ; أَهْلِهِمْ-(اهل+هم)-তাদের পরিজনদের;

যাকে তারা কূপে ফেলে দিয়েছিল সে যে মিসরের ক্ষমতায় আসীন এটা তাদের ধারণাতীত ব্যাপার ছিল।

৫৪. এখানে একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। ইউসুফ (আ)-তাদের ছোট ভাইকে নিয়ে আসার কথা কোনো প্রসঙ্গ ছাড়া বলতে পারেন না। আর প্রসঙ্গ এটাই

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ

সম্ভবত তারা আবার ফিরে আসবে। ৬৩. অতপর তারা যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে গেলো, তারা বললো—হে আমাদের পিতা ! নিষিদ্ধ করা হয়েছে

مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমাদের বরাদ্দ ; অতএব আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন আমাদের ভাইকে তাহলে আমরা বরাদ্দ পাবো ; আর আমরা অবশ্যই তার হিফাযতকারী।

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ

৬৪. তিনি বললেন—আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম ;

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

আসলে আল্লাহ-ই সর্বোত্তম হিফাযতকারী ; আর তিনিই দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ৬৫. অতপর যখন তারা তাদের আসবাবপত্র খুললো

لَعَلَّهُمْ-সম্ভবত তারা ; يَرْجِعُونَ-আবার ফিরে আসবে। (৬৩) فَلَمَّا-অতপর যখন ; رَجَعُوا-তারা ফিরে গেলো ; إِلَىٰ-নিকট ; أَبِيهِمْ-(ابى+هم)-তাদের পিতার ; قَالُوا-তারা বললো : يَا أَبَانَا-(يا+ابا+نا)-হে আমাদের পিতা ; مُنِعَ-নিষিদ্ধ করা হয়েছে ; مِنَّا-আমাদের ; الْكَيْلُ-বরাদ্দ ; فَأَرْسِلْ-(ف+ارسل)-অতএব পাঠিয়ে দিন ; مَعَنَا-আমাদের সাথে ; أَخَانَا-(اخا+نا)-আমাদের ভাইকে ; نَكْتَلْ-আমরা বরাদ্দ পাবো ; وَ-আর ; إِنَّا-অবশ্যই আমরা ; لَهُ-তার ; لَحَافِظُونَ-হিফাযতকারী। (৬৪) قَالَ-তিনি বললেন ; هَلْ آمَنُكُمْ-(هل+امن+كم)-আমি কি তোমাদেরকে বিশ্বাস করবো ? عَلَيْهِ-তার সম্পর্কে ; إِلَّا كَمَا-সেরূপ যেমন ; أَمِنتُكُمْ-(امنت+كم)-বিশ্বাস করেছিলাম ; عَلَىٰ-সম্পর্কে ; أَخِيهِ-(اخى+ه)-তার ভাইয়ের ; مِن قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; فَاللَّهُ-(ف+الله)-আসলে আল্লাহ-ই ; خَيْرٌ-উত্তম ; حَافِظًا-হিফাযতকারী ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; أَرْحَمُ-সর্বশ্রেষ্ঠ ; الرَّاحِمِينَ-দয়ালুদের। (৬৫) وَ-অতপর ; لَمَّا-যখন ; فَتَحُوا-তারা খুললো ; مَتَاعَهُمْ-(متاع+هم)-তাদের আসবাবপত্র ;

হতে পারে যে, তারা তাদের অনুপস্থিত পিতা ও ভাইয়ের জন্য শস্যের বরাদ্দ প্রার্থনা করেছিল। সে জন্য ইউসুফ (আ) হয়তো তাদের পিতা বৃদ্ধ ও অন্ধ হওয়ার কারণে

وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ

তারা পেয়ে গেলো তাদের পুঁজি, যা তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে ;
তারা বললো—হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি আশা করি

هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا

(দেখুন) এই আমাদের মূলধন, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে ; আমরা আবার আমাদের পরিবারকে রসদ এনে দেবো এবং আমাদের ভাইয়ের হিফাযতও করবো

وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ

আর আমরা অতিরিক্ত এক উটের বোঝাই (রসদ) আনবো, এ পরিমাণ (রসদ আনা)-তো খুবই সহজ।
৬৬. তিনি (পিতা) বললেন, আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না।

حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ

যতক্ষণ না তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে ওয়াদা দাও যে, তোমরা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে আমার নিকট, যদি না তোমাদেরকে নিরূপায় করে ফেলা হয় ;

وجدوا-তারা পেয়ে গেলো ; بِضَاعَتَهُمْ-(بضاعة+هم)-তাদের পুঁজি ; رُدَّتْ-ফেরত দেয়া হয়েছে ; اِلَيْهِمْ-তাদেরকে ; قَالُوْا-তারা বললো ; يٰاَبَانَا-(يا+ابا+نا)-হে আমাদের পিতা ; مَا-কি ; نَبْغِيْ-আমরা আশা করি ; هٰذِهٖ-এই ; بِضَاعَتُنَا-(بضاعة+نا)-আমাদের মূলধন ; رُدَّتْ-ফেরত দেয়া হয়েছে ; اِلَيْنَا-আমাদেরকে ; وَنَمِيْرُ-(و+نمير)-আমরা আবার রসদ এনে দেবো ; اَهْلَنَا-(اهل+نا)-আমাদের পরিবারকে ; وَ-এবং ; نَحْفَظُ-হিফাযতও করবো ; اَخَانَا-(اخا+نا)-আমাদের ভাইয়ের ; وَ-আর ; نَزْدَادُ-অতিরিক্ত আনবো ; كَيْلَ-পরিমাণ (রসদ) ; بَعِيْرٍ-এক উটের বোঝাই ; ذٰلِكَ-এতো ; كَيْلٌ-পরিমাণ (রসদ আনা) ; يَسِيْرٌ-খুবই সহজ। ﴿٦٦﴾ قَالَ-তিনি বললেন ; لَنْ اُرْسِلَهٗ-(لن ارسل+ه)-আমি কখনো তাকে পাঠাবো না ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; تُؤْتُوْنِ-আমাকে দাও ; مَوْثِقًا-ওয়াদা ; مِّنَ اللّٰهِ-আল্লাহর নামে যে, لَتَاْتُنَّنِيْ-তোমরা অবশ্যই আমার নিকট ফিরিয়ে আনবে ; بِهٖ-তাকে ; اِلَّا-যদি না ; اَنْ يُّحَاطَ-নিরূপায় করে ফেলা হয় ; بِكُمْ-তোমাদেরকে ;

অনুপস্থিত থাকার কথা মেনে নিলেও তাদের ছোট ভাইয়ের অনুপস্থিতির ব্যাপার মেনে নেননি। তাই তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—পরবর্তীতে তোমাদের ভাইকে উপস্থিত না করলে তোমাদেরকে আর কোনো বরাদ্দ দেয়া হবে না এবং তোমাদেরকে বিশ্বাসও

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ○

অতপর তারা যখন তাঁকে ওয়াদা দিল, তিনি বললেন, আমরা যা বলছি তার কর্ম বিধায়ক একমাত্র আল্লাহ।

﴿٦٧﴾ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا

৬৭. আর তিনি বললেন—হে আমার পুত্রগণ! তোমরা সবাই এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং তোমরা প্রবেশ করো

مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ

ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে[৫৫] ; আর আমিতো তোমাদের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে আল্লাহর (বিধিলিপি) থেকে বেপরওয়া নই ;

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ফায়সালার অধিকার নেই ; আমি তাঁর উপরই ভরসা করি ; আর ভরসাকারীদের তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত

فَلَمَّا-অতপর ; اٰتَوْهُ-(اتوا+ه)-তারা তাঁকে দিল ; مَوْثِقَهُمْ-(موثق+هم)-তাদের ওয়াদা ; قَالَ-তিনি বললেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই একমাত্র ; عَلٰى-উপর ; مَا-যা ; نَقُوْلُ-আমরা বলছি ; وَكِيْلٌ-কর্ম বিধায়ক।﴿٦٧﴾ وَ-আর ; قَالَ-তিনি বললেন ; يٰبَنِيَّ-হে আমার পুত্রগণ ; لَا تَدْخُلُوْا-তোমরা সবাই প্রবেশ করো না ; مِنْ بَابٍ-(من+باب)-দরজা দিয়ে ; وَاحِدٍ-এক ; وَّ-বরং ; اُدْخُلُوْا-প্রবেশ করো ; مِنْ اَبْوَابٍ-(من+ابواب)-দরজা দিয়ে; مُتَفَرِّقَةٍ-ভিন্ন ভিন্ন ; وَ-আর ; مَا اُغْنِيْ-আমি তো বেপরওয়া নই ; عَنْكُمْ-তোমাদের ব্যাপারে ; مِنَ اللّٰهِ-আল্লাহর (বিধিলিপি) থেকে ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো বিষয়ে ; اِنِ الْحُكْمُ-কোনো ফায়সালার অধিকার নেই ; اِلَّا-ছাড়া করো ; لِلّٰهِ-আল্লাহ ; عَلَيْهِ-তাঁর উপরই ; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা করি ; وَ-আর ; عَلَيْهِ-তাঁর উপরই ; فَلْيَتَوَكَّلِ-ভরসা করা উচিত ; الْمُتَوَكِّلُوْنَ-ভরসাকারীদের।

করা হবে না। তাছাড়া তাঁর আপন ভাইকে দেখার জন্যও তাঁর মনে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও তিনি তা প্রকাশ করতে পারছিলেন না।

৫৫. আল্লাহর প্রতি অটল ও অগাধ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ইয়াকূব (আ) ইউসুফের ভাইকে তাঁর সৎভাইদের সাথে পাঠাতে শংকা বোধ করছিলেন। আর সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

৬৮ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

৬৮. অতপর তারা যখন প্রবেশ করলো যেখান থেকে তাদের পিতা প্রবেশ করতে আদেশ দিয়েছিল। তা তাদের কাজেই আসলো না

مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا

কোনো প্রকার আল্লাহর (বিধিলিপি) থেকে, ইয়াকূবের মনের একটা বাসনা ছাড়া, যা তিনি পূরণ করেছেন মাত্র ;

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আর নিশ্চয়ই আমি তাঁকে যে ইল্‌ম দান করেছিলাম তাতে তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই তা জানে না।[৫৬]

৬৮ وَ-অতপর ; لَمَّا-যখন ; دَخَلُوا-তারা প্রবেশ করলো ; مِنْ حَيْثُ-যেখান দিয়ে (প্রবেশ করতে) ; أَمَرَهُمْ-(امر+هم)-আদেশ দিয়েছিল তাদেরকে ; أَبُوهُمْ-(ابو+هم)-তাদের পিতা ; مَا كَانَ يُغْنِي-তা আসলো না ; عَنْهُمْ-তাদের ; مِنَ-থেকে ; اللَّهِ-আল্লাহর (বিধিলিপি) ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কাজেই ; إِلَّا-ছাড়া ; حَاجَةً-একটি বাসনা ; فِي نَفْسِ-মনের ; يَعْقُوبَ-ইয়াকূবের ; قَضَاهَا-যা তিনি পূরণ করেছেন মাত্র ; وَ-আর ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; لَذُو عِلْمٍ-জ্ঞানী ছিলেন ; لِمَا عَلَّمْنَاهُ-(لما+علمنا+ه)-আমি তাঁকে যে ইলম দিয়েছিলাম তাতে ; وَلَكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষই ; لَا يَعْلَمُونَ-তা জানে না।

হিসেবে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ এক সাথে এগার জন লোক একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হতে পারে। কারণ ইয়াকূব (আ)-এর পরিবার মিসরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্বাধীন গোত্র তথা উপজাতিদের মত বসবাস করতো। আর দুর্ভিক্ষের সময় উপজাতিরা মিসরের সুসভ্য এলাকায় এসে লুঠতরাজ করতে পারে এ ধরনের সন্দেহ করা অমূলক ছিল না। আর তাই তিনি ছেলেদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে করে তাদের প্রতি এ ধরনের সন্দেহের কোনো সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

৫৬. এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো দুনিয়ার জীবনের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসারে ছেলেদের হিফাযতের জন্য বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা যতটুকু করা দরকার তা করতে ইয়াকূব (আ) ত্রুটি করেননি ; কিন্তু সাথে সাথে তাদেরকে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা পূরণে কোনো মানবীয় প্রতিরোধ কার্যকরী হয় না আসল হিফাযত

তো আল্লাহর হাতে, কেবলমাত্র তাঁর রহমতের উপরই ভরসা করা মু'মিনের কর্তব্য। বৈষয়িক জীবনের বাহ্যিক দিক মানুষের কাছে এক প্রকার চেষ্টা-সাধনা দাবী করে বটে, কিন্তু এর পশ্চাতে যে শক্তির ইশারায় সকল কাজ সংঘটিত হয়, তাতে এসব চেষ্টা-সাধনা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। তাই মানুষের কর্তব্য হলো বৈষয়িক জীবনের দাবী অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনাতো সে করবে ; কিন্তু সর্বোপরী তার তাওয়াক্কুল তথা নিরংকুশ ভরসা থাকবে আল্লাহর উপর। আসলে এ ব্যাপারটাই অধিকাংশ লোক জানে না। তারা মনে করে যে, আমাদের চেষ্টা-সাধনা ও প্রস্তুতি-ই আমাদেরকে কামিয়াবী দান করবে।

৮ম রুকূ' (৫৮-৬৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সংকটময় অর্থনৈতিক অবস্থায় অত্যাবশ্যক ও মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া সরকারের কর্তব্য।

২. দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইউসুফ (আ)-এর নিজেকে পিতা ও ভাইদের থেকে আড়ালে রাখা এবং তাঁর পিতার পক্ষ থেকেও তাঁর যথাযথ খোঁজ-অনুসন্ধান না চালানো—এসবই ছিল আল্লাহর ইশারা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে তাঁর পরীক্ষায় পূর্ণতা দান করেছিলেন।

৩. সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কোনো অপরাধ করে ফেললে পিতার কর্তব্য হলো—তাকে শিক্ষা ও সদুপদেশ দানের মাধ্যমে সংশোধনের পথে নিয়ে আসা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ না করা।

৪. সন্তান-সন্ততির সংশোধনের ব্যাপারে ইয়াকূব (আ) অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

৫. কোনো মানুষের ওয়াদা ও নিরাপত্তার আশ্বাসের উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করা ঠিক নয়। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহর উপরই হওয়া উচিত। কারণ সত্যিকার কার্যনির্বাহী ও কার্যকরণের স্রষ্টা একমাত্র তিনিই।

৬. কোনো মানুষকে তার পক্ষে সাধ্যাতীত কোনো ব্যাপারে শপথ দেয়া উচিত নয় ; বরং তার সাথে 'সাধ্যানুযায়ী' শর্ত জুড়ে দেয়া উচিত। আর এ জন্য রাসূলে কারীম স. সাহাবায়ে কিরামের থেকে আনুগত্যের শপথ নেয়ার সময় নিজেই তাতে সাধ্যের শর্ত জুড়ে দিতেন অর্থাৎ তার ভাষা হতো এরূপ—"আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করবো।"

৭. সম্ভাব্য কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা কোনো দৃশ্য-অদৃশ্য বিপদাশংকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়।

৮. আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষা হলো—প্রত্যেক কাজে মূল ভরসা করতে হবে আল্লাহর উপর এবং বাহ্যিক ও উপায় উপকরণকে উপেক্ষা না করে সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়-উপকরণ ব্যবহার করবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১১

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰى يُوسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىٓ اَنَا اَخُوكَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর যখন তারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো, তিনি কাছে টেনে নিলেন তাঁর ভাইকে এবং বললেন—আমি অবশ্যই তোমার ভাই

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ

অতএব তুমি দুঃখ করো না, তারা যা করতো সে সম্পর্কে[৫৭]। ৭০. অতপর যখন তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন তাদের রসদপত্র,

جَعَلَ السِّقَايَةَ فِى رَحْلِ اَخِيهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيرُ

তিনি রেখে দিলেন পানপাত্র তাঁর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে[৫৮], তারপরই একজন ঘোষক ঘোষণা করে দিল, হে কাফেলা !

(৬৯) وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; دَخَلُوا-তারা উপস্থিত হলো ; عَلٰى-নিকট ; يُوسُفَ-ইউসুফের ; اٰوٰى-তিনি টেনে নিলেন ; اِلَيْهِ-তাঁর কাছে ; اَخَاهُ-(اخا+ه)-তাঁর ভাইকে ; قَالَ-তিনি বললেন ; اِنِّىٓ-অবশ্যই আমি ; اَنَا-আমি ; اَخُوكَ-(اخو+ك)-তোমার ভাই ; فَلَا تَبْتَئِسْ-(ف+لاتبتئس)-অতএব তুমি দুঃখ করো না ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করতো। (৭০) فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; جَهَّزَهُمْ-(جهز+هم)-তাদেরকে ব্যবস্থা করে দিলেন ; بِجَهَازِهِمْ-(ب+جهاز+هم)-তাদের রসদপত্র ; جَعَلَ-তিনি রেখে দিলেন ; السِّقَايَةَ-(ال+سقاية)-পানপাত্র ; فِى-মধ্যে ; رَحْلِ-মালপত্রের ; اَخِيهِ-(اخى+ه)-তাঁর ভাইয়ের ; ثُمَّ-তারপরই ; اَذَّنَ-ঘোষণা করে দিল ; مُؤَذِّنٌ-একজন ঘোষক ; اَيَّتُهَا-হে ; الْعِيرُ-কাফেলা ;

৫৭. ইউসুফ (আ)-এর একথার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে যে, তিনি সুদীর্ঘকাল পরে ভাইয়ের সাথে মিলিত হয়ে তার নিকট নিজের এ অবস্থায় পৌঁছা পর্যন্ত সকল ঘটনা-ই বর্ণনা করেছেন। আর ভাইয়ের নিকট থেকেও সৎ ভাইদের অসদাচরণের ব্যাপারে অবগত হয়েছেন। তাই তিনি ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে উল্লিখিত কথাগুলো বলেছেন।

৫৮. তৎকালীন মিসরের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে ইউসুফ (আ) তাঁর সহোদর ভাইকে নিজের নিকট রেখে দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, অপরদিকে ভাইও যালিম ভাইদের

إِنَّكُمْ لَسَٰرِقُونَ ۝ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۝

নিশ্চয়ই তোমরা চোর।[৫৯] ৭১. তারা বললো তাদের প্রতি লক্ষ্য করে—তোমরা কি হারিয়েছো ?

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

৭২. তারা বললো—আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি ; আর যে কেউ তা এনে দেবে তার জন্য এক উটের বোঝাই (রসদ) থাকবে এবং আমিই তার

زَعِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ

যামিন। ৭৩. তারা বললো—আল্লাহর কসম, তোমরা তো নিসন্দেহে জানো, আমরা এদেশে দুষ্কর্ম করতে আসিনি

وَمَا كُنَّا سَٰرِقِينَ ۝ قَالُوا فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَٰذِبِينَ ۝

এবং আমরা চোরও নই। ৭৪. তারা (বাদশাহর লোকেরা) বললো—তবে তার শাস্তি কি হবে, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও ?

اِنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চয়ই তোমরা ; لَسٰرِقُوْنَ-(ل+سرقون)-চোর। (৭১) قَالُوْا -তারা বললো ; وَاَقْبَلُوْا-লক্ষ্য করে ; عَلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; مَاذَا-কি ; تَفْقِدُوْنَ -তোমরা হারিয়েছো। (৭২) قَالُوْا-তারা বললো ; نَفْقِدُ-আমরা হারিয়েছি ; صُوَاعَ-পানপাত্র ; الْمَلِكِ-(ال+ملك)-বাদশাহর ; وَ-আর ; لِمَنْ-(ل+من)-তার জন্য যে কেউ ; جَاءَ-এনে দেবে ; بِهٖ-তা ; حِمْلُ-বোঝাই (রসদ) ; بَعِيْرٍ-এক উটের ; وَ-এবং ; اَنَا-আমিই ; بِهٖ-তার ; زَعِيْمٌ-যামিন। (৭৩) قَالُوْا-তারা বললো ; تَاللّٰهِ-আল্লাহর কসম ; لَقَدْ عَلِمْتُمْ-তোমরা তো নিসন্দেহে জানো ; مَا جِئْنَا-আমরা আসিনি ; لِنُفْسِدَ-দুষ্কর্ম করতে ; فِى الْاَرْضِ-এদেশে ; وَ-এবং ; مَا كُنَّا-আমরা নই ; سٰرِقِيْنَ-চোর। (৭৪) قَالُوْا -তারা বললো ; فَمَا-তবে কি হবে ; جَزَاؤُهٗ-(جزاؤ+ه)-তার শাস্তি ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ -হয়ে থাকো ; كٰذِبِيْنَ-মিথ্যাবাদী।

সাথে ফিরে যেতে চাচ্ছিল না, তাই ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করেই তার রসদপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দেয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। পূর্বাপর আয়াত থেকে এ ইংগীত পাওয়া যায়।

৫৯. ইউসুফ (আ)-এর গৃহীত এ কৌশলে রাজকর্মচারীদেরকে তিনি শামিল করেছিলেন এবং কাফেলার এ লোকদের উপর চুরির মিথ্যা অভিযোগ আনতে তাদেরকে বলেছিলেন

⑦⑤ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي

৭৫. তারা বললো—তার শাস্তি যার রসদপত্রের মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে-ই হবে তার বিনিময় ; এভাবেই আমরা শাস্তি দিয়ে থাকি।

الظّٰلِمِيْنَ ⑦⑥ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا

সীমালংঘনকারীদেরকে[৬০]। ৭৬. অতপর সে তাদের মালপত্র তালাশ করা শুরু করলো তার ভাইয়ের মালপত্র তালাশ করার আগে, তারপর তা বের করলো

مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ

তাঁর ভাইয়ের মালপত্র থেকে ; এভাবেই আমি কৌশল করে দিয়েছিলাম ইউসুফের জন্য[৬১] ; তার পক্ষে আটক করা শোভনীয় ছিলনা

اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ

তার ভাইকে বাদশাহর আইন অনুযায়ী, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করতেন[৬২] ; আমি মর্যাদা বাড়িয়ে দেই

⑦⑤ قَالُوا-তারা বললো ; جَزَاؤُهٗ-তার শাস্তি ; مَنْ-যার ; وُّجِدَ-পাওয়া যাবে ; فِيْ-মধ্যে; رَحْلِهٖ-রসদপত্রের ; فَهُوَ-সে-ই হবে ; جَزَاؤُهٗ-তার বিনিময় ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نَجْزِي-আমি শাস্তি দিয়ে থাকি ; الظّٰلِمِيْنَ-সীমালংঘনকারীদেরকে। ⑦⑥ فَبَدَاَ (ف+بدا)-অতপর সে শুরু করলো ; بِاَوْعِيَتِهِمْ (ب+اوعية+هم)-তাদের মালপত্র তালাশ করা; قَبْلَ-আগে ; وِعَاءِ-মালপত্র তালাশ করার ; اَخِيْهِ (اخى+ه)-তার ভাইয়ের ; ثُمَّ-তারপর ; اسْتَخْرَجَهَا (استخرج+ها)-তা বের করলো ; مِنْ-থেকে ; وِّعَاءِ-মালপত্র ; اَخِيْهِ-তার ভাইয়ের ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; كِدْنَا-আমি কৌশল করে দিয়েছিলাম ; لِيُوْسُفَ (ل+يوسف)-ইউসুফের জন্য ; مَا كَانَ لِيَاْخُذَ-তার পক্ষে আটক করা শোভনীয় ছিল না ; اَخَاهُ-তার ভাইকে ; فِيْ دِيْنِ-আইন অনুযায়ী ; الْمَلِكِ- বাদশাহর; اِلَّآ-যদি না ; اَنْ يَّشَاءَ-ইচ্ছা করতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; نَرْفَعُ-আমি বাড়িয়ে দেই ; دَرَجٰتٍ-মর্যাদা ;

এমন কোনো ইংগিত পূর্বাপর কোনো আয়াত থেকে পাওয়া যায় না। বরং যা বুঝা যায় তাহলো—ভাইয়ের সম্মতিতেই পানপাত্রটি অতি সংগোপনে তার রসদপত্রের মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছিল। পরে পাত্রটি যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন ধারণা করা হয়েছে যে, এখানে উপস্থিত কাফেলার লোকেরাই এ কাজ করেছে।

مَنْ نَّشَـــــــآءُ ۭ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ

যাকে চাই ; আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন সর্বজ্ঞানী।

৭৭. তারা বললো, যদি সে চুরি করে থাকে

فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّـــهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَـــفْسِهٖ

তবে নিঃসন্দেহে তার ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল[৬৩] ; কিন্তু ইউসুফ তা আপন মনে গোপন করে রাখলো

مَنْ-যাকে ; نَشَآءُ-চাই ; وَ-আর ; فَوْقَ-উপরে আছেন ; كُلِّ-প্রত্যেক ; ذِىْ عِلْمٍ-জ্ঞানীর ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞানী। ﴿٧٧﴾ قَالُوْٓا-তারা বললো ; اِنْ-যদি ; يَّسْرِقْ-সে চুরি করে থাকে ; فَقَدْ سَرَقَ-(ف+قد سرق)-তবে নিসন্দেহে চুরি করেছিল ; اَخٌ-ভাই ; لَّهٗ-তার; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; فَاَسَرَّهَا-(ف+اسر+ها)-কিন্তু তা গোপন করে রাখলো ; يُوْسُفُ-ইউসুফ ; فِىْ نَفْسِهٖ-(فى+نفس+ه)-আপন মনে ;

৬০. ইউসুফ (আ)-এর সৎ ভাইয়েরা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী ছিল। তারা চুরির অপরাধের যে শাস্তির কথা বলেছে তা ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়তের আইন ছিল।

৬১. এখানে আল্লাহর কৌশল দ্বারা যেদিকে ইংগীত করা হয়েছে তাহলো—যাদেরকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের নিকট চুরির শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তাদের মতানুসারেই শাস্তি নির্ধারণ করা। তারা চুরির শাস্তি হিসেবে যে বিধান দিয়েছে তা ছিল ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়তের বিধান। নচেৎ মিসরের প্রচলিত আইন অনুসারে চুরির অপরাধে চোরকে মালের মালিকের দাস বানিয়ে দেয়ার বিধান ছিল না।

৬২. এখানে 'দীন' শব্দ দ্বারা তৎকালীন মিসরের দেশীয় আইনকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা দীনের ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে। যেসব লোক 'দীন'-কে কিছু নির্দিষ্ট আকীদা অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়, এ আয়াত তাদের বিপরীত মত প্রকাশ করছে। 'দীন' দ্বারা মানবীয় সমাজ-সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-আদালত প্রভৃতি বিষয়গুলো সবই বুঝায়। এসব লোকের ধারণা হলো—নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত ও কিছু কিছু তাসবীহ-তাহলীল এবং নাফলিয়াতের মধ্যেই 'দীন' সীমাবদ্ধ। এসবের বাইরে জীবনের বৃহত্তর অংশের সাথে দীনের কোনো সম্পর্কই নেই ; সেগুলো দুনিয়াবী কাজ। আসলে 'দীন' সম্পর্কে এ ধারণা একেবারেই গুমরাহীমূলক। দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকে মুসলমানদের অপসারিত হওয়া এবং ইসলামী আদর্শের পুন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার মূলেও এ ভুল ধারণা কার্যকর রয়েছে। সুতরাং সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলোতে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসূলের বিধান চালু না হবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামকে পূর্ণাংগভাবে পালন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর জাহেলী

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ○

এবং তাদের কাছে তা প্রকাশ করলো না ; সে (মনে মনে,) বললো—তোমাদের অবস্থানতো অত্যন্ত মন্দ ; তোমরা যে বিবরণ পেশ করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ-ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا ⑱

৭৮. তারা বললো—হে আযীয[৬৪] ! তার পিতা-তো খুবই বৃদ্ধ, অতএব আপনি আমাদের একজনকে রেখে দিন

مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ⑲ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ

তার স্থলে ; আমরা আপনাকে নিশ্চিত নেক লোকদের শামিল দেখতে পাচ্ছি।
৭৯. সে বললো, আল্লাহর আশ্রয় (চাচ্ছি) যে, আমরা রেখে দেবো

وَ-এবং ; لَمْ يُبْدِهَا-(لم يبد+ها)-তা প্রকাশ করলো না ; لَهُمْ-তাদের কাছে ; قَالَ-সে (মনে মনে) বললো ; أَنْتُمْ-তোমাদের ; شَرٌّ-অত্যন্ত মন্দ ; مَكَانًا-অবস্থানতো ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَعْلَمُ-সর্বাধিক জ্ঞাত ; بِمَا-সে সম্পর্কে যে ; تَصِفُونَ-তোমরা বিবরণ পেশ করছো। ⑱ قَالُوا-তারা বললো ; يَاأَيُّهَا-হে ; الْعَزِيزُ-আযীয ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; لَهُ-তার ; أَبًا-পিতা ; شَيْخًا-বৃদ্ধ ; كَبِيرًا-খুবই ; فَخُذْ-(ف+خذ)-অতএব আপনি রেখে দিন ; أَحَدَنَا-আমাদের একজনকে ; مَكَانَهُ-(مكان+ه)-তার স্থলে ; إِنَّا-আমরা নিশ্চিত ; نَرَاكَ-(نرى+ك)-আপনাকে দেখতে পাচ্ছি ; مِنَ-শামিল ; الْمُحْسِنِينَ-নেক লোকদের। ⑲ قَالَ-সে বললো ; مَعَاذَ-আশ্রয় (চাচ্ছি) ; اللَّهِ-আল্লাহর ; أَنْ-যে ; نَأْخُذَ-আমরা রেখে দেবো ;

সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে বসবাস করে শুধুমাত্র নামায-রোযা ও তাসবীহ-তাহলীল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাও কোনো দীনদারী হতে পারে না। إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ এবং وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ আয়াতদ্বয়ে যে দীনের কথা বলা হয়েছে, তা শুধুমাত্র নামায-রোযার মধ্যেই সীমিত নয়; বরং মানুষের পূর্ণ জীবনব্যবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে।

৬৩. ইউসুফ (আ)-এর সৎ ভাইদের মানসিকতা তাদের উল্লিখিত উক্তি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে তারা বলেছিল যে, আমরা চোর নই ; কিন্তু যখন তাদের এক ভাইয়ের নিকট পানপাত্রটি পাওয়া গেল তখন নিজেদের লাঞ্ছনা ঢাকার জন্য সেই ভাই থেকে নিজেদেরকে আড়াল করে নেয়ার চেষ্টা করলো। অধিকন্তু তার সাথে তার বড় ভাইকেও জড়িয়ে দিল। এ ধরনের আচরণের কারণেই ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইকে তার সৎভাইদের সাথে যেতে দিতে অনাগ্রহী ছিলেন।

إِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ إِنَّآ إِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ۝

তাকে ছাড়া অন্যকে যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি[৬৫] (এরূপ করলে) আমরা তো তখন সীমালংঘনকারীদের শামিল হয়ে যাবো।

إِلَّا-তাকে ছাড়া অন্যকে ; مَنْ-যার ; وَّجَدْنَا-আমরা পেয়েছি ; مَتَاعَنَا-(متاع+نا)-আমাদের মাল ; عِنْدَهٗٓ-তার নিকট ; إِنَّآ-আমরা অবশ্যই ; إِذًا-এরূপ করলে তখন ; لَّظٰلِمُوْنَ-সীমালংঘনকারীদের শামিল হয়ে যাবো।

৬৪. 'আযীয' শব্দটি কোনো পদের নাম নয়। এ শব্দটি শুধুমাত্র ক্ষমতাধর অর্থে ব্যবহৃত হতো। তৎকালীন মিসরে বড় লোকদেরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হতো। আমাদের মধ্যে একটিই ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, মিসরের বাদশাহর মৃত্যুর পর বাদশাহর স্ত্রী যুলাইখার সাথে ইউসুফ (আ)-এর বিবাহ হয়েছে এবং যুলায়খার স্বামী যে পদে আসীন ছিল সেই পদেই ইউসুফ (আ) আসীন হয়েছেন। আসলে এ ধরনের কাহিনীর কোনো ভিত্তি কুরআন মাজীদ ও সহীহ্ হাদীসে নেই। ইউসুফ (আ)-কে তাঁর ভাইদের 'আযীয' বলে সম্বোধন করা থেকেই এ ধরনের কাহিনী রচিত হয়েছে।

৬৫. এখানে ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়েছেন—অর্থাৎ 'যার নিকট থেকে আমাদের মাল পাওয়া গিয়েছে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আটক করাতো তোমাদের ফায়সালা অনুযায়ীও অন্যায়। সুতরাং আমরা তা করতে পারি না।' এখানে লক্ষণীয় যে, ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইকে সরাসরি 'চোর' না বলে বলেছেন "যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি"। শরয়ী পরিভাষায় এটাকে 'তাওরিয়া' বলে। কোনো মযলুমকে যালিমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অথবা কোনো বড় যুল্‌মকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত ব্যাপারকে আড়ালে রেখে কথাকে এমনভাবে পেশ করা যাকে সরাসরি মিথ্যা বলা যায় না। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটি আড়ালে থেকে যাওয়ার কারণে মাযলুমও বেঁচে যায়। একজন আদর্শবাদী চরিত্রবান লোকের পক্ষে এরূপ করা তখন সম্পূর্ণ জায়েয যখন এ ছাড়া যুল্‌ম প্রতিরোধের কোনো উপায় থাকে না।

ইউসুফ (আ) তাঁর সহোদর ভাইকে সৎভাইদের যুল্‌ম থেকে বাঁচানোর জন্য ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে তার রসদপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি রেখে দিলেন, পরে যখন রাজ কর্মচারীরা তাদেরকে ধরে নিয়ে আসলো, তখন তাঁর সৎভাইদের দেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহোদর ভাইকে আটক রাখা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অতপর তাঁর সৎভাইয়েরা যখন তার পরিবর্তে তাদের একজনকে আটক রাখার প্রস্তাব দিল তখন তিনি তাদেরকে উত্তর দিলেন যে, তোমাদের দেয়া বিধান মতেই তো—যার নিকট মাল পাওয়া গিয়েছে তাকে ছাড়া অন্যকে আটক রাখা যায় না। কাজেই আমরা একমাত্র তাকেই আটকে রাখবো। আমাদের প্রিয় নবী (স)-এর জীবনেও যুদ্ধ জিহাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের 'তাওরিয়া' তথা

কৌশল অবলম্বনের উদাহরণ পাওয়া যায়—যাকে নৈতিক বিচারে কোনো মতেই অন্যায় বলার কোনো দলীল নেই।

৯ম রুকূ' (৬৯-৭৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইউসুফ (আ) সহোদর ভাইকে নিজের নিকট রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা তাঁর ভাইয়ের সম্মতিতেই হয়েছে এবং আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা একজন নবীর পক্ষে অশোভনীয় মনে হলেও মূলত এটা কোনো অন্যায় কাজ ছিল না।

২. ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেরা ইবরাহীমের বিধান অনুসারেই চুরির শাস্তির বিধান বলেছিল। তাদের মুখ থেকে শাস্তির বিধান বের করা ছিল আল্লাহর কৌশল। কারণ, মিসরের আইনে চুরির শাস্তি এমন ছিল না যার দ্বারা চোরকে দাস হিসেবে আটকে রাখা যায়।

৩. 'দীন' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর অর্থ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু আকীদা ও অনুষ্ঠান মাত্র নয়। মানবীয় সমাজ সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও আইন-আদালত প্রভৃতি এ 'দীন' শব্দে শামিল রয়েছে।

৪. 'দীন'-কে কয়েকটি আকীদা-বিশ্বাস ও কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নেয়া একেবারেই গুমরাহী।

৫. নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাত যেমন দীনের বিভিন্ন দিক, তেমনি রাষ্ট্রীয় আইনও দীনের একটি মৌলিক দিক। কেননা এর ভিত্তিতেই গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে।

৬. হযরত ইউসুফ (আ) পর্যায়ক্রমে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার তথা আল্লাহর আইন জারী করার স্বাভাবিক পদ্ধতি-ই হলো তা ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. কোনো মাযলুমকে রক্ষা করা কিংবা বড় কোনো যুলমের ব্যাপারকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত ব্যাপারকে আড়াল করে কৌশল অবলম্বন করে কথা বলা একজন মু'মিনের জন্য বৈধ যা সরাসরি মিথ্যাও নয় আবার প্রকৃত ব্যাপারটিও আড়ালে থেকে যায়। এটাকে শরয়ী পরিভাষায় 'তাওরিয়া' বলে।

৮. কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরী বা পুরস্কার ঘোষণা করা, যেমন অপরাধীকে গ্রেফতার বা কোনো হারানো বস্তু পেলে তা ফেরত দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার ঘোষণা করা এবং তা গ্রহণ করা জায়েয।

৯. একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের যামিন হওয়া বৈধ।

১০. দুনিয়াতে সকল ব্যাপারেই সার্বিক প্রচেষ্টার পরও মু'মিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১৪

٨٠ فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا

৮০. অতপর তারা যখন তাঁর নিকট থেকে নিরাশ হয়ে গেলো, পরামর্শ করার জন্য তারা একান্তে গিয়ে বসলো ; তাদের বড়জন বললো—তোমাদের কি জানা নেই

اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ

তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় ওয়াদা নিয়েছেন আল্লাহর নামে এবং ইতিপূর্বেও তোমরা কতইনা বাড়াবাড়ি করেছো

فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ

ইউসুফের ব্যাপারে ; অতএব আমি কখনো এ দেশ ছেড়ে যাবো না, যে পর্যন্ত না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা (অন্য কোনো) ফায়সালা দেন

اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ٨١ اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا

আল্লাহ আমার জন্য ; আর তিনিই তো ফায়সালাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। ৮১. তোমরা ফিরে যাও তোমাদের পিতার নিকট আর বলো—

(৮০) فَلَمَّا-অতপর যখন ; اسْتَيْـَٔسُوْا-তারা নিরাশ হয়ে গেলো ; مِنْهُ-তার নিকট থেকে; خَلَصُوْا-তারা একান্তে গিয়ে বসলো ; نَجِيًّا-পরামর্শ করার জন্য ; قَالَ-বললো ; كَبِيْرُهُمْ-তাদের বড়জন ; اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا-তোমাদের কি জানা নেই ; اَنَّ اَبَاكُمْ-(ان+ابا+كم)-তোমাদের পিতা ; قَدْ اَخَذَ-নিসন্দেহে নিয়েছেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের নিকট থেকে; مَّوْثِقًا-দৃঢ় ওয়াদা ; مِّنَ اللّٰهِ-আল্লাহর নামে ; وَ-এবং ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বেও ; مَا فَرَّطْتُّمْ-তোমরা কতইনা বাড়াবাড়ি করেছো ; فِيْ يُوْسُفَ-ইউসুফের ব্যাপারে ; فَلَنْ اَبْرَحَ-অতএব আমি কখনো ছেড়ে যাবো না ; الْاَرْضَ-এ দেশ ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يَاْذَنَ-অনুমতি দেন ; لِيْٓ-আমাকে ; اَبِيْٓ-আমার পিতা ; اَوْ-অথবা ; يَحْكُمَ-(অন্য কোনো) ফায়সালা দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِيْ-আমার জন্য ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিইতো ; خَيْرُ-সর্বোত্তম ; الْحٰكِمِيْنَ-ফায়সালাকারীদের মধ্যে। (৮১) اِرْجِعُوْٓا-তোমরা ফিরে যাও ; اِلٰٓى-নিকট ; اَبِيْكُمْ-(ابى+كم)-তোমাদের পিতার ; فَقُوْلُوْا-(ف+قولوا)-আর বলো ;

يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا

হে আমাদের পিতা ; অবশ্যই আপনার ছেলে চুরি করেছে ;
আমরা তো সাক্ষ্য দিচ্ছি না, যা আমরা জেনেছি তা ছাড়া

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا

আমরা তো অদৃশ্য বিষয়ের সংরক্ষকও নই। ৮২. আর আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন
যেখানে আমরা ছিলাম সেই জনপদবাসীদের

وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ

এবং সেই কাফেলাকেও আমরা যাদের শামিল হয়েছিলাম ; নিশ্চয় আমরা
সত্যবাদী। ৮৩. তিনি (ইয়াকূব) বললেন—না, বরং বানিয়ে নিয়েছে

لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ

তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী[৬৬]; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম ; আল্লাহ
হয়তো অচিরেই আমার নিকট নিয়ে আসবেন তাদেরকে

يَٰٓأَبَانَآ-(يا+ابا+نا)-হে আমাদের পিতা ; إِنَّ-অবশ্যই; ٱبْنَكَ-(ابن+ك)-আপনার ছেলে; سَرَقَ-চুরি করেছে ; وَ-আর ; مَا شَهِدْنَآ-আমরাতো সাক্ষ্য দিচ্ছি না ; إِلَّا بِمَا-তা ছাড়া যা ; عَلِمْنَا-আমরা জেনেছি ; وَ-এবং ; مَا كُنَّا-আমরাতো নই ; لِلْغَيْبِ-অদৃশ্য বিষয়ের ; حَٰفِظِينَ-সংরক্ষক ।(৮২)وَسْـَٔلِ-আর আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন ; ٱلْقَرْيَةَ-জনপদবাসীদের ; ٱلَّتِى-সেই ; كُنَّا فِيهَا-যেখানে আমরা ছিলাম ; وَ-এবং ; ٱلْعِيرَ-কাফেলাকেও ; ٱلَّتِىٓ-সেই ; أَقْبَلْنَا فِيهَا-আমরা যাদের শামিল হয়েছিলাম ; وَإِنَّا-নিশ্চয়ই আমরা ; لَصَٰدِقُونَ-সত্যবাদী ।(৮৩)قَالَ-তিনি বললেন ; بَلْ-না, বরং ; سَوَّلَتْ-বানিয়ে নিয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; أَنفُسُكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের মন; أَمْرًا-একটি কাহিনী ; فَصَبْرٌ-(ف+صبر)-সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য্যই ; جَمِيلٌ-উত্তম ; عَسَى-হয়তো অচীরেই ; ٱللَّهُ-আল্লাহ ; أَن يَأْتِيَنِى-আমার নিকট নিয়ে আসবেন ; بِهِمْ-তাদেরকে ;

৬৬. অর্থাৎ আমার পুত্র চুরি করেছে—একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ আমার পুত্রের চারিত্রিক নির্মলতা সম্পর্কে আমার জানা আছে। তোমাদের জন্য এটা সহজ হতে পারে, কেননা ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে এসে 'তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে' বলা যেমন তোমাদের জন্য সহজ ছিল। তেমনি এখন তার ভাইকে সত্যিকার চোর বলে মেনে নেয়াও তোমাদের জন্য সহজ কাজ-ই বটে।

جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ

একইসাথে, নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ৮৪. অতপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হায় আফসোস

عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا

ইউসুফের জন্য', আর শোকে তাঁর চোখ দু'টো সাদা হয়ে গিয়েছিল, আর তিনি ছিলেন অসহনীয় শোকে পাথর। ৮৫. তারা বললো—

تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ

'আল্লাহর কসম! আপনিতো সদা-সর্বদা ইউসুফের স্মরণেই নিরত থাকবেন, যতক্ষণ না' আপনি হয়ে যাবেন মরণাপন্ন অথবা হয়ে যাবেন

مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

ধ্বংসপ্রাপ্তদের শামিল। ৮৬. তিনি বললেন—আমি আমার অসহ্য বেদনা ও দুঃখ একমাত্র আল্লাহর নিকটই পেশ করছি।

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا

এবং আমি জানি আল্লাহর নিকট থেকে যা তোমরা জানো না। ৮৭. হে আমার সন্তানেরা, তোমরা যাও অতপর খোঁজ নাও

جَمِيعًا-একই সাথে ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই ; هُوَ-তিনি ; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ ; الْحَكِيمُ-প্রজ্ঞাময়। ﴿٨٤﴾ وَ-অতপর ; تَوَلَّىٰ-তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; وَ-এবং ; قَالَ-বললেন ; يَا أَسَفَىٰ-হায় আফসোস ; عَلَىٰ-জন্য ; يُوسُفَ-ইউসুফের ; وَ-আর ; ابْيَضَّتْ-সাদা হয়ে গিয়েছিল ; عَيْنَاهُ-তাঁর চোখ দু'টো ; مِنَ الْحُزْنِ-শোকে ; فَهُوَ-আর তিনি ছিলেন ; كَظِيمٌ-অসহনীয় শোকে পাথর। ﴿٨٥﴾ قَالُوا-তারা বললো ; تَاللَّهِ-আল্লাহর কসম ; تَفْتَأُ-আপনিতো সদা-সর্বদা নিরত থাকবেন ; تَذْكُرُ-স্মরণে ; يُوسُفَ-ইউসুফের ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; تَكُونَ-আপনি হয়ে যাবেন ; حَرَضًا-মরণাপন্ন ; أَوْ-অথবা ; تَكُونَ-হয়ে যাবেন ; مِنَ-শামিল ; الْهَالِكِينَ-ধ্বংসপ্রাপ্তদের। ﴿٨٦﴾ قَالَ-তিনি বললেন ; إِنَّمَا أَشْكُو-আমি অবশ্যই পেশ করছি ; بَثِّي-আমার অসহ্য বেদনা ; وَ-ও; حُزْنِي-আমার দুঃখ ; إِلَى-নিকট ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; أَعْلَمُ-আমি জানি ; مِنَ اللَّهِ-আল্লাহর নিকট থেকে ; مَا-যা ; لَا تَعْلَمُونَ-তোমরা জান না। ﴿٨٧﴾ يَا بَنِيَّ-হে আমার সন্তানেরা ; اذْهَبُوا-তোমরা যাও ; فَتَحَسَّسُوا-অতপর খোঁজ নাও ;

مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ

ইউসুফ ও তার ভাইয়ের এবং নিরাশ হয়ো না আল্লাহর রহমত থেকে ! কেননা কেউ নিরাশ হয় না

مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا

আল্লাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ছাড়া। ৮৮. অতপর তারা যখন তাঁর (ইউসুফের) নিকট পৌঁছলো তখন তারা বললো—

يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا

হে আযীয ! আমাদেরকে ও আমাদের পরিজনবর্গকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করেছে এবং আমরা নিতান্ত অল্প পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি পুরোপুরি দিন আমাদের

الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾

রসদ এবং আমাদের দান করুন[৬৭] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ দানকারীদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

مِنْ يُّوْسُفَ-ইউসুফের ; وَ-ও ; اَخِيْهِ-(اخى+ه)-তার ভাইয়ের ; وَ-এবং ; لَا تَايْـَٔسُوْا-তোমরা নিরাশ হয়ো না ; مِنْ-থেকে ; رَّوْحِ-রহমত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই ; لَا يَايْـَٔسُ-কেউ নিরাশ হয় না ; مِنْ-থেকে ; رَّوْحِ-রহমত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِلَّا-ছাড়া; الْقَوْمُ-সম্প্রদায় ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফির। ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ; دَخَلُوْا-তারা পৌঁছলো ; عَلَيْهِ-তাঁর নিকট ; قَالُوْا-তারা বললো ; يٰۤاَيُّهَا-হে ; الْعَزِيْزُ-আযীয ; مَسَّنَا-আমাদেরকে স্পর্শ করেছে ; وَ-ও ; اَهْلَنَا-(اهل+نا)-আমাদের পরিজনবর্গকে ; الضُّرُّ-দুঃখ-কষ্ট ; وَ-এবং ; جِئْنَا-আমরা এসেছি ; بِبِضَاعَةٍ-(ب+بضاعة)-পুঁজি নিয়ে ; مُّزْجٰىةٍ-নিতান্ত অল্প ; فَاَوْفِ-(ف+اوف)-সুতরাং আপনি পুরোপুরি দিন ; لَنَا-আমাদের; الْكَيْلَ-রসদ ; وَ-এবং ; تَصَدَّقْ-দান করুন ; عَلَيْنَا-আমাদেরকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَجْزِى-পুরস্কার দিয়ে থাকেন ; الْمُتَصَدِّقِيْنَ-দানকারীদেরকে।

৬৭. অর্থাৎ আমরা খাদ্যশস্যের মূল্যস্বরূপ যা দিচ্ছি তা নিতান্তই নগণ্য মূল্যের জিনিস। সুতরাং আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের খাদ্যশস্যের পূর্ণ বরাদ্দ দেন তা হবে আপনার দান। আর দানকারীদের প্রতিদান আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯. তিনি বললেন—তোমরা কি জানো, তোমরা কি করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ ?

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ ﴿٩٠﴾

৯০. তারা বললো—তবে কি আপনিই ইউসুফ ? তিনি বললেন, আমি-ই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর ভাই ;

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ

নিসন্দেহে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ; নিশ্চয়ই যে তাকওয়া অবলম্বন করে ও সবর করে, আল্লাহ অবশ্যই বিনষ্ট করেন না

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا

এমন নেক লোকদের কর্মফল[৬৮] । ৯১. তারা বললো—আল্লাহর কসম নিসন্দেহে আল্লাহ আমাদের উপর আপনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আমরাতো ছিলাম

(৮৯) قَالَ-তিনি বললেন ; هَلْ عَلِمْتُمْ-তোমরা কি জানো ; مَا فَعَلْتُمْ-তোমরা কি করেছিলে ; بِيُوسُفَ-(ب+يوسف)-ইউসুফের সাথে ; وَ-ও ; أَخِيهِ-(اخى+ه)-তার ভাইয়ের ; إِذْ-যখন ; أَنتُمْ-তোমরা ছিলে ; جَاهِلُونَ-অজ্ঞ। (৯০) قَالُوا-তারা বললো ; أَإِنَّكَ-(ء+ان+ك)-তবে কি আপনি ; لَأَنتَ-অবশ্যই আপনি ; يُوسُفُ-ইউসুফ ; قَالَ-তিনি বললেন ; أَنَا-আমি ; يُوسُفُ-ইউসুফ ; وَ-এবং ; هَٰذَا-এ ; أَخِي-(اخ+ى)-আমার সহোদর ভাই ; قَدْ مَنَّ-নিসন্দেহে অনুগ্রহ করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَيْنَا-আমাদের প্রতি ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই ; مَنْ-যে ; يَتَّقِ-তাকওয়া অবলম্বন করে ; وَ-ও ; يَصْبِرْ-সবর করে ; فَإِنَّ اللَّهَ-(ف+ان+الله)-আল্লাহ অবশ্যই ; لَا يُضِيعُ-বিনষ্ট করেন না ; أَجْرَ-কর্মফল ; الْمُحْسِنِينَ-এমন নেক লোকদের। (৯১) قَالُوا-তারা বললো ; تَاللَّهِ-আল্লাহর কসম ; لَقَدْ آثَرَكَ-নিসন্দেহে আপনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَيْنَا-আমাদের উপর ; وَ-আর ; إِن كُنَّا-আমরাতো ছিলাম ;

৬৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। তিনি আমাদের উভয়ের প্রথমত সবর ও তাকওয়ার গুণ দু'টো দান করেছেন। এ গুণ দু'টো হলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষা কবচ। এরপর আমাদের দুঃখকে সুখে, বিচ্ছেদকে

لَخٰطِئِيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ

অবশ্যই অপরাধী। ৯২. তিনি বললেন—আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই ; আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন[৬৯] ;

وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ

আর তিনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ৯৩. তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটাকে রেখে দিও আমার পিতার চেহারার উপর

يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

তিনি ফিরে পাবেন দৃষ্টিশক্তি ; এবং নিয়ে এসো আমার নিকট তোমাদের পরিবারের সবাইকে।

لَخٰطِئِيْنَ-অবশ্যই অপরাধী। ⑨২ قَالَ-তিনি বললেন ; لَا تَثْرِيْبَ-কোনো অভিযোগ নেই; عَلَيْكُمْ-তোমাদের বিরুদ্ধে ; اَلْيَوْمَ-আজ ; يَغْفِرُ-ক্ষমা করে দিন ; اَللّٰهُ-আল্লাহ ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি তো ; اَرْحَمُ-সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ; الرّٰحِمِيْنَ-দয়ালুদের মধ্যে। ⑨৩ اِذْهَبُوْا-তোমরা ফিরে যাও ; بِقَمِيْصِيْ-(ب+قميص+ى)-আমার জামা নিয়ে ; هٰذَا-এই ; فَاَلْقُوْهُ-(ف+القوا+ه)-এবং এটাকে রেখে দিও ; عَلٰى-উপর; وَجْهِ-চেহারার ; اَبِيْ-আমার পিতার ; يَاْتِ-তিনি ফিরে পাবেন ; بَصِيْرًا-দৃষ্টিশক্তি ; وَ-এবং ; اْتُوْنِيْ-তোমরা এসো আমার নিকট ; بِاَهْلِكُمْ-(ب+اهل+كم)-তোমাদের পরিবারের ; اَجْمَعِيْنَ-সবাইকে নিয়ে।

মিলনে এবং দারিদ্রতাকে সম্পদের প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই যারা পাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, এমন সৎলোকদের কর্মফল আল্লাহ বিনষ্ট করেন না।

৬৯. অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়াতো দূরের কথা, তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগও নেই। এটা ছিল ইউসুফ (আ)-এর নবী সুলভ উদারতা ও ক্ষমাপরায়ণতা। অতপর আল্লাহর নিকট তাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করলেন যে, আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন ; তিনি দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

১০ রুকূ' (৮০-৯৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পিতার সাথে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের প্রতিশ্রুতি তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তাদের আয়ত্তের বাইরে সংঘটিত ঘটনা দ্বারা তাদের চুক্তিতে কোনো ত্রুটি ঘটেনি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো চুক্তিবদ্ধ পক্ষের আয়ত্তের বাইরে সংঘটিত ঘটনার চুক্তিতে প্রভাব ফেলে না বা পক্ষদ্বয়ের কাউকে সেজন্য দায়ী করা যায় না।

২. কোনো ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান সে বিষয় সম্পর্কে জানার উপর নির্ভরশীল। তাই কোনো সাক্ষ্য চাক্ষুষ দেখে যেমন দেয়া যায়, তেমন কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেও দেয়া যায়। তবে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

৩. কোনো ব্যক্তি যদি সৎপথে থাকে, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লোকেরা তাকে অসৎ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে বলে মনে হলে তখন লোকদের সন্দেহ দূর করে দেয়া তার কর্তব্য, যাতে মানুষ কু-ধারণার গুনাহে লিপ্ত না হয়।

৪. মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি পয়গাম্বরদের ইজতিহাদ ভিত্তিক কথা প্রথমদিকে সঠিক না হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেদের সত্য কথনের প্রেক্ষিতে দেয়া বক্তব্য। তবে নবী-পয়গাম্বরদের বৈশিষ্ট্য হলো—আল্লাহ তাঁদেরকে ভুলের উপর কায়েম রাখেন না। তাই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

৫. জীবনের চলার পথে যে কোনো পরিস্থিতিকে ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসা দ্বারা মুকাবিলা করতে হবে।

৬. হাদীসে আছে, যারা শক্তি-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ সংবরণ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন তাদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন—জান্নাতের নিয়ামত-সমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করো।

৭. জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোনো বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সবর ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব (আ) ও অন্যান্য নবী-পয়গাম্বরের অনুসরণ করা।

৮. নিজের বিপদ লোকদের নিকট বলে বেড়ানো সবর-এর বিরোধী।

৯. যারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদ মসীবতে পূর্ণ সবর ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করে, আল্লাহ এমন নেক লোকদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।

১০. অত্যাচারীকে যারা হাতের মুঠোয় পেয়েও নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দিতে পারে তাঁরাই প্রকৃত মানুষ। আমাদের উচিত এমন লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

১১. বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধার পেলে এবং আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত হলে তখন অতীত বিপদ মসীবতের উল্লেখ করে বেড়ানো উচিত নয়; বরং উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা উচিত।

১২. নিয়ামত লাভের পর অতীত দুঃখ মসীবতের উল্লেখ করে হা-হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। এ জন্যই ইউসুফ (আ) দীর্ঘকালের দুঃখ-যাতনার উল্লেখ না করে, শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহরাজীর কথাই উল্লেখ করেছেন।

﴿٩٤﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

৯৪. তারপর কাফেলা যখন মিসর থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো, তাদের পিতা বললেন—আমি নিশ্চিত ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি[৭০]

لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿٩٥﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝

যদি না তোমরা আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে কর। ৯৫. তারা বললো—আল্লাহর কসম, আপনি পুরনো বিভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন।[৭১]

﴿٩٦﴾ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ

৯৬. অতপর যখন সুসংবাদবাহক এসে পড়লো, সে তা (জামাটি) তাঁর চেহারার উপর রাখলো, তিনি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গেলেন ; তিনি বললেন—

(৯৪) وَ-তারপর ; لَمَّا-যখন ; فَصَلَتْ-রওয়ানা হয়ে গেল ; الْعِيْرُ-কাফেলা ; قَالَ-বললেন ; أَبُوْهُمْ-(ابو+هم)-তাদের পিতা ; اِنِّىْ-আমি নিশ্চিত ; لَأَجِدُ-(ل+اجد)-পাচ্ছি ; رِيْحَ-ঘ্রাণ ; يُوْسُفَ-ইউসুফের ; لَوْلَا-যদি না ; اَنْ تُفَنِّدُوْنَ-তোমরা আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক মনে কর। (৯৫) قَالُوا-তারা বললো ; تَاللّٰهِ-আল্লাহর কসম ; اِنَّكَ-নিশ্চয়ই আপনি ; لَفِىْ ضَلٰلِكَ-(ل+فى+ضلل+ك)-আপনার বিভ্রান্তিতে পড়ে আছেন ; الْقَدِيْمِ-পুরনো। (৯৬) فَلَمَّا-অতপর যখন ; اَنْ جَاءَ-এসে পড়লো ; الْبَشِيْرُ-সুসংবাদদাতা ; اَلْقٰهُ-(القى+ه)-সে তা (জামাটি) রাখলো ; عَلٰى-উপর ; وَجْهِهٖ-(وجه+ه)-তাঁর চেহারার উপর ; فَارْتَدَّ-তিনি পুনরায় হয়ে গেলেন ; بَصِيْرًا-দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ; قَالَ-তিনি বললেন ;

৭০. এটা হলো নবী-রাসূলদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্য তাঁদের নিজেদের উপার্জিত বা চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্ত নয়। তাঁদের অবস্থাতো এমন যে, কখনো তাঁদের দিব্যদৃষ্টি আসমানের উপর পর্যন্তও পৌঁছে যায়, আবার কখনো তাঁরা নিজেদের পায়ের পিঠের উপরের খবরও বলতে পারেন না। যেমন ইয়াকূব (আ) মিসর থেকে ইউসুফের জামার ঘ্রাণ পাচ্ছেন অথচ বাড়ীর নিকটে কেনানের কূপের মধ্যে যখন ইউসুফ পড়েছিল তা-ও তিনি জানতে পারেননি।

أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ ۚ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَٰٓأَبَانَا

আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি নিশ্চিত জানি আল্লাহর নিকট থেকে (এমন কিছু) যা তোমরা জান না। ৯৭. তারা বললো—হে আমাদের পিতা

اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ ۖ

আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আমরাতো নিশ্চিত অপরাধী ছিলাম। ৯৮. তিনি বললেন,— আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো,

إِنَّهُۥ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ

তিনি অবশ্যই মহা ক্ষমাশীল পরম দয়াবান। ৯৯. তারপর যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌঁছলো[৭২] তখন তিনি নিজ পিতা-মাতাকে কাছে টেনে নিলেন[৭৩]

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

এবং বললেন—আপনারা মিসরে প্রবেশ করুন আল্লাহ চাইলে নিরাপদে। ১০০. তিনি নিজ পিতামাতাকে সিংহাসনের উপর উঠিয়ে নিলেন

أَلَمْ أَقُلْ-(ا+لم اقل)-আমি কি বলিনি ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; إِنِّيٓ-আমি নিশ্চিত ; أَعْلَمُ-জানি ; مِنَ-নিকট থেকে ; اللَّه-আল্লাহর ; مَا-(এমন কিছু) যা ; لَا تَعْلَمُونَ-তোমরা জান না।(৯৭) قَالُوا-তারা বললো ; يَٰٓأَبَانَا-(يا+ابا+نا)-হে আমাদের পিতা ; اسْتَغْفِرْ-ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; لَنَا-আমাদের জন্য ; ذُنُوبَنَآ-(ذنوب+نا)-আমাদের গুনাহের ; إِنَّا-আমরাতো নিশ্চিত ; كُنَّا-ছিলাম ; خَٰطِـِٔينَ-অপরাধী।(৯৮) قَالَ-তিনি বললেন ; سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ-আমি শীঘ্রই ক্ষমা চেয়ে নেবো ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; رَبِّيٓ-আমার প্রতিপালকের নিকট ; إِنَّهُۥ هُوَ-তিনি অবশ্যই ; الْغَفُورُ-মহা ক্ষমাশীল ; الرَّحِيمُ-পরম দয়াবান।(৯৯) فَلَمَّا-তারপর যখন ; دَخَلُوا-তারা পৌঁছলো ; عَلَىٰ-নিকট; يُوسُفَ-ইউসুফের ; ءَاوَىٰٓ-তিনি টেনে নিলেন ; إِلَيْهِ-তাঁর কাছে ; أَبَوَيْهِ-(ابوى+ه)-নিজ পিতা মাতাকে ; وَ-এবং ; قَالَ-বললেন ; ادْخُلُوا-আপনারা প্রবেশ করুন ; مِصْرَ-মিসরে ; إِن ; شَآءَ-চাইলে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; ءَامِنِينَ-নিরাপদে।(১০০) وَ-তারপর ; رَفَعَ-তিনি উঠিয়ে নিলেন ; أَبَوَيْهِ-(ابوى+ه)-নিজ পিতামাতাকে ; عَلَى-উপর ; الْعَرْشِ-সিংহাসনের ;

৭১. এখান থেকে অনুমান করা যায় যে, ইউসুফ (আ) ছাড়া হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পরিবারের কোনো লোকই তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিল না। বাতির নীচে

وَخَرُّوا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ز

এবং তারা সকলেই তার সামনে সিজদায় পড়লো[৭৪] ; এমতাবস্থায় তিনি (ইউসুফ) বললেন—হে আমার পিতা ! এটাই হলো আমার ইতিপূর্বেকার স্বপ্নের তাবীর ;

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۖ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ

নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন ; আর তিনি আমার প্রতি নিঃসন্দেহে ইহসান করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন

وَ-এবং ; خَرُّوْا-তারা সকলেই লুটিয়ে পড়লো ; لَهٗ-তার সামনে ; سُجَّدًا-সিজদায় ; وَ-এমতাবস্থায় ; قَالَ-তিনি (ইউসুফ) বললেন ; يٰٓاَبَتِ-হে আমার পিতা ; هٰذَا-এটাই হলো ; تَاْوِيْلُ-তা'বীর ; رُءْيَايَ-(رويا+ى)-আমার স্বপ্নের ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বেকার ; قَدْ جَعَلَهَا-(قد جعل+ها)-নিসন্দেহে তা পরিণত করেছেন ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক; حَقًّا-সত্যে ; وَ-আর ; قَدْ اَحْسَنَ-তিনি নিসন্দেহে ইহসান করেছেন ; بِيْٓ-আমার প্রতি; اِذْ-যখন ; اَخْرَجَنِيْ-(اخرج+نى)-তিনি আমাকে বের করেছেন ; مِنَ-থেকে ; السِّجْنِ-কারাগার ;

অন্ধকার—এটাই ইতিহাসের একটি নির্মম সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় সকল বড় বড় লোকের জীবনেই এ নির্মম সত্যের প্রতিফল দেখা গিয়েছে।

৭২. ইয়াহুদীদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'তালমূদ'-এর সূত্রে মুফাসসিরীনে কিরাম বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আ) দু'শ উট বোঝাই করে রসদপত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভাইদের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন, যাতে করে ইয়াকূব (আ)-এর গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াকূব (আ)-এর পরিবার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মিলিয়ে বাহাত্তর জন, অপর রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ-মহিলা তাঁর সাথে মিসরে এসেছিলেন। এদিকে ইউসুফ (আ) শহরের গণ্যমান্য অভিজাত লোকজন এবং চার হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ পিতা-মাতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সমবেত হয়েছিলেন।

৭৩. এখানে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) পিতা-মাতাকে কাছে টেনে নিলেন, অথচ তাঁর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। মুফাসসিরীনে কিরামের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইউসুফ (আ)-এর মাতার ইন্তেকালের পর তাঁর খালা-কে ইয়াকূব (আ) বিয়ে করেছিলেন। খালাও যেহেতু মায়ের সমতুল্য তাই এখানে 'পিতা-মাতা' বলা হয়েছে।

৭৪. এখানে 'সিজদা' বলতে নামাযে যে সিজদা আমরা করি তা বুঝানো হয়নি ; কারণ কোনো সৃষ্টির সামনে এ রকম সিজদা করা কোনো নবীর শরীয়তেই বৈধ ছিল না। এখানে

وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي

এবং নিয়ে এসেছেন আপনাদেরকে মরু এলাকা থেকে—তারপরেও যে, শয়তান বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন আমার মধ্যে

وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ

ও আমার ভাইদের মধ্যে ; নিশ্চয়-আমার প্রতিপালক যা করতে চান তার নিপুন কুশলী ; অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ

الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي

প্রজ্ঞাময়। ১০১. হে আমার প্রতিপালক ! নিঃসন্দেহে আপনি আমাকে দান করেছেন রাজ -ক্ষমতা এবং আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন

مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাদানের জ্ঞান ; (হে) আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা !

وَ-এবং ; جَاءَ-নিয়ে এসেছেন ; بِكُمْ-আপনাদেরকে ; مِنَ-থেকে ; الْبَدْوِ-মরু এলাকা ; مِنْ بَعْدِ-তারপরেও ; أَنْ-যে ; نَزَغَ-বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে ; الشَّيْطَنُ-শয়তান ; بَيْنِي-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَ-মধ্যে ; إِخْوَتِي-আমার ভাইদের; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; لَطِيفٌ-নিপুন কুশলী ; لِمَا يَشَاءُ-(ل+ما+يشاء)-যা করতে চান তার ; إِنَّهُ هُوَ-অবশ্যই তিনি ; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ ; الْحَكِيمُ-প্রজ্ঞাময়। ﴿١٠١﴾ رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; قَدْ آتَيْتَنِي-(قد اتيت+نى)-নিসন্দেহে আপনি আমাকে দান করেছেন ; مِنَ الْمُلْكِ-রাজক্ষমতা ; وَ-এবং ; عَلَّمْتَنِي-(علمت+نى)-আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন ; مِنْ تَأْوِيلِ-ব্যাখ্যা দানের জ্ঞান ; الْأَحَادِيثِ-বিভিন্ন বিষয়ের; فَاطِرَ-(হে) সৃষ্টিকর্তা ; السَّمَوَاتِ-আসমান; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ;

সিজদা বলতে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানানো বুঝানো হয়েছে। প্রাচীন সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে এবং বর্তমানকালেও কোনো কোনো জাতির মধ্যে কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উদ্দেশ্যে বুকের উপর হাত রেখে সামনের দিকে মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানানোর রীতি রয়েছে। এটাকেই আরবী ভাষায় 'সিজদা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজীতে যাকে Bow (বো) বলা হয়। অতএব এ আয়াত এমন সিদ্ধান্তে আসা সঠিক নয় যে, কোনো মানুষকে সম্মানসূচক সিজদা করা জায়েয অথবা পূর্বেকার নবীদের শরীয়তে কোনো মানুষকে সম্মানসূচক সিজদা করা জায়েয ছিল। আর ইসলামে তো

أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي

দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক ; আপনি আমার মৃত্যুদান করুন মুসলিম অবস্থায় এবং আমাকে শামিল করুন

بِالصّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ

নেকলোকদের মধ্যে[৭৫]। ১০২. (হে নবী !) এটা অজানা জগতের খবর। আপনাকে আমি তা ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি :

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ○

আর আপনিতো তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল এবং তারা করেছিল ষড়যন্ত্র।

أَنْتَ-আপনি-ই ; وَلِيّ-(ولى+ى)-আমার অভিভাবক ; فِي الدُّنْيَا-দুনিয়া ; وَ-ও ; الْآخِرَةِ-আখিরাতে ; تَوَفَّنِي-(توف+نى)-আপনি আমার মৃত্যুদান করুন ; مُسْلِمًا-মুসলিম অবস্থায় ; وَ-এবং ; أَلْحِقْنِي-(الحق+نى)-শামিল করুন ; بِالصّٰلِحِينَ-(ب+ال+صلحين)-নেক লোকদের মধ্যে। ﴿١٠٢﴾ ذٰلِكَ-এটা ; مِنْ-এর ; أَنْبَاءِ-খবর ; الْغَيْبِ-অজানা জগতের ; نُوحِيهِ-(نوحى+ه)-আমি তা ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি ; إِلَيْكَ-আপনাকে ; وَ-আর ; مَا كُنْتَ-আপনি ছিলেন না ; لَدَيْهِمْ-(لدى+هم)-তাদের নিকট; إِذْ-যখন ; أَجْمَعُوا-তারা চূড়ান্ত করেছিল ; أَمْرَهُمْ-(امر+هم)-তাদের সিদ্ধান্ত ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; يَمْكُرُونَ-করেছিল ষড়যন্ত্র।

গায়রুল্লাহর জন্য সকল প্রকার সিজদা এমনকি মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানানোও হারাম করে দেয়া হয়েছে।

৭৫. হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী এখানে সমাপ্ত হচ্ছে। এখানে উল্লেখিত ইউসুফ (আ)-এর এ মূল্যবান কথাগুলোর মধ্যে একজন নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহর বান্দার চরিত্রই ফুটে উঠেছে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর পরিবারের যেসব লোক হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর সাথে অমানবিক ব্যবহার করেছে সেসব লোককে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়াতো দূরের কথা, তাদের প্রতি তিনি কোনো প্রকার অভিযোগ এমনকি তাদের প্রতি দোষারোপমূলক একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি ; বরং সৎভাইদের সেসব অমানবিক আচরণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অতপর তিনি আল্লাহর দরবারে অবনমিত হয়ে এ বলে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন যে, "হে আল্লাহ্ আপনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, দিয়েছেন

۞وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ۞ وَمَا تَسۡـَٔلُهُمۡ

১০৩. আর অধিকাংশ মানুষ-ই মু'মিন হবার নয়, যদিও আপনি কামনা করেন[৭৬]।
১০৪. আর আপনিতো তাদের নিকট চান না

عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ۝

তার জন্য কোনো প্রতিদান ; এ (কুরআন) সারা বিশ্ববাসীর
জন্য উপদেশ বৈ-তো নয়[৭৭]।

۞-وَ-আর ; مَآ-হবার নয় ; اَكْثَرُ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; وَلَوْ-যদিও ; حَرَصْتَ-আপনি কামনা করেন ; بِمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ۞-وَ-আর ; تَسْئَلُهُمْ-(ما تسئل+هم)-مَا-আপনিতো তাদের নিকট চান না ; عَلَيْهِ-তার জন্য ; مِنْ اَجْرٍ-(من+اجر)-কোনো প্রতিদান ; اِنْ هُوَ اِلاَّ-এ (কুরআন) বৈ-তো নয় ; ذِكْرٌ-উপদেশ ; لِّلْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ববাসীর জন্য।

আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, আমাকে দিয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যাদানের জ্ঞান ; আপনি আসমান যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি-ই আমার অভিভাবক—আপনার অনুগত বান্দাহ হিসেবেই যেন আমার মৃত্যু হয় আর মৃত্যুর পর আমাকে আপনার নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল করুন।"

৭৬. এখানে নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করে বলে দেয়া হচ্ছে যে, হাজার বছর পূর্বেকার এ কাহিনী সঠিকভাবে বলে দিতে পারা আপনার নবুওয়াত ও আপনার প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর পরেও এ ইয়াহুদী ও কুরাইশরা আপনার প্রতি ঈমান আনার লোক নয়, আপনি যতই আকাঙ্খা করেন এবং চেষ্টা করেন না কেন। আপনার দায়িত্ব হলো প্রচার ও সংশোধনের চেষ্টা করা, চেষ্টা সাফল্যে পৌঁছানো আপনার আয়ত্তাধীন নয়। কাজেই আপনার দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয় ;

৭৭. এখানে নবী করীম (স)-কে লক্ষ্য করে বলা হলেও মূলত এর লক্ষ্য হলো সমবেত কাফিররা। অর্থাৎ তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, নবী তো পার্থিব কোনো স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে তোমাদেরকে ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন না, তিনি তোমাদের নিকট কোনো বিনিময়ও চাচ্ছেন না ; তিনি তোমাদেরকে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে তাদের চূড়ান্ত কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ নসীহত করেছেন, এখানে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থই নিহিত নেই।

১১শ রুকূ' (৯৪-১০৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলগণ নিজে থেকে অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কোনো কথা বলতে পারেন না, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে যতটুকু জানিয়ে দেন একমাত্র ততটুকুই তাঁরা বলতে পারেন।

২. ইউসুফ (আ) তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণকারী সৎভাইদের সাথে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধমূলক আচরণ দেখাননি, যার ফলে তারা নিজেরাই তাদের পূর্বের আচরণের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছিল এবং সৎপথে ফিরে এসেছিল। এভাবে সদাচরণের মাধ্যমে চরম শত্রুকেও আপন করে নেয়া সম্ভব।

৩. মানুষ গুনাহ করে যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে গুনাহ যত বড় হোক না কেন, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়া শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

৪. ইয়াকূব (আ), নিজ স্ত্রী ও সন্তানগণসহ ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যে সিজদাবনত হয়েছিলেন তা ছিল সম্মানসূচক মাথা ঝুঁকানো, এটাকে সিজদা শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে ; কারণ কোনো নবীর শরীয়তেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির প্রতি সিজদা করা জায়েয ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ আয়াতের ভিত্তিতে কোনো পীর-আওলিয়া বা রাজা-বাদশাহ কাউকে সম্মানসূচক সিজদা করার বৈধতা দানের কোনো অবকাশ নেই।

৫. ইউসুফ (আ)-এর জীবন-কাহিনী থেকে এ শিক্ষা-ই পাওয়া যায় যে, জীবনের দুঃসময় বা সুসময় সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে—দীনের পথে চলতে গিয়ে দুরাবস্থায় পতিত হলেও পরিণামে তা কল্যাণ বয়ে আনে। সুতরাং সর্বাবস্থায়-আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

৬. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁরা দুনিয়া বা আখিরাতে যত উচ্চ মর্যাদা-ই লাভ করুক না কেন, তারা এতে কোনো গর্ব বোধ করেন না।

৭. আল্লাহর নেক বান্দাহদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা সদা-সর্বদা 'খাতিমা বিল খায়ের' তথা আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা অবস্থায় মৃত্যু হওয়া কামনা করতেন। তাই আমাদেরকেও পরস্পরের জন্য 'খাতিমা বিল খায়ের'-এর দোয়া করা উচিত।

৮. দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া নবীদের দায়িত্ব, হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। তাই মু'মিনদের উপরও এর বেশী দায়িত্ব নেই।

৯. মানুষকে দীনের পথে দাওয়াত দানের মূল লক্ষ্য যেহেতু আখিরাতের কল্যাণ লাভ, তাই যথাযথভাবে দাওয়াত পৌঁছালেই আখিরাতের কল্যাণলাভের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়। অতএব হিদায়াত গ্রহণে মানুষের অনীহার জন্য হতাশ ও চিন্তাযুক্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

১০. দুনিয়ার জীবনে সর্বাবস্থায়ই আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। সকল কাজে আখিরাতের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৭

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ ﴿١٠٥﴾

১০৫. আসমান[৭৮] ও যমীনে কত নিদর্শন-ইতো রয়েছে, তার পাশ দিয়ে তারা অতিক্রম করে অথচ তারা

عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

তার প্রতি উপেক্ষাকারী-ই থেকে যায়[৭৯]। ১০৬. আর তাদের অধিকাংশ-ই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না শিরকে রত অবস্থায় ছাড়া[৮০]

(১০৫) وَ-আর ; كَاَيِّنْ-কতই-তো রয়েছে ; مِّنْ اٰيَةٍ-নিদর্শন ; فِى السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; يَمُرُّوْنَ-তারা অতিক্রম করে ; عَلَيْهَا-তার পাশ দিয়ে ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; عَنْهَا-তার প্রতি ; مُعْرِضُوْنَ-উপেক্ষাকারী-ই থেকে যায়। (১০৬) وَ-আর ; مَا يُؤْمِنُ-ঈমান আনে না ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশ-ই ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; اِلَّا-ছাড়া ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; هُمْ-তারা ; مُّشْرِكُوْنَ-শিরকে রত।

৭৮. সূরা ইউসুফের এ পর্যন্ত বর্ণিত এগার রুকূ' ব্যাপী ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ যেহেতু কোনো ইতিহাস বা কিসসা-কাহিনীর বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়নি, তাই লোকদের জানার আগ্রহ অনুযায়ী কাহিনী বলে শেষ করার পরপরই কয়েকটি বাক্যে দীনের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে।

৭৯. নবী-রাসূলগণ মানুষকে যে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে আল্লাহর নেক বান্দাহরা যে দীনের প্রতি মানুষকে ডাকছেন, সেই দাওয়াতের প্রতি মানুষ যে উপেক্ষা-অবহেলা করে আসছে এখানে তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতি মানুষের গভীর মনোযোগ না দেয়া এবং চিন্তা-ভাবনা না করাই হচ্ছে নবীদের দাওয়াত গ্রহণ না করার মূল কারণ। সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন জিনিস শুধুমাত্র এক একটি জিনিস মাত্র নয়, বরং এসব কিছুই আল্লাহর অস্তিত্বের এক একটি নিদর্শন ; কিন্তু মানুষ এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে এসবের প্রতি মানুষের দেখা ও জন্তু-জানোয়ারের দেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'পানি' মানুষের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় বস্তু তেমনি জন্তু-জানোয়ারের জন্যেও প্রয়োজনীয় বস্তু। এ বস্তুটি মানুষ

⑩٧ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ

১০৭. তবে কি তারা নিরাপদ হয়ে গেছে আল্লাহর সর্বগ্রাসী আযাব তাদের উপর আসা থেকে অথবা কিয়ামত আসা থেকে তাদের উপর

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑩٨ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ

আকস্মিকভাবে—এমতাবস্থায় যে, তারা টেরও পাবে না[৮১]। ১০৮. (হে নবী) আপনি বলে দিন—এটাই আমার পথ আমি আল্লাহর দিকে ডাকি ;

⑩٧ أَفَأَمِنُوا-(ا+ف+امنوا)-তবে কি তারা নিরাপদ হয়ে গেছে ; أَنْ تَأْتِيَهُمْ-তাদের উপর আসা থেকে ; غَاشِيَةٌ-সর্বগ্রাসী ; مِّنْ عَذَابِ-আযাব ; اللَّهِ-আল্লাহর ; أَوْ-অথবা ; تَأْتِيَهُمُ-তাদের উপর আসা থেকে ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; بَغْتَةً-আকস্মিকভাবে ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; هُمْ-তারা ; لَا يَشْعُرُونَ-টেরও পাবে না। ⑩٨ قُلْ-আপনি বলে দিন ; هَٰذِهِ-এটাই ; سَبِيلِي-(سبيل+ى)-আমার পথ ; أَدْعُوا-আমি ডাকি ; إِلَى-দিকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ;

যেমন ব্যবহার করে তেমনি জন্তু-জানোয়ারও ব্যবহার করে ; কিন্তু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা চিন্তা-ভাবনা করার মগজ দিয়েছেন যা জন্তু-জানোয়ারকে দেননি। সুতরাং মানুষ শুধুমাত্র পানির ব্যবহারিক মূল্যই জানবে না ; বরং মানুষ এই পানি থেকে চিন্তা-ভাবনা করে এর পেছনে যে মহাসত্য লুকিয়ে আছে তথা পানির স্রষ্টা মহান আল্লাহকে খুঁজে পাবে এটাই হবে মানুষোচিত কর্তব্য ; নচেৎ মানুষ ও পশুতে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

৮০. অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই শিরক-মিশ্রিত ঈমানের অধিকারী। আর এটা হলো আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা না করা তথা উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করার কুফল। মানুষ কখনো আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না, তাই এদের সংখ্যা বিরল ; কারণ সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মানা তার সাধ্যের বাইরে। মানুষ যে ভুলের মধ্যে পড়ে আছে তা হলো—তারা আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা-ইখতিয়ার অধিকারে অন্যদেরকে শরীক করা। আর এ শিরকের ভ্রান্তিতেই অধিকাংশ মানুষ পড়ে আছে। অথচ তারা যদি আসমান যমীনের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে তাদের ঈমানে শিরক-এর মিশ্রণ ঘটতো না—তাদের ঈমান হতো খালেস ঈমান।

৮১. ভবিষ্যতের সংবাদ মানুষের জ্ঞানের বাইরে রাখার উদ্দেশ্য হলো সময় আছে মনে করে মানুষ যেন উপস্থিত সুখ-শান্তিকে স্থায়ী মনে করে পরকালের ব্যাপারকে ভবিষ্যতের জন্য তুলে না রাখে। কার জীবনকাল কতদিন আছে তা কাউকে জানতে দেয়া হয়নি, কখন যে কার মৃত্যুর পরওয়ানা এসে পড়বে তা কেউ-ই বলতে পারে না। তাই

عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۖ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে তারাও ; আর আল্লাহ মহান পবিত্র[৮২] এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۭ ⑩⑨

১০৯. আর আমি জনপদবাসীদের মধ্য থেকে আপনার পূর্বে যাদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরকে পুরুষ ছাড়া প্রেরণ করিনি ;

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

তবে কি তারা যমীনে ভ্রমন করেনি তাহলে তারা দেখতে পেতো—কেমন হয়েছিল তাদের পরিণাম যারা

مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

ছিল তাদের পূর্বে ; আর অবশ্যই আখিরাতের আবাস তাদের জন্য উত্তম যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ; তবে কি তোমরা বুঝতে পারো না[৮৩] ?

عَلٰى بَصِيْرَةٍ-সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; اَنَا-আমি ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা তারাও; اتَّبَعَنِيْ-(اتبع+نى)-আমার অনুসরণ করে ; وَ-আর ; سُبْحٰنَ-মহান পবিত্র ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; وَ-এবং ; مَآ-নই ; اَنَا-আমি ; مِنَ-দলভুক্ত ; الْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিকদের। ⑩⑨ وَ-আর ; مَآ اَرْسَلْنَا-আমি প্রেরণ করিনি ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার পূর্বে ; اِلَّا-ছাড়া ; رِجَالًا-পুরুষ ; نُوْحِيْٓ-ওহী পাঠিয়েছি ; اِلَيْهِمْ-যাদের প্রতি ; مِنْ-মধ্য থেকে ; اَهْلِ الْقُرٰى-(اهل+ال+قرى)-জনপদবাসীদের ; اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا-(ا+ف+لم)-(يسروا)-তবে কি তারা ভ্রমণ করেনি ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; فَيَنْظُرُوْا-(ف+ينظروا)-তাহলে তারা দেখতে পেতো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ছিল ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের পূর্বে ; وَ-আর ; لَدَارُ-আবাস অবশ্যই ; الْاٰخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতের ; خَيْرٌ-উত্তম ; لِّلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা ; اتَّقَوْا-তাকওয়া অবলম্বন করে ; اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-তবে কি তোমরা বুঝতে পারো না।

ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হলে এখনই সময়, কারণ আগামী কাল সময় পাওয়া যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জীবনের চলার পথটি ভুল না-কি সঠিক তা এখনই যাঁচাই করে ঠিক করে নিতে হবে; ভুল হয়ে থাকলে তা এখনই শুধরে নিতে হবে।

١١٠ حَتّٰىٓ إِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ

১১০. এমনকি যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়লো এবং তারা ভাবতে শুরু করলো যে, তাদেরকে অবশ্যই মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখনই-তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছলো ;

فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

অতপর তাকেই উদ্ধার করা হলো, যাকে আমি (মুক্তি দিতে) চাই ; আর আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে রদ করা হয় না।

١١٠ حَتّٰى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; اسْتَيْـَٔسَ-নিরাশ হয়ে পড়লো ; الرُّسُلُ-রাসূলগণ ; وَ-এবং ; ظَنُّوٓا-তারা ভাবতে শুরু করলো ; اَنَّهُمْ-যে তাদেরকে ; قَدْ كُذِبُوا-অবশ্যই মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে ; جَآءَ-তখনই এসে পৌঁছলো ; هُمْ-তাদের নিকট ; نَصْرُنَا-(نصر+نا)-আমার সাহায্য ; فَنُجِّيَ-অতপর তাকেই উদ্ধার করা হলো ; مَنْ-যাকে ; نَشَآءُ-আমি চাই ; وَ-আর ; لَا يُرَدُّ-রদ করা হয় না ; بَأْسُنَا-(باس+نا)-আমার শাস্তি ; عَنْ-থেকে ; الْقَوْمِ-সম্প্রদায় ; الْمُجْرِمِيْنَ-অপরাধী।

৮২. অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার-এর ব্যাপারে এরা যা কিছু ধারণা করছে, মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর প্রতি যেসব দুর্বলতা ও অক্ষমতা আরোপ করছে, আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। শিরক-এর অনিবার্য ফল হিসেবে যেসব দোষ-ত্রুটি, ভুল ভ্রান্তি ও খারাপ ধারণা আল্লাহর প্রতি আরোপিত হয়, তার কোনোটিই তাঁকে স্পর্শ করে না।

৮৩. অর্থাৎ এ সকল কাফিররা যে, আপনার কথার প্রতি মনযোগ দেয় না তার কারণ হলো—তারা মনে করে যে, লোকটি আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছে, তার শিশুকাল কেটেছে আমাদের মধ্যে, কৈশোর এবং যৌবনও কেটেছে আমাদের সমাজেই ; এখন হঠাৎ করে সে নবুওয়াতের দাবী করছে—এটা কি করে মেনে নেয়া যায় ! এর উত্তরে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, এরা তো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে, এরা কি অতীতের নবীদের কথা শুনেনি যে, তারা যে জনপদে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে সেই জনপদেরই অধিবাসী তারা ছিল। আল্লাহ তা'আলা নবী হিসেবেতো আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠাননি অথবা অন্য কোনো দেশ থেকে কেউ হঠাৎ করে এসে কোনো নবী নবুওয়াত দাবী করে বসেননি। এরা কি দেখেনি যে, যেসব জাতি তাদের নবীদের দাওয়াত গ্রহণ না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনা অনুসরণ করে চলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। এরাতো নিজেদের ব্যবসা উপলক্ষে আদ, সামূদ, মাদইয়ান ও লূত জাতির এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে, সেখানে কি এরা শিক্ষা গ্রহণ করার মত কিছুই পায়নি। এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির পরিণাম থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত যে, পরকালে

(১১১) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا

১১১. নিঃসন্দেহে তাদের কাহিনীসমূহের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ; এটা (কুরআন) এমন বাণী নয়

يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ

যা মিথ্যা রচিত, বরং এটা তাদের সামনে যা বর্তমান (পূর্বেকার কিতাব) তার সত্যায়ণ এবং বিশদ বিবরণ

كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

প্রত্যেক বিষয়ের[৮৪] এবং হিদায়াত ও রহমত সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে।

(১১১) لَقَدْ كَانَ-নিসন্দেহে রয়েছে ; فِي-মধ্যে ; قَصَصِهِمْ-(قصص+هم)-তাদের কাহিনী সমূহের ; عِبْرَةٌ-শিক্ষণীয় বিষয় ; لِأُولِي الْأَلْبَابِ-(ل+اولى+ال+الباب)-বুদ্ধিমান লোকদের জন্য ; مَا كَانَ-নয় এটা ; حَدِيثًا-এমন বাণী ; يُفْتَرَىٰ-যা মিথ্যা রচিত ; وَلَٰكِن-বরং ; تَصْدِيقَ-সত্যায়ন ; الَّذِي-যা তার ; بَيْنَ يَدَيْهِ-তাদের সামনে বর্তমান; وَ-এবং ; تَفْصِيلَ-বিশদ বিবরণ ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়ের ; وَ-এবং ; هُدًى-হিদায়াত ; وَ-ও ; رَحْمَةً-রহমত ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; يُؤْمِنُونَ-যারা ঈমান রাখে।

তাদের জন্য আরও কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে। আর যারা নবীদের দাওয়াত অনুসারে নিজেদেরকে শুধরে নিয়েছে তাদের জীবন দুনিয়াতে শান্তিময় ও নিরাপদ হয়েছে এবং পরকালেও তারা কল্যাণময় জীবনের অধিকারী হবে।

৮৪. এখানে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ বলতে মানব জাতির হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, কুরআন মাজীদে কৃষি, শিল্প, কারিগরী, অঙ্ক ও চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদি দুনিয়ার সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১২শ রুকূ' (১০৫-১১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রকৃতিতে এক আল্লাহর অস্তিত্বের অগণিত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব এসব নিদর্শন দেখে মানুষের শিক্ষালাভ করা কর্তব্য।

২. অনেক ঈমানদার লোক জ্ঞানের অভাবে শিরকে লিপ্ত রয়েছে। কি কি কাজে বা কথায় শিরক হয় তা জানা থাকলে তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় এবং অতীতের শিরক–এর জন্য তাওবা করে ক্ষমা লাভ করা যায়; কিন্তু অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তাওবা করে ক্ষমা লাভের অনুভূতিও থাকে না। অতএব খাঁটি মু'মিন হওয়ার জন্য শিরক সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ অপরিহার্য কর্তব্য।

৩. বর্তমান যুগে মুসলমানরা যে সকল শিরকে লিপ্ত রয়েছে তন্মধ্যে রয়েছে—আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত করা, কারও কবর বা মাযারে নযর-নিয়ায পেশ করা, 'রিয়া' তথা লোক দেখানো ইবাদাত করাও শিরক।

৪. মানুষকে দীনের দিকে দাওয়াত দেয়া ছিল রাসূলের অপরিহার্য দায়িত্ব। রাসূলের এ দায়িত্ব তিনি তাঁর অনুসারীদের উপর দিয়েছেন। তাঁর সর্বোত্তম অনুসারী ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। অতপর কিয়ামত পর্যন্ত যত মু'মিন দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের উপর দাওয়াতে দীনের এ দায়িত্ব বর্তেছে।

৫. যে বা যারা রাসূলের অনুসরণের দাবী করে, তাদের অবশ্যই কর্তব্য হলো রাসূলের দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে বিস্তার করা।

৬. নবী-রাসূলদের সকলেই মানুষ ছিলেন। তৎসঙ্গে তাঁরা ছিলেন আল্লাহর বান্দাহ তথা দাস। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার-ই দাওয়াত দিয়েছেন।

৭. রাসূলের নির্দেশ এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দাতার ডাকে যারা সাড়া না দেয় বা অমান্য করে, তারা আল্লাহর আযাবকে নিজেদের উপর ডেকে আনে।

৮. দুনিয়াতে সফর করা এবং অতীতের জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করে তা থেকে শিক্ষালাভ করা কর্তব্য।

৯. দুনিয়ার জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাই এখানকার সুখ-দুঃখও ক্ষণস্থায়ী। আর আখিরাতের অবস্থান যেহেতু চিরস্থায়ী-তাই সেখানকার সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। সুতরাং মু'মিনের সকল ব্যাপারে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্য।

১০. আখিরাতের সুখ-শান্তি 'তাকওয়া'র উপর নির্ভরশীল। তাকওয়া হলো আল্লাহকে সদা-সবর্দা অন্তরে উপস্থিত জেনে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করা।

১১. আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কুফরী। সুতরাং আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা অন্তরে জাগরুক রেখেই জীবনযাপন করতে হবে।

১২. নবী-রাসূলদের কাহিনী থেকে এবং অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করা সকল মানুষের জন্য মুক্তির উপায়।

১৩. কুরআন মাজীদ সকল মানুষের জন্যই রহমত ও হিদায়াত লাভের একমাত্র উপকরণ। তবে মু'মিনরা এটা থেকে রহমত ও হিদায়াত লাভ করে আখিরাতের মুক্তি অর্জন করে, আর কাফিররা এর রহমত ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে আখিরাতের আযাবের উপযুক্ত হয়।

১৪. কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও হিদায়াত সন্নিবেশিত রয়েছে এবং হিদায়াত সংক্রান্ত সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। আর মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিদায়াত লাভ।

সূরা ইউসুফ সমাপ্ত

সূরা আর রা'দ-মাদানী
আয়াত ঃ ৪৩
রুকূ' ঃ ৬

নামকরণ

সূরার ১৩ আয়াতে উল্লিখিত 'রা'দ' শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'রা'দ' শব্দের অর্থ মেঘের গর্জন। এর অর্থ এ নয় যে, এতে মেঘের গর্জন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বরং এর অর্থ হলো—এটা সেই সূরা যাতে 'রা'দ' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা আর-রা'দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। সূরা আ'রাফ, সূরা হুদ এবং সূরা ইউসুফও এ সময়েই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

মুহাম্মাদ (স) যা কিছু পেশ করেছেন তার সত্যতা প্রকাশ করাই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। আর একথাটা প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা-ই সত্য। অধিকাংশ মানুষ যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, এটা তাদের-ই ভুল। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্যে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতপর তা অমান্য করার ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, কুফর হলো নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা। এ নির্বুদ্ধিতা পরিহার করে ঈমানের পথে ফিরে আসার জন্য বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে উৎসাহ ও প্রেরণা। এ পর্যায়ে দরদপূর্ণ উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে ঈমানের পথে আনার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে।

অবশেষে মুহাম্মাদ (স)-এর উপর কাফিরদের উত্থাপিত অভিযোগ ও সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হয়েছে। ঈমানদারদের দীর্ঘ সংগ্রামের ক্লান্তি ও অস্থিরতা এবং আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় তাদের ব্যাকুলতা দূর করে তাদেরকে সান্ত্বনা দান করে সূরাটি শেষ করা হয়েছে।

❐

রুকূ' ঃ ৬ | ১৩. আর রা'দ-মাদানী | আয়াত ঃ ৪৩

① الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ

১. আলিফ লাম মীম রা ; এ আয়াতগুলো (আল্লাহর) কিতাবের এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ② اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ

একমাত্র সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তাতে) ঈমান রাখে না[১]। ২. তিনি আল্লাহ-ই যিনি উচ্চে স্থাপন করেছেন আসমানসমূহকে

بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

কোনো খুঁটি ছাড়া[২], তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছ, তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন[৩] এবং নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন সূর্যকে

①الٓمّٓرٰ-আলিফ-লাম-মীম-রা (এগুলোর অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) ; تِلْكَ-এ ; اٰیٰتُ-আয়াতগুলো ; الْكِتٰبِ-(ال+كتب)-(আল্লাহর) কিতাবের ; وَ-এবং ; الَّذِیْٓ-যা ; اُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; اِلَیْكَ-আপনার প্রতি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; الْحَقُّ-একমাত্র সত্য ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَ-অধিকাংশ; النَّاسِ-মানুষ-ই ; لَا یُؤْمِنُوْنَ-(তাতে) ঈমান রাখে না। ②اَللّٰهُ-তিনি আল্লাহ-ই ; الَّذِیْ-যিনি ; رَفَعَ-উচ্চে স্থাপন করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমানসমূহকে ; بِغَیْرِ-ছাড়া; عَمَدٍ-কোনো খুঁটি ; تَرَوْنَهَا-(ترون+ها)-তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছ ; ثُمَّ-তারপর ; اسْتَوٰی-তিনি সমাসীন হয়েছেন ; عَلَی-উপর ; الْعَرْشِ-(ال+عرش)-আরশের উপর ; وَ-এবং ; سَخَّرَ-নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন ; الشَّمْسَ-(ال+شمس)-সূর্যকে ;

১. এ সূরাতে যা কিছু সামনের দিকে বলা হবে, তার ভূমিকাস্বরূপ একথাগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেছেন। এতে বলা হয়েছে—'হে নবী ! আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তা আল্লাহর কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন ; আপনার জাতির লোকেরা তা মানুক বা না মানুক তাতে কিছু আসবে-যাবে না—আর এটাই একমাত্র সত্য।' এটা সত্য হওয়ার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ এ সূরায় পেশ করা

وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

ও চন্দ্রকে[৪] ; এ ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত চলমান থাকবে[৫] ; তিনিই সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন—তিনিই নিদর্শনাবলীর স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দেন[৬]

وَ-ও ; الْقَمَرَ-(ال+قمر)-চন্দ্রকে ; كُلٌّ-প্রত্যেকেই ; يَجْرِيْ-চলমান থাকবে ; لِأَجَلٍ-(ل+اجل)-সময় পর্যন্ত ; مُسَمًّى-নির্দিষ্ট একটি ; يُدَبِّرُ-তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন ; الْأَمْرَ-(ال+امر)-সকল বিষয় ; يُفَصِّلُ-তিনি স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ দেন ; الْآيٰتِ-(ال+ايت)-নিদর্শনাবলীর ;

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) যে তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন তাহলো—১. 'ইলাহ' বা মা'বুদ হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর এ জন্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাত-বন্দেগী পাওয়ার অধিকারী নয়। ২. এ দুনিয়ার জীবনের পর আরেক জীবন আছে। সেখানে এ জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। ৩. রাসূলুল্লাহ (স) যা কিছু মানুষের সামনে পেশ করছেন তা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নয়—আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করেছেন। এ সূরায় মূলত এ তিনটি বিষয়-ই বারবার ও নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ পর্যায়ে মানুষের মনে জাগ্রত সন্দেহ-সংশয় দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আসমানকে দৃশ্যমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে ; কিন্তু এতো বিশাল আসমান কিসের উপর ভর দিয়ে স্থির হয়ে আছে অথবা তা শূন্যে ভাসমান আছে তা আমাদের জানা নেই। শূন্যলোকে আমরা এমন কিছুই দেখতে পাই না যা এ আসমান ও অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রকে ধরে রেখেছে। তবে প্রতিটি জিনিসকে তার নিজ কেন্দ্রে ও কক্ষে আটক রাখার মতো একটি অদৃশ্য শক্তি অবশ্যই আছে—এটা আমরা অনুভব করতে পারি।

৩. আল্লাহ তা'আলার 'আরশ' বা সিংহাসনে আসীন হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি বুঝি কোনো আকার আকৃতিবিশিষ্ট সত্তা এবং দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যেভাবে সিংহাসনে বসেন এবং রাজকার্য পরিচালনা করেন তিনিও সেরূপ-ই তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করে বিশ্ব-পরিচালনা করেন। বরং এর অর্থ হলো—আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করে এমনিই ছেড়ে দেননি, এর পরিচালনাও তিনি নিজ হাতেই রেখেছেন। তিনি নিজেই এককভাবে এর প্রভুত্ব কর্তৃত্ব নিজ হাতে রেখে দিয়েছেন। এ সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় নয়, যেমন কিছু কিছু লোক ধারণা করে থাকে। আর এটা বিভিন্ন খোদার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবস্থাপনাও নয়, যেমন অপর কিছু মূর্খ লোকের ধারণা; বরং এ ব্যবস্থাপনা সেই মহান সত্তার নিজ হাতে পরিচালিত যিনি এ বিশ্ব-জাহানের একক স্রষ্টা।

৪. আল্লাহ তা'আলা আসমানকে উর্ধে স্থাপন করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন—একথা প্রমাণের কোনো প্রয়োজন পড়েনি, কারণ যাদেরকে লক্ষ্য

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

সম্ভবত তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসী হবে[৭]। ৩. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি বিস্তৃত করে দিয়েছেন যমীনকে এবং সৃষ্টি করেছেন তাতে

لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-সম্ভবত তোমরা ; بِلِقَاءِ-(ب+لقاء)-সাক্ষাত সম্পর্কে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের সাথে ; تُوقِنُونَ-নিশ্চিত বিশ্বাসী হবে ।(৩) وَ-আর; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِي-যিনি ; مَدَّ-বিস্তৃত করে দিয়েছেন ; الْأَرْضَ-(ال+ارض)-যমীনকে ; وَ-এবং ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; فِيهَا-তাতে ;

করে একথাগুলো বলা হয়েছে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। আল্লাহকে এসবের স্রষ্টা বলে মেনে নিতেও তারা কুণ্ঠিত ছিল না। অন্য কোনো শক্তি এ কাজগুলো করতে পারে এ ধারণাও তারা করতো না। আর তাই এ কাজগুলোকে অন্য একটি কথার প্রমাণ হিসেবে এখানে পেশ করা হয়েছে। আর তাহলো—যেহেতু আল্লাহ-ই আসমানকে কোনো প্রকার খুঁটি ছাড়া সমুচ্চে স্থাপন করেছেন এবং সূর্য-চন্দ্রকে একটি নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন, সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কেউ—অন্য কোনো শক্তি নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের মালিক নয় এবং তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ হওয়ার অধিকারীও হতে পারে না।

৫. অর্থাৎ বিশ্বের এই নিখুঁত ব্যবস্থাপনা যেমন এর একক স্রষ্টা, সর্বময় কর্তৃত্বশালী ও সর্বজ্ঞানী একক সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় ; তেমনি এসব ব্যবস্থাপনার কোনো উপাদান বা কোনো একটি জিনিসও যে অবিনশ্বর নয় সেই প্রমাণও এটা থেকে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি জিনিসই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে ; অতপর তার চির অবসান ঘটে। আর এ বিশ্ব-জাহানও অনুরূপ ধ্বংসশীল, এর জন্যও একটা সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে ; সেই সময় শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিত তা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী—এটা অসম্ভব কিছু নয় ; বরং তা সংঘটিত না হওয়া-ই অসম্ভব।

৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) যেসব অকাট্য সত্যের দাওয়াত মানুষকে দিতেছেন, সেই সত্যের নিদর্শনাবলী দুনিয়ার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রয়োজন শুধু একটু অন্তরের চোখ দিয়ে দেখা এবং চিন্তা-ফিকির করা। মানুষ আসমান-যমীনের অগণিত অসংখ্য নিদর্শনাবলী দেখেই রাসূল (স)-এর দাওয়াতের সত্যতার প্রমাণ পেতে পারে।

৭. অর্থাৎ যেসব নিদর্শন এটা প্রমাণ করে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়, সেসব নিদর্শন দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও আল্লাহর আদালতে উপস্থিতি এবং শাস্তি বা পুরস্কার লাভের ব্যাপারে রাসূলের কথার সত্যতার প্রমাণও পাওয়া যায়। একটু চিন্তা করলেই এটা মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, যে আল্লাহ এ বিশাল আসমানকে সৃষ্টি করে খুঁটি বিহীন অবস্থায় মহাশূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং এত বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলমান রেখেছেন, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কিছুমাত্রও কঠিন হতে পারে না।

رَوَاسِيَ وَأَنْهٰرًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

পর্বতমালা ও নদ-নদী এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল ফলাদি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়

يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

তিনি ঢেকে দেন দিনকে রাত দ্বারা[৮] ; নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সব লোকের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

رَوَاسِيَ-পর্বতমালা ; وَ-ও ; أَنْهٰرًا-নদ-নদী ; وَ-এবং ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেক প্রকারের ; الثَّمَرٰتِ-(ال+ثمرت)-ফল-ফলাদি ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; فِيهَا-তাতে ; زَوْجَيْنِ ; اثْنَيْنِ-জোড়ায় জোড়ায় ; يُغْشِي-তিনি ঢেকে দেন ; الَّيْلَ-(ال+ليل)-রাত দ্বারা ; النَّهَارَ-(ال+نهار)-দিনকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিদর্শনাবলী; لِّقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমনসব লোকের জন্য ; يَّتَفَكَّرُوْنَ-যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

এ বিশাল আসমান, সূর্য-চন্দ্রও নির্দিষ্ট নিয়মে তাদের আবর্তন এটাও প্রমাণ করে যে, যে আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করে তাঁর অগণিত নিয়ামতের উপর ব্যয়-ব্যবহারের অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই মানুষকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাদের থেকে এর পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ হিসাব নেবেন। কেননা মহাজ্ঞানী আল্লাহ সম্পর্কে কখনো এরূপ ধারণা করা যেতে পারে না যে, তিনি এ বিশ্ব-জাহান ও আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে সৃষ্টি করে এমনি ছেড়ে দিয়ে রাখবেন। তাদের থেকে কোনো হিসাব নেবেন না।

৮. তাওহীদ ও পরকাল-এর পক্ষে আসমান ও সূর্য-চন্দ্রের সৃষ্টি ও গতিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার পর এখানে দুনিয়ার সাথে আসমান ও সূর্য-চন্দ্রের সম্পর্ক নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি এবং তা থেকে নদ-নদী প্রবাহিত হওয়া ; যমীনের বুকে বিভিন্ন ফল-ফলাদি, গাছ-পালা ও নানাবিধ বাগ-বাগিচার উদ্ভব হওয়া এবং রাত-দিনের আবর্তন ইত্যাদি বিষয় আল্লাহর কুদরতেরই প্রমাণ বহন করে। এসব নিদর্শন থেকে সুস্পষ্টভাবে একথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ-ই এসব সৃষ্টি করেছেন, এতে অন্য কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। যদি এতে অন্য কোনো শরীক থাকতো, তাহলে এসব কিছুর মধ্যে যে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তীতা রয়েছে তা থাকতো না। অতপর এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, যে মহান ও সুবিজ্ঞ আল্লাহ এসবের স্রষ্টা, তিনি মানুষকে শুধুমাত্র খেয়ালের বশে সৃষ্টি করেননি ; বরং তিনি মানুষের নিকট থেকে অবশ্যই তার ইহজীবনের সকল কাজ-কর্মের হিসাব নেবেন এবং তাদেরকে ইনসাফের ভিত্তিতে শাস্তি অথবা পুরস্কার দান করবেন।

④ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ

৪. আর (লক্ষ্যণীয় যে,) যমীনে রয়েছে পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল[৯] এবং রয়েছে আঙ্গুরের বাগানসমূহ ও ক্ষেত-খামার,

وَّنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَّنُفَضِّلُ

আরও (রয়েছে) একাধিক শিরবিশিষ্ট ও একশির বিশিষ্ট খেজুর গাছ[১০] যাতে সেচ দেয়া হয় একই পানি দ্বারা ; আর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি

بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

স্বাদের দিক দিয়ে এদের কতককে কতকের উপর ; নিশ্চয় এতেও নিদর্শন রয়েছে এমন সব লোকের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে[১১]।

④ وَ-আর ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে রয়েছে ; قِطَعٌ-ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ; مُّتَجٰوِرٰتٌ-পাশাপাশি; وَّ-এবং ; جَنّٰتٌ-বাগানসমূহ ; مِّنْ اَعْنَابٍ-আঙ্গুরের ; وَّ-ও ; زَرْعٌ-ক্ষেত-খামার ; وَّ-আরও (রয়েছে) ; نَخِيْلٌ-খেজুর গাছ ; صِنْوَانٌ-একাধিক শির বিশিষ্ট ; وَّ-ও ; غَيْرُ صِنْوَانٍ-একশির বিশিষ্ট ; يُّسْقٰى-যাতে সেচ দেয়া হয় ; بِمَاءٍ-(ب+ماء)-পানি দ্বারা ; وَّاحِدٍ-একই ; وَ-আর ; نُفَضِّلُ-আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি ; بَعْضَهَا-(بعض+ها)-এদের কতককে ; عَلٰى-উপর ; بَعْضٍ-কতকের ; فِى الْاُكُلِ-(فى+ال+اكل)-স্বাদের দিক দিয়ে ; اِنَّ-নিশ্চয় ; فِىْ ذٰلِكَ-এতেও রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-(ل+ايت)-নিদর্শন ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমনসব লোকের জন্য ; يَّعْقِلُوْنَ-যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে।

৯. অর্থাৎ যমীনের গঠন-প্রকৃতি, উর্বরা শক্তি, মাটির রূপ-রং, ফলন-বৈচিত্র এবং ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের ; যদিও এগুলোর অবস্থান পাশাপাশি। যমীনের এ বিভিন্ন অঞ্চল ও তাতে যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে, তার যৌক্তিকতা ও কল্যাণকারিতাও গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। মানুষের উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে যমীনের গঠন-প্রকৃতির পার্থক্যের মধ্যে রয়েছে সুগভীর সামঞ্জস্য যা মানবীয় তামাদ্দুনের বিকাশ লাভকে সহজ করে দিয়েছে। আর এসব কিছু এক মহাজ্ঞানীর চিন্তা ও পরিকল্পনা এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণ ইচ্ছার ফসল। তাই এ যমীনকে আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট বলাটা নিতান্ত মূর্খতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

১০. অর্থাৎ কিছু কিছু খেজুর গাছ এমন আছে যে, একটি মূল থেকে একাধিক কাণ্ড গজায়। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

⑤وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

৫. আর আপনি যদি আশ্চর্যবোধ করেন তবে আশ্চর্যের বিষয় তাদের কথা—'যখন আমরা মাটি হয়ে যাব, তারপর কি আমরা নতুন করে সৃষ্ট হবো ?'

أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ الْأَغْلٰلُ فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ ۚ

ওরাই—যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে ;
এবং ওদের গলদেশেই জিঞ্জীর পড়ে থাকবে;[১৩]

وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ⑤ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ

আর ওরাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ী। ৬. আর তারা আপনার কাছে ত্বরান্বিত করতে দাবী করে

⑤وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تَعْجَبْ-আপনি আশ্চর্য বোধ করেন ; فَعَجَبٌ-(ف+عجب)-তবে আশ্চর্যের বিষয় ; قَوْلُهُمْ-(قول+هم)-তাদের কথা ; ءَإِذَا-যখন ; كُنَّا-আমরা হয়ে যাব ; تُرٰبًا-মাটি ; ءَإِنَّا-তারপর কি আমরা ; لَفِي خَلْقٍ-(ل+فى+خلق)-সৃষ্ট হবো ; جَدِيدٍ-নতুন করে ; أُولٰٓئِكَ-ওরাই ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-অস্বীকার করেছে ; بِرَبِّهِمْ-(ب+رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ; وَ-এবং ; أُولٰٓئِكَ-ওদের ; الْأَغْلٰلُ-(ال+اغلل)-জিঞ্জির পরে থাকবে ; فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ-(فى+اعناق+هم)-ওদের গলদেশেই; وَ-আর ; أُولٰٓئِكَ-ওরাই ; أَصْحٰبُ-অধিবাসী ; النَّارِ-(ال+نار)-জাহান্নামের ; هُمْ-তারা ; فِيهَا-সেখানে ; خٰلِدُونَ-চিরস্থায়ী থাকবে। ⑥وَ-আর ; يَسْتَعْجِلُونَكَ-(يستعجلون+ك)-তারা আপনার কাছে ত্বরান্বিত করতে দাবী করে ;

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এ সৃষ্টি-বৈচিত্রের মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও তাওহীদের নিদর্শন রয়েছে। তিনি বিশ্ব-জাহানে কোথাও একই অবস্থা রেখে দেননি। একই যমীনের বিভিন্ন অংশ, রং-রূপ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। একই যমীনে একই পানির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ফল-ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। একই গাছের একই ফলের মধ্যেও আকার আকৃতি স্বাদ ও বর্ণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই মূল থেকে সৃষ্ট একাধিক কাণ্ডের মধ্যেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। যে বা যারা এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে তারা কখনো এ সৃষ্টি বৈচিত্রের বিষয়কে আশ্চর্যের বিষয় মনে করে না ; কারণ আল্লাহ তাআলা যে মহা যুক্তিবাদের ভিত্তিতে এ বিশ্বলোককে সৃষ্টি করেছেন তা সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য নয়—বৈচিত্রই দাবী করে। সব যদি একই রকমের হয়ে যায়, তাহলে সৃষ্টিকর্মই অর্থহীন হয়ে যেতো।

بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ

মন্দের ব্যাপারে ভালোর আগে[১৪]; অথচ গত হয়ে গেছে বহু দৃষ্টান্ত তাদের পূর্বে ; আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক তো

لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের সীমালংঘন সত্ত্বেও এবং আপনার প্রতিপালক অবশ্যই শাস্তিদানেও কঠোর।

بِالسَّيِّئَةِ-মন্দের ব্যাপারে ; قَبْلَ-আগে ; الْحَسَنَةِ-(ال+حسنة)-ভালোর ; وَ-অথচ ; قَدْ خَلَتْ-গত হয়ে গেছে ; مِنْ قَبْلِهِمْ-তাদের পূর্বে ; الْمَثُلٰتُ-(ال+مثلت)-বহু দৃষ্টান্ত; وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয় ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকতো ; لَذُوْ مَغْفِرَةٍ-(ل+ذو+مغفرة)-ক্ষমাশীল ; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানুষের প্রতি ; عَلٰى-সত্ত্বেও ; ظُلْمِهِمْ-(ظلم+هم)-তাদের সীমালংঘন ; وَ-এবং ; اِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لَشَدِيْدُ-কঠোর ; الْعِقَابِ-(ال+عقاب)-শাস্তিদানেও।

১২. অর্থাৎ এ লোকদের পরকাল অস্বীকার প্রকারান্তরে আল্লাহকেই অস্বীকার এবং তাঁর কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলেরই অস্বীকার। কারণ তাদের পুনর্জীবন লাভকে অস্বীকার করার মধ্যে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ পুনর্জীবন দানে অক্ষম—এ বিশ্বাস নিহিত রয়েছে।

১৩. অর্থাৎ এ লোকেরা নিজেদের মূর্খতা, হঠকারিতা, নফসের খাহেশ ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ-অনুকরণের জিঞ্জীরে আবদ্ধ হয়ে আছে। এরা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। তাদের অন্ধত্ব ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে, তারা পরকালকে বিশ্বাসই করতে পারছে না। যদিও তা একান্ত যুক্তিসংগত।

১৪. কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতো যে, তুমিতো দেখছ যে, আমরা তোমার কথা অমান্য-অবিশ্বাস করছি, তাহলে যে আযাবের ভয় তুমি দেখাচ্ছ তা এখনি নিয়ে আসছো না কেন ?

কখনো কখনো তারা আল্লাহকে সম্বোধন করেই বলতো—'হে আমাদের প্রতিপালক ! হিসাবের দিনের আগে আমাদের (শাস্তির) অংশ আমাদেরকে এখনই দিয়ে দাও।' আবার কখনো তারা বলতো—'হে আল্লাহ এটা (মুহাম্মাদ কর্তৃক আনীত দীন) যদি সত্যই তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো, অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমাদের উপর নাযিল করো।'

আলোচ্য আয়াতে তাদের কথার জবাবে বলা হচ্ছে যে, এ মূর্খ লোকেরা ভালোর আগেই মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছে—তারা কল্যাণের আগেই অকল্যাণ কামনা করছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে নিজেদের সংশোধনের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে সে সুযোগ

⑦ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

৭. আর তারাই বলে যারা কুফরী করেছে—'কেন নাযিল করা হয় না কোনো নিদর্শন তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে'[১৫]

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ○

আপনিতো শুধু সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে একজন সঠিক পথ প্রদর্শক।[১৬]

⑦ وَ-আর ; يَقُوْلُ-তারাই বলে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لَوْ-কেন ; لَاَ ; اُنْزِلَ-নাযিল করা হয়নি ; عَلَيْهِ-তার উপর ; اٰيَةٌ-কোনো নিদর্শন ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; اِنَّمَا-শুধু ; اَنْتَ-আপনিতো ; مُنْذِرٌ-সতর্ককারী ; وَ-এবং ; لِكُلِّ قَوْمٍ-(ل+كل+قوم)-প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে ; هَادٍ-একজন সঠিক পথপ্রদর্শক।

গ্রহণের পরিবর্তে তারা আপনার কাছে অকল্যাণ ও আযাব চাচ্ছে—তাদের বিদ্রোহমূলক তৎপরতার তাৎক্ষণিক শাস্তির দাবী করছে।

১৫. কাফিররা একথা এজন্য বলেনি যে, কোনো নিদর্শন দেখলেই তারা মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর উপর ঈমান আনবে; কেননা রাসূলের পবিত্র জীবন তাঁর আদর্শ শিক্ষার ফলে সাহাবায়ে কিরাম-এর জীবনের পরিবর্তন, কুরআন মাজীদে বর্ণিত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিযাসমূহ দেখার পরও তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। তাদের এসব কথা ছিল ঈমান না আনার জন্য বাহানা ও ছল-চাতুরী মাত্র।

১৬. অর্থাৎ এসব লোকদেরকে শান্ত ও পরিতৃপ্ত করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার দায়িত্ব তো শুধু তাদেরকে গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়ে সজাগ সতর্ক করে দেয়া। তাদের ভুল কর্মনীতি ও আচরণের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। অতীতেও প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে একজন না একজন পথ-প্রদর্শনকারী নিযুক্ত করে এ কাজ করানো হয়েছে। বর্তমানেও আপনার দ্বারা এ দায়িত্বই পালন করানো হচ্ছে। অতপর যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে অথবা গাফলতির নিদ্রায় পড়ে থাকবে।

১ম রুকূ' (আয়াত ১-৭)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ আল্লাহর কিতাব যা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

২. কেউ মানুক বা না মানুক, কুরআন মাজীদের দেখানো পথই একমাত্র সত্য পথ।

৩. আল্লাহ তা'আলা আমাদের দৃশ্যমান আসমানকে কোনো খুঁটি ছাড়াই সুউচ্চে স্থাপন করে এবং সূর্য ও চাঁদকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত চলার নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। প্রাকৃতিক জগতের এ সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা থেকেই আমরা আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ পাই। অতএব আমাদের সকল প্রকার ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সকল চাওয়া একমাত্র তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

৪. আমাদের দৃশ্যমান জগতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সম্পর্কে যেসব প্রমাণ রয়েছে তাতেই সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ আমাদরকেও অনর্থক খেয়ালের বশে সৃষ্টি করেননি ; আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সামনে হাজির হতে হবে। অতএব তাঁর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারকে সুদৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করতে হবে।

৫. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করতে হবে, তাহলেই তাঁর সম্পর্কে ধারণা প্রশস্ত হবে এবং ঈমান মযবুত হবে।

৬. আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে ; আর তাহলেই সঠিক জ্ঞান লাভ হবে এবং জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।

৭. আখিরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে। এরপরও আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। এমন হঠকারী মানুষের জন্যই জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অতএব আমাদেরকে এ ব্যাপারে সজাগ-সচেতন হতে হবে।

৮. আখিরাতে অবিশ্বাস মানুষের জীবনকে বল্গাহীন করে দেয়। কাফিররা আখিরাতে বিশ্বাস করে না। তাই তারা বল্গাহীন জীবন যাপন করে ; ফলে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী। অপরদিকে আমরা যারা আখিরাতে বিশ্বাসের দাবীদার তাদের জীবনও যদি বল্গাহীন হয় তাহলে এ বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই ; তাই শাস্তি থেকে রেহাই পাবার আমাদের কোনো অধিকার নেই। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই আখিরাতে বিশ্বাসকে বিশ্বাসের অনুকূলে কাজ করার মাধ্যমে সুদৃঢ় করতে হবে।

৯. আল্লাহর আযাব সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে জীবনযাপন করা যেমন মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তেমনি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

১০. প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যেই আল্লাহ পথ-প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। শেষ নবীর পর আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না ; কিন্তু তার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল দীনের দাওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করে যাবে। তাদের দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তদনুযায়ী জীবনযাপন করবে, তারাই আখিরাতে মুক্তি পাবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿٨﴾ اَللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ

৮. প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ু যা কমায় ও যা বাড়ায় আল্লাহ তা জানেন ;

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ﴿٩﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ

আর প্রত্যেক বস্তুর একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ তাঁর নিকট রয়েছে[১৭]। ৯. যা দেখা যায় না এবং যা দেখা যায় তা সবই তিনি অবগত তিনি-ই মহান

الْمُتَعَالِ ﴿١٠﴾ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ

সর্বোচ্চ মর্যাদার চির-অধিকারী। তাঁর কাছে একই সমান—তোমাদের মধ্যে কেউ তার কথা নিঃশব্দে বলুক বা সশব্দে

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١١﴾ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ

এবং সমান সে-ও-যে রাতের আঁধারে আত্মগোপনকারী বা দিনের আলোয় বিচারণকারী। ১১. তাঁরই নিয়োজিত পাহারাদার রয়েছে

﴿٨﴾ اَللهُ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-তা যা ; تَحْمِلُ-গর্ভে ধারণ করে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; اُنْثٰى-নারী ; وَ-এবং ; مَا-যা ; تَغِيْضُ-কমায় ; الْاَرْحَامُ-(ال+ارحام)-জরায়ু ; وَ-এবং ; مَا-যা ; تَزْدَادُ-বাড়ায় ; وَ-আর ; كُلُّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বস্তুর ; عِنْدَهٗ-(عند+ه)-তাঁর নিকট রয়েছে ; بِمِقْدَارٍ-(ب+مقدار)-একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ। ﴿٩﴾ عٰلِمُ-তিনি অবগত ; الْغَيْبِ-(ال+غيب)-যা দেখা যায় না তথা গোপন ; وَ-এবং ; الشَّهَادَةِ-(ال+شهادة)-যা দেখা যায় তথা প্রকাশ্য ; الْكَبِيْرُ-(ال+كبير)-তিনি-ই মহান ; الْمُتَعَالِ-(ال+متعال)-সর্বোচ্চ মর্যাদার চির অধিকারী। ﴿١٠﴾ سَوَاءٌ-একই সমান ; مِّنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; مَنْ-কেউ ; اَسَرَّ-নিঃশব্দে বলুক ; الْقَوْلَ-(ال+قول)-কথা ; وَ-বা ; مَنْ-কেউ ; جَهَرَ-সশব্দে বলুক ; بِهٖ-তা ; وَ-এবং ; مَنْ-যে ; هُوَ-সে-ও ; مُسْتَخْفٍ-আত্মগোপনকারী ; بِالَّيْلِ-(ب+ال+ليل)-রাতের আঁধারে ; وَ-বা ; سَارِبٌ-বিচরণকারী ; بِالنَّهَارِ-(ب+ال+نهار)-দিনের আলোয়। ﴿١١﴾ لَهٗ-তাঁরই নিয়োজিত ; مُعَقِّبٰتٌ-পাহারাদার রয়েছে ;

مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

প্রত্যেকের সামনে ও পেছনে, তারা আল্লাহর হুকুমে তারা হিফাযত করে[১৮] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ

কোনো জাতির অবস্থা বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা বদলায় ; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন

بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ ○

অমঙ্গল জনক কিছু কোনো জাতি সম্পর্কে, তখন তা রহিত হবার নয় ; এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক-ই নেই।[১৯]

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ-(من+بين+يدى+ه)-সামনে ; وَ-ও ; مِنْ خَلْفِهِ-(من+خلف+ه)-প্রত্যেকের পেছনে ; يَحْفَظُوْنَهُ-তারা হিফাযত করে ; مِنْ اَمْرِ-(من+امر)-হুকুমে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يُغَيِّرُ-বদলান না ; مَا بِقَوْمٍ-(ما+ب+قوم)-কোনো জাতির অবস্থা ; حَتّٰى-যতক্ষণ না ; يُغَيِّرُوْا-তারা পরিবর্তন করে ; مَا بِاَنْفُسِهِمْ-(ما+ب+انفس+هم)-নিজেরা নিজেদের অবস্থা ; وَ-আর ; اِذَآ-যদি ; اَرَادَ-ইচ্ছা করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِقَوْمٍ-(ب+قوم)-কোনো জাতি সম্পর্কে ; سُوْٓءًا-অকল্যাণজনক কিছু ; فَلَا مَرَدَّ-(ف+لا+مرد)-তখন রহিত হবার নয় ; لَهُ-তা ; وَ-এবং ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের ; مِّنْ دُوْنِهِ-(من+دون+ه)-তিনি ছাড়া ; مِنْ-কোনো ; وَّالٍ-অভিভাবক।

১৭. অর্থাৎ মায়ের গর্ভে সন্তানের জীবন লাভ ও বেড়ে উঠা ; তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধি সবই আল্লাহ তা'আলার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপ অনুসারেই হয়ে থাকে। সুতরাং সন্তানের সবকিছুই সুষমভাবে গড়ে উঠে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহতো সর্বদ্রষ্টা ; অতপর পেছনে সার্বক্ষণিকভাবে তার গতিবিধি ও কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করছে। এ মহাসত্য প্রকাশ করে বুঝানো হচ্ছে যে, তোমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, তোমরা আল্লাহর রাজত্বে দায়িত্বহীন নও ; তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে—একথা স্মরণ রেখেই তোমাদের জীবন গড়তে হবে। বল্গাহীন জীবন তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ যদি কোনো জাতির অকল্যাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে জাতিকে তাদের বদ আমলের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে

⑫هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ

১২. তিনিতো সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে ভয় ও আশার সঞ্চার কল্পে বিজলী দেখান এবং তিনিই ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন।

⑬وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

১৩. আর বজ্র-বিদ্যুতের আওয়াজ প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে[২০] এবং ফেরেশতারাও—তাঁর ভয়ে[২১], আর তিনিই বজ্রপাত করেন

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۚ

এবং তা দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকেই আঘাত করেন, আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় অথচ তিনি কঠোরভাবে পাকড়াওকারী।[২২]

⑫هُوَ-তিনি তো ; الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; يُرِيْكُمْ-(يرى+كم)-তোমাদেরকে দেখান ; الْبَرْقَ-(ال+برق)-বিজলী ; خَوْفًا-ভয় ; وَّ-ও ; طَمَعًا-আশা সঞ্চারকল্পে ; وَّ-এবং ; يُنْشِئُ-সৃষ্টি করেন ; السَّحَابَ-(ال+سحاب)-মেঘমালা ; الثِّقَالَ-(ال+ثقال)-ভারী। ⑬وَ-আর ; يُسَبِّحُ-পবিত্রতা ঘোষণা করে ; الرَّعْدُ-(ال+رعد)-বজ্র বিদ্যুতের আওয়াজ; بِحَمْدِهٖ-(ب+حمد+ه)-তাঁর প্রশংসা সহকারে ; وَ-এবং ; الْمَلٰٓئِكَةُ-ফিরিশতারাও ; مِنْ خِيفَتِهٖ-(من+خيفة+ه)-তাঁর ভয়ে ; وَ-আর ; يُرْسِلُ-তিনি পাত করেন ; الصَّوَاعِقَ-(ال+صواعق)-বজ্র ; فَيُصِيْبُ-(ف+يصيب)-আঘাত করেন ; بِهَا-তা দিয়ে ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-ইচ্ছা করেন ; وَ-আর ; هُمْ-তারা ; يُجَادِلُوْنَ-বিতর্কে লিপ্ত হয় ; فِىْ-সম্পর্কে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; وَ-অথচ ; هُوَ-তিনি ; شَدِيْدُ-কঠোরভাবে ; الْمِحَالِ-(ال+محال)-পাকড়াওকারী।

এমন কোনো শক্তি কোনো পীর-আওলিয়া, জিন-ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে নেই। দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তাই করে যেতে থাকবে আর কোনো পীর-আওলিয়াকে নযর-নিয়ায দিয়ে পার পেয়ে যাবে এমন ভুল ধারণায় পড়ে থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

২০. অর্থাৎ মেঘের গর্জনের মধ্যে আল্লাহর লা-শরীক, পবিত্রতা ও তাওহীদের ঘোষণা রয়েছে। যাদের শুনাটা জন্তু-জানোয়ারের মত তারা শুধু মেঘের গর্জন-ই শুনতে পায় ; কিন্তু যারা বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে, তারাই মেঘের গর্জনের মধ্যেও তাওহীদের ঘোষণা শুনতে পায়।

২১. সকল যুগে মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে তাদের দেবতা ও উপাস্য হিসেবে গণ্য করেছে। তাদের চিরায়ত ধারণা ছিল ফেরেশতারা আল্লাহর সার্বভৌম শাসন-ক্ষমতায় অংশীদার। এখানে এ ভিত্তিহীন ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে যে ; তারা আল্লাহর

⑭ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ

১৪. সত্যের ডাক দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে তারা সাড়া-ই দেয় না

لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ

তাদের কোনো ডাকের, তারা তো মুখে যেন পানি পৌঁছে এ আশায় পানির দিকে দু'হাত প্রসারণকারী লোকের মত অথচ তাতে তা পৌঁছার নয় ;

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ⑭ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

আর কাফিরদের ডাকা-তো নিষ্ফল ছাড়া কিছু নয়। ১৫. আর আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানে

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۩ ⑮ قُلْ

ও যমীনে—ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়[২৪] এবং (সিজদা করে) তাদের ছায়াগুলোও সকালে ও সন্ধ্যায়[২৫]। ১৬. আপনি জিজ্ঞেস করুন—

⑭ لَهُ-অধিকার একমাত্র তাঁরই ; دَعْوَةُ-ডাক দেয়ার ; الْحَقِّ-(ال+حق)-সত্যের ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَدْعُوْنَ-ডাকে; مِنْ دُوْنِهِ-তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে; لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ-তারা সাড়া-ই দেয় না ; لَهُمْ-তাদের ; بِشَيْءٍ-(ب+شئ)-কোনো ডাকের ; الَّا-তারাতো প্রসারণকারী লোকের মত ; كَبَاسِطِ-(الا+ك+باسط)-তারাতো প্রসারণকারী লোকের মত ; كَفَّيْهِ-(كفى+ه)-তার দু'হাত ; اِلَى-দিকে ; الْمَاءِ-(ال+ماء)-পানির ; لِيَبْلُغَ-যেন পানি পৌঁছে এ আশায় ; فَاهُ-(فا+ه)-তার মুখে ; وَ-অথচ ; مَا-নয় ; بِبَالِغِهِ-(ب+بالغ+ه)-তাতে তা পৌঁছার; وَ-আর ; مَا-নয় ; دُعَاءُ-ডাকতো ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের ; الَّا-ছাড়া কিছু ; فِيْ ضَلَلٍ-নিষ্ফল। ⑮ وَ-আর ; لِلّٰهِ-আল্লাহকে-ই ; يَسْجُدُ-সিজদা করে ; مَنْ-যা কিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনে ; طَوْعًا-ইচ্ছায় ; وَّ-ও ; كَرْهًا-অনিচ্ছায় ; وَّ-এবং ; ظِلٰلُهُمْ-(ظلل+هم)-তাদের ছায়াগুলোও (সিজদা করে) ; بِالْغُدُوِّ-(ب+ال+غدو)-সকালে ; وَ-ও ; الْاٰصَالِ-(ال+اصال)-সন্ধ্যায়। ⑯ قُلْ-আপনি জিজ্ঞেস করুন ;

সার্বভৌম ক্ষমতায় অংশীদারতো নয়-ই, বরং তারা তাঁর একান্ত অনুগত হুকুম পালনকারী হিসেবে তাঁর ভয়ে সদা-কম্পিত আছে এবং তাঁরই তাসবীহ পাঠে রত আছে।

مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ

"আসমান ও যমীনের প্রতিপালক কে?" আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ'[২৬] আপনি (তাদেরকে) বলুন যে, তোমরা কি বানিয়ে নিয়েছ তাঁকে ছাড়া

اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى

(অন্যদেরকে) অভিভাবকরূপে যারা না ক্ষমতা রাখে নিজেদের লাভ করার আর না ক্ষতি করার, আপনি বলুন—সমান হতে পারে কি?

- قُلْ-আপনি বলে দিন ; مَنْ-কে ; رَبُّ-প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; قُلْ-আপনি বলুন (তাদেরকে) ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَفَاتَّخَذْتُمْ-(ا+ف+اتخذتم)-তোমরা কি বানিয়ে নিয়েছ ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তাঁকে ছাড়া (অন্যদেরকে) ; اَوْلِيَآءَ-অভিভাবকরূপে ; لَا يَمْلِكُوْنَ-যারা না ক্ষমতা রাখে ; لِاَنْفُسِهِمْ-(ل+انفس+هم)-নিজেদেরই ; نَفْعًا-লাভ করার ; وَ-আর ; لَا ضَرًّا-(لا+ضرا)-না ক্ষতি করার ; قُلْ-আপনি বলুন ; هَلْ يَسْتَوِى-সমান হতে পারে কি ;

২২. অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে এসব মুশরিকরা না বুঝেই মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলে। তারা একথা বুঝে না যে, তিনি যখন যাকে ইচ্ছা কঠোরভাবে পাকড়াও করতে পারেন ; কেননা কৌশল ও উপায়-উপাদানের তাঁর কোনো অভাবই নেই। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা তাদের বুদ্ধির পরিচায়ক নয়—বোকামীর পরিচায়ক।

২৩. সত্য যেহেতু একমাত্র তাঁরই অধিকারে সেহেতু সত্যের দিকে আহ্বান জানানোর অধিকারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে। অথবা এ আয়াতের অর্থ—যে কোনো ব্যাপারে তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা বা চাওয়াই প্রকৃত সত্যনীতি; কারণ কোনো কিছু দেয়া না দেয়া বা কোনো বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার সর্বময় ক্ষমতা-ইখতিয়ার একমাত্র তার-ই রয়েছে। আর তার নিকটই দোয়া-প্রার্থনা করা সকলের কর্তব্য।

২৪. এখানে 'সিজদা' দ্বারা অনুগত ও আদেশ পালনে মাথা নত করে দেয়া বুঝানো হয়েছে। আসমান ও যমীনের সকল মাখলূক তথা সৃষ্টিই আল্লাহর আদেশ পালনে নিরত রয়েছে। তাঁর ইচ্ছার বিপক্ষে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। যারা মু'মিন তারা আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে ; আর যারা কাফির তারা অনিচ্ছা সহকারেও তা করতে বাধ্য হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার প্রাকৃতিক আইনের খেলাপ করার সাধ্য কারও নেই।

২৫. সকল কিছুর ছায়া যে সকাল বেলা পশ্চিম দিকে ও বিকেল বেলা পূর্ব দিকে ঝুঁকে পড়ে এখানে সে দিকেই ইংগীত করা হয়েছে। এগুলো যে কোনো একক স্রষ্টার আইনের অধীন সেটাই প্রমাণিত হয়।

الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا

অন্ধ ও দৃষ্টিমান লোক[২৭] ? অথবা, অন্ধকার ও আলো কি সমান ?
তবে কি তারা ঠিক করে নিয়েছে

لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ

আল্লাহর জন্য এমন শরীক, যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদেরকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে[২৯] ? আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ-ই হলেন স্রষ্টা

الْأَعْمَىٰ-(ال+اعمى)-অন্ধ ; وَ-ও ; الْبَصِيرُ-(ال+بصير)-দৃষ্টিমান লোক ; أَمْ-অথবা ; هَلْ تَسْتَوِي-সমান কি ; الظُّلُمَاتُ-(ال+ظلمت)-অন্ধকার ; وَ-ও ; النُّورُ-(ال+نور)-আলো ; أَمْ-তবে কি ; جَعَلُوا-তারা ঠিক করে নিয়েছে ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্য ; شُرَكَاءَ-এমন শরীক ; خَلَقُوا-যারা সৃষ্টি করেছে ; كَخَلْقِهِ-(ك+خلق+ه)-তাঁর সৃষ্টির মত ; فَتَشَابَهَ-(ف+تشابه)-যে কারণে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে ; الْخَلْقُ-(ال+خلق)-সৃষ্টি ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; قُلِ-আপনি বলে দিন ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই হলেন ; خَالِقُ-স্রষ্টা ;

২৬. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে কাফিরদের নিকট প্রশ্ন করার এবং তার জওয়াব দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কাফিররা এ জাতীয় প্রশ্নের জবাবে নীরব থাকত ; কেননা তারা নিজেরাও জানতো এবং বিশ্বাসও করতো যে আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ ; কিন্তু তারা তা মুখে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত ছিল না। কারণ মুখে স্বীকার করে নিলেতো তাওহীদকে স্বীকার করে নিতে হয়। তাহলে তাদের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে পরিত্যাগ করতে হয় এবং শিরকের কোনো অবকাশ বা সুযোগ থাকে না। আর এজন্যই তারা এ প্রশ্নের জবাবে নীরবতা অবলম্বন করতো।

২৭. বিশ্ব-জগতের সর্বত্র—মানুষের নিজের পরিবেশ প্রতিবেশে ; উদ্ভিদের প্রতিটি পত্র-পল্লবে, মাটির প্রতিটি অণুতে সৃষ্টিকর্তার যে নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা একমাত্র অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাই দেখতে পারে—আল্লাহর একত্বের এসব উজ্জ্বল নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও যেসব লোক তা বুঝতে পারে না, তারা প্রকৃতপক্ষে 'অন্ধ' ছাড়া আর কি হতে পারে ? সুতরাং এসব প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী দেখে যারা আল্লাহর আনুগত্যে মাথা পেতে দেয়—সেসব লোকেরা কখনো উল্লেখিত 'অন্ধ'দের সমান হতে পারে না। কারণ এসব 'অন্ধরা' চোখ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টির দাসত্ব করে—আল্লাহর সৃষ্টির সামনেই মাথা নত করে।

২৮. এখানে 'অন্ধকার' দ্বারা জাহিলিয়াতের তথা কুফর, শিরক ও মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে। আর 'আলো' দ্বারা দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। অন্ধ ও দৃষ্টিমান যেমন সমান

كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝١٦ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ

সকল বস্তুর এবং তিনি একক, সর্বজয়ী[৩০]।' ১৭. তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষন করেন, অতপর বহন করে নেয়

أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۖ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ

'নদী-নালা তাদের প্রয়োজন অনুপাতে এবং প্লাবন বহন করে নেয় উপরিভাগের ফেনারাশি[৩১] ; আর যখন (কোনো পদার্থকে) তারা উত্তপ্ত করে

كُلِّ-সকল ; شَيْءٍ-বস্তুর ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْوَاحِدُ-(ال+واحد)-একক ; الْقَهَّارُ-(ال+قهار)-সর্বজয়ী। ⑰ أَنْزَلَ-তিনি বর্ষণ করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমান ; مَاءً-পানি ; فَسَالَتْ-(ف+سالت)-অতপর বহন করে নেয় ; أَوْدِيَةٌ-নদী-নালা ; بِقَدَرِهَا-(ب+قدر+ها)-তাদের প্রয়োজন অনুপাতে ; فَاحْتَمَلَ-(ف+احتمل)-এবং বহন করে নেয় ; السَّيْلُ-(ال+سيل)-প্লাবন ; زَبَدًا-ফেনারাশি, আবর্জনা ; رَّابِيًا-উপরিভাগের ; وَ-আর ; مِمَّا يُوقِدُونَ-(مما+يوقدون)-যখন তারা উত্তপ্ত করে কোনো পদার্থকে ; عَلَيْهِ-তার উপর ;

হতে পারে না, তেমনি অন্ধকার ও আলো কখনও সমান হতে পারে না। যে লোক আলোকোজ্জ্বল রাজপথের সন্ধান পেয়েছে সেতো কখনো অন্ধকার কুয়াশায় আচ্ছন্ন ভীতি শংকুল অনিশ্চিত পথে পা বাড়াতে পারে না। তাই অন্ধকার ও আলো কখনো এক হতে পারে না।

২৯. অর্থাৎ সকল সৃষ্টিতো আল্লাহরই—এমনতো নয় যে, কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আর কিছু কিছু জিনিস আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে এবং কোন্ কোন্ জিনিস আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এবং কোন্ কোন্ জিনিস অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে তা জানার সুযোগ নেই, তাই তারা সন্দেহ-সংশয়ে পড়ে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে ফেলছে। আসল কথা হলো মুশরিকরা নিজেরাও জানে যে, সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নেই, তারপরও তারা শয়তানের প্ররোচনায় এসব উপাস্যদের পূজা-অর্চনার নিয়ত রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আশরাফুল মাখলুকাত মানুষও কোনো কিছু করতে পারে না। মানুষ করতে পারে আল্লাহর সৃষ্টিতে রূপান্তর। কোনো মৌলিক বস্তু মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ একক ও সর্বজয়ী স্রষ্টা। সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ! এটা যেমন অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই, তেমনি তিনি যে একক ও সর্বজয়ী তা অস্বীকার করারও কোনো সুযোগ নেই। 'কাহ্হার' শব্দ দ্বারা এমন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে যিনি নিজ শক্তিতে সকলের উপর হুকুম চালায় ও সকলকেই পরাজিত-পরাভূত এবং অধীন করে নেয়।

فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ

আগুনে-অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে একইভাবে ফেনারাশি উপরে উঠে আসে[৩২] ; এভাবেই

يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ

আল্লাহ্ উদাহরণ দিয়ে থাকেন হক ও বাতিলের ; অতপর যা ফেনা আবর্জনা তা চলে যায় অপ্রয়োজনীয় হিসেবে ;

وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ

আর যা মানুষের উপকারে আসে, তা যমীনে থেকে যায় ; এভাবেই বুঝিয়ে দেন

اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ

আল্লাহ্ উদাহরণ দিয়ে। ১৮. কল্যাণতো তাদের জন্য যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় ; আর যারা

فِي النَّارِ-(فى+ال+نار)-আগুনে ; ابْتِغَاءَ-তৈরির উদ্দেশ্যে ; حِلْيَةٍ-অলংকার ; أَوْ-বা; مَتَاعٍ-তৈজসপত্র ; زَبَدٌ-ফেনারাশি, আবর্জনা উপরে উঠে আসে ; مِثْلُهُ-(مثل+ه)-একইভাবে ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; يَضْرِبُ-উদাহরণ দিয়ে থাকেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْحَقَّ-(ال+حق)-হক ; وَ-ও ; الْبَاطِلَ-(ال+باطل)-বাতিলের ; فَأَمَّا (ف+اما)-অতপর যা ফেনা আবর্জনা ; الزَّبَدُ-(ال+زبد) ; فَيَذْهَبُ-তা চলে যায় ; جُفَاءً- অপ্রয়োজনীয় হিসেবে ; وَأَمَّا-আর ; مَا-যা ; يَنفَعُ-উপকারে আসে ; النَّاسَ-মানুষের; فَيَمْكُثُ-(ف+يمكث)-তা থেকে যায় ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; كَذَٰلِكَ- এভাবেই; يَضْرِبُ-বুঝিয়ে দেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْأَمْثَالَ-(الا+امثال)-উদাহরণ দিয়ে। ⑱ لِلَّذِينَ-তাদেরই জন্য যারা ; اسْتَجَابُوا-সাড়া দেয় ; لِرَبِّهِمْ-(ل+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ডাকে ; الْحُسْنَىٰ-(ال+حسنى)-কল্যাণতো ; وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ;

৩১. আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর অবতীর্ণ জ্ঞানকে বৃষ্টিধারার সাথে তুলনা করেছেন। আর মু'মিন তথা সুস্থ-প্রকৃতির মানুষদেরকে নদ-নদীর সাথে এবং তাগুতী তথা আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে ফেনারাশি বা আবর্জনার সাথে তুলনা দিয়েছেন। ওহীর জ্ঞান থেকে মু'মিনরা তাদের সামর্থ অনুযায়ী তেমনি জ্ঞান আহরণ করে নেয় যেমন নদ-নদী বৃষ্টিধারার পানি সামর্থ অনুযায়ী ধারণ করে নিয়ে থাকে। অপর দিকে প্লাবনে আবর্জনা ও ফেনারাশি পানির উপরিভাগে অধিক হারে দৃশ্যমান হলেও এসব ফেনারাশি সহজেই বিলীন হয়ে যায়।

لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের যদি যমীনে যা আছে তার সবই থাকত এবং তার সাথে আরো সমপরিমাণ।

لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত[৩৩] ; এরাই তারা যাদের হিসাব হবে খুবই কঠোর[৩৪] ; এবং তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম ;

وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

আর তা কতইনা খারাপ ঠিকানা।

لَمْ يَسْتَجِيبُوا-সাড়া দেয় না ; لَهُ-তাঁর ডাকে ; لَوْ-যদি ; أَنَّ لَهُمْ-(ان+لهم)-তাদের থাকত ; مَا-যা আছে ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; جَمِيعًا-তার সবই ; وَ-এবং ; مِثْلَهُ-(مثل+ه)-আরও সমপরিমাণ ; مَعَهُ-(مع+ه)-তার সাথে ; لَافْتَدَوْا-তারা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত ; بِهِ-তা ; أُولَٰئِكَ-এরাই তারা ; لَهُمْ-যাদের ; سُوءُ-খুবই কঠোর ; الْحِسَابِ-(ال+حساب)-হিসাব হবে ; وَ-এবং ; مَأْوَاهُمْ-(ماوى+هم)-তাদের বাসস্থান হবে ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; وَ-আর ; بِئْسَ-তা কতইনা খারাপ ; الْمِهَادُ-ঠিকানা।

৩২. অর্থাৎ ধাতুকে কাজ তথা ব্যবহারোপযোগী করার জন্য আগুনে যখন গলানো হয় তখন তার মধ্যকার ময়লা-আবর্জনা ফেনার আকারে অবশ্যই জেগে উঠবে এবং কিছু সময়ের জন্য তা দেখা যাবে।

৩৩. অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে এসব কাফির-মুশরিক তথা বাতিল শক্তির উপর এমন বিপদ আসবে যে, সারা দুনিয়া পরিমাণ ধন-সম্পদ এবং তার সম পরিমাণ আরও ধন-সম্পদ তাদের মালিকানায় থাকলেও তারা তা দিয়ে সেই বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে চাইবে।

৩৪. হিসাব কঠোর হওয়ার অর্থ হলো—তাদের কোনো অপরাধ-ই ক্ষমা করা হবে না। আর এরূপ হিসাব তাদের থেকে নেয়া হবে যারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তৎপরতা চালিয়েছে। অপরদিকে যারা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়ে জীবনযাপন করেছে, তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত সহজ। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, দুনিয়াতে মু'মিনের যে কষ্টই হোক না কেন—এমন কি যদি তার পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধে তাহলে এটাকে তার কোনো না কোনো গুনাহের

শাস্তি গণ্য করে দুনিয়াতেই তার হিসাব পরিষ্কার করে দেন। আল্লাহর দরবারে অবশ্য তার হিসাব পেশ করা হবে কিন্তু তার হিসাব হবে অত্যন্ত সহজভাবে। তার নেক আমলের সার্বিক কল্যাণকারিতার দৃষ্টিতে তার অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেয়া হবে। আখিরাতে যার হিসাব কঠোর হবে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে।

২য় রুকূ' (আয়াত-৮-১৮)-এর শিক্ষা

১. মায়ের গর্ভে শিশুর প্রাণের উন্মেষ, প্রবৃদ্ধি ও সুষম গঠন প্রক্রিয়া একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ; এতে অন্য কোনো শক্তির কোনো হাত নেই এবং কখনো কোনো শক্তির এতে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হবে না।

২. দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর। কোনো সৃষ্টির পক্ষে এ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে না। কোনো মানুষও দৃশ্য অদৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত হতে পারে না।

৩. আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যেমন চিরন্তন তেমনি তাঁর সিফাত তথা বিশেষণগুলোও চিরন্তন। তিনি তাঁর সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের চির-অধিকারী।

৪. আল্লাহর নিকট মানুষের সশব্দ কথা ও শব্দহীন কথার মধ্যে যেমন কোনো পার্থক্য নেই, তেমনি তাঁর নিকট আলো-আঁধারের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

৫. প্রত্যেক মানুষের আগে-পিছে আল্লাহর নিয়োজিত ফেরেশতা পাহারারত রয়েছে, যারা তাঁর নির্দেশে তার হিফাযত করে। সুতরাং দায়িত্বহীন জীবনযাপন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

৬. কোনো জাতি যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তন করে নেয় তখন আল্লাহ তা'আলাও নিজ কর্মপন্থা পরিবর্তন করে নেন। বিপরীত পক্ষে কোনো জাতি যদি নিজেদেরকে কল্যাণ ও আনুগত্যের দিকে পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় তখন আল্লাহও সেই জাতির ব্যাপারে নিজের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে নেন। সুতরাং নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নিজেরা সচেষ্ট হতে হবে এবং আল্লাহর উপর সঠিক তাওয়াক্কুল তথা ভরসা রাখতে হবে।

৭. মেঘ-বিজলীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনে ভয় ও আশার সঞ্চার করেন, কারণ বজ্রপাত ধ্বংসের কারণ হতে পারে, আবার স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুপাতে বৃষ্টিপাত মানুষের জন্য কল্যাণকরও হতে পারে। সুতরাং এ সময় আল্লাহর নিকট ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে কল্যাণের দোয়া করা উচিত।

৮. বজ্র-বিদ্যুতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাকে বা যে কিছুকে মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত করে দিতে পারেন। সুতরাং এ সময় আল্লাহর নিকট দোয়া করা উচিত।

৯. উল্লিখিত প্রাকৃতিক অবস্থাও মানুষের সামনে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর কুদরতের চাক্ষুষ প্রমাণ। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার কোনো-ই অবকাশ নেই।

১০. আল্লাহর নিকট থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের নিকট ওহীরূপে যা এসেছে তা-ই একমাত্র সত্য। সুতরাং মানুষকে নবী-রাসূলদের ডাকেই সাড়া দিতে হবে। আর যে কোনো ব্যাপারে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা-ই একমাত্র সত্য নীতি, যেহেতু দেয়া না দেয়ার ক্ষমতা-ইখতিয়ারও একমাত্র তাঁর-ই।

১১. কাফির-মুশরিকদের তাদের দেব-দেবীদের নিকট চাওয়া ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ এসব দেব-দেবীদের দেয়া না দেয়ার কোনো ক্ষমতা-ই নেই। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির নিকট কোনো কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী।

১২. বিশ্ব-চরাচরের সকল সৃষ্টি-ই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় আল্লাহর অনুগত। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে জীবনযাপন করাই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া আখিরাতে মানুষের জন্য কল্যাণকর।

১৩. প্রাকৃতিক জগতে আল্লাহর অস্তিত্বের যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, তা দেখে যারা আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সপেঁ দেয় তারাই প্রকৃতপক্ষে চক্ষুষ্মান। আর যাদের এসব দেখেও এ সম্পর্কে চিন্তা জাগ্রত হয় না তারা অন্ধই বটে। সুতরাং প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ঈমানের মযবুতীর জন্য প্রয়োজন।

১৪. ঈমান ও আনুগত্যের পথই আলোর পথ। আর কুফর ও শিরকের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। সুতরাং আলোর পথে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব আমাদেরকে আলোর পথেই অগ্রসর হতে হবে।

১৫. শিরক ও কুফরের বাহ্যিক দাপট যত প্রবল-ই হোক না কেন, অবশেষে তা আবর্জনা ও ফেনার মতই নিঃশেষ হতে বাধ্য। এগুলো মানব জাতির জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সুতরাং মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে এগুলোর মূলোচ্ছেদ করা মু'মিনের মূল কাজ।

১৬. আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর জন্য দুনিয়া ও তার সমপরিমাণ সম্পদও কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং যে পথে সেখানে মুক্তি পাওয়া যাবে সেপথেই আমাদেরকে চলতে হবে। কারণ সেখানকার সফলতা-ই প্রকৃত সফলতা, আর সেখানকার ব্যর্থতা-ই প্রকৃত ব্যর্থতা।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿١٩﴾ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ

১৯. যে ব্যক্তি জানে যে, যা-কিছু নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি তা-ই একমাত্র সত্য—সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ ?[৩৫]

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

উপদেশতো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে থাকে।[৩৬]
২০.—যারা পূরণ করে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা,

وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না[৩৭]। ২১. আর যারা সেই সম্পর্ক বজায় রাখে যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,[৩৮]

﴿١٩﴾ أَفَمَنْ-(أ+ف+من)-সে কি, যে ; يَعْلَمُ-জানে ; أَنَّمَا-যা কিছু ; أُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; الْحَقُّ-একমাত্র সত্য ; كَمَنْ هُوَ-(ك+من)- সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে, أَعْمَى-অন্ধ ; إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ-উপদেশতো গ্রহণ করে থাকে ; أُولُوا-লোকেরাই ; الْأَلْبَابِ-(ال+الباب)-বুদ্ধিমান। ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ-যারা ; يُوفُونَ-পূরণ করে ; بِعَهْدِ-(ب+عهد)-কৃত ওয়াদা-সাথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; لَا يَنْقُضُونَ-ভঙ্গ করে না ; الْمِيثَاقَ-(ال+ميثاق)-চুক্তি। ﴿٢١﴾ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; يَصِلُونَ-বজায় রাখে ; مَا-যা ; أَمَرَ-নির্দেশ দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِهِ-সেই সম্পর্ক ; أَنْ يُوصَلَ-বজায় রাখতে ;

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের আনীত দীনের প্রতি যে নিসন্দেহে ঈমান আনে তথা বিশ্বাস করে এবং সে অনুসারে নিজের জীবন গড়ে, সেই ব্যক্তির আচরণ ও কাজ ঐ ব্যক্তির মতো হতে পারে না, যে রাসূলের আনীত দীনের প্রতি অবিশ্বাসী বা উদাসীন। আর যেহেতু তাদের আচরণ ও কাজ এক হতে পারে না ; তাই তাদের পরিণামও এক হবে না।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের আনীত জীবনাদর্শ যারা গ্রহণ করে নিয়েছে তারাই

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا

এবং ভয় করে নিজ প্রতিপালককে আর ভয় করে কঠোর হিসাবের।
২২. আর যারা সবর করে

ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا

তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য[৩৯] এবং নামায কায়েম করে ও ব্যয় করে তা থেকে যে রিয্ক আমি তাদেরকে দিয়েছি—গোপনে

وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

ও প্রকাশ্যে এবং প্রতিরোধ করে অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা[৪০] ; ওরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে পরকালের ঘর।

وَ-এবং ; يَخْشَوْنَ-ভয় করে ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-নিজ প্রতিপালককে ; وَ-আর ; يَخَافُوْنَ-ভয় করে ; سُوْٓءَ-কঠোর ; الْحِسَابِ-(ال+حساب)-হিসাবের।㉒ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; صَبَرُوْا-সবর করে ; ابْتِغَآءَ-লাভের জন্য ; وَجْهِ-সন্তুষ্টি ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; اَقَامُوا-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-ও ; اَنْفَقُوْا-ব্যয় করে ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা ; رَزَقْنٰهُمْ-(رزقنا+هم)-যে রিযক আমি তাদেরকে দিয়েছি ; سِرًّا-গোপনে ; وَّ-ও ; عَلَانِيَةً-প্রকাশ্যে ; وَّ-এবং ; يَدْرَءُوْنَ-প্রতিরোধ করে ; بِالْحَسَنَةِ-(ب+ال+حسنة)-ন্যায় দ্বারা ; السَّيِّئَةَ-(ال+سيئة)-অন্যায়কে ; اُولٰٓئِكَ-ওরাই তারা ; لَهُمْ-যাদের জন্য রয়েছে ; عُقْبَى-পরকালের ; الدَّارِ-(ال+دار)-ঘর।

বুদ্ধিমান-জ্ঞানী। অপর কথায় যারা এই জীবনাদর্শ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে তারা হলো বোকা—এরা নিজেদের প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে বে-খবর।

৩৭. এখানে সেই চুক্তির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে চুক্তি মানুষ সৃষ্টির সূচনাকালে রূহের জগতে মানুষের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। সূরা আ'রাফের ২২তম রুকূ'তে এ সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা রয়েছে।

৩৮. অর্থাৎ সেসব সম্পর্ক যা আত্মীয়তা, সমাজ, আদর্শ তথা দীনের সাথে যুক্ত এবং এসব সম্পর্কের সত্যতা ও সঠিকতা সন্দেহাতীত হওয়ার কারণে মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণ এগুলোর উপর নির্ভরশীল।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালন করতে গিয়ে যেসব ক্ষয়-ক্ষতি, বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়, তাতে সবর বা ধৈর্যধারণ করে। অপর দিকে তারা নিজেদের নফসের

﴿٢٣﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ

২৩.—স্থায়ী নিবাস জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে ; এবং তাদের যারা সৎকাজ করেছে তাদের বাপ-দাদা ও পতি-পত্নী

وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝

এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তারাও ; আর প্রত্যেক দরজার মধ্য দিয়ে ফেরেশতারা তাদের নিকট প্রবেশ করবে

(২৩) جَنّٰتُ-জান্নাত ; عَدْنٍ-স্থায়ী নিবাস ; يَدْخُلُوْنَهَا-(يدخلون+ها)-সেখানে তারা প্রবেশ করবে ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা, তারাও ; صَلَحَ-সৎকাজ করেছে ; مِنْ-মধ্য থেকে ; اٰبَآئِهِمْ-(ابآء+هم)-তাদের বাপ-দাদা ; وَ-ও ; اَزْوَاجِهِمْ-(ازواج+هم)-তাদের পতি-পত্নী ; وَ-এবং ; ذُرِّيّٰتِهِمْ-(ذريت+هم)-সন্তান-সন্ততিদের ; وَ-আর ; الْمَلٰٓئِكَةُ-ফেরেশতারা ; يَدْخُلُوْنَ-প্রবেশ করবে ; عَلَيْهِمْ-তাদের নিকট ; مِنْ-মধ্য দিয়ে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; بَابٍ-দরজার।

লোভ-লালসাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং আল্লাহর নাফরমানীর কাজে যেসব স্বার্থ-সুবিধা ও স্বাদ-আস্বাদনের লোভ জাগ্রত হয়, তাতে তাদের পদস্খলন হয় না ; কেননা তাদের সামনে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী বসবাসের স্থান জান্নাত ; যার কারণে নফসের চাহিদা ও গুনাহের প্রতি ঝোঁকপ্রবণতাকে সবরের হাতিয়ার প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৪০. অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করে, পাপকে পুণ্য দ্বারা মুকাবিলা করে। তাদের প্রতি কেউ যুল্ম করলে তারা তার মুকাবিলায় যুল্ম করে না ; বরং ইনসাফপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তার মুকাবিলা করে। কেউ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তারা তার সাথে বিশ্বাসপরায়ণতা রক্ষা করে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীতে এমন নীতি অবলম্বনের নির্দেশই পাওয়া যায়—

"তোমরা এমন লোকের নীতি অনুসরণ করো না যারা বলে—'লোকেরা ভাল করলে আমরাও ভাল করবো, তারা আমাদের প্রতি যুল্ম করলে আমরাও যুল্ম করবো' ; বরং তোমরা নিজেদেরকে এমন নীতির অনুসারী বানাও যে, লোকেরা ভাল করলে তোমরা ভাল করবে, আর লোকেরা মন্দ আচরণ করলেও তোমরা মন্দ আচরণ করবে না ; বরং ভাল আচরণ-ই করবে।"

রাসূলুল্লাহ (স) আরো ইরশাদ করেছেন—"আমাকে আল্লাহ নয়টি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে চারটি বিষয় হলো, কারো প্রতি সন্তুষ্ট হই বা অসন্তুষ্ট—সর্বাবস্থায় আমি ইনসাফের কথা বলবো ; যে আমার হক হরণ করবে আমি তার হক সংরক্ষণ করবো ;

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ

২৪. (এবং বলবে—) তোমাদের উপর বর্ষিত হোক শান্তি[৪১]—কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে, সুতরাং পরকালের এ ঘর কতইনা উত্তম। ২৫. আর যারা ভঙ্গ করে

عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ

আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি—সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর এবং ছিন্ন করে তা,যা জুড়ে রাখার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন,

وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

এবং অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় যমীনে ; ওরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং মন্দ আবাস রয়েছে তাদের জন্যই।

﴿٢٦﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ

২৬. আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন রিয্ক প্রশস্ত করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন[৪২] ; কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবন নিয়েই আনন্দিত

﴿٢٤﴾ سَلٰمٌ-(এবং বলবে) বর্ষিত হোক শান্তি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; بِمَا صَبَرْتُمْ-কেননা তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে ; فَنِعْمَ-(ف+نعم)-সুতরাং কতইনা উত্তম ; عُقْبَى-পরকালের ; الدَّارِ-ঘর। ﴿٢٥﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَنْقُضُوْنَ-ভঙ্গ করে ; عَهْدَ-কৃত চুক্তি ; اللّٰهِ-আল্লাহর সাথে ; مِنْ بَعْدِ-পর ; مِيْثَاقِهٖ-সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার ; وَ-এবং ; يَقْطَعُوْنَ-ছিন্ন করে ; مَآ-যা ; اَمَرَ-নির্দেশ দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِهٖٓ-তা ; اَنْ يُّوْصَلَ-জুড়ে রাখার ; وَ-এবং ; يُفْسِدُوْنَ-অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; اُولٰٓئِكَ-এরাই তারা ; لَهُمُ-যাদের জন্য রয়েছে ; اللَّعْنَةُ-(ال+لعنة)-লা'নত ; وَ-এবং ; لَهُمْ-তাদের জন্যই রয়েছে ; سُوْٓءُ-মন্দ ; الدَّارِ-আবাস। ﴿٢٦﴾ اَللّٰهُ-আল্লাহ তা'আলা ; يَبْسُطُ-প্রশস্ত করে দেন ; الرِّزْقَ-(ال+رزق)-রিযক (জীবনের উপকরণ) ; لِمَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-ইচ্ছা করেন ; وَ-এবং ; يَقْدِرُ-(যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন ; وَ-কিন্তু ; فَرِحُوْا-তারা আনন্দিত ; بِالْحَيٰوةِ-(ب+ال+حيوة)-জীবন নিয়েই ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ;

যে আমাকে বঞ্চিত করবে আমি তাকে দান করবো ; যে আমার প্রতি যুল্ম করবে আমি তাকে মাফ করে দেবো।"

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ○

অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণিকের
ভোগের সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।

وَ-অথচ ; مَا-নয় ; الْحَيٰوةُ-জীবনতো ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; فِي الْاٰخِرَةِ-আখিরাতের তুলনায় ; اِلَّا-ছাড়া কিছু নয় ; مَتَاعٌ-ক্ষণিকের ভোগের সামগ্রী।

তিনি আরো বলেছেন—"তোমার সাথে যে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে তুমি তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।"

৪১. অর্থাৎ ফেরেশতারা জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে এসে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয় যে, তোমরা এমন স্থানে এসে পৌঁছেছ যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছু নেই। এখানে তোমরা সকল প্রকার বিপদ-মসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। কোনো প্রকার ভয়-ভীতি ও অনিশ্চয়তা তোমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

৪২. অর্থাৎ দুনিয়াতে রিয্ক তথা ভোগের উপকরণ-সামগ্রীর কম-বেশী হওয়ার উপর আখিরাতের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল নয়। আখিরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করবে দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের মযবুতীর উপর। দুনিয়াতে রিয্কের কম-বেশী হওয়া আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব অসংখ্য বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। রিয্কের প্রাচুর্য কারো জন্য কল্যাণকর, আবার কারো জন্য অকল্যাণকর। অপর দিকে রিয্কের সংকীর্ণতাও কারো জন্য কল্যাণকর আবার কারো জন্য ক্ষতিকর। এটা সম্পর্কে আল্লাহ-ই অবগত।

৩য় রুকূ' (আয়াত ১৯-২৬)-এর শিক্ষা

১.আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি ওহীরূপে যা নাযিল হয়েছে অর্থাৎ কুরআন মাজীদ-ই একমাত্র সত্য।

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা শর্তহীন বিশ্বাস রাখে, তাঁরাই বুদ্ধিমান, কারণ তাঁরা তাঁদের সঠিক পথ চিনতে পেরেছে। বিপরীত দিকে যারা উল্লিখিত বিশ্বাস পোষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা নিরেট বোকা, কারণ তারা তাদের সঠিক পথ চিনতে সমর্থ হয়নি।

৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে না তারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গকারী। আর ঈমানদাররা চুক্তি পূরণকারী। কারণ সকল মানুষই রূহের জগতে আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী চলার চুক্তিতে আবদ্ধ।

৪. চুক্তি পালনকারী মু'মিনদের পরিচয় হলো, তাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধ থাকবে দীনী আদর্শে আদর্শবান লোকদের সাথে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেও যত্নবান থাকে।

৫. তারা গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে জীবন পরিচালনা করে।

৬. এসব লোকেরা অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে না ; বরং অন্যায়ের জবাব ন্যায় দ্বারা দেয়।

৭. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি পালনকারী লোকদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শান্তির আবাস জান্নাত। তাদের অনুসারী তাদের পরিবার পরিজনের লোকেরা তাঁদের সাথে সেখানে থাকবে।

৮. জান্নাতে ফেরেশতারা তাদেরকে অভিবাদন জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

৯. আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গকারী লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টিকারী।

১০. চুক্তি ভঙ্গকারী লোকদের জন্য দুনিয়াতেও আল্লাহর অভিশাপ এবং আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

১১. দুনিয়াতে রিয্‌ক তথা জীবন-উপভোগের উপকরণের প্রাচুর্য-বা সংকীর্ণতা পরকালীন জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতার মাপকাঠি নয়।

১২. আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একান্তই ক্ষণকাল মাত্র।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৫

㉗ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ

২৭. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে,তার উপর তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কোনো নিদর্শন কেন নাযিল করা হলো না[৪৩] ; আপনি বলে দিন

إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۝

নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে গুমরাহ করেন এবং যে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁকে তিনি পথ দেখান—[৪৪]

㉗ وَ-আর ; يَقُولُ-বলে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; (لو+لا)-لَوْلَا أُنْزِلَ(انزل)-কেন নাযিল করা হলো না ; عَلَيْهِ-তার উপর ; آيَةٌ-কোনো নিদর্শন ; مِنْ-নিকট থেকে ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يُضِلُّ-গুমরাহ করেন ; مَنْ-যাকে, তাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يَهْدِي-তিনি পথ দেখান ; إِلَيْهِ-(الى+ه)-তাঁর প্রতি ; مَنْ-যে ; أَنَابَ-মনোনিবেশ করে।

৪৩. প্রথম রুকূ'র শেষ আয়াতে একই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, এসব প্রশ্নকারীদের পরিতৃপ্তির জন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন নেই, তা আপনার দায়িত্বও নয়। আপনার দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, আপনি অচেতন লোকদেরকে সতর্ক ও সজাগ করবেন, তাদের ভুল কর্মপন্থার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করবেন। প্রত্যেক জাতির জন্য যে হিদায়াতকারী পাঠানো হয়েছে তাদের দায়িত্বও এর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।

এখানে পুনরায় একই প্রশ্ন উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করেন এবং যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তথা হিদায়াত লাভে আগ্রহী তাকেই হিদায়াত দান করেন। তোমরা যারা অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করছো এর দ্বারা তোমাদের হিদায়াত লাভ করার ইচ্ছা আছে—একথা প্রকাশ পায় না।

৪৪. অর্থাৎ যারা হিদায়াত লাভে আগ্রহী তাদের জন্য নিদর্শনের অভাব নেই। তারা যেসব নিদর্শন দেখে হিদায়াত লাভ করেছে সেসব নিদর্শনতো প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। প্রয়োজন শুধু হিদায়াত লাভের ইচ্ছা ও আগ্রহ। যারা হিদায়াত লাভে আগ্রহী নয় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নীতি নয়। তাই দেখা যায় যেসব নিদর্শন দেখে কিছু লোক হিদায়াত প্রাপ্ত হয় সেসব নিদর্শন দেখার পরও কিছু লোক হিদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

۞ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ

২৮. যারা ঈমান আনে এবং তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে তৃপ্তিলাভ করে ; জেনে রেখো ! আল্লাহর স্মরণেই

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۞ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ

হৃদয়সমূহ পরিতৃপ্ত হয়। ২৯. যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ

وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۞ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ

ও শুভ পরিণাম। ৩০. এভাবেই[৪৫]—আমি আপনাকে এমন উম্মাতের মধ্যে পাঠিয়েছি, যাদের পূর্বে আরো অনেক উম্মত গত হয়েছে।

لِّتَتْلُوَاۡ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ

যেন আপনি তাদেরকে পাঠ করে শুনান, যা আমি আপনার নিকট ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি, অথচ তারা দয়াময় (আল্লাহ)-কে অস্বীকার করে ;[৪৬]

(২৮) اَلَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনে ; وَ-এবং ; تَطْمَئِنُّ-তৃপ্তি লাভ করে ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের হৃদয় ; بِذِكْرِ-(ب+ذكر)-স্মরণে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اَلَا-জেনে রেখো ! بِذِكْرِ-স্মরণেই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تَطْمَئِنُّ-পরিতৃপ্ত হয় ; الْقُلُوْبُ-হৃদয়সমূহ। (২৯) اَلَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-কাজ করে ; الصّٰلِحٰتِ-(ال+صلحت)-নেক ; طُوْبٰى-সুসংবাদ রয়েছে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; وَ-ও ; حُسْنُ-শুভ ; مَاٰبٍ-পরিণাম। (৩০) كَذٰلِكَ-এভাবেই ; اَرْسَلْنٰكَ-(ارسلنا+ك)-আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ; فِيْ-মধ্যে ; اُمَّةٍ-এমন উম্মতের ; قَدْ خَلَتْ-গত হয়েছে ; مِنْ قَبْلِهَا-(من+قبل+ها)-যাদের পূর্বে ; اُمَمٌ-অনেক উম্মত ; لِتَتْلُوَا-যেন আপনি পাঠ করে শুনান ; عَلَيْهِمُ-তাদেরকে ; الَّذِيْٓ-যা ; اَوْحَيْنَآ-আমি ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি ; اِلَيْكَ-আপনার নিকট ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; يَكْفُرُوْنَ-তারা অস্বীকার করে ; بِالرَّحْمٰنِ-(ب+ال+رحمن)-দয়াময় (আল্লাহ)-কে ;

৪৫. অর্থাৎ এ লোকদের দাবীকৃত নির্দশন না দিয়েই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ; কেননা এদের দাবীকৃত নিদর্শন সহকারে আপনাকে পাঠালেও তারা ঈমান আনবে না।

৪৬. অর্থাৎ তারা দয়াময় আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ভোগ করে আর আনুগত্য করে

قُلْ هُوَ رَبِّى لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْـهِ تَـوَكَّلْـتُ وَاِلَـيْهِ مَتَابِ ○

আপনি বলুন, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি আর আমার প্রত্যাবর্তনও তাঁরই দিকে।

۝٣١ وَلَوْ اَنَّ قُـرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ

আর কুরআন যদি এমন হতো যে, তার সাহায্যে পর্বতমালাকে চলমান করা যেতো, অথবা তার সাহায্যে যমীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করা যেতো, অথবা কথা বলা যেতো

الْمَـوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًـا ؕ اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْٓا اَنْ

মৃতের সাথে (তবু তারা বিশ্বাস করতো না)[৪৭] ; বরং সকল বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারে আছে[৪৮] ; তবে কি যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিত নয় যে,

قُلْ-আপনি বলুন ; هُوَ-তিনিই ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; لَا-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; عَلَيْـهِ-তাঁর উপরই ; تَوَكَّلْتُ-আমি ভরসা রাখি ; وَ-আর ; اِلَيْهِ-তাঁরই দিকে ; مَتَابِ-আমার প্রত্যাবর্তনও। ۝٣١ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; اَنَّ قُرْاٰنًا-কুরআন এমন হতো যে, سُيِّرَتْ-চলমান করা যেতো ; بِهِ-তার সাহায্যে ; الْجِبَالُ-(ال+جبال)-পর্বতমালাকে ; اَوْ-অথবা ; قُطِّعَتْ-খণ্ড-বিখণ্ড করা যেতো ; بِهِ-তার সাহায্যে ; الْاَرْضُ-যমীনকে ; اَوْ-অথবা ; كُلِّمَ-কথা বলা যেতো ; بِهِ-তার সাহায্যে ; الْمَوْتٰى-(ال+موتى)-মৃতের সাথে ; بَلْ-বরং ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ইখতিয়ারে আছে ; الْاَمْرُ-(ال+امر)-বিষয়ই ; جَمِيْعًا-সকল ; اَفَلَمْ يَايْئَسِ-(ا+ف+لم يايئس)-তবে কি তারা নিশ্চিত নয় ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; اَنْ-যে;

দেব-দেবীর। তারা আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। তাঁর বিশেষ গুণাবলী, ইখতিয়ার ও অধিকারে তাঁর সৃষ্টিকে অংশীদার বানাচ্ছে।

৪৭. এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলের নিকট নিদর্শন দাবী করেছে কাফিররা, অথচ এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। এর কারণ হলো, কাফিরদের নিদর্শন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা মনে মনে ভাবছিল যে, নিদর্শন না দেখার কারণেই বুঝি কাফিররা রাসূলুল্লাহর রিসালাতের উপর ঈমান আনছে না এবং রাসূলের বিরোধিতা করছে। এ জন্য মুসলমানদের মনে ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়েছে। আর সেজন্য মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয় ; কেননা সৃষ্টিলোকের প্রতিটি স্তরে স্তরে, কুরআন মাজীদের শিক্ষায় এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সত্যের যে আলো ছড়িয়ে আছে সেই আলো দেখে যারা হিদায়াত লাভ করতে

لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে সকল মানুষকে সৎপথের দিশা দিয়ে দিতে পারতেন[৪৯], আর যারা কুফরী করেছে, কখনো বিদূরীত হবে না

تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوۡ تَحُلُّ قَرِيبٗا مِّن دَارِهِمۡ

বিপদ-মসীবত তাদের উপর থেকে যেহেতু তারাই এ মসীবত তৈরী করে নিয়েছে ; অথবা তা (বিপদ-মসীবত) তাদের ঘরের পাশেই আপতিত হতে থাকবে।

حَتَّىٰ يَأۡتِيَ وَعۡدُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ۝

যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয় ; নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

لَوْ-যদি ; يَشَاءُ-চাইতেন ; اللهُ-আল্লাহ ; لَهَدَى-তাহলে সৎপথের দিশা দিয়ে দিতে পারতেন ; النَّاسَ-মানুষকে ; جَمِيعًا-সকল ; وَ-আর ; لَا يَزَالُ-কখনো বিদূরীত হবে না ; الَّذِينَ-তাদের উপর যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; تُصِيبُهُمْ-তাদের বিপদ মসীবত ; بِمَا صَنَعُوا-যেহেতু তারা তৈরি করে নিয়েছে ; قَارِعَةٌ-এ বিপদ মসীবত ; أَوْ-অথবা ; تَحُلُّ-আপতিত হতে থাকবে ; قَرِيبًا-পাশেই ; (من+دار+هم)-مِنْ دَارِهِمْ-তাদের ঘরের ; حَتَّى-যতক্ষণ না ; يَاتِيَ-পূর্ণ হয় ; وَعْدُ-ওয়াদা ; اللهِ-আল্লাহর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللهَ-আল্লাহ ; لَا يُخْلِفُ-খেলাফ করেন না ; الْمِيعَادَ-ওয়াদা।

পারলো না তারা কোনো নিদর্শন দেখেই হিদায়াত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। কাজেই এ ব্যাপারে তোমাদের অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৪৮. অর্থাৎ তারা যেসব নিদর্শন চাচ্ছে তা দেখানোর পূর্ণ ক্ষমতা-ইখতিয়ার আল্লাহর রয়েছে। তবে এসব নিদর্শন দেখিয়ে কাজ হাসিল করা আল্লাহর নীতি নয়; কেননা আসল উদ্দেশ্য তো হিদায়াত দান-নবীর নবুওয়াতকে জোরপূর্বক মানিয়ে নেয়া নয়। আর মানুষের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে এবং তা সংশোধিত না হলে হিদায়াত লাভ কোনো মতেই সম্ভব নয়।

৪৯. অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সঠিক উপলব্ধি ছাড়া চেতনাহীন এক ঈমান-ই লক্ষ্য হতো, তাহলে তো নিদর্শন দেখাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবে সকলকে ঈমানদার করে সৃষ্টি করলেই সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো—সঠিক বুঝ-সমঝ লাভের মাধ্যমেই লোকেরা ঈমান আনুক।

৪র্থ রুকূ' (আয়াত ২৭-৩১)-এর শিক্ষা

১. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর ঈমান আনার জন্য অগণিত-অসংখ্য নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র চোখ মেলে সঠিক অর্থে তাকালেই আমরা তা দেখতে পারি। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করা আমাদের কর্তব্য।

২. হিদায়াত যাদের নসীবে নেই তাদের দৃষ্টি এসব নিদর্শনের উপর পড়ে না। যারা অলৌকিক কোনো নিদর্শন চায়, মনে করতে হবে যে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত নসীবে রাখেননি।

৩. আল্লাহর স্মরণে হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ ঈমানের লক্ষণ। অপর কথায়–একমাত্র আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ সম্ভব।

৪. প্রকৃতপক্ষে সুসংবাদ ও শুভ পরিণাম ঈমানদারদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে, তবে শর্ত হলো সে সঙ্গে নেক আমল থাকতে হবে।

৫. ঈমান বিহীন নেক আমল যেমন আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় নয়, তেমনি নেক আমল বিহীন ঈমানও মানুষকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না।

৬. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে সকল মানব গোষ্ঠীর প্রতি নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। একই দাওয়াত নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং নবীদের দাওয়াতের মূলকথা একই ছিল। অতএব নবীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার অবকাশ নেই।

৭. নবীদের দাওয়াতের মূলকথা ছিল—আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক। তিনি ছাড়া ইলাহ বা হুকুমদাতা কেউ নেই। একমাত্র তাঁর উপরই ভরসা করতে হবে এবং মানুষকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

৮. দৃশ্যমান জগতে যেসব নিদর্শন বিদ্যমান সেসব নিদর্শন দেখার পরও যারা ঈমান আনতে ইচ্ছুক নয়, তাদের সামনে যে কোনো অলৌকিক নিদর্শন পেশ করা হোক না কেন, তারা ঈমান আনবে না।

৯. মানুষের দাবীকৃত নিদর্শন দেখিয়ে তাদেরকে হিদায়াত দান করা আল্লাহর কর্মনীতি নয়। কারণ যারা হিদায়াত লাভ করতে আগ্রহী, তাদের জন্য নিদর্শনের অভাব নেই। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেই অগণিত নিদর্শন আমাদের সামনে দেখা যাবে।

১০. মানুষের হিদায়াতের জন্য তার চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন ও প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি প্রয়োজন। বিদ্যমান নিদর্শনের মাধ্যমেই এ পরিবর্তন ও উপলব্ধি অর্জিত হতে পারে। আর চিন্তা ও উপলব্ধিসহকারে গৃহীত ঈমান-ই আল্লাহর উদ্দেশ্য।

১১. অবিশ্বাসীদের উপর বিপদ-মসীবত ও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এটা আল্লাহর ওয়াদা ; আর আল্লাহর ওয়াদার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। তবে এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। অতএব আমাদেরকে এ বিশ্বাসে বলীয়ান হতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৬

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٣٢﴾

৩২. আর আপনার পূর্বেও অবশ্যই অনেক রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল ; অতপর যারা কুফরী করেছিল আমি তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি,

ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٣﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ

তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; সুতরাং কেমন ছিল আমার আযাব ! ৩৩. তবে কি তিনি তাদের (অক্ষম দেব-দেবীগুলোর) মত ? তিনি দৃষ্টি রাখেন

عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তার উপর[৫০] ; অথচ তারা আল্লাহর বহু শরীক করে নিয়েছে[৫১] আপনি বলুন—'তোমরা ওদের নাম বলো'

(৩২) وَ-আর ; لَقَدِ اسْتُهْزِئَ-অবশ্যই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল ; بِرُسُلٍ-(ب+رسل)-অনেক রাসূলের সাথে ; مِّنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার পূর্বেও ; فَأَمْلَيْتُ-(ف+املیت)-অতপর আমি কিছু অবকাশ দিয়েছি ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিল ; ثُمَّ-তারপর ; أَخَذْتُهُمْ-(اخذت+هم)-আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম ; فَكَيْفَ-(ف+كيف)-সুতরাং কেমন ; كَانَ-ছিল ; عِقَابِ-আমার আযাব। (৩৩) أَفَمَنْ-তবে কি তাদের মতো যিনি ; هُوَ-তিনি ; قَائِمٌ-দৃষ্টি রাখেন ; عَلَىٰ-উপর ; كُلِّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; بِمَا كَسَبَتْ-(ب+ما+كسبت)-যা করে তার ; وَ-অথচ ; جَعَلُوْا-তারা করে নিয়েছে ; لِلَّهِ-আল্লাহর ; شُرَكَاءَ-বহু শরীক ; قُلْ-আপনি বলুন ; سَمُّوْهُمْ-(سمو+هم)-তোমরা ওদের নাম বলো ;

৫০. অর্থাৎ তাঁর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা কর্মকাণ্ড দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। কোনো ব্যক্তির কোনো নেক আমল বা কোনো ব্যক্তির বদ আমলই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে সংঘটিত হতে পারে না।

৫১. অর্থাৎ তাঁর সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করে নিয়েছে—তাঁর 'যাত' বা মূল সত্তা এবং তাঁর 'সিফাত' বা গুণাবলীতে তাঁরই সৃষ্টিকে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে। তারা আল্লাহর রাজ্যসীমার অধীন থেকেও যাচ্ছে তাই চলছে এবং মনে করছে যে, তাদের নিকট কৈফিয়ত চাওয়ার কেউ নেই।

أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ

অথবা তোমরা কি দুনিয়ার এমন খবর তাঁকে জানাতে চাও যে সম্পর্কে তিনি জানেন না[৫২] ? অথবা এটা কথার বাহ্যিক দিক মাত্র, আসলে

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ

শোভনীয় করা হয়েছে তাঁদের ছলনাকে[৫৩] তাদের জন্য যারা কুফরী করেছে, এবং তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে সৎপথ থেকে[৫৪] ; আর যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন,

أَمْ-অথবা ; تُنَبِّئُونَهُ-(تنبئوا+ه)-তাঁকে এমন খবর জানাতে চাও ; بِمَا-যে সম্পর্কে ; لَا يَعْلَمُ-তিনি জানেন না ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়ার ; أَمْ-অথবা ; بِظَاهِرٍ-(ب+ظاهر)-বাহ্যিক দিক মাত্র ; مِّنَ الْقَوْلِ-(من+ال+قول)-কথার ; بَلْ-আসলে ; زُيِّنَ-শোভনীয় করা হয়েছে ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; مَكْرُهُمْ-(مكر+هم)-তাদের ছলনাকে ; وَ-এবং ; صُدُّوا-তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে ; عَنِ-থেকে ; السَّبِيلِ-(ال+سبيل)-সৎপথ ; وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; يُضْلِلِ-পথ ভ্রষ্ট করেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

৫২. অর্থাৎ তোমাদের নিকট কি এমন কোনো খবর এসেছে যে, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির কোনো কোনো সত্তাকে তাঁর নিজের গুণাবলীতে শরীক করে নিয়েছেন। যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে তারা কারা তাদের নাম বলো—কোন্ সূত্রে এ খবর তোমরা পেলে ?

৫৩. অর্থাৎ শির্ক হলো ছলনা ও কূট-কৌশল। যেসব লোক ফেরেশতা বা জ্বিন অথবা আল্লাহর অন্য কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করা হচ্ছে সেসব সত্তা কখনো নিজেদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদেরকে আল্লাহর শরীক বলে দাবী করেনি। তারা এমন কথাও বলেনি যে, তারা আল্লাহর নিকট থেকে কোনো দাবী দাওয়া আদায় করে দিতে পারবে। তারা লোকদের এমন কোনো হুকুমও দেয়নি যে, তোমরা আমাদের পূজা-উপাসনা করো, আমাদেরকে নযর-নিয়ায দাও, তাহলে আমরা আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের অমুক অমুক দাবী-অধিকার আদায় করে দেবো। মূলতঃ এটা স্বার্থপর ধূর্ত লোকদের ছলনা ও কূটকৌশল ছাড়া কিছু নয় ; এরা গণমানুষের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, গণমানুষের ধন-সম্পদে নিজেদের ভাগ বসানোর জন্য কিছু সংখ্যক বানোয়াট খোদা রচনা করে নিয়েছে। গণমানুষকে ওসব বানোয়াট খোদার ভক্ত বানিয়ে নিজেদেরকে ওদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিয়েছে, যাতে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যায়।

আর শিরককে ছলনা বা কূটকৌশল বলার অপর কারণ হলো—এসব স্বার্থপর লোক নিজেদের উদর পূর্তী ও নৈতিক বিধি-নিষেধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে দায়-দায়িত্বহীন জীবনযাপনের জন্য এটা একটা উপায় মাত্র।

فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ

তার জন্য নেই কোনো পথ প্রদর্শক। ৩৪. তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনেও শাস্তি, আর আখিরাতের আযাবতো

اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ

আরও কঠোর ; আর কেউ নেই আল্লাহর (আযাব) থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী ৩৫. সেই জান্নাতের উপমা এমন—যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে

الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ

মুত্তাকীদেরকে—তার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত ; তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়াও ;

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ

এটাই তাদের কাজের প্রতিদান যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর কাফিরদের কর্মফল হলো জাহান্নাম। ৩৬. আর যাদেরকে

فَمَا-নেই কোনো ; لَهٗ-তার জন্য ; مِنْ هَادٍ-(من+هاد)-কোনো পথ প্রদর্শক।(৩৪) لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; فِي الْحَيٰوةِ-(فى+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; وَ-আর ; لَعَذَابُ-আযাবতো ; الْاٰخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতের ; اَشَقُّ-আরো কঠোর ; وَ-আর ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِنَ-থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর (আযাব) ; مِنْ وَّاقٍ-রক্ষাকারী কেউ।(৩৫) مَثَلُ-উপমা এমন ; الْجَنَّةِ-সেই জান্নাতের ; الَّتِيْ-যার ; وُعِدَ-ওয়াদা দেয়া হয়েছে ; الْمُتَّقُوْنَ-(ال+متقون)-মুত্তাকীদেরকে ; تَجْرِيْ-প্রবাহিত ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-তার পাদদেশ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-(ال+انهر)-ঝর্ণাধারা ; اُكُلُهَا-(اكل+ها)-তার ফলসমূহ ; دَآئِمٌ-চিরস্থায়ী ; وَّ-এবং ; ظِلُّهَا-তার ছায়াও ; تِلْكَ-এটাই ; عُقْبَى-কাজের প্রতিদান ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اتَّقَوْا-তাকওয়া অবলম্বন করেছে ; وَّ-আর ; عُقْبَى-কর্মফল হলো ; الْكٰفِرِيْنَ-(ال+كفرين)-কাফিরদের ; النَّارُ-জাহান্নাম।(৩৬) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ;

৫৪. অর্থাৎ তারা যখন ইসলামের সত্য দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তখন স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই তাদের ভ্রান্ত মতবাদ শিরক-কে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাদের ছলনা ও কূট-কৌশলকে তাদের নিকট চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ

আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাতে আনন্দ পায় যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি ; কিন্তু কোনো কোনো দল

مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ

এমন যারা তার কতক অংশ অস্বীকার করে ; আপনি বলুন—'আমিতো আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন ইবাদাত করি আল্লাহর এবং তাঁর সাথে কোনো শরীক না করি ;

اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

তাঁর দিকেই আমি ডাকি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন'[৫৫]। ৩৭. এরূপে আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি বিধান হিসেবে—আরবী ভাষায় ; আরি যদি আপনি অনুসরণ করেন

اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

তাদের খেয়াল-খুশীর—আপনার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পরও (তাহলে) আল্লাহর মোকাবিলায় আপনার জন্য থাকবে না কোনো অভিভাবক এবং না কোনো রক্ষক।

اٰتَيْنٰهُمْ-(اتينا+هم)-আমি দিয়েছি তাদেরকে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; يَفْرَحُوْنَ-তারা আনন্দ পায় ; بِمَآ-তাতে যা ; اُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; وَ-কিন্তু ; مِنَ الْاَحْزَابِ-(من+ال+احزاب)-কোনো কোনো দল এমন ; مَنْ-যারা ; يُّنْكِرُ-অস্বীকার করে ; بَعْضَهٗ-(بعض+ه)-তার কতক অংশ ; قُلْ-আপনি বলুন ; اِنَّمَآ اُمِرْتُ-আমিতো আদিষ্ট হয়েছি ; اَنْ اَعْبُدَ-যেন আমি ইবাদাত করি ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; لَآ اُشْرِكَ-কোনো শরীক না করি ; بِهٖ-তাঁর সাথে ; اِلَيْهِ-তাঁর দিকেই ; اَدْعُوْا-আমি ডাকি ; وَ-এবং ; اِلَيْهِ-তাঁর দিকেই ; مَاٰبِ-আমার প্রত্যাবর্তন। ৩৭ وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবে ; اَنْزَلْنٰهُ-(انزلنا+ه)-আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি ; حُكْمًا-বিধান হিসেবে ; عَرَبِيًّا-আরবী ভাষায় ; وَ-আর ; لَئِنِ-যদি ; اتَّبَعْتَ-আপনি অনুসরণ করেন ; اَهْوَآءَهُمْ-(اهواء+هم)-তাদের খেয়াল-খুশীর ; بَعْدَ-পরও ; مَا جَآءَكَ-(ما+جاء+ك)-আপনার কাছে আসার ; مِنَ الْعِلْمِ-সঠিক জ্ঞান ; مَا-(তাহলে) থাকবে না ; لَكَ-আপনার জন্য ; مِنَ اللّٰهِ-আল্লাহর মোকাবিলায় ; مِنْ وَّلِيٍّ-কোনো অভিভাবক ; وَّ-এবং ; لَا وَاقٍ-না কোনো রক্ষক।

আর এ স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী-ই তাদেরকে সঠিক সত্য দীনের পথে আসতে বাধাগ্রস্ত করে দেয়া হয়েছে।

৫৫. প্রত্যেক নবীর দাওয়াততো একই ছিল। তাদের অনুসারীদের মধ্যে কিছু লোক যদি একথাকে অস্বীকার করে এবং ইসলামকে মানতে না চায় তাহলে শেষ নবীর পক্ষ থেকে এটা বলা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে, এটাতো আমাকে আল্লাহ-ই শিক্ষা দিয়েছেন ; আর আমি এ শিক্ষা-ই অনুসরণ করে যাব।

৫ম রুকূ' (আয়াত ৩২-৩৭)-এর শিক্ষা

১. বাতিলের পক্ষ থেকে আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমানজনক আচার-আচরণ একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

২. মু'মিনদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যুলম-নির্যাতন সত্ত্বেও কাফির-মুশরিক ও আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও না করা দ্বারা শাস্তি থেকে তাদের বেঁচে যাওয়া মনে করার কোনো কারণ নেই।

৩. দীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টিকারী কাফির-মুশরিক ও অত্যাচারী শক্তিকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে এবং তারা তাদের অপকর্মের শাস্তি পাবেই।

৪. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের সকল কর্মতৎপরতা সম্পর্কে পুংখানুপুংখ ওয়াকিফহাল এবং সবকিছুই তিনি দেখেন। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে কিছুই ঘটা সম্ভব নয়।

৫. বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহর নিদর্শন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যারা একক আল্লাহর উপর ঈমান আনা থেকে ফিরে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ সৎপথ দেখান না। তাদের ভ্রান্ত পথই তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়।

৬. কাফির-মুশরিকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও অশান্তি রয়েছে, আর আখিরাতের কঠিন শাস্তিও তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

৭. যারা ঈমান, তাকওয়া ও নেকআমল সহকারে জীবনযাপন করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা চিরসুখময় জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনো খেলাফ হয় না।

৮. আল্লাহর কিতাবকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে। কিছু অংশ মেনে আর কিছু অংশ অমান্য করা মু'মিনের কাজ হতে পারে না। যেসব কারণে আল্লাহর কিতাবকে পরিপূর্ণভাবে মানার পথে বাধা সৃষ্টি হয়, সেগুলো দূর করার জন্য সংগ্রাম করা মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য ।

৯. আল্লাহর কিতাবের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করলেই আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কার পাওয়া যাবে। নচেৎ আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায় না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৬

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ ㊳

৩৮. আর আমি নিঃসন্দেহে পাঠিয়েছিলাম আপনার পূর্বে অনেক রাসূল এবং তাদেরকেও দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি[৫৬] ;

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ

আর কোনো রাসূলের পক্ষে সম্ভব ছিল না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন হাজির করা[৫৭]; প্রত্যেকটি নির্ধারিত কালের বিধান

㊳ وَ-আর ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا-নিসন্দেহে আমি পাঠিয়েছিলাম ; رُسُلًا-অনেক রাসূল ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার পূর্বে ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-দিয়েছিলাম ; لَهُمْ-তাদেরকেও ; أَزْوَاجًا-স্ত্রী ; وَ-ও ; ذُرِّيَّةً-সন্তান-সন্ততি ; وَ-আর ; مَا كَانَ-সম্ভব ছিল না ; لِرَسُولٍ-(ل+رسول)-কোনো রাসূলের পক্ষে ; أَنْ يَأْتِيَ-হাজির করা ; بِآيَةٍ-(ب+اية)-কোনো নিদর্শন ; إِلَّا-ছাড়া ; بِإِذْنِ-(ب+اذن)-অনুমতি ; اللَّهِ-আল্লাহর ; لِكُلِّ-প্রত্যেকটি ; أَجَلٍ-নির্ধারিত কালের বিধান ;

৫৬. এখানে কাফিরদের একটি কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তারা বলতো—'নবী রাসূলদেরতো স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থাকার কথা নয়। তারাতো সদা-সর্বদা আখিরাতের ফিকিরে থাকবে। তাদের কোনো জৈবিক চাহিদা থাকবে না। দুনিয়ার প্রতি থাকবেনা তাদের কোনো মোহ' কাফিরদের এসব কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত কথাগুলো বলেছেন।

৫৭. এখানেও কাফেরদের আর একটি কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের কথাটি ছিল—'অতীতের নবীরা সকলেই কোনো না কোনো মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন, যেমন মূসা (আ) লাঠি ও সাদা হাত নিয়ে এসেছেন ; ঈসা মসীহ (আ) অন্ধকে চক্ষুদান ও কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করার মু'জিযা নিয়ে এসেছেন ; সালেহ (আ) নিয়ে এসেছিলেন উটনী— আপনি কি নিয়ে এসেছেন ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ মু'জিযা হিসেবে যাকিছুই দেখান না কেন, তা নিজেদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার জোরে দেখাননি ; বরং আল্লাহ তাআলা-ই নিজ ইচ্ছায় তাঁদের মাধ্যমে সেসব মু'জিযার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখনও আল্লাহ চাইলে তাঁর কোনো কুদরতের প্রকাশ ঘটাবেন, কাজেই মু'জিযা দেখতে চাওয়ার তোমাদের দাবী যুক্তিসংগত নয়।

كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

লিপিবদ্ধ। ৩৯. আল্লাহ যা চান তা মিটিয়ে দেন এবং প্রতিষ্ঠিত রাখেন ; মূল কিতাবতো তাঁরই নিকট (সংরক্ষিত) রয়েছে[৫৮]।

﴿٤٠﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

৪০. আর আমি যদি তার কিছু অংশ আপনাকে দেখিয়ে দেই যার ওয়াদা আমি তাদেরকে দিয়েছি, অথবা আপনাকে ওফাত দান করি (তাতে কি ?)। আপনার উপরতো পৌছানোর দায়িত্ব

وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ

এবং হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার উপর[৫৯]। ৪১. তারা কি লক্ষ্য করছে না যে, আমি যমীনকে তার চারদিক থেকে সংকুচিত করে নিয়ে আসছি[৬০] ;

كِتَابٌ-লিপিবদ্ধ। ﴿٣٩﴾ يَمْحُوا-মিটিয়ে দেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَا-যা ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يُثْبِتُ-প্রতিষ্ঠিত রাখেন ; وَ-আর ; عِندَهُ-তাঁরই নিকট (সংরক্ষিত) রয়েছে ; أُمُّ-মূল ; الْكِتَابِ-(ال+كتب)-কিতাব। ﴿٤٠﴾ وَ-আর ; إِن مَّا-যদি ; نُرِيَنَّكَ-(نرين+ك)-আপনাকে দেখিয়ে দেই ; بَعْضَ-কিছু অংশ ; الَّذِي-যার ; نَعِدُهُمْ-(نعد+هم)-ওয়াদা আমি তাদেরকে দিয়েছি ; أَوْ-অথবা ; نَتَوَفَّيَنَّكَ-(نتوفين+ك)-আপনাকে ওফাত দান করি ; فَإِنَّمَا عَلَيْكَ-(ف+ان+ما+عليك)-আপনার উপরতো দায়িত্ব ; الْبَلَاغُ-(ال+بلغ)-পৌছানোর ; وَ-এবং ; عَلَيْنَا-আমার উপর ; الْحِسَابُ-(ال+حساب)-হিসাব নেয়ার দায়িত্ব। ﴿٤١﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا-তারা কি লক্ষ্য করছে না ; أَنَّا نَأْتِي-যে, আমি নিয়ে আসছি ; الْأَرْضَ-(ال+ارض)-যমীনকে ; نَنقُصُهَا-(ننقص+ها)-তাকে সংকুচিত করে ; مِنْ أَطْرَافِهَا-(من+اطراف+ها)-তার চারদিক থেকে ;

৫৮. কাফিরদের আর একটি কথা ছিল তাওরাত-ইঞ্জিলও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, সেগুলোতো এখনও বর্তমান আছে, তাহলে এখন নতুন কিতাবের কি প্রয়োজন ছিল ? তাদের একথার জবাবে বলা হয়েছে যে, হে নবী! আপনি বলুন যে, উল্লিখিত কিতাব-গুলোতে বিকৃতি ঢুকেছে, তাই সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। 'উম্মুল কিতাব' তথা 'মূল কিতাব' তো তাঁর নিকটই সংরক্ষিত রয়েছে।

৫৯. এখানে বাহ্যিকভাবে রাসূলকে সম্বোধন করা হলেও মূলত সেসব লোককে ধমক দেয়া হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে চ্যালেঞ্জ করে বলতো ; 'যে আযাব-গযবের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো তা নিয়েই এসো না কেন'। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, সত্য

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ

আর আদেশ করেন আল্লাহ, তাঁর আদেশ রদকারী কেউ নেই ; এবং তিনি অতিসত্বর হিসাব গ্রহণকারী। ৪২. আর তারাও কূট-কৌশল চালিয়েছিল, যারা ছিল

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ

ওদের পূর্বে[৬১]। কিন্তু সকল কৌশলতো আল্লাহর ইখতিয়ারে ; তিনিই জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি কি কামাই করে ; আর শীঘ্রই জানতে পারবে

الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ

কাফিররা, ভাল পরিণাম কাদের জন্য। ৪৩. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, 'আপনি রাসূল নন :

وَ-আর ; اَللّٰهُ-আল্লাহ ; يَحْكُمُ-আদেশ করেন ; لَا مُعَقِّبَ-রদকারী কেউ নেই ; لِحُكْمِهٖ-(ل+حكم+ه)-তাঁর আদেশ ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; سَرِيْعُ-অতিসত্বর গ্রহণকারী; الْحِسَابِ-(ال+حساب)-হিসাব। ﴿٤٢﴾ وَ-আর ; قَدْ مَكَرَ-কূটকৌশল চালিয়েছিল ; الَّذِيْنَ-তারাও যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-ছিল ওদের পূর্বে ; فَلِلّٰهِ-(ف+ل+الله)-কিন্তু আল্লাহর ইখতিয়ারে ; الْمَكْرُ-(ال+مكر)-কৌশলতো ; جَمِيْعًا-সকল ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-কি ; تَكْسِبُ-কামাই করে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; وَ-আর ; سَيَعْلَمُ-শীঘ্রই জানতে পারবে ; الْكُفّٰرُ-(ال+كفر)-কাফিররা ; لِمَنْ-(ل+من)-কাদের জন্য ; عُقْبَى-পরিণাম ; الدَّارِ-(ال+دار)-ভাল। ﴿٤٣﴾ وَ-আর ; يَقُوْلُ-বলে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لَسْتَ-আপনি নন ; مُرْسَلًا-রাসূল ;

দীন অস্বীকারকারী এসব কাফিরদের পরিণতি কি হবে এবং কখন হবে তা নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না; তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দিন ; আপনি শুধু নিষ্ঠা সহকারে দাওয়াত দিয়ে যান—দাওয়াত পৌঁছানোই আপনার দায়িত্ব।

৬০. অর্থাৎ ইসলামের বিস্তৃতি যতই ঘটেছে, ততই কাফিরদের জন্য তাদের বসবাসের এলাকা কমে আসছে। ইসলামের দাওয়াত যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকেই সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই আল্লাহ তা'আলা নিজেই দীনের প্রসারতা দানের মাধ্যমে কাফিরদের জন্য যমীনকে সংকুচিত করে নিয়ে আসছেন বলে এখানে উল্লেখ করেছেন।

৬১. সত্য দীনের দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে অতীতের সকল যুগেই ঘটেছিল—এটা নতুন কথা নয়। আর বর্তমানেও বিরুদ্ধবাদীরা একই কূটকৌশল অবলম্বন করছে এবং ভবিষ্যতেও তারা এমন অপকৌশলের আশ্রয় নেবে—এটাই স্বাভাবিক ; এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۝

আপনি বলুন, তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষী হিসেবে—আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে—তারাই যথেষ্ট[৬২]।

قُلْ-আপনি বলুন ; كَفٰى-যথেষ্ট ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহ-ই ; شَهِيْدًا - সাক্ষী হিসেবে ; بَيْنِىْ-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-এবং ; مَنْ-যাদের ; عِنْدَهٗ-(عند+ه)-নিকট রয়েছে ; عِلْمُ-জ্ঞান ; الْكِتٰبِ-(ال+كتب)-কিতাবের।

৬২. অর্থাৎ যারা ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী তারা সকলেই এ সাক্ষ্য দেবে যে, আমি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছি, অতীতের নবী-রাসূলগণ সেই একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন।

৬ষ্ঠ রুকূ' (আয়াত ৩৮-৪৩)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলগণ সকলেই মানুষ ছিলেন। তাদের সকলের মধ্যেই সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান ছিল—এটাই যুক্তিসম্মত কথা।

২. মু'জিযা দেখানো নবীদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন ছিল না ; বরং তা আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং কোনো মানুষের দাবীতেই অলৌকিক কিছু সংঘটিত হতে পারে না।

৩. অতীতের আসমানী কিতাবগুলোকে সেসব জাতির লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদা মোতাবেক পরিবর্তন করে ফেলেছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কিতাব আল কুরআন মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন। এ কিতাবকে পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই।

৪. আল্লাহর দীনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর আযাব কখন হবে ও কেমন হবে সে বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের দায়িত্ব হলো—নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মানুষকে দীনের দিকে ডাকা। অমান্যকারীদের চূড়ান্ত পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিতে হবে।

৫. দীনের দাওয়াতের মাধ্যমেই অমান্যকারীদের আওতা ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসবে। এটাই আল্লাহর বিধান।

৬. দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল অতীতের বিরুদ্ধবাদীরাও চালিয়েছিল ; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানকালের বিরুদ্ধবাদীরাও নিঃশেষ হবে এবং আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালন করি, ভবিষ্যতেও এ বিধানের নড়চড় হবে না।

৭. শুভ পরিণাম যে মু'মিনদের জন্য তা অমান্যকারীরা মৃত্যুর পরপরই জানতে পারবে। আল্লাহ ও ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এর সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

সূরা আর রা'আদ শেষ

সূরা ইবরাহীম-মাক্কী
আয়াত ঃ ৫২
রুকূ' ঃ ৭

নামকরণ

অন্যান্য অনেক সূরার মতো উক্ত সূরার ষষ্ঠ রুকূ'তে উল্লিখিত 'ইবরাহীম' (আ)-এর নামকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটিও মাক্কী জীবনের শেষভাগে যখন মুসলমানদের উপর কাফিরদের যুলুম-নির্যাতন চরমে উঠেছিল, তখনই এ সূরা নাযিল হয়েছে। ইতিপূর্বেকার সূরা আর রা'দ-এর নাযিলের সময়কালও এটাই। সূরার বর্ণনা ও বাচনভঙ্গি দ্বারাই এটা সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয়।

আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতকে অমান্য করার সাথে সাথে রাসূলের দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যারা নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম কূটকৌশল এবং ষড়যন্ত্র করছিল, তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরাগুলোতে যেমন শাসনের চেয়ে বুঝানোর সুর মুখ্য ছিল, এ সূরায় তেমনি বুঝানোর চেয়ে তিরস্কার, শাসানো ও সতর্কীকরণের সুর মুখ্য। কারণ বুঝানো সত্ত্বেও কুরাইশ কাফিরদের জিদ, হঠকারিতা, আক্রোশ ও যুলুম নির্যাতন বেড়েই চলছিল।

❐

① الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ

১. আলিফ, লাম, রা ; এটা এমন একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন অন্ধকার থেকে

اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ ② اللّٰهِ الَّذِيْ

আলোর দিকে ; তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে স্বতঃ প্রশংসিত[১] পরাক্রমশালীর (নির্দেশিত) পথে[২]। ২. আল্লাহ (তিনিই) যার

①الٓرٰ-আলিফ-লাম-রা ; كِتٰبٌ-এটি এমন একটি কিতাব ; اَنْزَلْنٰهُ-(انزلنا+ه)-যা আমি নাযিল করেছি ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; لِتُخْرِجَ-যাতে আপনি বের করে নিয়ে আসতে পারেন ; النَّاسَ-(ال+ناس)-মানুষকে ; مِنَ-থেকে ; الظُّلُمٰتِ-(ال+ظلمت)-অন্ধকার ; اِلَى-দিকে ; النُّوْرِ-(ال+نور)-আলোর ; بِاِذْنِ-(ب+اذن)-নির্দেশে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; اِلٰى صِرَاطِ-(الى+طراط)-নির্দেশিত পথে ; الْعَزِيْزِ-(ال+عزيز)-পরাক্রমশালী ; الْحَمِيْدِ-(ال+حميد)-স্বতঃপ্রশংসিত।②اللّٰهِ-আল্লাহ (তিনিই) ; الَّذِيْ-যাঁর ;

১. 'হামীদ' শব্দের অর্থ স্বতই প্রশংসার অধিকারী। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা না করুক। আর এর সমার্থক শব্দ 'মাহমূদ অর্থাৎ—যার প্রশংসা করা হয়েছে বা হবে। এর মধ্যে 'নিজ সত্তায় প্রশংসিত' এ অর্থ বুঝায় না।

২. অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা, গুমরাহীর জমাট অন্ধকার পথ থেকে হিদায়াতের আলোতে নিয়ে আসা কারো পক্ষে সম্ভব নয় যদি আল্লাহর অনুমতি না হয়। কোনো নবী বা রাসূলের পক্ষেও এটা সম্ভবপর নয়। এটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ হিদায়াত লাভের তাওফীক তাদেরকেই দেন যারা হিদায়াত লাভে আগ্রহী এবং সেজন্য চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত। অপরদিকে যারা দীনের প্রতি অন্ধ-বিদ্বেষ পোষণ করে, নিজ লালসা-বাসনার অনুসারী, চোখ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে ও চিন্তা-ভাবনা করে পথ চলে না ; কান থাকা সত্ত্বেও দীনের কথা শুনতে আগ্রহী হয় না অথবা শুনলেও তা বিচার বিশ্লেষণ করে না এবং গ্রহণ করে না, তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান না।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ

যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে তা তাঁরই ; আর কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ—

مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

কঠোর শাস্তির ৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে

عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ أُولٰئِكَ

আখিরাতের উপর[৩] এবং বিরত রাখে (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে আর তার বাঁকা হয়ে যাওয়া কামনা করে[৪] ; তারাই

فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ

গভীর গুমরাহীতে নিমজ্জিত। ৪. আর আমি কোনো রাসূল তাঁর নিজ জাতীয় ভাষাভাষী ছাড়া পাঠাইনি,

لَهٗ-তাঁরই ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ-আর ; وَيْلٌ-দুর্ভোগ ; لِّلْكٰفِرِيْنَ-(ل+ال+كفرين)-কাফিরদের জন্য ; مِنْ عَذَابٍ-শাস্তির ; شَدِيْدٍ-কঠোর। ③الَّذِيْنَ-যারা ; يَسْتَحِبُّوْنَ-ভালবাসে ; الْحَيٰوةَ-(ال+حيوة)-জীবনকে ; الدُّنْيَا-(دنيا+ال)-দুনিয়ার ; عَلَى-উপর ; الْاٰخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতের ; وَ-এবং ; يَصُدُّوْنَ-বিরত রাখে (মানুষকে) ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِ-পথ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; يَبْغُوْنَهَا-(يبغون+ها)-কামনা করে তার (পথের) ; عِوَجًا-বাঁকা হয়ে যাওয়া ; أُولٰئِكَ-তারাই ; فِيْ ضَلٰلٍ-গুমরাহীতে নিমজ্জিত ; بَعِيْدٍ-গভীর। ④وَ-আর ; مَا أَرْسَلْنَا-আমি পাঠাইনি ; مِنْ رَّسُوْلٍ-কোনো রাসূল ; إِلَّا-ছাড়া ; بِلِسَانِ-(ب+لسان)-ভাষাভাষী ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তাঁর নিজ জাতির ;

৩. অর্থাৎ যাদের চিন্তা-চেতনা শুধুমাত্র এ দুনিয়াকে ঘিরে, পরকালের ব্যাপারে তারা কোনো চিন্তাই করে না। যারা দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশের বিনিময় আখিরাতের সফলতা ও সুখ-শান্তিকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা করে দুনিয়াকে-ই গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা দুনিয়ার সাথে আখিরাতের স্বার্থের সংঘর্ষ হলে আখিরাতের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দুনিয়ার স্বার্থকেই গ্রহণ করে নেয়, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের কঠিন শাস্তি।

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ ۖ وَهُوَ

যাতে তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন[৫] ; আর যাকে চান আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে চান সৎপথ দেখান[৬]; এবং তিনি

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ

পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়[৭]। ৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ (এই বলে) যে, বের করে আনো তোমার সম্প্রদায়কে

لِيُبَيِّنَ-যাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; فَيُضِلُّ-(ف+يضل)-আর বিভ্রান্ত করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَنْ-যাকে ; يَّشَاۤءُ-চান ; وَ-এবং ; يَهْدِىْ-সৎপথ দেখান ; مَنْ-যাকে ; يَّشَاۤءُ-চান ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيْزُ-(ال+عزيز)-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-(ال+حكيم)-প্রজ্ঞাময়।⑤ وَ-আর ; لَقَدْ اَرْسَلْنَا-আমিতো পাঠিয়েছিলাম ; مُوْسٰى-মূসাকে ; بِاٰيٰتِنَاۤ-(ب+ايٰتنا)-আমার নিদর্শনাবলীসহ ; اَنْ-(এই বলে) যে, اَخْرِجْ-বের করে আনো ; قَوْمَكَ-(قوم+ك)-তোমার সম্প্রদায়কে ;

৪. অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহর দীন তাদের খেয়াল-খুশীর অধীন হোক। তাদের খেয়াল-খুশীকে আল্লাহর দীনের অনুগত করতে তারা আগ্রহী নয়। তারা চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এমন কোনো আকীদা-বিশ্বাসকে-ই মেনে নিতে রাজী নয়—যা তাদের মগজে আসে না ; বরং শয়তান তাদেরকে যে দিকে চালাতে চায় তারা সে দিকেই চলতে চায় এবং আল্লাহর দীনকেও তাদের মনের চাহিদার অনুরূপ পেলে তারা তা মানতে রাজী, অন্যথায় নয়।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখনই কোনো জাতির নিকট নবী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন, সে জাতির লোকদের মধ্য থেকে তাদের নিজস্ব ভাষাভাষী লোককেই সেজন্য নির্বাচিত করেছেন, যেন তিনি তাদের ভাষায়-ই আল্লাহর দীনকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, যাতে তারা একথা বলে কোনো ওযর পেশ করার সুযোগ না পায় যে, আমরা তো তাঁর ভাষা-ই বুঝি না—ঈমান আনবো কেমন করে।

এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে জাতির মধ্যে নবী পাঠিয়েছেন কিতাবও পাঠিয়েছেন সে জাতির ভাষায় যাতে তারা তা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়।

৬. অর্থাৎ এ কিতাবকে বুঝার পর যেসব লোক হিদায়াত পেয়ে যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই ; কারণ হিদায়াত ও গুমরাহীর চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান তাঁর কিতাবের মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন ; আবার যাকে চান এ কিতাবকে-ই তার গুমরাহীর কারণ বানিয়ে দেন।

مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

অন্ধকার থেকে আলোতে ; এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলো[৮] তথা ইতিহাস স্মরণ করিয়ে উপদেশ দাও, নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে[৯]

لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا

প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য[১০] । ৬. আর মূসা যখন তাঁর জাতিকে বললেন—তোমরা স্মরণ করো

نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ

তোমাদের উপর (বর্ষিত) আল্লাহর নিয়ামতসমূহ যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরাউনের লোকদের থেকে মুক্ত করেছিলেন—সে তোমাদেরকে বাধ্য করছিল

مِنَ-থেকে ; الظُّلُمٰتِ-(ال+ظلمت)-অন্ধকার ; اِلَى النُّوْرِ-(الى+ال+نور)-আলোতে ; وَ-এবং ; ذَكِّرْهُمْ-(ذكر+هم)-তাদেরকে উপদেশ দাও ; بِاَيّٰىمِ-(ب+ايم)-দিনগুলো তথা ইতিহাস স্মরণ করিয়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিদর্শন; لِّكُلِّ-প্রত্যেকের জন্য; صَبَّارٍ-ধৈর্যশীল; شَكُوْرٍ-কৃতজ্ঞ ⑥ وَ-আর; اِذْ-যখন; قَالَ-বললেন ; لِقَوْمِهِ-(ل+قوم+ه)-তাঁর জাতিকে ; اذْكُرُوْا-তোমরা স্মরণ করো ; نِعْمَةَ-নিয়ামত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর (বর্ষিত) ; اِذْ-যখন; اَنْجٰىكُمْ-(انجى+كم)-তিনি মুক্ত করেছিলেন তোমাদেরকে ; مِّنْ-থেকে ; اٰلِ-লোকদের ; فِرْعَوْنَ-ফিরাউনের ; يَسُوْمُوْنَكُمْ-(يسومون+كم)-সে তোমাদেরকে বাধ্য করেছিল ;

৭. অর্থাৎ কাউকে হিদায়াত দান করা বা গুমরাহ করা আল্লাহর সুবিবেচনা, প্রজ্ঞা ও ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে হয়। যাকে তিনি হিদায়াত দান করেন তা যেমন আল্লাহর উচ্চতম পরাক্রম ও হিকমত তথা প্রজ্ঞার ভিত্তিতে করেন, তেমনি যাকে তিনি গুমরাহ করেন তা-ও তাঁর ন্যায়-ইনসাফ ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই করেন। যে হিদায়াত লাভ করে সে যুক্তিসংগত কারণেই তা লাভ করে আর যে গুমরাহ হয় সে নিজেই গুমরাহ হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে বলেই সে গুমরাহ হয়।

৮. 'আইয়্যামুল্লাহ'–আল্লাহর দিনগুলো দ্বারা সেসব অতীত ইতিহাসকে বুঝানো হয়েছে। যার মাধ্যমে অতীতের বড় বড় ব্যক্তিত্ব ও প্রসিদ্ধ জাতিসমূহের কাজের পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়। ইতিহাসের সেসব ঘটনা উল্লেখ করে লোকদেরকে উপদেশ দান করার কথা এখানে বলা হয়েছে।

سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ

কঠিন শাস্তি ভোগ করতে এবং সে হত্যা করছিল তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে ও জীবিত রাখছিল তোমাদের মেয়েদেরকে ;

وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

আর এতেই নিহিত ছিল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা।

سُوْٓءَ-কঠিন ; الْعَذَابِ-(ال+عذاب)-শাস্তি ভোগ করতে ; وَ-এবং ; يُذَبِّحُوْنَ-সে হত্যা করছিল ; اَبْنَآءَكُمْ-(ابناء+كم)-তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে ; وَ-ও ; يَسْتَحْيُوْنَ-জীবিত রাখছিল ; نِسَآءَكُمْ-(نساء+كم)-তোমাদের মেয়েদেরকে ; وَ-আর ; فِيْ ذٰلِكُمْ-এতেই তোমাদের জন্য নিহিত ছিল ; بَلَآءٌ-এক পরীক্ষা ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; عَظِيْمٌ-কঠিন।

৯. অর্থাৎ অতীতের সেসব ইতিহাসের মধ্যে এমন সব নিদর্শন তথা প্রমাণ রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ও তা মেনে চলার ফলাফল এবং শিরক ও কুফরের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর। তার মাধ্যমে তাওহীদ ও আখিরাতের অনিবার্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় এবং হিদায়াত লাভ করার জন্য যথার্থ উপাদান পাওয়া যায় যাতে করে উপদেশ গ্রহণ সহজ হয়।

১০. অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে তারাই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে যারা আল্লাহর নিয়ামতের হক বুঝতে পেরে তার সঠিক ব্যবহার করে এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অহংকার না করে তাঁর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করে।

১ম রুকূ' (আয়াত ১-৬)-এর শিক্ষা

১. শিরক-কুফর-এর পথ হলো অনিশ্চিত অন্ধকারের পথ। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে সেই অন্ধকার পথ থেকে ঈমান ও আমলের আলোকময় পথে পরিচালিত করার জন্য। সুতরাং মানুষের কর্তব্য নবী-রাসূলদের দেখানো হিদায়াতের আলোকময় পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

২. হিদায়াত লাভ করতে আগ্রহী এবং সে অনুযায়ী চেষ্টাকারী ব্যক্তি-ই হিদায়াত লাভ করতে সক্ষম হতে পারে। আর সেজন্য আল্লাহর নিকট সাহায্যও চাইতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সকল হিকমত ও মহাপরাক্রমের অধিকারী, তাই তাঁর পথ-ই মানুষের জন্য কল্যাণকর একমাত্র পথ।

৪. আসমান-যমীন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার নিরংকুশ মালিকানা যেহেতু আল্লাহর ; সুতরাং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের পরিণাম মারাত্মক হতে বাধ্য ; কারণ আল্লাহর মালিকানার বাইরে গিয়ে পালানোর কোনো স্থান-ই নেই।

৫. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের মুকাবিলায় প্রাধান্য দেয়া, মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়া এবং আল্লাহর দীনের বিধানকে নিজের মর্জিমত হওয়ার অন্যায় আশা অন্তরে পোষণ করা-ই চরম গুমরাহীর মূল কারণ।

৬. আল্লাহ তা'আলা পূর্বেকার সকল জাতির জন্য তাদের মধ্য থেকে তাদের ভাষাভাষী নবী পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁরা আল্লাহর কিতাবকে তাঁদের জাতির লোকদেরকে বুঝিয়ে সহজে হিদায়াতের আলোকে নিয়ে আসতে পারেন।

৭. মুহাম্মাদ (স)-কেও তাঁর নিজস্ব ভাষায় কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তবে তিনি ছিলেন শেষ নবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আগমন দুনিয়াতে ঘটবে তাদের সকলের নবী, তাই বহু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আরবী ভাষায়ই কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

৮. আরবী ভাষাকে বেছে নেয়ার কারণ হলো, এ ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী।

(ক) এ ভাষা উর্ধ্বজগতের ভাষা (খ) ফেরেশতাদের ভাষা আরবী (গ) লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত কুরআনের ভাষা আরবী (ঘ) জান্নাতের ভাষা আরবী। সুতরাং মু'মিনে নিকট সকল ভাষার মধ্যে আরবীর গুরুত্ব সর্বাধিক হওয়া উচিত।

৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরাক্রম ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই কাউকে হিদায়াত দান করেন, আবার কাউকে পথভ্রষ্ট করেন এবং তিনি যা করেন তা-ই ন্যায়সংগত।

১০. অতীতের জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া মানুষের জন্য একান্ত কর্তব্য। কারণ তাতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাহর উপদেশ গ্রহণের অনেক উপাদান নিহিত রয়েছে।

১১. প্রত্যেকের উচিত তার উপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে জীবনযাপন করা।

১২. সুদিন ও দুর্দিন সকল অবস্থায়-ই আল্লাহর নিকট-ই আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৬

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ⑦

৭. আর (স্মরণ করো) যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তোমরা যদি শোকর কর[১১] তবে অবশ্যই আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো ; আর যদি তোমার না-শোকরী কর

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑧ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ

তবে নিশ্চিত আমার আযাব অত্যন্ত কঠোর[১২]। ৮. আর মূসা তাদেরকে বললেন, যদি কুফরী কর তোমরা

وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑨ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

এবং যারা যমীনে আছে তারা সকলেই (কুফরী করে) তবে অবশ্যই আল্লাহ অমুখাপেক্ষী-নিজ সত্তায় প্রশংসিত[১৩]। ৯. তোমাদের[১৪] কাছে কি পৌঁছেনি

⑦وَ-আর ; اِذْ-(স্মরণ করো) যখন ; تَاَذَّنَ-ঘোষণা দিয়েছিলেন ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)- তোমাদের প্রতিপালক ; لَئِنْ-যদি ; شَكَرْتُمْ-তোমরা শোকর কর ; لَاَزِيْدَنَّكُمْ-তবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দেবো ; وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; كَفَرْتُمْ- তোমরা নাশোকরী কর ; اِنَّ-তবে নিশ্চিত ; عَذَابِىْ-(عذاب+ى)-আমার আযাব ; لَشَدِيْدٌ-অত্যন্ত কঠোর। ⑧وَ-আর ; قَالَ-বললেন ; مُوْسٰى-মূসা ; اِنْ-যদি ; تَكْفُرُوْا- কুফরী কর ; اَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা আছে ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)- যমীনে ; جَمِيْعًا-তারা সকলেই (কুফরী করে) ; فَاِنَّ-তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَغَنِىٌّ-অমুখাপেক্ষী ; حَمِيْدٌ-নিজ সত্তায় প্রশংসিত ⑨اَلَمْ يَاْتِكُمْ-(أ+لم يات+كم)- তোমাদের কাছে কি পৌঁছেনি ;

১১. 'শোকর' করার অর্থ আল্লাহর নিয়ামতের হক বা মর্যাদা বুঝতে পেরে তার যথাযথ ব্যবহার করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে অহংকার, বিদ্রোহ, হঠকারিতা না করা ; বরং তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করে নিয়ে অনুগত হয়ে চলা।

১২. নিয়ামতের 'নাশোকরী' করার অর্থ—আল্লাহর নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা। শরীয়তের বিধি-বিধান তথা ফরয-ওয়াজিব পালনে অবহেলা দেখানোও নাশোকরীর মধ্যে শামিল। আর নাশোকরী বা অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তি

نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ

তাদের খবর যারা তোমাদের আগে ছিল ? নূহের জাতির এবং আদ ও সামূদ জাতির ; আর যারা ছিল

مِنْ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

তাদের পরে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ; তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন

فَرَدُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فِيْۤ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ

তারা তখন নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরলো[১৫] এবং বললো—তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছো নিশ্চয়ই আমরা তা অস্বীকার করি

نَبَؤُا-খবর ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; مِنْ قَبْلِكُمْ-(من+قبل+كم)-ছিল তোমাদের আগে; قَوْمِ-জাতির ; نُوْحٍ-নূহের ; وَّ-এবং ; عَادٍ-আদ ; وَّ-ও ; ثَمُوْدَ-সামূদ জাতির ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; مِنْ بَعْدِهِمْ-তাদের পরে ; لَا يَعْلَمُهُمْ-(لايعلم+هم)-তাদের সম্পর্কে কেউ জানে না ; اِلَّا-ছাড়া ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; جَآءَتْهُمْ-তাদের নিকট এসেছিলেন; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের রাসূলগণ ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে ; فَرَدُّوْۤا-(ف+ردوا)-তারা তখন চেপে ধরল ; اَيْدِيَهُمْ-তাদের হাত ; فِيْۤ-মধ্যে ; اَفْوَاهِهِمْ-তাদের মুখগুলোর ; وَ-এবং ; قَالُوْۤا-বললো ; اِنَّا-নিশ্চয়ই আমরা ; كَفَرْنَا-অস্বীকার করি ; بِمَاۤ-যা নিয়ে ; اُرْسِلْتُمْ-তোমরা প্রেরিত হয়েছো ; بِهٖ-তা ;

স্বরূপ দুনিয়াতে প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়েও নেয়া হতে পারে, অথবা এমন বিপদ-মসীবত আসতে পারে যেন নিয়ামত ভোগ করা সম্ভব না হয় এবং আখিরাতেও কঠোর শাস্তি দেয়া হতে পারে।

১৩. অর্থাৎ তোমরা যদি নাশোকরী করো এবং দুনিয়াতে বসবাসকারী সকল মানুষও যদি আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী করে, এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। তিনি কারো তা'রীফ—প্রশংসা কৃতজ্ঞতা-অকৃজ্ঞতার বহু উর্ধে। তিনিতো নিজ সত্তায়-ই প্রশংসিত। তোমরা মানুষেরা তাঁর প্রশংসা না করলেও অগণিত অসংখ্য ফেরেশতা, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় সদা সর্বদা মুখর।

শোকর বা কৃতজ্ঞতার উপকার সবই তোমাদের জন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার তাকীদ করা তাঁর নিজের জন্য নয় ; বরং এটাও তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি—দয়া-অনুগ্রহ।

وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ⑩ قَالَتْ رُسُلُهُمْ

এবং তোমরা আমাদেরকে যে দিকে ডাকছো, আমরা তাতে নিশ্চিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে–সন্দিহান[১৬]। ১০. তাদের রাসূলগণ বললেন—

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم

সন্দেহ কি আল্লাহ সম্পর্কে ? আসমান ও যমীনের স্রষ্টা[১৭]; তিনি তো তোমাদেরকে ডাকছেন যাতে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন

وَ-এবং ; اِنَّا-আমরা নিশ্চিত ; لَفِىْ شَكٍّ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ; مِمَّا تَدْعُوْنَنَا-(من+ما+تدعوننا) -যেদিকে তোমরা আমাদেরকে ডাকছো ; اِلَيْهِ-তাতে ; مُرِيْبٍ-সন্দিহান।⑩ قَالَتْ- বললেন ; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের রাসূলগণ ; اَفِى اللّٰهِ-(أ+فى+الله)-আল্লাহ সম্পর্কে কি ; شَكٌّ-সন্দেহ ; فَاطِرِ-স্রষ্টা ; السَّمٰوٰتِ-(ال+سموت)-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনের ; يَدْعُوْكُمْ-(يدعو+كم)-তিনিতো তোমাদেরকে ডাকছেন ; لِيَغْفِرَ-যাতে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ;

১৪. এর আগের আয়াত পর্যন্ত সম্বোধন করা হয়েছিল মূসা (আ)-এর জাতি তথা বনী ইসরাঈল। এখান থেকে মক্কার কাফিরদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে।

১৫. মুখে হাত চেপে ধরার অর্থ রাগ মিশ্রিত অস্বীকৃতি ও অবাক হওয়ার ভাব দেখানো, যেন তারা এমন অদ্ভুত কথা শুনছে যা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

১৬. অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে যে দিকে ডাকছো তা আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছে। আমরা এটাকে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে অস্বীকার করতে পারছি না, আবার এটাকে গ্রহণ করে নেয়াও আমাদের কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত সত্যের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য এটাই। সত্য দীনের দাওয়াত এর বিরুদ্ধবাদীদের মনেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। নবী রাসূলদের নিষ্কলুষ চরিত্র তাঁদের দাওয়াতের মর্মস্পর্শী ভাষা, দাওয়াত গ্রহণকারীদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বিরুদ্ধবাদীরাও আন্তরিকভাবে এটাকে স্বীকার করতে বাধ্য, যদিও বাহ্যিকভাবে তারা এ দাওয়াতের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। বিরুদ্ধবাদীরা যদিও সত্যের দাওয়াত দানকারীদেরকে যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ট করে তুলুক না কেন, তারা নিজেরাও শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে না। তাদের বিবেক সত্যকে সমর্থন করে ; কিন্তু তাদের মিথ্যা অহমিকা ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এটাকে গ্রহণ করে নিতে বাধার সৃষ্টি করে।

১৭. অর্থাৎ আসমান-যমীনের স্রষ্টা যে আল্লাহ তা-তো তোমরা স্বীকার করো, তাহলে তোমাদের সন্দেহ কোন্ বিষয়ে ? আমি তো তোমাদেরকে সেই আল্লাহর ইবাদাত করার

مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ

তোমাদের অপরাধসমূহ এবং তোমাদেরকে অবকাশ দিতে পারেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত[১৮] ; তারা বললো—তোমরাতো কিছু নও মানুষ ছাড়া—

مِّثْلُنَا ۖ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا

আমাদের মতো[১৯] তোমরা চাচ্ছো আমাদেরকে বিরত রাখতে তা থেকে যার বন্দেগী আমাদের বাপ-দাদারা করে আসছে, তাহলে নিয়ে এসোনা আমাদের নিকট

بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ⑪ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ[২০]। ১১.তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, 'আমরাতো তোমাদের মত মানুষ ছাড়া কিছু নই ;

مِّنْ ذُنُوبِكُمْ-(من+ذنوب+كم)-তোমাদের অপরাধসমূহ ; وَ-এবং ; يُؤَخِّرَكُمْ-(يؤخر+كم)-তোমাদেরকে অবকাশ দিতে পারেন ; إِلَىٰ-পর্যন্ত ; أَجَلٍ-একটি সময় ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ; قَالُوا-তারা বললো; إِنْ أَنْتُمْ-তোমরাতো কিছু নও ; إِلَّا-ছাড়া ; بَشَرٌ-মানুষ; مِّثْلُنَا-(مثل+نا)-আমাদের মতো ; تُرِيدُونَ-তোমরা চাচ্ছো ; أَنْ تَصُدُّونَا-(ان+تصدوا+نا)-আমাদেরকে বিরত রাখতে ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যার ; كَانَ يَعْبُدُ-বন্দেগী করে আসছে ; آبَاؤُنَا-(اباؤ+نا)-আমাদের বাপ-দাদারা ; فَأْتُونَا-(ف+اتوا+نا)-তাহলে নিয়ে এসো না আমাদের নিকট ; بِسُلْطَانٍ-কোনো প্রমাণ ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট। ⑪ قَالَتْ-বললেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের রাসূলগণ ; إِنْ نَّحْنُ-আমরাতো কিছু নই ; إِلَّا-ছাড়া ; بَشَرٌ-মানুষ ; مِّثْلُكُمْ-(مثل+كم)-তোমাদের মতো;

কথাই বলছি। প্রকৃতপক্ষে ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র অধিকারীতো তিনিই, যাকে তোমরা আসমান যমীনের স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করে থাক। তাহলে তোমরা কি সেই আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছো।

১৮. 'নির্দিষ্ট সময়' পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার কথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যদি তোমাদের মধ্যকার খারাপ গুণসমূহ ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে ভাল গুণের বিকাশ সাধন করো, তাহলে তোমাদের কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেয়া হতে পারে, এমনকি তার দৈর্ঘ্য কিয়ামত পর্যন্তও হতে পারে। আর যদি সেসব ত্যাগ না করো তাহলে তোমাদের কাজের মেয়াদ কমিয়ে দেয়া হতে পারে। আসলে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি নিজেদের মধ্যকার গুণাবলীর পরিবর্তন না করে।

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ

কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যার উপর চান ইহসান করেন[২১], আর আমাদের এ ইখতিয়ারও নেই যে,

نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদেরকে কোনো সনদ এনে দেখাবো ; আর ঈমানদার লোকদেরতো আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা উচিত।

⑫ وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۖ وَلَنَصْبِرَنَّ

আর আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখবো না ! অথচ তিনিই আমাদেরকে আমাদের পথ দেখিয়েছেন ; এবং অবশ্যই আমরা সবর করবো

وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَمُنُّ-ইহসান করেন ; عَلٰى-উপর ; مَنْ-যার ; يَّشَآءُ-চান ; مِنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِهٖ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; وَ-আর ; مَا كَانَ-এ এখতিয়ারও নেই ; لَنَآ-আমাদের ; اَنْ-যে ; نَّاْتِيَكُمْ-(ناتى+كم)-তোমাদেরকে এনে দেখাব ; بِسُلْطٰنٍ-কোনো সনদ ; اِلَّا-ছাড়া ; بِاِذْنِ-অনুমতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর; عَلٰى-উপরই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَلْيَتَوَكَّلِ-(ف+ليتوكل)-ভরসা করা উচিত ; الْمُؤْمِنُوْنَ-(ال+مؤمنون)-ঈমানদার লোকদেরতো। ⑫ وَ-আর ; مَا-কি হয়েছে ; لَنَآ-আমাদের ; اَلَّا نَتَوَكَّلَ-(ان+لا نتوكل)-যে, আমরা ভরসা রাখবো না ; عَلٰى-উপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-অথচ ; قَدْ هَدٰىنَا-তিনিই আমাদেরকে দেখিয়েছেন ; سُبُلَنَا-আমাদের পথ ; وَ-এবং ; لَنَصْبِرَنَّ-অবশ্যই আমরা সবর করবো ;

১৯. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একজন মানুষের মধ্যকার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত কোনো বিষয় দেখা যাচ্ছে না। তাহলে এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, তোমাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেন এবং ফেরেশতারাও তোমাদের নিকট আসে। তোমরাতো আমাদের মতই খাওয়া-দাওয়া করো ; রোগ-শোক, সর্দী-গর্মী সবকিছুই আমাদের মতই বুঝতে পার ; আমাদের মত স্ত্রী-পুত্র-পরিজনও আছে তাহলে তোমাদেরকে মানতে হবে কেন ?

২০. অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট কোনো সনদ বা প্রমাণ নিয়ে এসো, যা আমরা চোখে দেখে এবং হাত দিয়ে ছুয়ে দেখে বুঝতে পারবো যে, তোমরা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ ; আর যা তোমরা পেশ করছো তা-ও আল্লাহর পয়গাম।

عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

তাতে যে কষ্ট তোমরা আমাদেরকে দিচ্ছ ; আর ভরসাকারীদেরতো আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা কর্তব্য।

عَلٰى-তাতে ; مَآ-যে ; اٰذَيْتُمُوْنَا-(اذيتموا+نا)-কষ্ট আমাদেরকে তোমরা দিচ্ছ ; وَ-আর ; عَلٰى-উপরই ; اللّٰه-আল্লাহর ; فَلْيَتَوَكَّلِ-(ف+ليتوكل)-ভরসা রাখা কর্তব্য; الْمُتَوَكِّلُوْنَ-(ال+متوكلون)-ভরসাকারীদের।

২১. অর্থাৎ আমরা যে তোমাদের মতই মানুষ এতে কোনোই সন্দেহ নেই ; তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়ে আমাদেরকে নির্ভুল ইল্‌ম ও পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন। এতে অবশ্য আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই, এটা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ার। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকেই তা অনায়াসে দান করেন।

২য় রুকূ' (আয়াত ৭-১২)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলার অগণিত-অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে আমরা ডুবে আছি। আর সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করতে হবে।

২. আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে তাঁর মর্জির খেলাফ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিনয়াবনত থাকতে হবে, আর বিনয় প্রকাশের সর্বোচ্চ রূপ হলো নামায আদায় করা।

৪. আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করতে হবে।

৫. আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতের মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে।

৬. আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের ভিত্তিতে তাঁর হামদ ও সানা করতে হবে। উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায়ের মূল ভিত্তি।

৭. শোকর-এর বিপরীত হলো কুফর। আর কুফর-এর পরিণাম হলো কঠোর আযাব। সুতরাং কঠোর আযাব থেকে বাঁচার জন্যই শোকর আদায়কারী হিসেবে জীবন যাপন করতে হবে।

৮. দুনিয়ার সকল মানুষের আল্লাহর বিধান মেনে চলায় আল্লাহর কোনো লাভ নেই ; আর সকল মানুষের কুফরী করায়ও আল্লাহর কোনোরূপ ক্ষতির বিন্দুমাত্র আশংকা নেই। সুতরাং আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে নিজেদের কল্যাণে।

৯. আসমান-যমীনের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। মানবীয় বিবেক এর সাক্ষী। আল্লাহর বিধান অমান্যকারীরা মানবীয় বিবেক-এর বিরুদ্ধে কাজ করে। তাই তাদের অন্তরে প্রকৃত শান্তি থাকতে পারে না। প্রকৃত শান্তি একমাত্র আল্লাহর বিধান মানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

১০. আল্লাহর বিধান মেনে চললেই তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তি ও কর্ম-মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

১১. সকল অবস্থাতে আল্লাহর উপর ভরসা রাখাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

﴿١٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا

১৩. আর যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের রাসূলগণকে বললো—আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বের করে দেবো

أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ

অথবা তোমরা আমাদের ধর্মমতে অবশ্যই ফিরে আসবে[২২] ; তখন তাদের প্রতিপালক তাদের নিকট ওহী পাঠালেন—'অবশ্যই আমি ধ্বংস করে দেবো

الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ

যালিমদেরকে। ১৪. আর তাদের পরে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করবো তোমাদেরকে[২৩] ; এটা তার জন্য, যে

﴿١٣﴾ وَ-আর ; قَالَ-তারা বললো ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছিল ; لِرُسُلِهِمْ-(ل+رسل+هم)-তাদের রাসূলগণকে ; لَنُخْرِجَنَّكُمْ-(لنخرجن+كم)-আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই বের করে দেবো ; مِنْ-থেকে ; أَرْضِنَا-(ارض+نا)-আমাদের দেশ ; أَوْ-অথবা; لَتَعُودُنَّ-তোমরা অবশ্যই ফিরে আসবে ; فِي مِلَّتِنَا-(فى+ملة+نا)-আমাদের ধর্মমতে ; فَأَوْحَىٰ-(ف+اوحى)-তখন ওহী পাঠালেন ; إِلَيْهِمْ-তাদের নিকট; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; لَنُهْلِكَنَّ-অবশ্যই আমি ধ্বংস করে দেবো ; الظَّالِمِينَ-যালিমদেরকে। ﴿١٤﴾ وَ-আর ; لَنُسْكِنَنَّكُمُ-প্রতিষ্ঠিত করবো তোমাদেরকে ; الْأَرْضَ-যমীনে ; مِنْ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের পরে ; ذَٰلِكَ-এটা ; لِمَنْ-তার জন্য যে,

২২. নবী-রাসূলগণ নবুওয়াত পাওয়ার আগেও কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলেন না, তাই কাফিরদের—'আমাদের ধর্মমতে ফিরে আসতে হবে'—একথা দ্বারা এটা বুঝার কোনো সুযোগ নেই যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার আগে তাঁরা গোমরাহ জাতির ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। নবুওয়াতের আগে যেহেতু তাঁরা নীরব জীবনযাপন করতেন এবং কোনো দীনের প্রচার বা তৎকালীন প্রচলিত ধর্মের প্রতিবাদ করার মতো কোনো কাজ করতেন না, তাই তাঁদের জাতির লোকেরা তাঁদেরকে নিজেদের ধর্মমতের অনুসারী-ই মনে করতো ; আর যখন তাঁরা সত্য দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন তাঁদের জাতির লোকেরা অভিযোগ করলো যে, এরা আমাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেছে।

خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ⑭ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ

ভয় করে আমার সামনে দাঁড়ানোর এবং যে ভয় রাখে আমার আযাবের। ১৫. আর তারা চেয়েছিল ফায়সালা, অতপর ব্যর্থ হয়ে গেলো প্রত্যেক উদ্ধত

عَنِيْدٍ ⑮ مِنْ وَّرَائِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ ⑯ يَّتَجَرَّعُهٗ

হটকারী।[২৪] ১৬. তার পেছনে আছে জাহান্নাম এবং তাকে পান করানো হবে পূঁজের পানি। ১৭. সে তা কষ্ট করে গলায় ঢুকাতে চাইবে,

وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ط

কিন্তু সে তা সামান্যও গিলতে সক্ষম হবে না এবং মৃত্যু প্রত্যেক দিক থেকে তার দিকে ধেয়ে আসবে অথচ সে মরবে না ;

خَافَ-যে ভয় করে ; وَ-এবং ; مَقَامِيْ-(مقام+ى)-আমার সামনে দাঁড়ানোর ; خَافَ-ভয় রাখে; وَعِيْدِ-আমার আযাবের।⑮ وَ-আর ; اسْتَفْتَحُوْا-তারা চেয়েছিল ফায়সালা; وَ-অতপর ; خَابَ-ব্যর্থ হয়ে গেলো ; كُلُّ-প্রত্যেক ; جَبَّارٍ-শক্তিমান ; عَنِيْدٍ-উদ্ধত-হঠকারী।⑯ مِنْ وَّرَائِهٖ-তার পেছনে আছে ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; وَ-এবং ; يُسْقٰى-তাকে পান করানো হবে ; مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ-(من+ماء+صديد)-পূঁজের পানি।⑰ يَتَجَرَّعُهٗ-(يتجرع+ه)-সে তা কষ্ট করে গলায় ঢুকাতে চাইবে ; وَلَا يَكَادُ-কিন্তু সে সক্ষম হবে না ; يُسِيْغُهٗ-(يسيغ+ه)-তা সামান্যও গিলতে ; وَ-এবং ; يَأْتِيْهِ-(ياتى+ه)-তার দিকে ধেয়ে আসবে ; الْمَوْتُ-(ال+موت)-মৃত্যু ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; مَكَانٍ-দিক ; وَ-অথচ ; مَا هُوَ بِمَيِّتٍ-(ما+هو+ب+ميت)-সে মরবে না ;

২৩. অর্থাৎ বাতিল ধর্মের অনুসারী এসব লোকের হুমকী-ধমকীতে ভয় পেয়ো না, তারা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে পারবে না ; বরং তাদেরকেই বের করে দিয়ে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীদেরকেই এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

২৪. বাহ্যত এখানে অতীত জাতিসমূহের কথা বলা হলেও বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে মক্কার কাফিরদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে—অতীতের সত্যের দুশমনরা যেমন ব্যর্থ হয়ে গেছে তেমনি তোমরাও আল্লাহর দীনের সাথে যদি দুশমনি করো, তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরবের এ যমীনে তোমাদের ঠাঁই হবে না। ইতিহাস সাক্ষী আল্লাহর এ ঘোষণা প্রমাণিত সত্য। মাত্র পনের বছরের মধ্যে আরবের সরযমীন মুশরিক শূন্য হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র আরবে একজন মুশরিকের অস্তিত্বও ছিল না।

وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ

আর তার পরেই (তার উপর আসবে) এক কঠিন আযাব। ১৮. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে তাদের উপমা—তাদের আমল

كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا

সেই ছাই-এর মতো, যা এক ঝড়ো-দিনে প্রবল বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে ; তারা তা থেকে লাভ করতে সক্ষম হবে না

كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

কোনো কিছু—যা তারা কামাই করেছে[২৫] ; এটাই সবচেয়ে বড় গোমরাহী। ১৯. তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই

وَ-আর ; مِنْ وَّرَآئِهٖ-(من+وراء+ه)-তার পরেই (আসবে) ; عَذَابٌ-এক আযাব ; غَلِيْظٌ-কঠিন। ﴿١٨﴾ مَثَلُ-উপমা ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; بِرَبِّهِمْ-(ب+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের সাথে ; اَعْمَالُهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের আমল ; كَرَمَادِنِ-(ك+رماد)-সেই ছাইয়ের মতো ; اشْتَدَّتْ-উড়িয়ে নিয়ে গেছে ; بِهِ-যা ; الرِّيْحُ-(ال+ريح)-প্রবল বাতাস ; فِيْ يَوْمٍ-দিনে ; عَاصِفٍ-এক ঝড়ো ; لَا يَقْدِرُوْنَ-তারা সক্ষম হবে না লাভ করতে ; مِمَّا-তা থেকে যা ; كَسَبُوْا-তারা কামাই করেছে; عَلٰى شَيْءٍ-কোনো কিছু ; ذٰلِكَ-এটাই ; الضَّلٰلُ-গোমরাহী ; الْبَعِيْدُ-সবচেয়ে বড়। ﴿١٩﴾ اَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-তোমরা কি দেখ না যে, اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ তা'আলা ;

২৫. অর্থাৎ যারা তাদের মা'বুদের নাফরমানী করেছে, মা'বুদের আনুগত্য ও দাসত্বের যে দাওয়াত নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন, তা কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তাদের সারা জীবনের আমলের পুঁজি নিষ্ফল ও অর্থহীন হয়ে গেছে। এটা সেই ছাইয়ের স্তুপের মতো যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জমে বিশাল স্তুপের আকার ধারণ করেছে ; কিন্তু শুধুমাত্র একটি দিনের ঝড়ো হাওয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

মূলত বাতিলের সকল প্রকার চাকচিক্যময় সমাজ-সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি, বিস্ময়কর আবিষ্কার ও উন্নত প্রযুক্তি তাদের বাহ্যিক লোক দেখানো সততা ও জনকল্যাণের মোড়কে পরিচালিত কর্ম-তৎপরতা, এসবই কিয়ামতের দিনের ঝড়ো হাওয়া এমনভাবে শূন্যে মিলিয়ে দেবে যার একটি কণাও পরকালের কঠিন দিনে কোনো মূল্য লাভের যোগ্য হবে না—সবই নিষ্ফল প্রমাণিত হবে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ

যথাযথভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন[২৬] ; তিনি যদি চান তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং নিয়ে আসবেন

بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝١٩ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝٢٠ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا

এক নতুন সৃষ্টি। ২০. আর এটা (করা) আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার নয়[২৭]। ২১. আর তারা সকলেই আল্লাহর নিকট হাজির হবে[২৮]

فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ

তখন দুর্বলেরা—যারা সবল ছিল তাদেরকে বলবে—'আমরাতো (দুনিয়াতে) তোমাদের অধীন ছিলাম, তবে তোমরা কি রক্ষাকারী হতে পারো

خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথাযথভাবে ; اِنْ-যদি ; يَّشَاْ-তিনি চান ; يُذْهِبْكُمْ-(يذهب+كم)-তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন ; وَ-এবং ; يَاْتِ-নিয়ে আসবেন ; بِخَلْقٍ-(ب+خلق)-এক সৃষ্টি ; جَدِيْدٍ-নতুন।⑳وَّ-আর ; مَا-নয় ; ذٰلِكَ-এটা (করা) ; عَلَى-জন্য ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِعَزِيْزٍ-কোনো কঠিন ব্যাপার।㉑وَ-আর ; بَرَزُوْا-তারা হাজির হবে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর নিকট ; جَمِيْعًا-সকলেই ; فَقَالَ-(ف+قال)-তখন বলবে ; الضُّعَفٰٓؤُا-(ال+ضعفاء)-দুর্বলরা ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اسْتَكْبَرُوْٓا-সবল ছিল ; اِنَّا-আমরাতো ; كُنَّا-ছিলাম ; لَكُمْ-তোমাদের ; تَبَعًا-অধীন ; فَهَلْ اَنْتُمْ-(ف+هل+انتم)-তবে তোমরা কি; مُّغْنُوْنَ-হতে পারো রক্ষাকারী ;

২৬. অর্থাৎ আসমান ও যমীন যেমন সত্যের উপর যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের সকল আমল ও সমাজ-সভ্যতা কোনোটাই সেরূপ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই তা কখনো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। মিথ্যা, ধারণা, অনুমান-এর উপর যে জিনিসের ভিত্তি, তা কোনো স্থায়ী ফল বয়ে আনতে পারে না। তার পরিণাম নিষ্ফল হতে বাধ্য।

২৭. অর্থাৎ মিথ্যা-বাতিলকে ধ্বংস করে দিয়ে তার পরিবর্তে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। আসলে এসব বাতিলপন্থী ও দুষ্কৃতকারী লোক প্রতিমুহূর্তে কঠিন বিপদের সম্মুখীন ; যে কোনো সময় তাদেরকে অপসারিত করে অন্যদেরকে সুযোগ দেয়া হতে পারে। যদি এ বিপদ আসতে বিলম্ব হয়, তাতে তারা বিপদমুক্ত হয়ে গেছে—একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদের উচিত এ অবকাশকে মহা মূল্যবান মনে করে নিজেদের কর্মপদ্ধতিকে অনতিবিলম্বে সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۚ

আমাদের, আল্লাহর আযাব থেকে কিছুটা' ; তারা বলবে, আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে নাজাতের কোনো পথ দেখাতেন, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকেও পথ দেখাতাম

سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

(এখন) আমরা আহাজারি করি অথবা সবর করি উভয় আমাদের জন্য সমান, আমাদের কোনো রেহাই নেই[২৯]।

عَنَّا-আমাদের ; مِنْ-থেকে ; عَذَابِ-আযাব ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مِنْ شَيْءٍ-কিছুটা ; قَالُوْا-তারা বলবে ; لَوْ-যদি ; هَدٰىنَا-আমাদেরকে কোনো পথ দেখাতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَهَدَيْنٰكُمْ-তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে পথ দেখাতাম ; سَوَآءٌ-সমান ; عَلَيْنَآ-আমাদের জন্য ; اَجَزِعْنَآ-আমরা আহাজারি করি ; اَمْ-অথবা ; صَبَرْنَا-আমরা সবর করি ; مَا-নেই ; لَنَا-আমাদের ; مِنْ مَّحِيْصٍ-কোনো রেহাই।

২৮. অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর সামনে একেবারে উন্মুক্ত ও আবরণহীন আখিরাতে তা সে বুঝতে সক্ষম হবে। বান্দাহতো প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহর সামনে প্রকাশিত কিন্তু দুনিয়াতে সে তা অনুধাবন করতে পারে না। আখিরাতে সে চাক্ষুষ অনুধাবন করতে পারবে যে, তার কোনো ক্ষুদ্রতম তৎপরতা এমনকি তার মনের গহীনে উদ্ভূত কামনা-বাসনাও আল্লাহর সামনে উন্মোচিত হয়ে আছে, তার অন্তরের কোনো ইচ্ছা-বাসনাও আজ গোপন হয়ে থাকতে পারেনি—সবকিছুই একমাত্র মহাবিচারকের সামনে আবরণহীন।

২৯. এখানে সেসব নির্বোধ লোকদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যারা চোখ বন্ধ করে অপরের পেছনে চলে এবং নিজেদের দুর্বলতাকে একটা অজুহাত মনে করে শক্তিধর যালিম লোকদের আনুগত্য করে। তাদেরকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব লোককে নেতার আসনে বসিয়ে চোখ বন্ধ করে তাদের কথা মেনে চলেছ, তাদের হুকুমে ন্যায়-অন্যায়, জোর-যুলুম করতে কোনো প্রকার সংকোচ করোনি। তারা তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে এক বিন্দু পরিমাণ রেহাই দিতেও সক্ষম হবে না। সুতরাং তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করে দেখার প্রয়োজন আছে যে, তারা কোথায় যাচ্ছে আর তোমরাই বা তাদের পেছনে পেছনে কোথায় চলেছ।

৩য় রুকূ' (আয়াত ১৩-২১)-এর শিক্ষা

১. কুফরী শক্তি মু'মিনদেরকে দীনে হক থেকে সরিয়ে নিতে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সুতরাং তাদের কোনো কথা বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাস করা যাবে না।

২. মু'মিনরা যদি তাদের দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করে, তাহলে কুফরী শক্তির সকল ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে-ই যমীনে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৩. দুনিয়াতে মু'মিনদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো—আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো এবং তাঁর আযাবের ভয় মনে জাগ্রত রেখে জীবনযাপন করতে হবে।

৪. কাফিরদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাব প্রস্তুত রয়েছে। সেখানে তাদেরকে পিপাসা নিবারণের জন্য জাহান্নামীদের ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ-মিশ্রিত পানি দেয়া হবে যা তারা গিলতে সক্ষম হবে না।

৫. কঠিন আযাব ভোগ করতে করতে কাফিররা জাহান্নামে চারিদিকে মৃত্যুভয়ে ভীত থাকবে, অথচ তারা মরবে না।

৬. কাফিরদের কোনো সৎকাজই গৃহীত হবে না এবং এসব সৎকাজ আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে কিছুমাত্র রেহাই দিতে পারবে না।

৭. আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদেরকে উৎখাত করে তদস্থলে অনুগতদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর স্থায়ী নীতি এবং তাঁর জন্য কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।

৮. দুনিয়ার বাতিল নেতৃত্ব আখিরাতে তাদের অনুগতদের আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো ভূমিকা রাখা দূরের কথা, তারা নিজেরা নিজেদেরকেও বাঁচাতে পারবে না।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৬

㉒ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

২২. আর যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে দেয়া হবে তখন শয়তান বলবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন

وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ

আর আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম তবে আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছি[৩০] ; আর তোমাদের উপরতো আমার এ ছাড়া কোনো ক্ষমতা ছিল না যে,

دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ

আমি তোমাদেরকে (আমার পথে) ডেকেছিলাম, এবং তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো[৩১] ; অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না, তোমাদের নিজেদেরকেই দোষারোপ করো ;

㉒ وَ-আর ; قَالَ-বলবে ; الشَّيْطٰنُ-(ال+شيطن)-শয়তান ; لَمَّا-যখন ; قُضِيَ- চূড়ান্ত করে দেয়া হবে ; الْاَمْرُ-সিদ্ধান্ত ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَعَدَكُمْ-(وعد+كم)- তোমাদের সাথে ওয়াদা দিয়েছিলেন; وَعْدَ-ওয়াদা ; الْحَقِّ-(ال+حق)-সত্য ; وَ-আর; وَعَدْتُّكُمْ-(وعدت+كم)-আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম ; فَاَخْلَفْتُكُمْ- (ف+اخلفت+كم)-তবে আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছি ; وَ-আর ; مَا كَانَ-ছিল না ; لِيَ-আমার ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; مِنْ سُلْطٰنٍ-কোনো ক্ষমতা ; اِلَّا-এ ছাড়া ; اَنْ-যে ; دَعَوْتُكُمْ-(دعوت+كم)-আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম ; فَاسْتَجَبْتُمْ-(ف+استجبتم)-এবং তোমরা সাড়া দিয়েছ ; لِيْ-আমার ডাকে ; فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ-(ف+لاتلومو+نى)-অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না ; وَلُوْمُوْۤا -তোমরা দোষারোপ করো ; اَنْفُسَكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদেরকেই ;

৩০. অর্থাৎ এখনতো প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর ওয়াদা-ই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদা-ই তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা কোনোটাই আমি পুরা করিনি ; তোমাদেরকে আমি মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রেখেছিলাম। তোমাদেরকে আমি ধোঁকাই দিয়েছিলাম।

৩১. অর্থাৎ ব্যাপারতো এমন ছিল না যে, তোমরা সত্যপথের উপর ছিলে আর আমি তোমাদেরকে জোরপূর্বক পথভ্রষ্ট করেছি ; বরং আমি তো তোমাদেরকে আমার পথে

مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ اِنِّيْ كَفَرْتُ

(এখন) না আমি তোমাদের উদ্ধারকারী হতে পারি আর না তোমরা আমার উদ্ধারকারী হতে পারো ; আমি অস্বীকার করছি তা

بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۗ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

তোমরা যে আমাকে (আল্লাহর) শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে[৩২] ইতিপূর্বে ; যালিমদের জন্য অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

⑳ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

২৩. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে (এমন) জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, প্রবাহমান থাকবে

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ○

যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ, তারা তাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে সেখানে চিরদিন থাকবে ; 'সালাম' হবে সেখানে তাদের সম্বর্ধনার ভাষা[৩৩]

مَآ-না; اَنَا-আমি ; (ب+مصرخ+كم)-بِمُصْرِخِكُمْ-তোমাদের উদ্ধারকারী হতে পারি ; وَ-আর; مَآ-না ; اَنْتُمْ-তোমরা ; (ب+مصرخ+ى)-بِمُصْرِخِيَّ-আমার উদ্ধারকারী হতে পার ; اِنِّيْ-আমি ; كَفَرْتُ-অস্বীকার করছি ; بِمَآ-তা ; اَشْرَكْتُمُوْنِ-তোমরা যে আমাকে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; اِنَّ-অবশ্যই ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَذَابٌ-আযাব রয়েছে ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ⑳ وَ-আর ; اُدْخِلَ-প্রবেশ করানো হবে ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوْا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; جَنّٰتٍ-(এমন) জান্নাতে ; تَجْرِيْ-প্রবহমান থাকবে ; مِنْ تَحْتِهَا-যার নিচ দিয়ে ; الْاَنْهٰرُ-নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ-তারা চিরদিন থাকবে ; فِيْهَا-সেখানে ; (ب+اذن)-بِاِذْنِ-অনুমতিতে ; (رب+هم)-رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; (تحية+هم)-تَحِيَّتُهُمْ-তাদের সম্বর্ধনার ভাষা হবে ; فِيْهَا-সেখানে ; سَلٰمٌ-'সালাম'।

ডেকেছি, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ ; তোমরা যদি সাড়া না দিতে তাহলে আমার কোনো ক্ষমতা-ই ছিল না তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার। সুতরাং আমাকে তিরস্কার করার আগে তোমাদের নিজেদেরকে তিরস্কার করো ; কারণ তোমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য আমি পুরোপুরি দায়ী নই, তোমরা-ই এর জন্য প্রধানত দায়ী।

﴿٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

২৪. আপনি কি দেখছেন না আল্লাহ কিভাবে কালিমায়ে তাইয়্যেবার তুলনা করেছেন[৩৪] যে, তা একটি পবিত্র গাছের মত

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٥﴾ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ

যার মূল মাটির গভীরে মজবুত এবং তার শাখা-প্রশাখা আসমানে।[৩৫]
২৫. তা প্রতিটি মুহূর্তে ফল দিচ্ছে

(২৪) اَلَمْ تَرَ-আপনি কি দেখছেন না ; كَيْفَ-কিভাবে ; ضَرَبَ-করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَثَلًا-তুলনা ; كَلِمَةً-কালিমা ; طَيِّبَةً-তাইয়্যেবার ; كَشَجَرَةٍ-(ك+شجرة)-গাছের মতো ; طَيِّبَةٍ-পবিত্র ; اَصْلُهَا-(اصل+ها)-যার মূল ; ثَابِتٌ-মজবুত (মাটির গভীরে) ; وَ-এবং ; فَرْعُهَا-(فرع+ها)-তার শাখা-প্রশাখা ; فِى السَّمَاءِ-(فى+ال+سماء)-আসমানে। (২৫) تُؤْتِىْ-দিচ্ছে; اُكُلَهَا-(اكل+ها)-তার ফল ; كُلَّ-প্রতিটি ; حِيْنٍ-মুহূর্তে ;

৩২. আকীদা-বিশ্বাসগত শির্‌ক ছাড়াও কর্মগত শির্‌ক-ও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর দেয়া সনদ ছাড়া অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কারো আনুগত্য ও অনুসরণ করে যাওয়াও একটি অতি বড় শির্‌ক। মুখে মুখে বাতিল নেতৃত্বের উপর অভিশাপ করলেও কার্যতঃ যদি তাদের নিয়ম-বিধান অনুসরণ করে চলা হয়, কুরআনের দৃষ্টিতে তা-ও আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়। আকীদা-বিশ্বাসে মুশরিকদের মতো শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদেরকে মুশরিক বলা হোক বা না-ই বলা হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

৩৩. 'তাহিয়্যাতুহুম' অর্থাৎ তাদের পরস্পরকে সম্বর্ধনা জানানোর ধরন তথা পারস্পরিক অভিবাদন জানানোর ভাষা এমন হবে যে, তারা 'সালাম'-এর মাধ্যমে পরস্পরের সফলতার প্রকাশ ঘটাবে। অর্থাৎ তারা একে অপরকে 'চির শান্তির মুবারকবাদ' জানাবে।

৩৪. 'কালিমায়ে তাইয়েবাহ' দ্বারা সত্যকথা, নেক ও নির্মল আকীদা-বিশ্বাস যা পুরোপুরি প্রকৃত সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তিশীল তা-ই বুঝানো হয়েছে। কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে তাওহীদের স্বীকৃতি অংগীকার, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আসমানী কিতাব-সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি বিষয়গুলোই প্রকৃত সত্য। আর 'কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ' দ্বারা এসব বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কথা ও বিশ্বাসকে-ই বুঝানো হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা-ই প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ; আর মু'মিন ব্যক্তির অংগীকার এবং বিশ্বাসও প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মু'মিনের কথা ও বিশ্বাস প্রাকৃতিক ব্যবস্থার প্রতিকূল হয় না। আর এজন্যই যমীন ও তার গোটা ব্যবস্থাপনা মু'মিনের সাথে সহযোগিতা করে।

بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

তার প্রতিপালকের হুকুমে[৩৬] ; আর আল্লাহ মানুষের জন্য এসব উদাহরণ দিয়ে থাকেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ۝٢٦

২৬. আর খারাপ কথার[৩৭] উদাহরণ হলো একটি খারাপ গাছের মত যা উপড়ে ফেলা যায় মাটির উপর থেকে

مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝٢٧ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

যার নেই কোনো স্থায়িত্ব[৩৮]। ২৭. আল্লাহ তাদেরকেই প্রতিষ্ঠিত রাখবেন—যারা ঈমান রাখে উল্লিখিত মজবুত কথায়—

بِإِذْنِ-(ب+اذن)-হুকুমে ; رَبِّهَا-(رب+ها)-তার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; يَضْرِبُ-উদাহরণ দিয়ে থাকেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْأَمْثَالَ-(ال+امثال)-এসব উদাহরণ ; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য ; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَتَذَكَّرُونَ-উপদেশ গ্রহণ করে। (২৬) وَ-আর ; مَثَلُ-উদাহরণ ; كَلِمَةٍ-কথার ; خَبِيثَةٍ-খারাপ ; كَشَجَرَةٍ-(ك+شجرة)-গাছের মতো ; خَبِيثَةٍ-খারাপ ; اجْتُثَّتْ-যা উপড়ে ফেলা যায় ; مِنْ-থেকে ; فَوْقِ-উপর ; الْأَرْضِ-মাটির ; مَا-নাই ; لَهَا-যার ; مِنْ قَرَارٍ-কোনো স্থায়িত্ব। (২৭) يُثَبِّتُ-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الَّذِينَ-তাদেরকেই যারা ; آمَنُوا-ঈমান রাখে ; بِالْقَوْلِ-(ب+ال+قول)-উল্লিখিত কথার ; الثَّابِتِ-(ال+ثابت)-মজবুত ;

৩৬. অর্থাৎ এ কালিমা এমন যে, যে ব্যক্তি বা যে জাতিই এর উপর ভিত্তি করে নিজ জীবন ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে প্রতিটি মুহূর্তে সে ব্যক্তি বা জাতি এর সুফল ভোগ করতে থাকবে। সেই ব্যক্তি বা জাতির চিন্তায় থাকবে পরিচ্ছন্নতা, স্বভাব-চরিত্রে থাকবে নির্মলতা; থাকবে নীতিতে দৃঢ়তা ও পবিত্রতা, আত্মিক পরিশুদ্ধতা, দৈহিক শুচিতা, পারস্পরিক কাজকর্মে ন্যায়পরায়ণতা, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উৎকর্ষতা, অর্থনীতিতে ইনসাফ ও বিশ্বস্ততা, যুদ্ধ-বিগ্রহে ন্যায়তা, সন্ধি-চুক্তিতে আন্তরিকতা এবং রাজনীতিতে পরিচ্ছন্নতা ও বিশ্বস্ততা। আসলে এ কালিমা এক মহাশক্তির উৎস যা মানুষকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করে।

৩৭. 'কালিমায়ে খাবীসা' হলো 'কালিমায়ে তাইয়্যেবা'র বিপরীত কথা যা প্রকৃত সত্যের বিপরীত। অর্থাৎ এমন বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনব্যবস্থা যা নবী-রাসূলগণের নিকট থেকে গৃহীত নয় বরং তাঁদের মূল শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। নাস্তিকতা, শির্‌ক, বিদয়াত, মূর্তিপূজা ইত্যাদি এ জাতীয় কথাগুলোই 'কালিমায়ে খাবীসা'।

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে[৩৯]; আর যালিমদেরকে আল্লাহ্ গুমরাহ করে দেন ;[৪০]

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۟

এবং আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।

فى+ال+حيوة)-فِي الْحَيٰوةِ-(فى+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-ও ; (فى+ال+)-فِي الْاٰخِرَةِ-(اخرة)-আখিরাতে ; وَ-আর ; يُضِلُّ-গুমরাহ করে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الظّٰلِمِيْنَ - যালিমদেরকে ; وَ-এবং ; يَفْعَلُ-করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَا-যা, তা-ই ; يَشَآءُ-চান।

৩৮. 'কালিমায়ে খাবীসা' তথা বাতিল আকীদা-বিশ্বাস যেহেতু প্রকৃত সত্যের বিপরীত তাই তা প্রাকৃতিক আইনেরও বিপরীত। সেজন্য প্রাকৃতিক আইন তার সঙ্গে খাপ খায় না। বিশ্ব-প্রকৃতির সবকিছুই তার বিরোধিতা করে, প্রতিবাদ করে এবং ওটাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। এ খারাপ গাছ যমীনে তার মূল গভীরে পৌছতে পারে না, আকাশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করতে পারে না। সামান্য ঝড়েই তা উপড়ে পড়ে। তবে মানুষের পরীক্ষার প্রয়োজনেই এ জাতীয় গাছ দুনিয়াতে রোপিত হয়েছে, নচেৎ দুনিয়াতে এর অস্তিত্বই থাকতো না।

আর এজন্যই দুনিয়াতে প্রথম মানুষ থেকে 'কালিমায়ে তাইয়্যেবা' একইভাবে অস্তিত্ববান আছে। এর কোনো পরিবর্তন নেই। আর 'কালিমায়ে খাবীসা'র উদ্ভব হয়েছে অসংখ্য। কালিমায়ে তাইয়্যেবাকে সমূলে বিনাশ করা কখনো সম্ভব হয়নি ; অপর দিকে'কালিমায়ে খাবীসা' একটি নির্মূল হয়েছে এবং অন্য একটির উদ্ভব ঘেটেছে এভাবে তার তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে। অবশেষে এর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

৩৯. অর্থাৎ এ কালিমার আলোকে জীবন গড়ার কারণে তারা এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ লাভ করতে সক্ষম হবে। জীবনের সকল সমস্যার সমাধান তারা সহজেই করতে পারবে। জীবনযাপনের এক রাজপথের সন্ধান তারা পেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাহীন জীবন লাভ করবে। তাদের জীবন হবে নিশ্চিন্ত পরম প্রশান্তিময়। অতপর যখন মৃত্যুর পর আখিরাতের জীবনে তারা প্রবেশ করবে সেখানে তাদেরকে কোনো চিন্তা-পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হবে না। ইতিপূর্বে দুনিয়াতে তারা যে কালিমায় বিশ্বাসী ছিল সেই বিশ্বাসের সুফল তারা আখিরাতের জীবনে পেতে থাকবে। তাদের আশা-আকাংখার বিপরীত ফল দেখে তাদেরকে হতাশ ও চিন্তিত হতে হবে না।

৪০. অর্থাৎ 'কালিমায়ে খাবীসা'র আনুগত্যকারী যালিমদের মন-মগযকে আল্লাহ বিপর্যস্ত করে দেন, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৪র্থ রুকূ' (আয়াত ২২-২৭)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহকে যেসব ওয়াদা দিয়েছেন তা তাঁর রাসূলের মাধ্যমেই বান্দাহর নিকট পৌছেছে। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই আমরা তা জানতে পারি। এসব ওয়াদা-ই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

২. কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত শয়তানী প্ররোচনা এবং তা সবই মিথ্যা। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত মত ও পথকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৩. শেষ বিচারের দিন শয়তানের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার কথা তার নিজের স্বীকৃতির মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সে নিজেকে তার অনুসারীদের অপরাধের দায় থেকে দায়মুক্ত বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু তখনতো শোধরাবার কোনো উপায় থাকবে না।

৪. শয়তানের অনুসরণকারী কাফির-মুশরিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে—এটা আল্লাহর ওয়াদা ; আর এ ওয়াদা সত্য—এতে অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৫. আল্লাহর ওয়াদায় বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনদের জন্য চির সুখময় জান্নাত রয়েছে, এটাও আল্লাহর-ই ওয়াদা—এতেও অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের দাবী।

৬. ওহী ভিত্তিক সকল কথা-ই কালিমায়ে তাইয়্যেবার অন্তর্ভুক্ত। কালিমায়ে তাইয়্যেবা-ই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং কালিমায়ে তাইয়্যেবার উপর ভিত্তি করে যে জীবন গড়ে উঠে, তাতেই প্রকৃত শান্তি নিহিত।

৭. 'কালিমায়ে খাবীসা' তথা নাপাক কালিমা বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় তার উপর ভিত্তিশীল জীবনই সকল অশান্তির মূল।

৮. 'কালিমায়ে তাইয়েবা'-ই কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, অপরদিক 'কালিমায়ে খাবীসা' মূলহীন বিধায় তা অবশ্যই ধ্বংস হবে।—এটা আল্লাহর ওয়াদা ; সুতরাং এতেও অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ

২৮. আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি যারা আল্লাহর নিয়ামতকে (শোকর-এর পরিবর্তে) না-শোকরীতে বদলে নিয়েছে এবং ফেলে দিয়েছে তাদের (অনুসারী) জাতিকে

دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٩﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

ধ্বংসের ঘরে। ২৯.—জাহান্নামে ; তারা তাতে প্রবেশ করবে ; আর তা কতইনা খারাপ বাসস্থান। ৩০. আর তারা স্থির করে নিয়েছে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ,

لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣١﴾ قُلْ

যেন তারা তাঁর পথ থেকে (তাদেরকে) গুমরাহ করে দিতে পারে ; আপনি বলে দিন—(দিন কতেক) মজা করে নাও, অতপর তোমাদের গন্তব্যস্থল অবশ্যই জাহান্নাম হবে। ৩১. (হে নবী) আপনি বলে দিন

لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

আমার বান্দাদেরকে যারা ঈমান এনেছে, তারা (যেন) নামায কায়েম করে এবং খরচ করে তা থেকে সৎকাজে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি

﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ-আপনি কি দেখেননি ; إِلَى الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; بَدَّلُوا-বদলে নিয়েছে; نِعْمَتَ-নিয়ামতকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; كُفْرًا-নাশোকরীতে ; وَ-এবং ; أَحَلُّوا - ফেলে দিয়েছে ; قَوْمَهُمْ-তাদের জাতিকে ; دَارَ-ঘরে ; الْبَوَارِ-ধ্বংসের। ﴿٢٩﴾ جَهَنَّمَ- জাহান্নামে; يَصْلَوْنَهَا-(يصلون+ها)-তারা তাতে প্রবেশ করবে; وَ-আর ; بِئْسَ-তা কতইনা খারাপ; الْقَرَارُ-বাসস্থান। ﴿٣٠﴾ وَ-আর ; جَعَلُوا-তারা স্থির করে নিয়েছে ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্য ; أَنْدَادًا-সমকক্ষ ; لِيُضِلُّوا-যেন তারা গুমরাহ করে দিতে পারে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيلِهِ-তাঁর পথ ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; تَمَتَّعُوا-মজা করে নাও ; فَإِنَّ-অতপর অবশ্যই ; مَصِيرَكُمْ-তোমাদের গন্তব্যস্থল হবে ; إِلَى النَّارِ-(الى+ال+نار)-জাহান্নাম। ﴿٣١﴾ قُلْ- আপনি বলে দিন ; لِعِبَادِيَ-(ل+عباد+ى)-আমার বান্দাহদেরকে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; يُقِيمُوا-তারা (যেন) কায়েম করে ; الصَّلَاةَ-নামায ; وَ-এবং ; يُنْفِقُوا-খরচ করে ; مِمَّا-তা থেকে যা ; رَزَقْنَاهُمْ-(رزقنا+هم)-আমি তাদেরকে দিয়েছি ;

سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ○

গোপনে ও প্রকাশ্যে[৪১], সেদিন আসার আগে যেদিন কোনো বেচা-কেনা চলবে না এবং কোনো বন্ধুত্বও থাকবে না।[৪২]

﴿٣٢﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

৩২. আল্লাহ তিনিই[৪৩] যিনি পয়দা করেছেন আসমান ও যমীন এবং নাযিল করেছেন আসমান থেকে পানি

فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ

অতপর তা দ্বারা তোমাদের রিয্ক হিসেবে নানা প্রকার ফল-ফলাদির উদ্ভব ঘটিয়েছেন ; আর তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন নৌকা-জাহাজকে

سِرًّا-গোপনে ; وَّ-ও ; عَلَانِيَةً-প্রকাশ্যে ; مِّنْ قَبْلِ-আগে ; اَنْ يَّاْتِيَ-আসার ; يَوْمٌ-সেদিন যেদিন ; لَّا بَيْعٌ-চলবে না কোনো বেচাকেনা ; فِيْهِ-তাতে ; وَ-এবং ; لَا خِلٰلٌ-থাকবে না কোনো বন্ধুত্বও। ﴿٣٢﴾ اَللّٰهُ-আল্লাহ তিনিই ; الَّذِيْ-যিনি ; خَلَقَ-পয়দা করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَآءِ-আসমান ; مَآءً-পানি ; فَاَخْرَجَ-(ف+اخرج)-অতপর উদ্ভব ঘটিয়েছেন ; بِهٖ-তা দ্বারা ; مِنَ الثَّمَرٰتِ-নানা প্রকার ফল-ফলাদি ; رِزْقًا-রিয্ক হিসেবে ; لَّكُمْ-তোমাদের ; وَ-আর ; سَخَّرَ-অধীন করে দিয়েছেন ; لَكُمُ-তোমাদের ; الْفُلْكَ-নৌকা জাহাজকে ;

৪১. অর্থাৎ কাফির তথা আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিরা যেমন আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞতার আচরণ করে, মু'মিনরা সেরূপ আচরণ করবে না। তারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। আর আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের বাস্তব উপায় হলো আল্লাহর দেয়া রিয্ক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর পথে খরচ করা।

৪২. অর্থাৎ আখিরাতের জীবনে প্রবেশের পূর্বেই আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার তাকীদেই তাঁর পথে মাল-সম্পদ খরচ করতে হবে ; কেননা মাল-সম্পদ, কেনা-বেচা চলবে না যে, তা বেচা-কেনা করে মুক্তি পাওয়া যাবে ; আর না সেখানে এমন কোনো বন্ধু থাকবে যার সুপারিশে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

৪৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের রিয্কের ব্যবস্থা করেছেন, তিনিইতো সেই আল্লাহ যার নিয়ামতের নাশোকরী তোমরা করছো এবং যার আনুগত্য থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলছো।

لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ

যাতে তা চলাচল করে তাঁর আদেশে নদী-সমুদ্রে ; আর নদ-নদীকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। ৩৩. আর তিনি অধীন করে দিয়েছেন তোমাদের

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُمْ

অবিরাম চলমান সূর্য ও চাঁদকে ; এবং তোমাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন রাত ও দিনকে[৪৪]। ৩৪. আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন

مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ

সব কিছুই যা তোমরা তাঁর কাছে চেয়েছো[৪৫] ; অতপর যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে গুণে দেখতে চাও তবে তা শেষ করতে পারবে না ;

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

আসলে মানুষ বড়ই যালিম ও অকৃতজ্ঞ।

لِتَجْرِيَ-যাতে তা চলাচল করে ; فِي الْبَحْرِ-(فى+ال+بحر)-নদী-সমুদ্রে ; بِأَمْرِهِ-(ب+امر+ه)-তাঁর আদেশে; وَ-আর ; سَخَّرَ-অধীন করে দিয়েছেন ; لَكُمُ-তোমাদের; الْأَنْهَارَ-নদ-নদীকেও। ﴿٣٣﴾وَ-আর ; سَخَّرَ-তিনিই অধীন করে দিয়েছেন ; لَكُمُ-তোমাদের ; الشَّمْسَ-(ال+شمس)-সূর্য ; وَ-ও ; الْقَمَرَ-(ال+قمر)-চাঁদকে ; دَائِبَيْنِ-অবিরাম চলমান ; وَ-এবং ; سَخَّرَ-কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন ; لَكُمُ-তোমাদের ; اللَّيْلَ-(ال+ليل)-রাত ; وَ-ও ; النَّهَارَ-(ال+نهار)-দিনকে। ﴿٣٤﴾وَ-আর ; آتَاكُمْ-(اتى+كم)-তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ; مِنْ كُلِّ-সবকিছুই ; مَا-যা ; سَأَلْتُمُوهُ-(سالتموا+ه)-তোমরা তার কাছে চেয়েছো ; وَ-অতপর ; إِنْ-যদি ; تَعُدُّوا-তোমরা গুণে দেখতে চাও ; نِعْمَتَ-নিয়ামতসমূহকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; لَا تُحْصُوهَا-(لاتحصوا+ها)-তবে তা শেষ করতে পারবে না ; إِنَّ-আসলে ; الْإِنْسَانَ-মানুষ ; لَظَلُومٌ-বড়ই যালিম ; كَفَّارٌ-অকৃতজ্ঞ।

৪৪. অর্থাৎ নদী-সমুদ্র, নৌকা-জাহাজ, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদিকে আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের অধীন হওয়ার কারণেই তোমরা এসব কিছুকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছো ; যদি তা না হতো তাহলে তোমাদের জীবনলাভ ও জীবনযাপন যে সহজ-সাধ্য হতো না, তা নয় বরং অসম্ভব হতো।

৪৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাদের জীবনলাভ ও জীবনযাপনের জন্য যা কিছুই প্রয়োজন তার সবই তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তোমাদের অবস্থান ও বিকাশলাভের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো উপায়-উপাদানই তোমাদেরকে দিতে বাদ রাখেননি।

৫ম রুকূ' (আয়াত ২৮-৩৪)-এর শিক্ষা

১. অতীতের কাফির-মুশরিকরা যে শুধুমাত্র নিজেরা-ই হয়েছে তাই নয়-বরং তাদের সমাজ ও জাতিকেও ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কাফির-মুশরিকদের পরিণতিও একই হতে বাধ্য। যেহেতু এটা আল্লাহর-ই কথা।

২. আল্লাহর যাত ও সিফাতে অন্য কোনো সত্তাকে শরীক করা চরম গুমরাহী। সুতরাং শিরক-এর মতো চরম গুমরাহী থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৩. ঈমান, নামায এবং আল্লাহর পথে খরচের মাধ্যমেই আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও হতে মুক্তি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।

৪. স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, সুতরাং আনুগত্য করতে হবে তাঁর বিধানের। তাঁর বিধান মানুষের নিকট এসেছে রাসূলের মাধ্যমে, তাই আল্লাহর সাথে রাসূলেরও আনুগত্য করতে হবে।

৫. আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তবেই আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

৬. সৃষ্ট জীবের জীবন লাভ এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপায়-উপাদান আল্লাহ-ই ব্যবস্থা করেন—এ বিশ্বাসকে অন্তরে সুদৃঢ় করতে হবে।

৭. আল্লাহর অগণিত-অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে ডুবে থেকেও আল্লাহর নাফরমানী করা চরম যুল্‌ম ও চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞতা।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৭

۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ

৩৫. আর (স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম বলেছিলেন[৪৬]—হে আমার প্রতিপালক ! এ শহর (মক্কা)-কে[৪৭] নিরাপদ করে দিন ; আর বাঁচিয়ে রাখুন আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে

أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ

মূর্তির পূজা থেকে। ৩৬. হে আমার প্রতিপালক ! এরা অবশ্যই গুমরাহ করেছে মানুষের মধ্য থেকে অনেককে[৪৮] ;

فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَآ

অতপর (আমার সন্তানদেরকে) যারা আমাকে অনুসরণ করবে তারাই আমার মধ্যে গণ্য হবে, আর যারা আমাকে অমান্য করবে (তাদের জন্য) তবে আপনি অবশ্যই হবেন ক্ষমাশীল, দয়াবান[৪৯]। ৩৭. হে আমাদের প্রতিপালক !

(৩৫) وَ-আর ; اِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; اِبْرٰهِيْمُ-ইবরাহীম ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ! اِجْعَلْ-করে দিন ; هٰذَا-এ ; اَلْبَلَدَ-(ال+بلد)-শহরকে ; اٰمِنًا-নিরাপদ ; وَ-আর ; اجْنُبْنِىْ-(اجنب+نى)-বাঁচিয়ে রাখুন আমাকে ; وَ-ও ; بَنِىَّ-(بنى+ى)-আমার সন্তান-সন্ততিকে ; اَنْ نَّعْبُدَ-পূজা ; الْاَصْنَامَ-(ان+اصنام)-মূর্তি। (৩৬) رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اِنَّهُنَّ-এরা অবশ্যই ; اَضْلَلْنَ-গুমরাহ করেছে ; كَثِيْرًا-অনেককে; مِّنَ-মধ্য থেকে ; النَّاسِ-মানুষদের ; فَمَنْ-অতপর যারা ; تَبِعَنِىْ-(تبع+نى)- আমাকে অনুসরণ করবে ; فَاِنَّهٗ-(ف+ان+ه)-তারাই ; مِنِّىْ-আমার মধ্যে গণ্য হবে ; وَ-আর ; مَنْ-যারা ; عَصَانِىْ-(عصا+نى)-আমাকে অমান্য করবে ; فَاِنَّكَ-তবে আপনি অবশ্যই হবেন ; غَفُوْرٌ-ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-দয়াবান। (৩৭) رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক !

৪৬. এখানে কুরাইশদের প্রতি আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সে সাথে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ায় তাঁর যে আশা-আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে তার উল্লেখ করে কুরাইশ কাফিরদেরকে নিজেদের জীবনে সেসব অনুগ্রহ ও ইবরাহীম (আ)-এর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

৪৭. 'এ শহর' দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে।

إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ

আমি আমার সন্তানদের আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে
এক অনাবাদি উপত্যকায় পূণর্বাসন করেছি ;

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ

হে আমাদের প্রতিপালক ! তারা যেন নামায কায়েম করে অতএব আপনি মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে করে দিন যেন তা আকৃষ্ট হয়।

وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ

এবং ফল-ফলাদি থেকে তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করুন,[৫০] সম্ভবত তারা (আপনার) শোকর আদায় করবে। ৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনিতো অবশ্যই জানেন

إِنِّىٓ-অবশ্যই আমি ; أَسْكَنتُ-পুনর্বাসন করেছি ; مِنْ ذُرِّيَّتِى-আমার সন্তানদের কতককে ; بِوَادٍ-এক উপত্যকায় ; غَيْرِ ذِى زَرْعٍ-অনাবাদী ; عِندَ-নিকটে ; بَيْتِكَ-(بيت+ك)-আপনার ঘরের ; ٱلْمُحَرَّمِ-সম্মানিত ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ! لِيُقِيمُوا-তারা যেন কায়েম করে ; ٱلصَّلَوٰةَ-নামায ; فَٱجْعَلْ-(ف+اجعل)-অতএব আপনি করে দিন ; أَفْـِٔدَةً-মনকে ; مِّنَ ٱلنَّاسِ-মানুষের ; تَهْوِىٓ-যেন তা আকৃষ্ট হয়; إِلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; وَ-এবং ; ٱرْزُقْهُمْ-(ارزق+هم)-তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করুন ; مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ-ফল-ফলাদী থেকে ; لَعَلَّهُمْ-সম্ভবত তারা ; يَشْكُرُونَ-তারা শোকর আদায় করবে। ﴿٣٧﴾ رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক ! إِنَّكَ-আপনিতো অবশ্যই ; تَعْلَمُ-জানেন ;

৪৮. অর্থাৎ এ মূর্তিগুলো বহু মানুষের গুমরাহ হওয়ার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে ; যদিও মানুষকে গুমরাহ করার কোনো ক্ষমতা এ মূর্তিগুলোর নেই ; কারণ এগুলো নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ।

৪৯. হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর অনুগত সন্তানদেরকে তাঁর নিজ দলভুক্ত বলে ঘোষণা দিলেও অবাধ্য অমান্যকারী সন্তানদেরকে আল্লাহর আযাবে নিপতিত দেখতেও প্রস্তুত ছিলেন না। আসলে এটা-ই ছিল নবীদের বৈশিষ্ট্য। নবী-রাসূলদের অন্তরের প্রশস্ততা এবং মানবজাতির প্রতি তাঁদের অশেষ সহানুভূতির কারণেই ইবরাহীম (আ) বলতে পেরেছিলেন যে, 'আমার অবাধ্য সন্তানদের জন্যতো তোমার ক্ষমা ও দয়া-রহমত রয়েছে। হযরত ঈসা (আ) ঈসায়ীদের ব্যাপারে বলেছিলেন, ("হে আল্লাহ) আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে এরাতো আপনারই বান্দাহ, আর যদি মাফ করে দেন তবে আপনিতো সর্বজয়ী সুবিজ্ঞানী।"

مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ

যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি[৫১] : আর[৫২] গোপন নেই আল্লাহর নিকট কোনো বস্তুই যমীনে

وَلَا فِي السَّمَاۤءِ ﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ

আর না (গোপন আছে) আসমানে। ৩৯. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি বুড়ো বয়সে আমাকে দান করেছেন

اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِيْ

দুই পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দোয়া শ্রবণকারী। ৪০. হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে বানিয়ে দিন

مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۤءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ

নামায কায়েমকারী, এবং আমার সন্তানদের থেকেও (এমন লোক বানিয়ে দিন) ; হে আমাদের প্রতিপালক ; আর আমার দোয়া কবুল করুন ৪১. হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাকে মাফ করে দিন

مَا-যা ; نُخْفِيْ-আমরা গোপন করি ; وَ-এবং ; مَا-যা ; نُعْلِنُ-আমরা প্রকাশ করি ; وَ-আর ; مَا يَخْفٰى-গোপন নেই ; عَلَى اللّٰهِ-আল্লাহর নিকট ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো বস্তুই ; فِي الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; لَا-না (গোপন আছে) ; فِي السَّمَاۤءِ-আসমানে।(৩৯) اَلْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্যই ; الَّذِيْ-যিনি ; وَهَبَ-দান করেছেন ; لِيْ-আমাকে ; عَلَى الْكِبَرِ-বুড়ো বয়সে ; اِسْمٰعِيْلَ-ইসমাঈল ; وَ-ও ; اِسْحٰقَ-ইসহাককে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ; لَسَمِيْعُ-শ্রবণকারী ; الدُّعَاۤءِ-দোয়া।(৪০) رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ! اجْعَلْنِيْ-আমাকে বানিয়ে দিন ; مُقِيْمَ-কায়েমকারী ; الصَّلٰوةِ-নামায ; وَ-এবং ; مِنْ-থেকেও ; ذُرِّيَّتِيْ-(ذرية+ى)-আমার সন্তানদের ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ! وَ-আর ; تَقَبَّلْ-কবুল করুন ; دُعَاۤءِ-আমার দোয়া।(৪১) رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ! اغْفِرْ لِيْ-আমাকে মাফ করে দিন ;

৫০. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফলেই সমগ্র আরব এবং সারা দুনিয়া থেকেই হজ্জ ও উমরা করার জন্য মানুষ মক্কা শরীফে ছুটে আসছে। তা ছাড়া তাঁর দোয়ার ফলে সারা দুনিয়া থেকে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল, খাদ্যশস্য-সেখানে পৌঁছতে থাকে। অথচ আরব উপত্যকা এমন একটি স্থান যেখানে পশুখাদ্য পর্যন্ত জন্মে না।

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

আর (মাফ করে দিন) আমার পিতা-মাতাকে ও মু'মিনদেরকে —যেদিন কায়েম হবে হিসাব।[৫৩]

وَ-আর ; لِوَالِدَيَّ-আমার পিতামাতাকে (মাফ করে দিন) ; وَ-ও ; لِلْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদেরকে ; يَوْمَ-যেদিন ; يَقُومُ-কায়েম হবে ; الْحِسَابُ-হিসাব।

৫১. অর্থাৎ আমার প্রকাশ্য কথা ও অন্তরের আবেগ যা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি সক্ষম নই সবইতো আপনার জানা রয়েছে।

৫২. এ বাক্যটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথার সত্যতা ঘোষণার জন্য মাঝখানে বলা একটি বাক্য বিশেষ।

৫৩. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আল্লাহর দুশমন ছিলেন, তা সত্ত্বেও এখানে তাঁর পিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন। এর কারণ ছিল—তিনি দেশ ত্যাগ করার সময় "আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো" বলে ওয়াদা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তা থেকে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করলেন।

৬ষ্ঠ রুকূ' (আয়াত ৩৫-৪১)-এর শিক্ষা

১. এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, শিরক ও কুফর থেকে নিরাপদ থাকার জন্যও আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে।

২. নবী-রাসূলদের দলভুক্ত হয়ে আল্লাহর সন্তোষ পেতে চাইলে তাঁদের আনীত দীনের বিধান অনুসারেই জীবনযাপন করতে হবে।

৩. শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও একই দীন নিয়ে এসেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী-রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না। এখন দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য একমাত্র দীনে মুহাম্মাদীর অনুসরণ ছাড়া বিকল্প নেই।

৪. ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বরকতেই মক্কা মুয়ায্যামায় কোনো কৃষিযোগ্য এলাকা শিল্পাঞ্চল না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, দুনিয়ার আর কোনো শহরে এরূপ পাওয়া যায় না। এ বরকতময় পবিত্র স্থানের মর্যাদা প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে থাকা একান্ত কর্তব্য।

৫. সকল নবীর দীনে নামাযের বিধান ছিল। তাই ইবরাহীম (আ)-ও তাঁর সন্তানদের জন্য নামাযী হয়ে জীবনযাপন করার তাওফীক চেয়ে দোয়া করেছেন। অতএব একমাত্র নামায-ই হলো অনুগত বান্দাহর প্রধান পরিচয়। সুতরাং আমাদেরকেও অনুরূপ নামাযী হয়ে জীবনযাপনের তাওফীক চেয়ে দোয়া করতে হবে।

৬. প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই আল্লাহ জানেন। আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর অজ্ঞাতে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর শর্তহীন আনুগত্যের মাধ্যমেই জীবন গড়তে হবে।

৭. সন্তান-সন্ততি আল্লাহর এক বড় নিয়ামত সুতরাং এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং তাদেরকে দীনের পথে রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে।

৮. মাতা-পিতার মাগফিরাতের জন্যও আল্লাহর দরবারে দোয়া জানাতে হবে। তাঁরা যদি কাফির বা মুশরিক হয়ে থাকে এবং জীবিত থাকে তবে তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করতে হবে। আর যদি কাফির-মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে তাহলে তাদের মাগফিরাতের দোয়া করা ঈমানী চেতনার খেলাফ।

৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাহর সকল দোয়া-ই কবুল করেন। কোনো দোয়ার ফলাফল তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়, কোনো দোয়ার ফলাফল দেরীতে পাওয়া যায়, আবার কোনো দোয়ার ফল আখিরাতে পাওয়া যাবে। মোট কথা কোনো দোয়া-ই ব্যর্থ হয় না। এ বিশ্বাস অন্তরে রেখেই দোয়া করতে হবে।

১০. নিজেদের জন্য দোয়া করার সাথে সাথে সকল মু'মিনের জন্য দোয়া করতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৯
আয়াত সংখ্যা-১১

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ ﴿٤٢﴾

৪২. আর এ যালিমরা যা করছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে আপনি বে-খবর মনে করবেন না ; তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন

تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٣﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

যাতে (যেদিনে) চোখগুলো পলকহীন চেয়ে থাকবে। ৪৩. তারা দৌড়রত থাকবে তাদের মাথাকে উর্ধমুখী করে[৫৪] নিজেদের দিকে ফিরবে না

طَرْفُهُمْ ۚ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٤﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَذَابُ

তাদের দৃষ্টি এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। ৪৪. (হে নবী) আপনি মানুষকে সেদিন সম্পর্কে ভয় দেখাতে থাকেন যেদিন তাদের কাছে আসবে আযাব,

فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ

এখন যারা করেছিল যুলম তারা বলবে—'হে আমাদের প্রতিপালক ! অল্প কিছু সময় আমাদেরকে অবকাশ দিন ; আমরা সাড়া দেবো

৪২ وَ-আর ; لَاتَحْسَبَنَّ-আপনি মনে করবেন না ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; غَافِلًا-বেখবর ; عَمَّا-সে সম্পর্কে যা ; يَعْمَلُ-করছে ; الظّٰلِمُوْنَ-এ যালিমরা ; إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ-(انما+يؤخر+هم)-তবে তিনি অবকাশ দিচ্ছেন তাদেরকে ; لِيَوْمٍ-সেদিন পর্যন্ত ; تَشْخَصُ-পলকহীন চেয়ে থাকবে ; فِيْهِ-যাতে (যেদিনে) ; الْأَبْصَارُ-চোখগুলো। ৪৩ مُهْطِعِيْنَ-তারা দৌড়রত থাকবে ; مُقْنِعِيْ-উর্ধমুখী করে ; رُءُوْسِهِمْ-(رءوس+هم)-তাদের মাথাকে ; لَايَرْتَدُّ-ফিরবে না ; إِلَيْهِمْ-নিজেদের দিকে ; طَرْفُهُمْ-তাদের দৃষ্টি ; وَ-এবং ; أَفْئِدَتُهُمْ-তাদের অন্তর হবে ; هَوَاءٌ-শূন্য। ৪৪ وَ-আর ; أَنْذِرِ-আপনি ভয় দেখাতে থাকুন ; النَّاسَ-মানুষকে ; يَوْمَ-সেদিন সম্পর্কে যেদিন ; يَأْتِيْهِمُ-(ياتى+هم)-তাদের কাছে আসবে ; الْعَذَابُ-আযাব ; فَيَقُوْلُ-তখন বলবে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; ظَلَمُوْا-যুলুম করেছিল ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; أَخِّرْنَا-আমাদেরকে অবকাশ দিন ; إِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ-কিছু সময় পর্যন্ত ; نُّجِبْ-আমরা সাড়া দেবো ;

دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم

আপনার ডাকে এবং (আপনার) রাসূলদের আনুগত্য করবো' (তখন বলা হবে) "তোমরা কি আগেও কসম করতে না যে, তোমাদের নেই

مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَٰكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ

কোনো পতন ? ৪৫. অথচ যারা নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছিল তাদের বাসস্থানেই তোমরা বাস করতে

وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ○

এবং তোমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল 'আমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম, আর আমি তোমাদের কাছে উদাহরণও দিয়েছিলাম।

﴿٤٦﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ

৪৬. আর তারা ভীষণ চাল চেলেছিল কিন্তু তাদের চালগুলো আল্লাহর নিকট (রক্ষিত) ছিল ; যদিও তাদের চালে ছিল

- دَعْوَتَكَ-(دعوت+ك)-আপনার ডাকে ; وَ-এবং ; نَتَّبِعِ-আনুগত্য করবো ; الرُّسُلَ - রাসূলদের ; أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُمْ-তোমরা কি কসম করতে না ; مِنْ قَبْلُ-আগেও ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِنْ زَوَالٍ-কোনো পতন। ﴿٤٥﴾-وَ-অথচ ; سَكَنْتُمْ- তোমরা বাস করতে ; فِيْ مَسٰكِنِ-বাসস্থানেই ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; ظَلَمُوٓا-যুলুম করেছিল; أَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেদের উপর ; وَ-এবং ; تَبَيَّنَ-পরিষ্কার ছিল ; لَكُمْ - তোমাদের কাছে ; كَيْفَ-কিরূপ ; فَعَلْنَا-ব্যবহার করেছিলাম ; بِهِمْ-তাদের সাথে ; وَ - আর ; ضَرَبْنَا-দিয়েছিলাম ; لَكُمُ-তোমাদের কাছে ; الْأَمْثَالَ-উদাহরণও। ﴿٤٦﴾-وَ - আর ; قَدْ مَكَرُوٓا-তারা চাল চেলেছিল ; مَكْرَهُمْ-(مكر+هم)-তাদের ভীষণ চাল ; وَ - কিন্তু ; عِنْدَ-নিকট (রক্ষিত) ছিল ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مَكْرُهُمْ-(مكر+هم)-তাদের চালগুলো ; وَاِنْ-যদিও ; كَانَ-ছিল ; مَكْرُهُمْ-তাদের চালে ;

৫৪. অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তাদের চোখগুলো পাথরের তৈরী চোখের মতো পলকহীন চেয়ে থাকবে। আর তারা মাথাকে উপরের দিকে তুলে দৌড়াতে থাকবে ; যদিও পালাবার কোনো পথ তারা খুঁজে পাবে না।

لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ

পাহাড় টলে যাওয়ার কথা[৫৫]। ৪৭. অতএব আপনি আল্লাহকে—তাঁর রাসূলদেরকে দেয়া ওয়াদার খেলাপকারী মনে করবেন না।[৫৬]

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ। ৪৮. সেদিন বদলে দেয়া হবে এ যমীনকে অন্য যমীনে

وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ

এবং (বদলে দেয়া হবে) আসমানসমূহকেও[৫৭] ; এবং সকলেই বের হয়ে আসবে মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে। ৪৯. আর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন

لِتَزُوْلَ-টলে যাওয়ার কথা ; مِنْهُ-তাতে ; الْجِبَالُ-(ال+جبال)-পাহাড়। ﴿٤٧﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ-(ف+لا+تحسبن)-অতএব আপনি মনে করবেন না ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; مُخْلِفَ-খেলাফকারী ; وَعْدِهٖ-(وعد+ه)-তাঁর দেয়া ওয়াদার ; رُسُلَهٗ-(رسل+ه)-তাঁর রাসূলদেরকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَزِيْزٌ-পরাক্রমশালী ; ذُوْ انْتِقَامٍ-প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ। ﴿٤٨﴾ يَوْمَ-সেদিন; تُبَدَّلُ-বদলে দেয়া হবে ; الْاَرْضُ-এ যমীনকে; غَيْرَ-অন্য ; الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-এবং ; السَّمٰوٰتُ-আসমানসমূহকেও ; وَ-এবং ; بَرَزُوْا-বের হয়ে আসবে সকলেই; لِلّٰهِ-আল্লাহর সামনে; الْوَاحِدِ-এক; الْقَهَّارِ-(ال+قهار)-মহাপরাক্রমশালী। ﴿٤٩﴾ وَ-আর ; تَرَى-আপনি দেখবেন ; الْمُجْرِمِيْنَ-অপরাধীদেরকে ;

৫৫. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের সকল ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের ব্যর্থতা তোমাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে। তোমাদের কাছে তার ধ্বংসের উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহর দীনের বিরোধিতা ত্যাগ করছো না ; তোমরা মনে করছো যে, মহাসত্যের বিপরীতে তোমাদের চালবাজী সফল হবে ; কিন্তু তা কখনো হবে না, তোমাদের চালবাজীও ব্যর্থ হবে।

৫৬. এখানে যদিও নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধ বাদীদেরকে শোনানো-ই আসল উদ্দেশ্য। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা অতীতের নবী রাসূলদেরকে দেয়া ওয়াদা যেভাবে পূর্ণ করেছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন, তেমনি মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে কৃত ওয়াদাও পূর্ণ করবেন এবং তাঁর বিরোধিদেরকে ধ্বংস করে দেবেন।

يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝٤٩ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ

সেদিন কঠোরভাবে জিঞ্জীরে বাঁধা। ৫০. তাদের পোশাক হবে আলকাতরার[৫৮]

وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝٥٠ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ

এবং তাদের চেহারাগুলো আগুনে ঢেকে ফেলবে ৫১. যাতে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বদলা দিতে পারেন—যা সে কামাই করেছে ;

اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٥١ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ

নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। ৫২. এটা মানুষের জন্য এমন বাণী যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয়ে যায়,

وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٥٢

এবং তারা যাতে জানতে পারে যে, নিশ্চিত তিনিই একমাত্র ইলাহ আর যেন বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে (এটা থেকে)।

يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; مُقَرَّنِيْنَ-কঠোরভাবে বাঁধা ; فِي الْاَصْفَادِ-(فى+ال+اصفاد)-জিঞ্জীরে। ۝٥٠ سَرَابِيْلُهُمْ-(سرابيل+هم)-তাদের পোশাক হবে ; مِّنْ قَطِرَانٍ-(من+قطران)-আলকাতরার ; وَّ-এবং ; تَغْشٰى-ঢেকে ফেলবে ; وُجُوْهَهُمُ-(وجوه+هم)-তাদের চেহারাগুলো ; النَّارُ-আগুন। ۝٥١ لِيَجْزِيَ-যাতে বদলা দিতে পারেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; كُلَّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তিকে ; مَّا-যা ; كَسَبَتْ-সে কামাই করেছে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; سَرِيْعُ-অত্যন্ত দ্রুত ; الْحِسَابِ-(ال+حساب)-হিসাব গ্রহণে। ۝٥٢ هٰذَا-এটা ; بَلٰغٌ-এমন বাণী ; لِّلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَ-এবং ; لِيُنْذَرُوْا-তারা যাতে সতর্ক হয়ে যায় ; بِهٖ-এর দ্বারা ; وَ-এবং ; لِيَعْلَمُوْٓا-যাতে তারা জানতে পারে ; اَنَّمَا-যে নিশ্চিত ; هُوَ-তিনিই ; اِلٰهٌ-ইলাহ ; وَّاحِدٌ-একমাত্র ; وَّ-আর ; لِيَذَّكَّرَ-উপদেশ গ্রহণ করতে পারে ; اُولُوا الْاَلْبَابِ-বুদ্ধিমান লোকেরা।

৫৭. কুরআন মাজীদের এ জাতীয় আরও কিছু আয়াত এবং হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন আসমান-যমীনের বর্তমান কাঠামো এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য এক কাঠামো ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা চালু করা হবে। শিংগায় প্রথম ফুঁক ও শেষ ফুঁকের মাঝখানের সময়টুকুতে এ পরিবর্তন সাধিত হবে যে, সময়ের পরিমাণ কত হবে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। মূলত সেটাই হবে আখিরাতের জগত। শিংগার

শেষ ফুঁকের সাথে সাথে আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সবাই সেই জগতে একত্রিত হবে। আর সেটাই হলো 'হাশর'। আমাদেরকে সেখানে যে জীবন দান করা হবে তা হবে বর্তমান জীবনের মতই। প্রত্যেক ব্যক্তিই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেখানে হাজির হবে। যা নিয়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিল। এখানে দাঁড়ী-পাল্লা স্থাপন করা হবে এবং বিচার-ফায়সালা চূড়ান্ত করা হবে।

৫৮. অর্থাৎ তাদের পোশাকে এমন দাহ্য-পদার্থের মিশ্রণ থাকবে যাতে সহজেই আগুন ধরে যাবে। 'কাতেরান' শব্দ দ্বারা কেউ কেউ গন্ধক ও গলিত তামা অর্থ করেছেন ; তবে আরবী 'কাতেরান' শব্দ দ্বারা রাং-রজন, পিচ, আলকাতরা ইত্যাদি অর্থ বুঝায়।

৭ম রুকূ' (আয়াত ৪২-৫২)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দীনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী এবং দীন প্রতিষ্ঠায় বাধা দানকারী প্রত্যেকটি মানুষের তৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ অবগত।

২. বাতিল শক্তিকে দেয়া অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত। অতপর তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে।

৩. দীনের দাওয়াত দেয়ার সময় আখিরাতে নেক কাজের পুরস্কারের কথা বলার সাথে সাথে পাপ কাজের শাস্তির কথাও বলতে হবে।

৪. মানুষের পুঁজি হলো দুনিয়ার জীবনকাল। মৃত্যুর সাথে সাথে এ পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং জীবনকালের এ অমূল্য পুঁজির সদ্ব্যবহার করতে হবে ; নচেৎ পরে পস্তাতে হবে কিন্তু তা কোনো কাজে আসবে না।

৫. অতীতের বাতিল শক্তির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিসন্দেহে বাতিল শক্তির ধ্বংস অনিবার্য—এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

৬. বাতিলের বাহ্যিক জাঁকজমক ও গোপন ষড়যন্ত্র যত বিশাল-ই হোক না কেন তা ব্যর্থ হবে—এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনো খেলাফ হবার নয়।

৭. দুনিয়ার এ যমীনের পরিবর্তিত রূপ-ই হবে হাশরের ময়দান যেখানে আগে পরের সকল মানুষই একত্রিত হবে।

৮. বাতিলের অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষকগণ কিয়ামতের দিন জিঞ্জীরে বাঁধা অবস্থায় আল্লাহর সামনে নীত হবে। আর তাদের পোশাক হবে এমন দাহ্য বস্তুর যাতে সহজে আগুন ধরে যাবে।

৯. কুরআন মাজীদে বর্ণিত শাস্তি ও পুরস্কার বিবরণ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা করে তারাই বুদ্ধিমান। দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে যা-ই বলুক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না।

সূরা ইবরাহীম সমাপ্ত

নামকরণ

সূরার ৮০ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত 'আল হিজ্‌র' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাও সূরা ইবরাহীম-এর সমসাময়িক কালেই নাযিল হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিরোধিদের অমান্য, অস্বীকৃতি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, প্রতিরোধ ও অত্যাচার-নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছেছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ধমক ও সতর্কবাণী উচ্চারণ এবং তাঁর প্রিয় হাবীবকে সান্ত্বনা ও সাহস দেয়া উপলক্ষেই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

সূরার আলোচ্য বিষয়

রাসূলের দাওয়াতকে যারা অমান্য-অস্বীকার করছিল ; তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যুলুম-নির্যাতন করে তাঁকে একাজ থেকে বিরত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছিল, সেসব বিরোধী তথা কাফির-মুশরিকদেরকে এ সূরায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে বিরোধিদের আচার-আচরণে রাসূলুল্লাহ (স) যখন মনভাঙ্গা হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান করে তাঁর মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে উপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে বিপথগামীদেরকে সৎপথে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। একদিকে তাওহীদ সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণের দিকে ইশারা করা হয়েছে, অপরদিকে আদম (আ) ও ইবলীস সংক্রান্ত ঘটনাবলী বর্ণনার মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

① الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

১. আলিফ, লাম, রা ; এগুলো আল-কিতাব এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত[১]।

② رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ③ ذَرْهُمْ

২. যারা কুফরী করেছে তারা অনেক সময় কামনা করবে যে, যদি তারা মুসলমান হতো। আপনি এদের ছেড়ে দিন

يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

৩. তারা খেয়ে নিক ও মজা করে নিক এবং অলীক আশা তাদের ভুলিয়ে রাখুক। অতপর শীঘ্রই তারা (আসল ব্যাপার) জানতে পারবে।

④ وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ⑤ مَا تَسْبِقُ

৪. আর আমি কোনো এলাকাকে ধ্বংস করিনি তার জন্য একটি লিখিত নির্দিষ্ট সময় ছাড়া[২]। ৫. এগিয়েও আনতে পারে না।

①الٓرٰ-আলিফ-লাম-রা ; تِلْكَ-এগুলো ; اٰيٰتُ-আয়াত ; الْكِتٰبِ-(ال+كتب)-আল কিতাব ; وَ-এবং ; قُرْاٰنٍ-কুরআনের ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ②رُبَمَا-অনেক সময় ; يَوَدُّ-তারা কামনা করবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لَوْ-যদি ; كَانُوْا-তারা হতো ; مُسْلِمِيْنَ-মুসলমান।③ذَرْهُمْ-(ذر+هم)-আপনি তাদের ছেড়ে দিন ; يَأْكُلُوْا-তারা খেয়ে নিক ; وَ-ও ; يَتَمَتَّعُوْا-মজা করে নিক ; وَ-এবং ; يُلْهِهِمُ-(يله+هم)-তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক ; الْاَمَلُ-(ال+امل)-অলীক আশা ; فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ-(ف+سوف يعلمون)-অতপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।④وَ-আর ; مَا اَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করিনি ; مِنْ قَرْيَةٍ-কোনো এলাকাকে ; اِلَّا-ছাড়া ; وَلَهَا-(و+لها)-তার জন্য ; كِتَابٌ-লিখিত; مَّعْلُوْمٌ-একটি নির্দিষ্ট সময়।⑤مَا تَسْبِقُ-এগিয়েও আনতে পারে না ;

১. অর্থাৎ এটা সেই কুরআনের আয়াত যা নিজের কথাকে সুস্পষ্ট ও খোলামেলাভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। একথাটি সূরার ভূমিকা হিসেবে বলা হয়েছে। অতপর মূল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي

কোন জাতি তার নির্ধারিত সময় এবং পিছিয়েও নিতে পারে না।
৬. আর তারা বলে—হে ঐ লোক

نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ

যার উপর যিকির[৩] (কুরআন) নাযিল হয়েছে[৪] নিশ্চয়ই তুমি একটা পাগল।
৭. কেন তুমি নিয়ে আসছোনা ফেরেশতাদেরকে আমাদের কাছে

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ

যদি তুমি সত্যবাদীদের মধ্যে শামিল হয়ে থাকো? ৮. আমি তো
ফেরেশতাদেরকে সঠিক কারণ ছাড়া নাযিল করি না,

مَا ; -এবং-وَ ; أَجَلَهَا-(اجل+ها)-তার নির্ধারিত সময় ; مِنْ أُمَّةٍ-কোনো জাতি ; يَسْتَأْخِرُونَ-পিছিয়েও নিতে পারে না।৬-وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলে ; يَا أَيُّهَا-হে ঐ লোক ; الَّذِي-যে ; نُزِّلَ-নাযিল করা হয়েছে ; عَلَيْهِ-যার উপর ; الذِّكْرُ -যিকির (কুরআন) ; إِنَّكَ-নিশ্চয়ই তুমি ; لَمَجْنُونٌ-একটা পাগল। ৭-لَوْ-কেন ; مَا تَأْتِينَا - তুমি আমাদের কাছে আসছো না ; بِالْمَلَائِكَةِ-(ب+ال+ملئكة)-ফেরেশতাদেরকে নিয়ে ; إِنْ-যদি ; كُنْتَ-হয়ে থাকো ; مِنَ-মধ্যে শামিল ; الصَّادِقِينَ-সত্যবাদিদের। ৮-مَا نُنَزِّلُ-আমিতো নাযিল করি না ; الْمَلَائِكَةَ-ফেরেশতাদেরকে ; إِلَّا-ছাড়া ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সঠিক কারণ ;

---

২. অর্থাৎ কোনো জাতিকে তার কুফরী ও সীমালংঘনমূলক কাজের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করা হয় না ; কারণ তাদের জন্যতো আগেই সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে জাতি তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা মুতাবিক অপরাধ ও সীমালংঘনমূলক কাজ করে যেতে পারবে। তার জন্য নির্ধারিত সময় আসার আগ পর্যন্ত সে জাতিকে পাকড়াও করা আল্লাহর নিয়ম নয়।

৩. 'যিকির' শব্দের অর্থ 'স্মরণ করিয়ে দেয়া' 'সতর্ক করা' এবং 'উপদেশ দান করা'। কুরআন মাজীদে 'যিকির' শব্দ দ্বারা খোদ কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ কুরআন আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ককারী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবেই নাযিল হয়েছে। আর অতীতের নবী-রাসূলদের প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছিল তা-ও যিকির-ই ছিল।

৪. তারা একথা ঠাট্টা করে বলতো। তাদের কথার অর্থ হলো—হে ঐ ব্যক্তি, যে দাবী করছো, তোমার কাছে যিকির তথা কুরআন নাযিল হয়েছে। মূসা (আ)-এর দাওয়াত শুনে

وَمَا كَانُوٓا إِذًا مُّنظَرِينَ ۝٨ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝

আর তখনতো তারা সুযোগ লাভের অধিকারী হবে না[৫]। ৯. কুরআনতো আমিই নাযিল করেছি এবং তার হিফাযতকারীও[৬] অবশ্যই আমি

۝١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۝١١ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ

১০. আর নিঃসন্দেহে আপনার আগে বিগত অনেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম ১১. আর তাদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেননি

إِلَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝١٢ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُۥ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝

যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। ১২. এভাবেই আমি অপরাধীদের মনে তা (বিদ্রূপের মনোভাব) ঢুকিয়ে দেই।

৮-وَ-আর ; مَا كَانُوٓا-তারা হবে না ; إِذًا-তখন ; مُنظَرِينَ-সুযোগ লাভের অধিকারী ৯-إِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; نَحْنُ-আমিই ; نَزَّلْنَا-নাযিল করেছি ; الذِّكْرَ-(ال+ذكر)-যিকির (কুরআন) ; وَ-এবং; إِنَّا-অবশ্যই আমি ; لَهُ-তার ; لَحَٰفِظُونَ-হিফাযতকারী। ১০-وَ-আর ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا-নিসন্দেহে আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম ; مِنْ قَبْلِكَ-আপনার আগে ; فِى-কাছে; شِيَعِ-অনেক জাতির ; الْأَوَّلِينَ-(ال+اولين)-বিগত। ১১-وَ-আর ; مَا يَأْتِيهِمْ-(مايأتى+هم)-তাদের কাছে আসেননি ; مِنْ رَسُولٍ-এমন কোনো রাসূল ; إِلَّا كَانُوا-তারা করেনি ; بِهِ-যার সাথে ; يَسْتَهْزِءُونَ-ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। ১২-كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; نَسْلُكُهُ-(نسلك+ه)-আমি তা ঢুকিয়ে দেই ; فِى قُلُوبِ-মনে ; الْمُجْرِمِينَ-(ال+مجرمين)-অপরাধীদের।

ফিরাউন-ও তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, "তোমাদের রাসূল—যাকে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে" আসলেই একজন পাগল।

৫. অর্থাৎ ফেরেশতা আসলেতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই আসবে। কারণ তখনতো বিষয়টা গায়েব থাকবে না ; অথচ গায়েবের উপর ঈমান আনা-ই ফরয। ফেরেশতা আসার পর ঈমান আনার কোনো সুযোগ বাকী থাকে না। আর ফেরেশতা কারো দাবী মুতাবেকও আসে না। তারা যখন আসে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও সত্য বিধান সহকারে আসে এবং বাতিলকে উৎখাত করে সেখানে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৬. অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমার রাসূলের মাধ্যমে পাঠানো কিতাব তাঁর রচিত নয়। এটার প্রেরক যেহেতু আমি সুতরাং এটার হিফাযতও আমি করবো। এটাকে বিনষ্ট বা দমন করতে চাইলেও তা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তোমাদের কোনো কথা

⑬لَا يُؤْمِنُونَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ⑭وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا

১৩. তারাতো এর প্রতি ঈমান আনবে না[৭] এবং বিগত লোকদের রীতিও এভাবেই চলে গেছে ১৪. আর আমি যদি তাদের জন্য কোনো দরজাও খুলে দেই

مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ⑮لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا

আসমানের, এবং তারা সদা-সর্বদা তাতে চড়তেও থাকতো ; ১৫. তবুও তারা বলতো যে, আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে

بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ

বরং আমরা যাদু-প্রভাবিত কাওমই হয়ে গেছি।

⑬لَايُؤْمِنُوْنَ-তারাতো ঈমান আনবে না ; بِهٖ-এর প্রতি ; وَ-এবং ; قَدْ خَلَتْ- এভাবে চলে গেছে ; سُنَّةُ-রীতিও ; الْاَوَّلِيْنَ-বিগত লোকদের। ⑭وَ-আর ; لَوْ-যদি ; فَتَحْنَا -আমি খুলে দেই ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; بَابًا-কোনো দরজা ; مِّنَ السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমানের ; فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ-তারা সদা-সর্বদা তাতে চড়তেও থাকতো। ⑮لَقَالُوْٓا-তবুও তারা বলতো ; اِنَّمَا سُكِّرَتْ-বিভ্রান্ত করা হয়েছে ; اَبْصَارُنَا-(ابصار+نا)-আমাদের দৃষ্টিকে ; بَلْ-বরং ; نَحْنُ-আমরা ; قَوْمٌ-জাতি হয়ে গেছি ; مَّسْحُوْرُوْنَ-যাদু প্রভাবিত।

বা কাজে এর মূল্য কমবে না। তোমাদের আপত্তি বা বাধা দেয়ার কারণে এর দাওয়াতও বন্ধ হয়ে যাবে না। আর এর মধ্যে কোনো রদ-বদল বা বিকৃতি সাধন করাও কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

৭. অর্থাৎ অপরাধী তথা এ কিতাবের বিরোধীরা যেমন আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, অতীতের রাসূলদের প্রতিও এমনই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল। সেসব বিদ্রূপকারীরা যেমন তাঁদের প্রতিই ঈমান আনেনি এরাও এ কিতাব এবং আপনার প্রতি ঈমান আনবে না। অতীতের রীতি এভাবেই চলে আসছে। আর এ কিতাব দ্বারা তাদের মনে আমি এমন অসহনীয় ভাব ঢুকিয়ে দেই যাতে তারা এটাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ ঈমানদারদের মনে এ কিতাব চোখের শীতলতা ও মনের খোরাক হয়ে প্রবেশ করে।

১ম রুকূ' (আয়াত ১-১৫)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ সত্য-মিথ্যা, হক-নাহক, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত এবং দুনিয়াতে জীবন যাপনের সঠিক পথ ও পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত এক আসমানী কিতাব।

২. এক সময় এই কিতাবের বিধান অমান্যকারীরা আফসোস করবে যে, যদি তারা এর বিধি বিধান মেনে চলতো ; কিন্তু সেই আফসোস কোনো কাজে আসবে না।

৩. দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য আখিরাতকে ভুলিয়ে রেখেছে। তাদের এ অবস্থা দেখে মু'মিনরা বিভ্রান্ত হতে পারে না।

৪. আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের প্রত্যেকটি দল, গোষ্ঠী বা জাতিকেই আল্লাহ তাঁর নির্ধারিত সময়ে পাকড়াও করবেন—এতে কোনো প্রকার সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

৫. আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে কোনো ঘটনা-ই ঘটে না ; আর কেউ তা করতে চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৬. দুনিয়াতে জনসমক্ষে ফেরেশতাদের প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সুতরাং এ ধরনের দাবী বা আশা করা বাতুলতা মাত্র।

৭. কোনো অবাধ্য জাতির প্রতি ফেরেশতা পাঠানো হলে সে জাতির চূড়ান্ত ধ্বংসের সিদ্ধান্ত কার্যকারী করার জন্য-ই পাঠানো হয়ে থাকে। আর এটাই আল্লাহর রীতি।

৮. কুরআন মাজীদ কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের হিফাযত তিনিই করবেন। অতএব একে বিনাশ করার ক্ষমতা কারো নেই।

৯. নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের প্রতি বাতিলের পক্ষ থেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ধারা সর্বকালেই জারী ছিল—ভবিষ্যতেও থাকবে ; আর এটাই স্বাভাবিক।

১০. বাতিল শক্তির এ মানসিকতা তাদের মজ্জাগত। এদের সামনে অগণিত-অসংখ্য প্রমাণ থাকা এমন কি আসমানে উঠে দেখে আসার জন্য সিঁড়ি তৈরী করে দিলেও তাদের ঈমান নসীব হবে না।

১১. দীনের দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে এসব কট্টর মানসিকতার লোকদেরকে এড়িয়ে চলা-ই সঠিক পন্থা। এদের সাথে বাক-বিতণ্ডায় সময় ক্ষেপণ করা উচিত নয়।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১০

⑯ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ⑰ وَحَفِظْنَاهَا

১৭. আর নিঃসন্দেহে আমি আসমানে অনেক মজবুত দুর্গ[৮] বানিয়েছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছি[৯]। আর তাকে করেছি সুরক্ষিত

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ⑱ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ

প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে[১০]। ১৮. কিন্তু কেউ চুরি করে শুনতে চেষ্টা করলে[১১] তাহলে তার পেছনে ধাওয়া করে

⑯ وَ-আর ; لَقَدْ جَعَلْنَا-(ل+قد جعلنا)-নিসন্দেহে আমি বানিয়েছি ; فِي السَّمَاءِ-(فى+ال+سماء)-আসমানে ; بُرُوجًا-মজবুত দুর্গ ; وَ-এবং ; زَيَّنَّاهَا-(زينا+ها)-তাকে সাজিয়ে দিয়েছি ; لِلنَّاظِرِينَ-(ل+ال+ناظرين)-দর্শকদের জন্য। ⑰ وَ-আর ; حَفِظْنَاهَا-(حفظنا+ها)-তাকে সুরক্ষিত করেছি ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْطَانٍ-শয়তান ; رَجِيمٍ-বিতাড়িত। ⑱ إِلَّا-কিন্তু ; مَنِ-কেউ যদি ; اسْتَرَقَ السَّمْعَ-(استرق+ال+سمع)-চুরি করে শুনতে চেষ্টা করে ; فَأَتْبَعَهُ-(ف+اتبع+ه)-তাহলে তার পেছনে ধাওয়া করে;

৮. 'মজবুত দুর্গ' (বুরূজ) অর্থ দুনিয়াতে তৈরী ইট-পাথরের মজবুত ভবন নয় ; বরং এর অর্থ অত্যন্ত দৃঢ় মজবুত অদৃশ্য সীমানা দ্বারা চিহ্নিত এলাকা। প্রত্যেক এলাকা শূণ্যলোকে অঙ্কিত হয়ে আছে। কোনো জিনিস এক এলাকা অতিক্রম করে অন্য এলাকায় যেতে পারে না। অতএব 'মজবুত দুর্গ' দ্বারা 'সুরক্ষিত এলাকা' অর্থ নেয়া-ই সঠিক।

৯. অর্থাৎ 'সুরক্ষিত এলাকা'সমূহকে শুধুমাত্র মজবুত ও সুদৃঢ় করা হয়নি, বরং সে সাথে এগুলোকে অত্যুজ্জ্বল তারার মালা দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে অসীম সৃষ্টি লোক অন্ধকার ও ভয়াবহ রূপে দেখা না দেয়। এসব সুরক্ষিত জগত ও শোভাময় সৃষ্টি আমাদের এক মহান শাশ্বত বিজ্ঞানময় এবং সুনিপুণ শিল্পী-স্রষ্টার কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

–"তিনিই সেই সত্তা যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁত করে সৃষ্টি করেছেন।"

১০. এখানে মানুষের একটি ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। মানুষ ধারণা করতো যে, শয়তান ও তার অনুচরদের বুঝি আল্লাহর রাজ্যের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতের ক্ষমতা রয়েছে। এমন ধারণা অতীতের লোকেরা যেমন করতো, বর্তমান কালেও এমন কিছু

شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ

একটি উজ্জ্বল আগুনের শিখা[12]। ১৯.আর যমীন—তাকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি এবং গেড়ে দিয়েছি তাতে পাহাড়-সারি

وَأَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ

আর উৎপন্ন করেছি তাতে প্রত্যেক জিনিস সুপরিমিতভাবে[13]। ২০. আর আমি তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য।

شِهَابٌ-একটি আগুনের শিখা ; مُّبِيْنٌ-উজ্জ্বল। ⑲ وَ-আর ; الْأَرْضَ-যমীন ; مَدَدْنٰهَا-(مددنا+ها)-তাকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি ; وَ-এবং ; أَلْقَيْنَا-গেড়ে দিয়েছে ; فِيْهَا-তাতে ; رَوَاسِيَ-পাহাড়-সাড়ি ; وَ-আর ; أَنْۢبَتْنَا-উৎপন্ন করেছি ; فِيْهَا-তাতে ; مِنْ ; كُلِّ شَيْءٍ-(من+كل+شىء)-প্রত্যেক জিনিস ; مَّوْزُوْنٍ-সুপরিমিতভাবে। ⑳ وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি ব্যবস্থা করেছি; لَكُمْ-তোমাদের জন্য; فِيْهَا-তাতে ; مَعَايِشَ-জীবিকার;

লোক রয়েছে যারা এমন ধারণা পোষণ করে। এখানে তাদের ধারণা যে সঠিক নয় তা উল্লিখিত হয়েছে।

১১. শয়তান জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত বিধায় তার অনুচররা জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য মানুষের মধ্যেও তার অনুসারী রয়েছে। জ্বিন-শয়তানদের গঠন-প্রকৃতি মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর তাই এসব শয়তানরা শেষ নবী আসার আগ পর্যন্ত অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জেনে এসে দুনিয়াতে তাদের অনুসারী মানুষদেরকে জানিয়ে দিত। এসব লোক তার সাথে নিজেদের কিছু কথা মিশিয়ে লোকদেরকে বলতো এবং নিজেদেরকে 'গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত' বলে প্রচার করতো। শয়তানের এসব অনুসারীরা নিজেদেরকে সাধক মুনি-ঋষি, গণক, যোগী ও ফকীর ইত্যাদি নামে প্রকাশ করতো। তবে শেষ নবীর আবির্ভাবের পরে ঊর্ধজগতের কোনো খবরাদি জানা শয়তানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেছে।

১২. 'উজ্জ্বল আগুনের শিখা' বলতে আমরা যেসব উল্কাপিণ্ড অন্ধকার রাতে আকাশ থেকে পড়তে দেখি তা-ও হতে পারে অথবা এমন কোনো মহাজাগতিক আলোক রশ্মি হতে পারে যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, তবে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, প্রতিদিন কোটি কোটি উল্কা রাশি শূণ্যলোক থেকে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে এবং তারা শক্তিশালী দুরবীনের সাহায্যে তা দেখতেও পেয়েছেন। সম্ভবত এসব উল্কাপাতের কারণেই শয়তানদের পক্ষে উর্ধজগতের কোনো সংবাদ জানার কোনো সুযোগ নেই। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা উর্ধজগতকে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

১৩. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যেসব জিনিস উৎপন্ন করেছেন সেসব জিনিসের পরিমাণ ও সংখ্যা সুষম ও পরিমিত রেখেছেন। এতেও আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরত

وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ

এবং তাদের জন্যও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও। ২১. আর এমন কোনো জিনিস নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই ;

وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا

আর তা-ও আমি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়া নাযিল করি না[১৪]। ২২. আর বৃষ্টিবাহী বাতাসও আমিই পাঠাই এবং বর্ষণ করি

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِيْنَ ○

আসমান থেকে পানি তারপর তা আমিই তোমাদেরকে পান করাই ; আর তোমরাতো নও তার ভাণ্ডার-রক্ষাকারী।

وَ-এবং ; مَنْ-যাদের ; لَسْتُمْ-তোমরা নও ; لَهُ-তাদের জন্য ; بِرٰزِقِيْنَ-রিযিকদাতা। ㉑وَ-আর ; اِنْ-নেই ; مِّنْ شَيْءٍ-কোনো জিনিস এমন ; اِلاَّ-নেই ; عِنْدَنَا -আমার কাছে ; خَزَائِنُهُ-(خزائن+ه)-যার ভাণ্ডার ; وَ-আর ; مَا نُنَزِّلُهُ-(ننزل+ه)-তা-ও নাযিল করি না ; اِلاَّ-ছাড়া ; بِقَدَرٍ-পরিমাণ ; مَّعْلُوْمٍ-সুনির্দিষ্ট। ㉒وَ-আর ; اَرْسَلْنَا -আমিই পাঠাই ; الرِّيٰحَ-(ال+رياح)-বাতাস ; لَوَاقِحَ-বৃষ্টিবাহী ; فَاَنْزَلْنَا-(ف+انزلنا)-এবং বর্ষণ করি ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমান ; مَاءً-পানি ; فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ-(ف+اسقينكموا+ه)-তারপর তা আমি তোমাদেরকে পান করাই ; وَ-আর ; مَا-নও ; اَنْتُمْ-তোমরাতো ; لَهُ-তার ; بِخٰزِنِيْنَ-(ب+خازنين)-ভাণ্ডার রক্ষাকারী।

ও আসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুনিয়াতে যেসব উদ্ভিদরাশির পরিচয় আমরা পাই তার প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে বংশ রক্ষার এক প্রবল শক্তি রয়েছে। এর একটিকে যদি যমীনে অবাধে বংশ বিস্তার করতে দেয়া হতো তাহলে, সারা দুনিয়াতে সেটি ছাড়া আর কোনো উদ্ভিদ আমাদের চোখে পড়তো না। কিন্তু মহান আল্লাহর নিরংকুশ কুদরত ও সুবিবেচিত পরিকল্পনার ফলেই সকল উদ্ভিদের সুসমন্বিত সংখ্যা ও পরিমাণ দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করছে এবং কোনো কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হচ্ছে না।

১৪. দুনিয়াতে আমরা যা কিছুই দেখতে পাই তা উদ্ভিদ হোক, আলো, বাতাস, পানি, জীবজন্তু, পশুপাখি ইত্যাদি যা-ই হোক না কেন এ সবকিছুর মধ্যে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে। তবে এসব কিছুর প্রবৃদ্ধি সীমাহীন নয়। এগুলোর জন্য নির্ধারিত সীমা কখনো অতিক্রম করতে পারে না। নির্ধারিত সীমায় পৌঁছেই তাদের প্রবৃদ্ধির গতি থেমে

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا

২৩. আর নিশ্চয়ই আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি এবং আমিই চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী[১৫]। ২৪. আর আমি নিশ্চিত জানি

الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

তোমাদের পূর্বে গমনকারীদের এবং পরে আগমনকারীদেরকেও আমি নিশ্চিত জানি। ২৫. আর (হে নবী !) আপনার প্রতিপালক—নিশ্চিত

هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

তিনিই তাদেরকে একত্র করবেন ; অবশ্যই তিনি মহাকৌশলী মহাজ্ঞানী[১৬]।

(২৩) وَ-আর ; اِنَّا-নিশ্চয় ; لَنَحْنُ-আমিই ; نُحْيِ-জীবন দান করি ; وَ-ও ; نُمِيتُ-মৃত্যু দান করি ; وَ-এবং ; نَحْنُ-আমিই ; الْوَارِثُونَ-(ال+وارثون)-চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী। (২৪) وَ-আর ; لَقَدْ عَلِمْنَا-আমি নিশ্চিত জানি ; الْمُسْتَقْدِمِينَ-(ال+مستقدمين)-পূর্বে গমনকারীদের ; مِنكُمْ-তোমাদের ; وَ-এবং ; لَقَدْ عَلِمْنَا-আমি নিশ্চিত জানি ; الْمُسْتَأْخِرِينَ-(ال+مستاخرين)-পরে আগমনকারীদেরকেও। (২৫) وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চিত ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; هُوَ-তিনিই ; يَحْشُرُهُمْ-(يحشر+هم)-তাদেরকে একত্র করবেন ; اِنَّهُ-অবশ্যই তিনি ; حَكِيمٌ-মহাকৌশলী ; عَلِيمٌ-মহাজ্ঞানী।

যেতে বাধ্য। বিশ্বলোকের এই যে পরিমাণ নির্ধারণ, যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সৃষ্টিলোকের এ পরিমিতি ও ভারসাম্য সামঞ্জস্যতা ও আনুপাতিকতা—এটাই প্রমাণ করে যে, এসব কিছু এক মহাশক্তিধর বিজ্ঞানময় মহান সত্তার সৃষ্টি। এটা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলও নয়, আর একাধিক খোদার সৃষ্টিও নয়। যদি তা হতো, তাহলে এসবের মধ্যে এ পরিমিতি, পরিপূর্ণ ভারসাম্যতা, সামঞ্জস্যতা ও আনুপাতিকতা কোনো মতেই সম্ভব হতো না।

১৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে এ দুনিয়াতে যা কিছুই দেয়া হয়েছে তার কোনো কিছুই তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না। আমার দেয়া সব জিনিসই আমার ভাণ্ডারেই জমা হবে সবকিছু পরিত্যাগ করে খালি হাতেই তোমাদেরকে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে আসতে হবে।

১৬. অর্থাৎ আগের-পরের সকল মানুষকে একত্র করতে সক্ষম। তাঁর মহাকৌশল ও বিজ্ঞানময়তার সামনে এটা নিতান্ত নগণ্য ব্যাপার মাত্র। যারা তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞ তারাই এটাকে অসম্ভব মনে করে।। তাদের সামনে আল্লাহর কুদরতের

অগণিত-অসংখ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। আসলেই এরা নির্বোধ ও মূর্খ।

২য় রুকূ' (আয়াত ১৬-২৫)-এর শিক্ষা

১, ওহীর জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার উর্ধজগত সম্পর্কে কোনো গায়েবী তত্ত্ব ও তথ্য শয়তান—জ্বিন বা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। নবী-রাসূল ছাড়া যদি কেউ এমন দাবী করে তবে বুঝতে হবে সে ভ্রান্ত।

২. দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি জিনিস-ই সুপরিমিত ও যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, এর মধ্যে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যতা বা অমিল নেই।

৩. দুনিয়ার সকল প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থাকারী একমাত্র আল্লাহ।

৪. দুনিয়ার সকল জিনিসের মূল ভাণ্ডার আল্লাহর নিকটই সংরক্ষিত। আমাদের প্রয়োজন অনুপাতে তিনি আমাদের জন্য তা নাযিল করেন। প্রয়োজনের কিছুমাত্র কমও করেন না, বেশীও করেন না।

৫. দুনিয়াতে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য যতটুকু পানি প্রয়োজন এবং কখন কোথায় কতটুকু পানি প্রয়োজন তার সুব্যবস্থা তিনিই করেন।

৬. সকল প্রাণীর জীবন ও মৃত্যু তিনিই দান করেন। দুনিয়ার যাবতীয় সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর পবিত্র সত্তা-ই চিরস্থায়ী—চিরবিরাজমান। সুতরাং সবকিছুর মালিকানাও তাঁর।

৭. তিনি যেহেতু প্রথম এবং তিনিই যেহেতু শেষ, সুতরাং সকল কিছুর চূড়ান্ত উত্তরাধিকারও একমাত্র তাঁর।

৮. অতীতে দুনিয়া থেকে যারা চলে গেছে এবং ভবিষ্যতে যারা আসবে সকল মানুষকে আল্লাহ জানেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কেউ নেই। সুতরাং তাঁর জ্ঞানের বাইরে কেউ কিছু করতে পারে না।

৯. আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে নিঃসন্দেহে এক নির্দিষ্ট দিনে একত্র করবেন। এবং তিনি তা করতে সক্ষম। কেননা তাঁর কৌশল ও জ্ঞান অসীম-অনন্য।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১৯

ولَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

২৬. আর নিসন্দেহে আমিতো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শুকনো ঠনঠনে মাটির খামির থেকে[১৭]।

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

২৭. আর জ্বিন—তাকে আমি সৃষ্টি করেছি ইতিপূর্বে অতিউত্তপ্ত শিখার আগুন থেকে[১৮]। ২৮. আর যখন আপনার প্রতিপালক বললেন

لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

ফেরেশতাদেরকে—"অবশ্যই আমি শুকনো মাটির ঠনঠনে খামির থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি"

(২৬) وَ-আর; لَقَدْ خَلَقْنَا-নিসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি; الْاِنْسَانَ-(ال+انسان)-মানুষকে; مِنْ-থেকে ; صَلْصَالٍ-ঠনঠনে মাটির ; مِنْ حَمَإٍ-খামির থেকে ; مَسْنُونٍ-শুকনো। (২৭) وَ-আর ; الْجَانَّ-(ال+جان)-জ্বিন ; خَلَقْنَاهُ-(خلقنا+ه)-তাকে সৃষ্টি করেছি ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; مِنْ-থেকে; نَارِ-আগুন ; السَّمُومِ-(ال+سموم)-অতি উত্তপ্ত শিখা। (২৮) وَ-আর; اِذْ-যখন ; قَالَ-বললেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; لِلْمَلٰئِكَةِ-(ل+ال+ملائكة)-ফেরেশতাদেরকে; اِنِّيْ-অবশ্যই আমি ; خَالِقٌ-সৃষ্টি করছি ; بَشَرًا-মানুষ; مِنْ-থেকে ; صَلْصَالٍ-ঠনঠনে মাটির ; مِنْ حَمَإٍ-খামির থেকে ; مَسْنُونٍ-শুকনো।

১৭. এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষ তৈরীর মূল উপাদান হলো কাদামাটি যাকে শুকিয়ে ঠনঠনে করা হয়েছে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানুষ আল্লাহর সরাসরি সৃষ্টি। মানুষ কোনো পশুর বিবর্তিত রূপ নয়। সুতরাং বানর থেকে ক্রম-পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার মতবাদ নিসন্দেহে ভ্রান্ত।

১৮. জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যন্ত উষ্ণ আগুনের ভাঁপ থেকে। কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায়-ই জ্বিন জাতির সৃষ্টি আগুন থেকে বলে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে যে, 'আগুন থেকে' কথাটির অর্থ এটা নয় যে, আগুন দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে ; বরং এর অর্থ হলো আগুনের অতি উষ্ণ ভাঁপ থেকে জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

﴿٢٩﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

২৯. "অতপর যখন তাকে আমি পূর্ণাঙ্গ করবো এবং তাতে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো[১৯] তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।"

﴿٣٠﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣١﴾ اِلَّا اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ

৩০. তখন ফেরেশতারা সবাই এক সাথে সিজদায় পড়ে গেল। ৩১. একমাত্র ইবলীস ছাড়া ; সে শামিল হতে অস্বীকার করলো

السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○

সিজদাকারীদের[২০]। ৩২. তিনি (আল্লাহ) বললেন, হে ইবলীস! তোর কি হয়েছে যে, তুই সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলি না ?

(২৯) فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; سَوَّيْتُهٗ-(سويت+ه)-তাকে আমি পূর্ণাংগ করবো ; وَ-এবং ; نَفَخْتُ-ফুঁকে দেবো ; فِيْهِ-তাতে ; مِنْ-থেকে কিছু ; رُّوْحِيْ-(روح+ى)-আমার রূহ ; فَقَعُوْا-(ف+قعوا)-তখন তোমরা সবাই পড়ে যাবে ; لَهٗ-তার সামনে ; سٰجِدِيْنَ-সিজদায়। (৩০) فَسَجَدَ-(ف+سجد)-তখন সিজদায় পড়ে গেলো ; الْمَلٰئِكَةُ-ফেরেশতারা ; كُلُّهُمْ-সবাই ; اَجْمَعُوْنَ-এক সাথে। (৩১) اِلَّا-একমাত্র ছাড়া ; اِبْلِيْسَ-ইবলীস ; اَبٰى-সে অস্বীকার করলো ; اَنْ يَّكُوْنَ-হতে ; مَعَ-শামিল ; السّٰجِدِيْنَ-সিজদাকারীদের। (৩২) قَالَ-তিনি বললেন ; يٰۤاِبْلِيْسُ-(يا+ابليس)-হে ইবলীস ; مَا لَكَ-তোর কি হয়েছে যে, اَلَّا تَكُوْنَ-তুই হলি না ; مَعَ-শামিল ; السّٰجِدِيْنَ-সিজদাকারীদের মধ্যে।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের দেহে যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, তা আল্লাহ তা'আলার গুণের প্রভাব বা ছায়া মাত্র। মানুষের জীবনী শক্তি, ইচ্ছা, ক্ষমতা ইত্যাদি যেসব গুণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়, সেসব গুণ আল্লাহর গুণের অত্যন্ত হালকা প্রতিচ্ছায়া। আর এর ফলেই দুনিয়ার বুকে মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধির সম্মানে ভূষিত। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর গুণাবলীর অত্যন্ত হালকা প্রতিফলন দুনিয়ার সকল প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে ; কিন্তু মানুষের মধ্যে এ প্রভাব ও প্রতিফলন সকল জীবের চেয়ে ব্যাপক। তাই মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তবে আল্লাহর গুণাবলী এ প্রভাব প্রতিফলন লাভ করার অর্থ কোনো মতেই আল্লাহর উলূহিয়্যাতের অংশ লাভ নয়। কারণ, উলূহিয়্যাতের ব্যাপার সমস্ত সৃষ্টির আয়ত্বের সম্পূর্ণ বাইরে। তা লাভ করা কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয়।

۞ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ

৩৩. সে (ইবলীস) বললো, আমি এমন মানুষকে সিজদা করার লোক নই যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন ঠনঠনে খামির থেকে

مَسْنُوْنٍ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۞ وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ

শুকনো মাটির। ৩৪. তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহলে তুই বের হয়ে যা এখান থেকে, কেননা তুই অবশ্যই অভিশপ্ত। ৩৫. আর অবশ্যই তোর উপর লা'নত

اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। ৩৬. সে বললো, হে আমার প্রতিপালক ! তাহলে সে দিবস পর্যন্ত[২১] আমাকে অবকাশ দিন যেদিন পুনরায় উঠানো হবে

۞ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○

৩৭. তিনি বললেন, অবশ্যই তুই অবকাশ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল—
৩৮. সুনির্দিষ্ট সময়ের দিবস পর্যন্ত।

(৩৩)قَالَ-সে বললো ; لَمْ اَكُنْ-আমি লোক নই ; لِاَسْجُدَ-সিজদা করার ; لِبَشَرٍ-এমন মানুষকে ; خَلَقْتَهُ-(خلقت+ه)-যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; صَلْصَالٍ-ঠনঠনে ; مِنْ-থেকে ; حَمَاٍ-খামির ; مَسْنُوْنٍ-শুকনো মাটির। (৩৪)قَالَ-তিনি বললেন ; فَاخْرُجْ-(ف+اخرج)-তাহলে তুই বের হয়ে যা ; مِنْهَا-এখান থেকে ; فَاِنَّكَ-(ف+ان+ك)-কেননা তুই অবশ্যই ; رَجِيْمٌ- অভিশপ্ত। (৩৫)وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; عَلَيْكَ-তোর উপর ; اللَّعْنَةَ-লা'নত ; اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিবস ; الدِّيْنِ-কিয়ামত। (৩৬)قَالَ -সে বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; فَاَنْظِرْنِيْ-(ف+انظرنى)-তাহলে আমাকে অবকাশ দিন; اِلٰى-পর্যন্ত; يَوْمِ-সে দিবস; يُبْعَثُوْنَ-যেদিন পুনরায় উঠানো হবে। (৩৭)قَالَ -তিনি বললেন ; فَاِنَّكَ-অবশ্যই তুই ; مِنَ-শামিল ; الْمُنْظَرِيْنَ-অবকাশ প্রাপ্তদের মধ্যে। (৩৮)اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিবস ; الْوَقْتِ-(ال+وقت)-সময়ের ; الْمَعْلُوْمِ-সুনির্দিষ্ট।

২০. এ সম্পর্কিত আলোচনা সূরা বাকারার ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

২১. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তুই অভিশপ্ত থাকবি, এরপর যখন বিচার করা হবে তখন তোকে এ অপরাধের দরুন শাস্তি দেয়া হবে। তখন শয়তান বললো যে, তাহলে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করুন।

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ ﴿٣٩﴾

৩৯. সে বললো, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে যেভাবে গুমরাহ করেছেন আমিও অবশ্যই দুনিয়াতে তাদের জন্য (পাপকে) শোভনীয় করবো এবং গুমরাহ করে দেবো

اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤١﴾ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ

তাদের সবাইকে[২২]। ৪০. তবে আপনার বান্দাহদের মধ্য থেকে মুখলিস বান্দাহগণ ছাড়া। ৪১. তিনি বললেন, এটাই পথ

عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿٤٢﴾ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ

আমার দিকে যাওয়ার–সরল সুদৃঢ়[২৩]। ৪২. নিশ্চয় আমার যারা বান্দাহ তাদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব থাকবেনা, তবে যারা তোর অনুসরণ করবে

৩৯ قَالَ-সে বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; بِمَا-যেভাবে ; اَغْوَيْتَنِىْ -আপনি আমাকে গুমরাহ করেছেন ; لَاُزَيِّنَنَّ-আমিও অবশ্য অবশ্যই পাপকে শোভনীয় করবো; لَهُمْ-তাদের জন্য ; فِى الْاَرْضِ-দুনিয়াতে ; وَ-এবং ; لَاُغْوِيَنَّهُمْ-গুমরাহ করে দেবো তাদের ; اَجْمَعِيْنَ-সবাইকে। ৪০ اِلَّا-তবে ছাড়া ; عِبَادَكَ-আপনার বান্দাহদের ; مِنْهُمُ-তাদের মধ্য থেকে ; الْمُخْلَصِيْنَ-মুখলিস। ৪১ قَالَ-তিনি বললেন ; هٰذَا-এটাই ; صِرَاطٌ-পথ ; عَلَىَّ-আমার দিকে যাওয়ার ; مُسْتَقِيْمٌ-সরল সুদৃঢ়। ৪২ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; عِبَادِىْ-যারা আমার বান্দাহ ; لَيْسَ-থাকবে না ; لَكَ-তোর ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; سُلْطٰنٌ-কোনো কর্তৃত্ব ; اِلَّا-তবে ছাড়া ; مَنِ-যারা ; اتَّبَعَكَ-(اتبع+ك)-তোর অনুসরণ করবে ;

২২. অর্থাৎ নিকৃষ্ট কাঁদামাটির নগণ্য সৃষ্টিকে সিজদা করার নির্দেশ দিয়ে যেভাবে সে নির্দেশ অমান্য করতে তুমি আমাকে বাধ্য করেছো, আমি তেমনি তাদের সামনে দুনিয়ার জীবনকে চাকচিক্যময় করে তুলে ধরবো, যাতে করে তারা তোমার দেয়া খিলাফতের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে তোমার নাফরমানী করা শুরু করে, যার ফলে তারাও আমার দলভুক্ত হয়ে যায়।

২৩, অর্থাৎ শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত থাকাই আল্লাহর নিকট পৌঁছার সরল-সুদৃঢ় পথ।

مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ۭ

গুমরাহদের মধ্য থেকে[২৪] (তারা ছাড়া)। ৪৩. আর অবশ্যই জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান ৪৪. তার আছে সাতটি দরজা,

لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝

প্রত্যেক দরজার জন্য নির্দিষ্ট আছে তাদের এক একটি শ্রেণী[২৬]।

مِنَ-থেকে ; الْغٰوِيْنَ-গুমরাহদের। ④③ وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; لَمَوْعِدُهُمْ-(ل+موعد+هم)-তাদের প্রতিশ্রুত স্থান ; اَجْمَعِيْنَ-সকলের। ④④ لَهَا-তার আছে; سَبْعَةُ-সাতটি ; اَبْوَابٍ-দরজা ; لِكُلِّ-প্রত্যেকটির জন্য আছে ; بَابٍ-দরজার ; مِّنْهُمْ-তাদের ; جُزْءٌ-এক একটি শ্রেণী ; مَّقْسُوْمٌ-নির্দিষ্ট।

২৪. অর্থাৎ যারা একনিষ্ঠভাবে আমার ইবাদাত-আনুগত্য করে জীবনযাপন করবে তাদের উপর তোর কোনো জোর চলবে না। আর আমার ইবাদাত করার এ পথ-ই হচ্ছে আমার নিকট পৌঁছার একমাত্র সরল পথ। যারা এ পথ অবলম্বন করবে তারা শয়তানের ফাঁদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে এবং আমিও তাদেরকে নিজের বান্দাহ হিসেবে গ্রহণ করে নেবো। তবে যারা তোর প্ররোচনা অনুসারে চলতে রাজি হবে না তাদেরকে তোর আনুগত্য করতে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা তোকে দেয়া হচ্ছে না। হ্যাঁ স্বেচ্ছায় যারা তোর প্রলোভনে পড়ে তোর অনুসারী হবে, তারা তোর সাথেই জাহান্নামী হবে।

২৫. অর্থাৎ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যারা গুমরাহ হবে তাদের স্থান জাহান্নামে হবে ; কেননা শয়তানতো তাদেরকে গুমরাহ হতে বাধ্য করেনি, তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় জাহান্নামের পথ নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে।

২৬. অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার গুমরাহে লিপ্ত লোকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরজা জাহান্নামে রাখা হয়েছে। কেউ নাস্তিকতার পথে জাহান্নামে যাবে, কেউ বা নিফাকীর পথে, কেউ প্রকৃতি পূজার পথে, আবার কেউ ফিসক-ফুজুরীর পথে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৩য় রুকূ' (আয়াত ২৬-৪৪)-এর শিক্ষা

১. মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। মানুষের দেহ মাটি থেকে সৃষ্টি হলেও তার রূহ হলো আল্লাহর নির্দেশ।

২. মানব জাতির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে অপর এক জাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারা ছিল অত্যন্ত উষ্ণ আগুনের বাষ্প থেকে সৃষ্ট। তাদেরকে বলা হতো জ্বিন।

৩. মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ফেরেশতাদেরকে আদমের সামনে সিজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৪. গর্ব-অহংকার একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই শোভনীয়। কোনো সৃষ্টির জন্য তা বৈধ হতে পারে না। ইবলীস অহংকার করে নিজের উপর যুল্‌ম করেছে।

৫. কোনো মানুষের জন্য অহংকার করা বৈধ হতে পারে না। অহংকার-ই মানুষের পতনের মূল।

৬.অহংকারী নিজেকে আল্লাহর লা'নতের উপযুক্ত করে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— 'অহংকার আমার চাদর'। সুতরাং গর্ব-অহংকার বিষের তুল্য পরিত্যাজ্য।

৭. শয়তানকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবনকে চাকচিক্যময় করে মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার মোহে পড়ে শয়তানের প্রলোভনে আল্লাহর দেয়া খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ভুলে গেলে মানুষের শেষ পরিণতি হবে ভয়াবহ।

৮. শয়তানের প্রলোভনকে উপেক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলাই মু'মিনের কাজ। এতেই রয়েছে মানুষের উভয় জাহানের কামিয়াবী।

৯. আর যারা শয়তানের আনুগত্য করবে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম।

১০. জাহান্নামীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ পথ থাকবে। এক শ্রেণীর জাহান্নামী অপর শ্রেণীর প্রবেশ পথে জাহান্নামে ঢুকতে পারবে না।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১৬

﴿٤٥﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٦﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ○

৪৫. মুত্তাকীগণ[২৭] অবশ্য থাকবে ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতসমূহে। ৪৬. (বলা হবে) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ করো।

﴿٤٧﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ○

৪৭. আর তাদের দিলে যা কিছু (একে অপরের প্রতি) শত্রুতা ছিল তা আমি দূর করে দেবো[২৮] (ফলে) তারা পরস্পর ভাইভাই হিসেবে সামনা-সামনি উঁচু উঁচু আসনে বসে থাকবে।

﴿٤٨﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٩﴾ نَبِّئْ عِبَادِي

৪৮. সেখানে তাদেরকে স্পর্শ করবে না কোনো ক্লান্তি এবং সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃতও হবে না[২৯]। ৪৯. আপনি আমার বান্দাহদেরকে জানিয়ে দিন যে,

(৪৫) اِنَّ-অবশ্য ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীগণ ; فِى جَنّٰتٍ-(فى+جنت)-থাকবে জান্নাতে ; وَّعُيُوْنٍ-(و+عيون)-ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট। (৪৬) اُدْخُلُوْهَا-তোমরা প্রবেশ কর ; بِسَلٰمٍ-(ب+سلم)-শান্তির সাথে; اٰمِنِيْنَ-নিরাপত্তার (সাথে)। (৪৭) وَ-আর ; نَزَعْنَا-আমি দূর করে দেবো; مَا-যা কিছু ছিল ; فِىْ صُدُوْرِهِمْ-(فى+صدور+هم)-তাদের দিলে ; مِنْ غِلٍّ-(من+غل)-শত্রুতা ; اِخْوَانًا-ভাই ভাই হিসেবে ; عَلٰى سُرُرٍ-উঁচু উঁচু আসনে ; مُتَقٰبِلِيْنَ-পরস্পর সামনা-সামনি বসে থাকবে। (৪৮) لَا يَمَسُّهُمْ-(لايمس+هم)-তাদেরকে স্পর্শ করবে না ; فِيْهَا-সেখানে ; نَصَبٌ-কোনো ক্লান্তি ; وَّ-আর ; مَا هُمْ-তারা হবে না ; مِنْهَا-(من+ها)-সেখান থেকে ; بِمُخْرَجِيْنَ-তারা বহিষ্কৃতও। (৪৯) نَبِّئْ-আপনি জানিয়ে দিন যে ; عِبَادِىْ-(عباد+ى)-আমার বান্দাহদেরকে ;

২৭. 'মুত্তাকী' সেসব লোক যারা শয়তানের আনুগত্য থেকে বেঁচে থাকবে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করবে।

২৮. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে নেক লোকদের মধ্যে আপোষে যদি পরস্পরের মধ্যে কোনো তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে, জান্নাতে তাদের দিল থেকে তা দূর হয়ে যাবে এবং তারা সেখানে ভাই ভাই হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করবে।

أَنِّىٓ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ ○

আমিই একমাত্র ক্ষমাশীল ও একমাত্র দয়াবান ৫০. আর আমার আযাবও একমাত্র যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

﴿٥١﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط

৫১. আর তাদেরকে জানিয়ে দিন ইবরাহীমের মেহমানদের সম্পর্কে[৩০]। ৫২. যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁকে 'সালাম' জানালো।

قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

তিনি বললেন, 'আমরাতো তোমাদের সম্পর্কে আতঙ্কিত'[৩১]। ৫৩. তারা বললো—'ভয় করবেন না, আমরাতো আপনাকে এক বড় জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি।'[৩২]

اَنِّىْ-আমি ; اَنَا-আমিই ; الْغَفُوْرُ-(ال+غفور)-একমাত্র ক্ষমাশীল ; الرَّحِيْمُ-(ال+رحيم)-একমাত্র দয়াবান। ﴿٥٠﴾ وَ-আর ; اَنَّ-নিশ্চিত ; عَذَابِىْ-আমার আযাব ; هُوَ-তা ; الْعَذَابُ-(ال+عذاب)-একমাত্র আযাব ; الْاَلِيْمُ-(ال+اليم)-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٥١﴾ وَ-আর ; نَبِّئْهُمْ-(نبئ+هم)-তাদেরকে জানিয়ে দিন ; عَنْ-সম্পর্কে ; ضَيْفِ-মেহমানদের ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম। ﴿٥٢﴾ اِذْ-যখন ; دَخَلُوْا-তারা উপস্থিত হলো ; عَلَيْهِ-তার নিকট ; فَقَالُوْا-(ف+قالوا)-এবং জানালো ; سَلٰمًا-সালাম ; قَالَ-তিনি বললেন ; اِنَّا-আমরাতো ; مِنْكُمْ-তোমাদের সম্পর্কে ; وَجِلُوْنَ-আতঙ্কিত। ﴿٥٣﴾ قَالُوْا-তারা বললো ; لَا تَوْجَلْ-ভয় করবেন না ; اِنَّا-আমরাতো ; نُبَشِّرُكَ-(نبشر+ك)-আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি ; بِغُلٰمٍ-(ب+غلم)-এক ছেলের ; عَلِيْمٍ-বড় জ্ঞানী।

২৯. অর্থাৎ যেসব কারণে মানুষের ক্লান্তি ও পেরেশানী আসে তা সেখানে থাকবে না। হাদীসে আছে যে, জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে—"এখন তোমরা চিরকাল সুস্থ ও নিরোগ থাকবে। কখনো অসুস্থ হবে না ; এখন তোমরা চিরদিন জীবিত থাকবে, কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না ; এখন তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে। কখনো বৃদ্ধ হবে না ; এখন তোমরা এখানে চিরদিন অবস্থান করবে, কোথাও সফর করার প্রয়োজন হবে না।" অন্য হাদীসে রয়েছে যে, জান্নাতে লোকদের জীবিকার জন্য কোনো পরিশ্রম করতে হবে না, বিনা পরিশ্রমেই তারা সবকিছু লাভ করবে।

৩০. সূরার ৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মক্কার কাফির সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছিল যে, তুমি যদি সত্যই নবী হয়ে থাকো, তাহলে ফেরেশতাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে এসো। সেখানে এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছে যে, ফেরেশতারা একমাত্র মহাসত্য

⑭ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ⑮ قَالُوا۟ بَشَّرْنَٰكَ

৫৪. তিনি বললেন—'তোমরা কি আমাকে এমন অবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছো যে, বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করেছে ? তাহলে তোমরা কেমন সুসংবাদ দিচ্ছ। ৫৫. তারা বললো—'আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি

بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَٰنِطِينَ ⑯ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ

যথার্থই' অতএব আপনি নিরাশ লোকদের শামিল হবেন না। ৫৬. তিনি বললেন, 'নিজের প্রতিপালকের রহমত থেকে কে নিরাশ হয়,

إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ⑰ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ⑱ قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ

গুমরাহ লোকেরা ছাড়া ?' ৫৭. তিনি বললেন—'হে আল্লাহ-প্রেরিত দূতগণ, তাহলে তোমাদের কোন্ বিশেষ কাজে আছে ?'[৩৩], ৫৮. তারা বললো—'নিশ্চয়ই আমরা প্রেরিত হয়েছি

⑭ قَالَ-তিনি বললেন ; أَبَشَّرْتُمُونِى-(أ+بشرتموا+نى)-তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছো ; عَلَىٰٓ-এমন অবস্থায় ; أَنْ-যে ; مَسَّنِىَ-(مس+نى)-আমাকে স্পর্শ করেছে ; الْكِبَرُ-বার্ধক্য ; فَبِمَ-(ف+بم)-তাহলে কেমন ; تُبَشِّرُونَ-তোমরা সুসংবাদ দিচ্ছ। ⑮ قَالُوا-তারা বললো ; بَشَّرْنَٰكَ-(بشرنا+ك)-আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছি ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথার্থই ; فَلَا تَكُنْ-(ف+لاتكن)-অতএব আপনি হবেন না ; مِنَ-শামিল ; الْقَٰنِطِينَ-(ال+قنطين)-নিরাশ লোকদের। ⑯ قَالَ-তিনি বললেন ; وَمَنْ-কে ; يَقْنَطُ-নিরাশ হয় ; مِنْ-থেকে ; رَحْمَةِ-রহমত ; رَبِّهِۦٓ-নিজের প্রতিপালকের ; إِلَّا-ছাড়া ; الضَّآلُّونَ-গুমরাহ লোকেরা। ⑰ قَالَ-তিনি বললেন ; فَمَا خَطْبُكُمْ-(ف+ما+خطب+كم)-তাহলে তোমাদের কোনো বিশেষ কাজ আছে ? ; أَيُّهَا-হে ; الْمُرْسَلُونَ-আল্লাহ প্রেরিত দূতগণ। ⑱ قَالُوٓا-তারা বললো ; إِنَّآ-নিশ্চয়ই আমরা ; أُرْسِلْنَآ-প্রেরিত হয়েছি ;

নিয়েই নাযিল হয়ে থাকে। এখানে ফেরেশতাদের নাযিল হওয়ার ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে। ফেরেশতারা 'ওহী' নিয়ে আসে যা মহাসত্য ; অথবা আসে কোনো সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত ফায়সালা নিয়ে, যেমন এসেছে 'কওমে লূত'-এর নিকট।

৩১. সূরা হূদের ৭ম রুকূ'তে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

৩২. এখানে 'বড় জ্ঞানী ছেলে' দ্বারা হযরত ইসহাক (আ)-এর সুসংবাদ বুঝানো হয়েছে।

إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾

এক অপরাধী জাতির প্রতি[৩৪]—৫৯. লূতের পরিবার ছাড়া ; আমরা অবশ্যই তাদের সবার রক্ষাকারী—

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. তার স্ত্রীকে ছাড়া, (আল্লাহ বলেন)—আমি ফায়সালা করেছি, নিশ্চিত সে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের শামিল।'

إِلَىٰ-প্রতি ; قَوْمٍ-এক জাতির ; مُّجْرِمِينَ-অপরাধী। ﴿٥٩﴾ إِلَّا-ছাড়া ; آلَ-পরিবার ; لُوطٍ-লূতের ; إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; لَمُنَجُّوهُمْ-তাদের রক্ষাকারী ; أَجْمَعِينَ-সবার। ﴿٦٠﴾ إِلَّا-ছাড়া ; امْرَأَتَهُ-(امراة+ه)-তার স্ত্রীকে ; قَدَّرْنَا-আমি ফায়সালা করেছি ; إِنَّهَا-নিশ্চিত সে ; لَمِنَ-শামিল ; الْغَابِرِينَ-পেছনে পড়ে থাকা লোকদের।

৩৩. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল ফেরেশতাদের মানুষের আকৃতিতে আসা। কারণ কোনো অস্বাভাবিক অবস্থায়ই ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে থাকেন। কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন।

৩৪. এখানে 'অপরাধী জাতি' বলতে যে, 'কওমে লূত'কে বুঝানো হয়েছে তা ইবরাহীম (আ)-এর বুঝতে অসুবিধা হয়নি ; কারণ তাদের অপরাধ সীমালংঘন করে ফেলেছিল। তাই 'অপরাধী জাতি' বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল, তাদের নাম উল্লেখের প্রয়োজন হয়নি।

৪র্থ রুকূ' (আয়াত ৪৫-৬০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহকে ভয় করে যারা জীবনযাপন করবে তারা অবশ্যই ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতে স্থান লাভ করবে। সুতরাং জান্নাত লাভ করতে চাইলে আমাদের জীবনের সকল স্তরেই আল্লাহর ভয়কে মনে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে।

২. জান্নাতবাসীদের দিলে পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, বা পরশ্রীকাতরতা থাকবে না। তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন করবে।

৩. জীবিকা অর্জনের জন্য তাদেরকে কোনো শ্রম দিতে হবে না, তাই ক্লান্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

৪. জান্নাত থেকে তাদের কখনো বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। সুতরাং সেখানে তারা লাভ করবে পরম শান্তি আর শান্তি।

৫. বান্দাহর অপরাধ ক্ষমা করার এবং বান্দাহর প্রতি দয়া করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং ক্ষমা চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিকট। আর দয়াও চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিকট।

৬. ফেরেশতাদের মানুষের আকৃতি ধারণ করে দুনিয়াতে আগমন কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেই হয়ে থাকে। কোনো সীমালংঘনকারী জাতিকে শাস্তি দানের জন্যই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে মানুষের রূপে দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন।

৭. কোনো জাতি পাপকাজে সীমালংঘন করে গেলে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

৮. আল্লাহ তা'আলা চাইলে কাউকে বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান দান করেন, যেমন ইবরাহীম (আ)-কে দান করেছেন।

৯. যারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় তারা গুমরাহ তথা পথভ্রষ্ট। সুতরাং জীবনের কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।

১০. দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় লোকেরাই দুনিয়াতে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পায়। আর আখিরাতেও আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে জান্নাতের অধিকারী হয়।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-১৯

﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ○

৬১. অতপর যখন দূতগণ লূতের পরিবারের কাছে আসলো[৩৫]। ৬২. (তখন) তিনি (লূত) বললো, 'আপনারাতো অপরিচিত লোক'[৩৬]।

﴿٦٣﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ

৬৩. তারা বললো—'না বরং আমরাতো তা-ই নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করছিল। ৬৪. আর আমরা আপনার কাছে এসেছি সত্য নিয়ে

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٥﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

এবং আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। ৬৫. সুতরাং রাতের কোনো এক অংশে আপনি নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে পড়ুন এবং আপনি তাদের পেছনে পেছনে চলুন[৩৭];

(৬১) فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; جَاءَ-আসলো ; آلَ لُوطٍ-(ال+لوط)-লূতের পরিবারের কাছে ; الْمُرْسَلُونَ-(ال+مرسلون)-দূতগণ। (৬২) قَالَ-তিনি বললেন ; إِنَّكُمْ-(ان+كم)-আপনারাতো ; قَوْمٌ-লোক ; مُنْكَرُونَ-অপরিচিত। (৬৩) قَالُوا-তারা বললো ; بَلْ-না, বরং ; جِئْنَاكَ-নিয়ে এসেছি আপনার কাছে ; بِمَا-তা-ই যে সম্পর্কে ; كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ-তারা যাতে সন্দেহ পোষণ করছিল। (৬৪) وَ-আর ; أَتَيْنَاكَ-(اتينا+ك)-আমরা আপনার কাছে এসেছি ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য নিয়ে ; وَ-এবং ; إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; لَصَادِقُونَ-সত্যবাদী। (৬৫) فَأَسْرِ-(ف+اسر)-সুতরাং আপনি বের হয়ে পড়ুন ; بِأَهْلِكَ-(ب+اهل+ك)-নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে ; بِقِطْعٍ-(ب+قطع)-কোনো এক অংশে ; مِنَ اللَّيْلِ-(من+ال+ليل)-রাতের ; وَ-এবং ; اتَّبِعْ-আপনি চলুন ; أَدْبَارَهُمْ-(ادبار+هم)-তাদের পেছনে পেছনে ;

৩৫. 'কাওমে লূত'-এর ঘটনা সূরা আ'রাফ-এর ৮০ আয়াত থেকে ৮৪ আয়াত এবং সূরা হূদ-এর ৬৯ আয়াত থেকে ৮৩ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

৩৬. কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত এবং হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ ফেরেশতারা সুশ্রী কিশোর বয়সের ছেলেদের রূপ ধারণ করে এসেছিল। লূত (আ) নিজ জাতির

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ

আর আপনাদের কেউ যেন পেছনে না তাকায়[৩৮], এবং যেদিকে যেতে আদেশ করা হচ্ছে সেদিকেই চলে যান। ৬৬. আর আমি তাকে জানিয়ে দিলাম

ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ

এ বিষয় যে, ভোর হওয়া মাত্রই ওদের শেকড় কাঁটা হয়ে যাবে। ৬৭. অতপর আসলো

أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾

নগরবাসীরা আনন্দ করতে করতে[৩৯]। ৬৮. তিনি (লূত) বললেন—'এরাতো আমার মেহমান, অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করো না'

وَ-আর ; لَايَلْتَفِتْ-পেছনে না তাকায় ; مِنْكُمْ-আপনাদের ; أَحَدٌ-কেউ ; وَ-এবং ; امْضُوا-চলে যান ; حَيْثُ-সেদিকে যেদিকে যেতে ; تُؤْمَرُونَ-আদেশ করা হয়েছে। ⑯وَ-আর ; قَضَيْنَا-আমি জানিয়ে দিলাম ; إِلَيْهِ-তাকে ; ذَٰلِكَ-এ ; الْأَمْرَ-(ال+امر)-বিষয় ; أَنَّ-যে ; دَابِرَ-শেকড় ; هَٰؤُلَاءِ-ওদের ; مَقْطُوعٌ-কাটা হয়ে যাবে ; مُصْبِحِينَ-ভোর হওয়া মাত্রই। ⑰وَ-অতপর ; جَاءَ-আসলো ; أَهْلُ الْمَدِينَةِ-(اهل+ال+مدينة)-নগরবাসীরা ; يَسْتَبْشِرُونَ-আনন্দ করতে করতে। ⑱قَالَ-তিনি (লূত) বললেন ; إِنَّ هَٰؤُلَاءِ-(ان+هؤلاء)-এরাতো ; ضَيْفِي-(ضيف+ى)-আমার মেহমান ; فَلَا تَفْضَحُونِ-(ف+لاتفضحون)-অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করো না।

লোকদের সমকামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করেছিলেন। কারণ মেহমানদেরকে তো ফিরিয়ে দেয়াও যাচ্ছে না, আবার এ সুদর্শন বালক মেহমানদেরকে তাঁর জাতির দুষ্ট লোকদের হাত থেকে রক্ষা করাও তাঁর জন্য কঠিন মনে হচ্ছিল। তিনি মেহমানদেরকে মানুষই মনে করেছেন।

৩৭. অর্থাৎ আপনার লোকেরা যেন চলার পথে থেকে পেছনের দিকে না তাকায় সেজন্য আপনি তাদের পেছনে পেছনে চলুন।

৩৮. অর্থাৎ পেছনের আওয়াজ, হট্টগোল ও করুণ চিৎকার শুনে পেছনে তাকালেই আপনার লোকদের সামনে চলার শক্তি রহিত হয়ে যাবে। তাহলে এ ধ্বংসলীলা আপনাদের উপরও এসে পড়তে পারে। সুতরাং আপনাদের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আল্লাহর আযাবে পতিত লোকদের থেকে দূরে সরে যাওয়াই কল্যাণকর।

৩৯. এটা থেকেই অনুমান করা যায় যে, 'কাওমে লূত'-এর নীতি নৈতিকতা কতটুকু নীচে নেমে গিয়েছিল। লূত (আ)-এর বাড়ীতে আগত মেহমানদের কথা শুনে তারা যেভাবে

⑥⑨ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ۝ ⑦⓪ قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৬৯. আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে শরমিন্দা (লজ্জিত) করো না। ৭০. তারা বললো—'আমরা কি তোমাকে সারা দুনিয়ার লোক সম্পর্কে নিষেধ করিনি।'

⑦① قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِىْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝ ⑦② لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ

৭১. তিনি বললেন—'তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তাহলে এই আমার কন্যারা আছে[৪০]। ৭২. (হে নবী) আপনার জীবনের কসম তারাতো নিজেদের নেশায়

يَعْمَهُوْنَ ۝ ⑦③ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۝ ⑦④ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। ৭৩. অতপর এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করলো সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই। ৭৪. তারপর আমি তার (জনপদের) উপরের দিককে তার নীচের দিকে (উল্টো) করে দিলাম ;

⑥⑨ وَ-আর ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; لَا تُخْزُوْنِ-আমাকে শরমিন্দা (লজ্জিত) করো না। ⑦⓪ قَالُوْٓا-তারা বললো ; اَوَلَمْ نَنْهَكَ-(ا+و+لم ننهك)-আমরা কি তোমাকে নিষেধ করিনি ; عَنِ-সম্পর্কে ; الْعٰلَمِيْنَ-সারা দুনিয়ার লোক। ⑦① قَالَ-তিনি বললেন ; هٰٓؤُلَآءِ-এই আছে ; بَنٰتِىْ-(بنت+ى)-আমার কন্যারা ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ-তোমরা কিছু করতেই চাও। ⑦② لَعَمْرُكَ-(ل+عمر+ك)-আপনার জীবনের কসম ; اِنَّهُمْ-তারাতো ; لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ-(ل+فى+سكره+هم)-নিজেদের নেশায় ; يَعْمَهُوْنَ-দিশেহারা হয়ে ঘুরছে। ⑦③ فَاَخَذَتْهُمُ-(ف+اخذت+هم)-অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الصَّيْحَةُ-(ال+صيحة)-এক বিরাট আওয়াজ ; مُشْرِقِيْنَ-সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই। ⑦④ فَجَعَلْنَا-(ف+جعلنا)-তারপর আমি করে দিলাম ; عَالِيَهَا-(على+ها)-তার উপরের দিককে ; سَافِلَهَا-(سافل+ها)-তার নীচের দিকে ;

তাঁর বাড়ীতে চড়াও হয়েছিল, অন্য লোকেরা কতটুকু অসহায় অবস্থায় ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ জাতির লোকদের বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দ করার মত লোকও সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। লূত (আ)-এর পরিবার ছাড়া কোনো লোক-ই অপরাধ থেকে মুক্ত ছিল না।

৪০. হযরত লূত (আ)-এর এ বক্তব্য থেকেই তাঁর অসহায় অবস্থার করুণ চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠে। কোনো মানুষ যখন চারিদিক থেকে মারাত্মকভাবে নিরুপায় হয়ে পড়ে ঠিক তখনই তার মুখে এরূপ কথা উচ্চারিত হতে পারে ; কিন্তু 'কাওমে লূত'-এর

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

এবং তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম[৪১]।
৭৫. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন

لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

চিন্তাশীল লোকের জন্য। ৭৬. আর তা (জনপদটি) লোক চলাচল পথের পাশেই অবস্থিত[৪২]। ৭৭. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ

মু'মিনদের জন্য। ৭৮. আর আইকাবাসীরাও[৪৩] অবশ্যই যালিম ছিল।
৭৯. সুতরাং আমি তাদের থেকেও প্রতিশোধ নিয়েছি।

وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

আর দু'টো (এলাকা)-ই প্রকাশ্য রাজপথের পাশেই অবস্থিত[৪৪]।

وَ-এবং ; اَمْطَرْنَا-বর্ষণ করলাম ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের উপর ; حِجَارَةً-পাথর ; مِّنْ سِجِّيلٍ-(من+سجيل)-পোড়া মাটির। ৭৫ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-(ل+ايت)-অনেক নিদর্শন ; لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ-(ل+ال+متوسمين)-চিন্তাশীল লোকের জন্য। ৭৬ وَ-আর ; اِنَّهَا-অবশ্যই তা ; لَبِسَبِيْلٍ-(ل+ب+سبيل)-লোক চলাচল পথের পাশেই ; مُّقِيْمٍ-অবস্থিত। ৭৭ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-নিদর্শন ; لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের জন্য। ৭৮ وَ-আর ; اِنْ كَانَ-ছিল ; اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ-(اصحب+ال+ايكة)-আইকাবাসীরাও ; لَظٰلِمِيْنَ-অবশ্যই যালিম। ৭৯ فَانْتَقَمْنَا-(ف+انتقمنا)-সুতরাং আমি প্রতিশোধ নিয়েছি ; مِنْهُمْ-তাদের থেকেও ; وَ-আর ; اِنَّهُمَا-(ان+هما)-দু'টোই অবস্থিত ; لَبِاِمَامٍ-(ل+ب+امام)-রাজপথের পাশেই ; مُّبِيْنٍ-প্রকাশ্য।

লোকেরা তাঁর সকল আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতিকে উপেক্ষা করে তাঁর মেহমানদের ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একথা সুস্পষ্ট যে, তখন পর্যন্ত হযরত লূত (আ) জানতে পারেননি যে, মেহমানরা মানুষ নন—তাঁরা ফেরেশতা। কারণ তিনি যদি আগেই তা জানতে পারতেন তাহলে বদমাইশ লোকদের কাছে মেহমানদের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতি করতেন না।

৪১. পোড়ানো মাটির পাথর সম্ভবত উল্কাপিণ্ড অথবা আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার শীতল রূপ হতে পারে। সে যা-ই হোক এ পাথর বৃষ্টির মত তাদের উপর বর্ষিত হয়েছিল।

৪২. হিজায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিশর যাওয়ার পথে উল্লিখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা চোখে পড়ে। এ এলাকা এখনও বর্তমান রয়েছে। লূত সাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে এলাকাটি অবস্থিত। ভূগোলবিদদের মতে এ এলাকার মতো ধ্বংস ও বিলয়ের চিহ্ন দুনিয়ার আর কোথাও দেখা যায় না।

৪৩. 'আইকাবাসী' দ্বারা হযরত শুয়াইব (আ)-এর জাতির লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, এদেরকে 'বনূ মাদইয়ান'ও বলা হতো। এ সম্পর্কে সূরা শুয়ারা'র ১৭৬ থেকে ১৯১ আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে উক্ত আয়াত এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

৪৪. 'মাদইয়ান' ও আইকাবাসীদের বসবাসস্থল বর্তমান হিজায থেকে ফিলিস্তীন ও সিরিয়া যাওয়ার পথেই অবস্থিত ছিল। এদের ধ্বংসাবশেষ এখনও এ পথের যাত্রীদের চোখে পড়ে।

৫ম রুকূ' (আয়াত ৬১-৭৯)-এর শিক্ষা

১. 'কাওমে লূত'-এর কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো—দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান, পাপাচারে সীমালংঘন এবং আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ব্যক্তি, দল বা দেশের উপর যুলম নির্যাতনের ফলে দুনিয়াতেই আল্লাহর আযাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

২. যারা মানুষকে দীনের পথে ডাকে, তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই ; কেননা তাদের সাথে আল্লাহ আছেন। আল্লাহ যথাসময়ে তাদের সাহায্য করবেন, তাদেরকে অবশ্যই একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে।

৩. আল্লাহর রহমতের দৃঢ় আশা মনে রেখে এবং আল্লাহর পাকড়াওর ভয় করে দীনের দাওয়াতের কাজ করে যেতে হবে।

৪. কোনো জাতির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলে সে জাতির ধ্বংস সাধনে ফেরেশতাদেরকে মানব রূপে দুনিয়াতে পাঠানো হয়ে থাকে।

৫. কোনো এলাকাতে আসমানী আযাব চলতে থাকলে, সে অবস্থায় তামাশা দেখার জন্য সেদিকে তাকানো সমিচীন নয় ; বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে এলাকা ত্যাগ করাই কল্যাণকর।

৬. সদাসর্বদা তাওবা ইসতিগফার-এর মাধ্যমে আসমানী বালা-মসীবত বা যমীনী বালা-মসীবত থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া কর্তব্য।

৭. কুরআন মাজীদে বর্ণিত এসব জাতির করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদের ঈমানকে মজবুত করা জরুরী।

৮. যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের উচিত এসব জাতির ধ্বংসাবশেষের এলাকা সফর করে মিথ্যাবাদীদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ঈমানকে মজবুত করা।

৯. এ ছাড়াও অন্যান্য পথভ্রষ্ট জাতির ইতিহাস কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য অর্থসহ কুরআন-হাদীসের অধ্যয়ন করা কর্তব্য। যাদের পক্ষে অধ্যয়ন সম্ভব নয়, তাদের উপর কর্তব্য তারা যেন–দীনী দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত সংগঠনে যোগদান করে। এরূপ সংগঠনে যোগ দিলে শুনে শুনেই অনেক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাওয়া যাবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-২০

﴿٨٠﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨١﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا

৮০. আর হিজর[৪৫] বাসীরাও রাসূলগণকে নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল।
৮১. আর আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলীও দিয়েছিলাম ; কিন্তু তারা ছিল

عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ○

তার প্রতি উপেক্ষাকারী। ৮২. আর তারা নিরাপদে থাকার জন্য পাহাড় কেটে বসতঘর বানাতো।

﴿٨٣﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৮৩. তারপর ভোর হতে না হতেই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করলো।
৮৪. ফলে যা তারা কামাই করেছিল তা তাদের কোনো কাজেই আসলোনা[৪৬]।

(৮০) وَ-আর ; لَقَدْ كَذَّبَ-(ل+قد كذب)-নিসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; أَصْحٰبُ الْحِجْرِ-(اصحب+ال+حجر)-হিজ্‌র বাসীরাও ; الْمُرْسَلِيْنَ-(ال+مرسلين)-রাসূলগণকে। (৮১) وَ-আর ; اٰتَيْنٰهُمْ-(اتينا+هم)-আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম ; اٰيٰتِنَا -আমার নিদর্শনাবলী ; فَكَانُوْا-কিন্তু তারা ছিল ; عَنْهَا-তার প্রতি ; مُعْرِضِيْنَ-উপেক্ষাকারী। (৮২) وَ-আর ; كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ-তারা কেঁটে বানাতো; مِنَ الْجِبَالِ-(من+ال+جبال)-পাহাড়; بُيُوْتًا-বসত ঘর ; اٰمِنِيْنَ-নিরাপদে থাকার জন্য। (৮৩) فَاَخَذَتْهُمُ-(ف+اخذت+هم)-তারপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الصَّيْحَةُ-(ال+صحية)-এক বিকট আওয়াজ ; مُصْبِحِيْنَ-ভোর হতে না হতেই। (৮৪) فَمَآ اَغْنٰى-(ف+ما اغنى)-ফলে কোনো কাজেই আসলো না ; عَنْهُمْ-তাদের ; مَّا-তা যা ; كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-তারা কামাই করেছিল।

৪৫. 'কাওমে সামূদ' 'হিজর'-এর অধিবাসী ছিল। 'হিজর' ছিল তাদের প্রধান শহর। মদীনার উত্তর পশ্চিমে তাবুক যাওয়ার প্রধান সড়কের পাশে এ শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রয়েছে। কোনো মুসাফির এখানে অবস্থান করে না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত এ স্থান অতিক্রম করে যেতে হয়। মশহূর পর্যটক ইবনে বতুতার বর্ণানুযায়ী এখানে পাথর খোদাই করা লাল রংয়ের কারুকার্যময় প্রাসাদগুলো সুদৃঢ় অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এসব প্রাসাদগুলোতে মৃত মানুষের দেহাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

৮৫ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَاِنَّ

৮৫. আর আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা সবই মহাসত্যের ভিত্তিতে ছাড়া আমি পয়দা করিনি[৪৭] , আর অবশ্যই

السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۝৮৬ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ

কিয়ামত সংঘটিতব্য, অতএব (হে নবী) আপনি ক্ষমা করে দিন (তাদেরকে) পরম সৌজন্যে। ৮৬. অবশ্যই আপনার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা

الْعَلِيْمُ ۝৮৭ وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ○

মহাজ্ঞানী[৪৮] । ৮৭. আর আমিই তো আপনাকে দিয়েছি বারবার পাঠ করার মত সাতটি আয়াত[৪৯] এবং মহান কুরআন[৫০] ।

৮৫ وَ-আর ; خَلَقْنَا مَا-আমি পয়দা করিনি ; السَّمٰوٰتِ-(ال+سموت)-আসমান ; وَ-ও; الْاَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে, তা সবই ; بَيْنَهُمَآ-উভয়ের মধ্যবর্তী ; اِلَّا-ছাড়া ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-মহাসত্যের ভিত্তিতে ; وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; السَّاعَةَ-(ال+ساعة)-কিয়ামাত ; لَاٰتِيَةٌ-সংঘটিতব্য ; فَاصْفَحِ-(ف+اصفح)-অতএব আপনি ক্ষমা করে দিন ; الصَّفْحَ-(ال+اصفح)-সৌজন্যে ; الْجَمِيْلَ-(ال+جميل)-পরম। ৮৬ اِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকই ; هُوَ الْخَلّٰقُ-(هو+ال+خلق)-তিনি মহাস্রষ্টা ; الْعَلِيْمُ-(ال+عليم)-মহাজ্ঞানী। ৮৭ وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ-(ل+قد+اتينا+ك)-আমিইতো আপনাকে দিয়েছি ; سَبْعًا-সাতটি আয়াত ; مِّنَ الْمَثَانِيْ-(من+ال+مثانى)-বারবার পাঠকরার মতো ; وَ-এবং ; الْقُرْاٰنَ-(ال+قران)-কুরআন ; الْعَظِيْمَ-(ال+عظيم)-মহান।

৪৬. অর্থাৎ তাদের কারুকার্যময় পাথর খোদাই করা সুরক্ষিত প্রাসাদরাজি তাদেরকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি।

৪৭. অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের সাথেই দুনিয়ার প্রকৃতির মিল রয়েছে। বাতিলের জৌলুস ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং বাতিলের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে আপনার ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অবশেষে সত্যই টিকে থাকবে। বাতিলের ধ্বংস অনিবার্য

৪৮. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সবকিছুর স্রষ্টা তাই সর্ববিষয়ের জ্ঞানও তাঁর রয়েছে। তাঁর সৃষ্টিকুলের উপর প্রাধান্য ও আধিপত্য একমাত্র তাঁরই রয়েছে। কেউ তাঁর পাকড়াও

﴿٨٨﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

৮৮. আপনি কখনো আপনার দু'চোখ তুলে সেদিকে তাকাবেন না, যেসব ভোগের সামগ্রী আমি তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীকে দিয়ে রেখেছি এবং তাদের জন্য দুঃখ বোধও করবেন না[৫১];

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ

আর আপনি শুধু মু'মিনদের প্রতিই আপনার বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করুন।
৮৯. আর বলুন, আমিতো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

﴿٩٠﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

৯০. যেমন আমি সেই বিভক্তকারীদের উপর নাযিল করেছি।
৯১. যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে[৫২]।

(৮৮) لَاتَمُدَّنَّ-আপনি কখনো তাকাবেন না ; عَيْنَيْكَ-আপনার দুচোখ তুলে ; الى - সেদিকে ; مَا-যে ; مَتَّعْنَابِهِ-ভোগের সামগ্রী আমি দিয়ে রেখেছি ; اَزْوَاجًا-বিভিন্ন শ্রেণীকে ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; وَ-এবং ; لَاتَحْزَنْ-দুঃখবোধও করবেন না ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; وَ-আর ; اخْفِضْ جَنَاحَكَ-আপনি আপনার বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করুন ; لِلْمُؤْمِنِيْنَ-শুধু মু'মিনদের প্রতিই। (৮৯) وَ-আর ; قُلْ-বলুন ; اِنِّىْ اَنَا-আমিতো শুধুমাত্র; النَّذِيْرُ-(ال+نذير)-সতর্ককারী ; الْمُبِيْنُ-(ال+مبين)-সুস্পষ্ট। (৯০) كَمَا-যেমন ; اَنْزَلْنَا - আমি নাযিল করেছি ; عَلَى-উপর ; الْمُقْتَسِمِيْنَ-(ال+مقسمين)-সেই বিভক্তকারীদের। (৯১) الَّذِيْنَ-যারা ; جَعَلُوا-করে ফেলেছে ; الْقُرْاٰنَ-কুরআনকে ; عِضِيْنَ-খণ্ড বিখণ্ড।

থেকে রক্ষা পেতে পারে না। মানুষের সংশোধনের জন্য আপনার চেষ্টা-সাধনা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি জ্ঞাত। সুতরাং আপনি এতে ঘাবড়াবেন না, সময় আসলে এর সঠিক ফায়সালা হয়ে যাবে।

৪৯. এর দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। বুখারী শরীফে সংকলিত দু'টো হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে।

৫০. একথাগুলো রাসূলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা দানের জন্য বলা হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স) এবং অন্যান্য সকল মুসলমানই নিতান্ত দুঃখ দৈন্যতার মধ্যেই জীবন যাপন করছিলেন। আবার বাতিলের পক্ষ থেকে তাদের উপর অর্থনৈতিক বয়কট ও শারীরিক নির্যাতনও বেড়ে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করছেন যে, আপনাকেতো মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মতো মহাসম্পদ দেয়া

﴿٩٢﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ فَاصْدَعْ

৯২. সুতরাং আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করবো ; ৯৩. সে সম্পর্কে যা তারা করতো। ৯৪. অতএব আপনি প্রকাশ্যে বলে যান

بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ۙ

সে সম্পর্কে যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে উপক্ষো করুন। ৯৫. সেসব বিদ্রূপকারীদের মুকাবিলায় আমিই আপনার পক্ষে যথেষ্ট।

﴿٩٦﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ বানিয়ে নেয়, তারা অতিসত্বর জানতে পারবে। ৯৭. আর আমি তো নিশ্চিত জানি—

(৯২) فَوَرَبِّكَ-(ف+و+رب+ك)-সুতরাং আপনার প্রতিপালকের কসম ; لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ-(لنسئلن+هم)-আমি অবশ্য-অবশ্যই তাদের জিজ্ঞেস করবো ; أَجْمَعِينَ-সবাইকে। (৯৩) عَمَّا-সে সম্পর্কে যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করতো। (৯৪) فَاصْدَعْ-(ف+اصدع)-অতএব আপনি প্রকাশ্যে বলে যান ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تُؤْمَرُ-আপনাকে আদেশ করা হয়েছে ; وَ-এবং ; أَعْرِضْ-উপেক্ষা করুন ; عَنِ الْمُشْرِكِينَ-(عن+ال+مشركين)-মুশরিকদেরকে। (৯৫) إِنَّا-আমিই ; كَفَيْنَاكَ-(كفينا+ك)-আপনার পক্ষে যথেষ্ট ; الْمُسْتَهْزِءِينَ-(ال+مستهزءين)-সেসব বিদ্রূপকারীদের মুকাবিলায়। (৯৬) الَّذِينَ-যারা ; يَجْعَلُونَ-বানিয়ে নেয় ; مَعَ-সাথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; إِلَٰهًا-ইলাহ ; آخَرَ-অন্য; فَسَوْفَ-(ف+سوف)-অতিসত্বর ; يَعْلَمُونَ--তারা জানতে পারবে। (৯৭) وَ-আর ; لَقَدْ نَعْلَمُ-(ل+قد نعلم)-আমিতো নিশ্চিত জানি ;

হয়েছে। যার তুলনায় দুনিয়ার সকল নিয়ামতই অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আপনার জ্ঞান ও নৈতিক সম্পদ-ই আসল গর্বের বস্তু। বাতিলের বৈষয়িক সম্পদের আল্লাহর নিকট কানাকড়ি মূল্যও নেই। অবশেষে তারা নিঃস্ব অবস্থায়ই আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

৫১. মক্কার এ কাফিররা যে তাদের কল্যাণকামী ব্যক্তিকে তাদের শত্রু মনে করে নিয়েছে এবং আপনার সকল চেষ্টা-সাধনাকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এজন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। তাদের পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। তারা নিজেরা যে এতে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে শুধু তা নয়। গোটা জাতিকে তারা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৫২. এখানে ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। 'কুরআন' দ্বারাও 'তাওরাত' বুঝানো হয়েছে। ইয়াহুদীরা তাওরাতের বিধানকে ভাগ ভাগ করে নিয়েছে। কিছু কিছু বিধান

أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن

তারা যা বলে তাতে অবশ্যই আপনার দিল ব্যথিত হয়। ৯৮. অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং শামিল হোন

مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

সিজদাকারীদের। ৯৯. আর ইবাদাত করতে থাকুন আপনার প্রতিপালকের যতক্ষণ না আপনার নিকট উপস্থিত হয় মৃত্যু[৫৩]।

أَنَّكَ-অবশ্যই আপনার ; يَضِيقُ-ব্যথিত হয় ; صَدْرُكَ-(صدر+ك)-আপনার দিল ; بِمَا-তাতে যা ; يَقُولُونَ-তারা বলে। (৯৮) فَسَبِّحْ-(ف+سبح)-অতএব আপনি পবিত্রতা বর্ণনা করুন ; بِحَمْدِ-(ب+حمد)-প্রশংসাসহ ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার রবের ; وَ-এবং ; كُنْ-হোন ; مِّنَ-শামিল ; السَّاجِدِينَ-(ال+ساجدين)-সিজদাকারীদের। (৯৯) وَ-আর ; اعْبُدْ-ইবাদাত করতে থাকুন ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; يَأْتِيَكَ-(ياتى+ك)-আপনার নিকট উপস্থিত হয় ; الْيَقِينُ-(ال+يقين)-মৃত্যু।

মেনে নিয়েছে আর কিছু কিছু বিধান করেছে অমান্য। উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেমন কুরআন দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও তেমনি তাওরাত দেয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিয়েছে। আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের এ আচরণের ফলে তারা যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা উল্লেখ করে উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা যদি কুরআনের সাথে অনুরূপ আচরণ করো, তাহলে তোমাদেরকেও তাদের মতো পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

৫৩. অর্থাৎ দীনে হক পৌঁছানো এবং মানুষের ইসলাহের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও বিপদ মসীবতের মুকাবিলা করার শক্তি একমাত্র সালাত ও আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমেই আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। এর দ্বারাই আপনি গভীর সান্ত্বনা লাভ করবেন। আপনার মধ্যে ধৈর্য ও সবরের শক্তি এর দ্বারাই অর্জিত হবে। বিরোধীদের বিদ্রূপ-নির্যাতন ইত্যাদির মুকাবিলায় অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি সালাত ও আল্লাহর ইবাদাতে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমেই লাভ করা যাবে। আর এর মধ্যেই রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তোষ।

৬ষ্ঠ রুকূ' (আয়াত ৮০-৯৯)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারীদের পরিণাম হিজরবাসী সামূদ জাতির মতো হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ দীন ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে আমাদের সামনে বর্তমান রয়েছে—এ দীনকে মেনে চলা সকল মানুষের কর্তব্য।

২. দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সুউচ্চ ইমারত-ভবন আল্লাহর আযাব থেকে দুনিয়া-আখিরাত কোনো জাহানেই রক্ষা করতে পারে না, যেমন পারেনি সামূদ জাতিকে।

৩. কিয়ামত অবশ্যই আল্লাহর নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. মহাগ্রন্থ আল কুরআন এক অমূল্য গ্রন্থ যার মূল্য আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু থেকে অনেক বেশী। অতএব এ কুরআনকে বুঝতে হবে এবং এর বিধানগুলো মেনে চলতে হবে। আর তখনই দুনিয়াতেও শান্তি ফিরে আসবে এবং আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবো।

৫. বাতিলের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর নিকট এসবের কানাকড়ি মূল্যও নেই।

৬. মু'মিনদের সকল মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হবে তাদের দীনী ভাইদের প্রতি। তারা একে অপরের প্রতি হবে অত্যন্ত রহম দিল।

৭. আল্লাহর দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছানোই মু'মিনের দায়িত্ব। হিদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। হিকমত ও সদুপদেশ দানের মাধ্যমেই মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে হবে। ভয় ও আতংক সৃষ্টি করে নয়।

৮. আল্লাহর কিতাবকে খণ্ড বিখণ্ড করে মানার কোনো সুযোগ নেই। কামনা-বাসনার অনুকূল বিধানগুলো মানা আর তার বিপরীতগুলো অমান্য করলে কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

৯. ইয়াহুদীদের মতো আল্লাহর কিতাবের সাথে আচরণ করলে দুনিয়া-আখিরাতে মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং ইয়াহুদীদের পদাংক অনুসরণ থেকে বাঁচতে হবে।

১০. সকল অবস্থাতেই আল্লাহর হামদ তথা প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকতে হবে।

১১. আমৃত্যু সালাত ও সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার জন্য সদা সচেতন থাকতে হবে।

❑

সূরা আন নাহল-মাক্কী
আয়াত ঃ ১২৮
রুকূ' ঃ ১৬

নামকরণ

'আন-নাহল' (النحل) শব্দের অর্থ মৌমাছি। সূরার ৬৮ আয়াতে উল্লিখিত النحل। শব্দটি সূরার চিহ্ন স্বরূপ এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরায় উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়াদী পর্যালোচনা করার পর ইংগিত পাওয়া যায় যে, সূরা 'আল আনআম' ও সূরা 'আন নাহল' সমসাময়িককালে নাযিল হয়েছে। আর এ সময়টি ছিল মাক্কী জীবনের শেষ দিকে যখন মুসলমানদের উপর যুলম-নির্যাতন চরমে উঠেছিল। আর তখনই মুসলমানদেরকে হাবশা তথা বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে হয়েছিল।

এ সময় যুলুম-নির্যাতন এতদূর তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, কঠোর নির্যাতনের ফলে কেউ যদি 'কুফরী-কালিমা' উচ্চারণ করে বসে, তার কি হুকুম হবে সে বিষয়ে বিধান নাযিল হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে কঠিন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার অবসানও এ সূরা নাযিলের সময় পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।

উল্লিখিত বিষয়াবলীর আলোকে সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ের সূরা হিসেবেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয়

কাফিররা সবসময় যে কথাটি প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতো, তা ছিল— 'যে আযাব আসার ভয় তুমি দেখাচ্ছ, তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাক, তাহলে তা নিয়েই আসো'। তাদের এসব কথার জবাবে সূরার শুরুতেই সতর্কবাণী দ্বারা সূচনা করা হয়েছে। অতপর শির্ক-এর প্রতিবাদ করে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার বাতুলতা ও তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। বিরোধীদের সকল প্রকার আপত্তি, প্রশ্ন, সন্দেহ-সংশয় ইত্যাদি সম্পর্কে এক এক করে জবাব দেয়া হয়েছে। শির্ক-এর উপর হঠকারিতা এবং তাওহীদ-এর উপর গর্ব-অহংকার করে বেড়ানোর পরিণাম সম্পর্কে মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে মানার দাবী করার সাথে সাথে কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এবং নিজেদের জীবনে তার

প্রতিফলনও ঘটাতে হয় ; তা না হলে শুধু দাবীর মাধ্যমে আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

অবশেষে নবী করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরামকে সাহস দেয়া হয়েছে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধতা ও যুলুম-নির্যাতনের মুকাবিলায় যে নীতি-আচরণ অবলম্বন করতে হবে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

① أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

১. এসে গেছে আল্লাহর সিদ্ধান্ত[১], অতএব তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে চেয়ো না ; তিনি আল্লাহ তো পূতঃপবিত্র এবং তারা যে শির্‌কে লিপ্ত তা থেকে[২] তিনি অনেক উঁচুতে।

① أَتَىٰٓ-এসে গেছে ; أَمْرُ-সিদ্ধান্ত ; ٱللَّهِ-আল্লাহর ; فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ-অতএব তোমরা তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে চেয়ো না ; سُبْحَٰنَهُۥ-তিনি তো পূত-পবিত্র ; وَ-এবং ; تَعَٰلَىٰ-তিনি অনেক উঁচুতে ; عَمَّا-তা থেকে যে ; يُشْرِكُونَ-শির্‌ক তারা করছে।

১. এখানে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহর সিদ্ধান্ত এসে গেছে' অথচ বাস্তবে তা দেখা যায়নি। এর অর্থ 'সিদ্ধান্ত' আসা এমন নিশ্চিত এবং নিকটবর্তী যে, অতীতকালে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা যেমন নিশ্চিত। আর এজন্যই এখানে ভবিষ্যতকালের ব্যবহার না করে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। আর কাফিরদের সীমালংঘনমূলক কাজ ও আল্লাহর দীনের বিরোধিতা এবং পাপ কাজও কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এখন চূড়ান্ত পদক্ষেপ বাকী।

এখন প্রশ্ন হলো—সেই সিদ্ধান্তটা কি ? যার আসাটা একেবারেই নিশ্চিত আর তা যখন এসে পৌঁছেছিল তখন তার রূপ-ই বা কি ছিল ? মুফাসসিরীনে কিরামের কারো কারো মতে সেই সিদ্ধান্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়। কারো মতে তা ছিল সেই ওয়াদা যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দিয়েছিলেন তা হলো, আল্লাহ মু'মিনদেরকে বিজয় দান করবেন এবং কাফির-মুশরিকদেরকে পরাজিত করবেন। মাওলানা মওদূদী (র)-এর মতে সেই সিদ্ধান্ত ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি হিজরতের নির্দেশ। কারণ এর কিছুদিন পরেই এর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত নবী-রাসূলদের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, যাদের প্রতি নবী পাঠানো হয়েছে তাদের চূড়ান্ত অস্বীকৃতি ও অমান্যতার পরপরই নবীদের প্রতি হিজরতের নির্দেশ হয়েছে। আর এর সাথেই সেই জাতির ভাগ্যের ফায়সালাও হয়ে যায়। অতপর তাদের উপর হয়তো আসমানী আযাব এসে পড়ে, নচেৎ নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের হাতে সেই জাতির আদর্শিক বিলুপ্তি ঘটে। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের সিদ্ধান্ত আসার পর কাফিররা এটাকে তাদের অনুকূলে মনে করেছিল; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী মাত্র আট-দশ বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকেই কুফ্‌র ও শির্‌ক-এর বিলুপ্তি ঘটেছিল।

② يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ أَنْ

২. তিনিতো নিজের হুকুমেই তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যার প্রতিই চান ফেরেশতাদেরকে ওহী সহ[৩] নাযিল করেন (এ আদেশ দিয়ে)[৪] যে

أَنْذِرُوٓا أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُونِ ③ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

তোমরা সতর্ক করে দাও অবশ্যই আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ (মা'বুদ) নেই, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো[৫]। ৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনকে

②يُنَزِّلُ-তিনি নাযিল করেন ; الْمَلٰٓئِكَةَ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতাদেরকে ; بِالرُّوحِ-(ب+ال+روح)-ওহী সহ ; مِنْ أَمْرِهٖ-(من+امر+ه)-তাঁর নিজের হুকুমেই ; عَلٰى-প্রতি; مَنْ-যার ; يَّشَآءُ-চান ; مِنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِهٖٓ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দার ; أَنْ-যে ; أَنْذِرُوٓا-তোমরা সতর্ক করে দাও ; أَنَّهٗ-অবশ্যই ; لَآ-নেই ; إِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; إِلَّآ-ছাড়া ; أَنَا-আমি ; فَاتَّقُونِ-(ف+اتقون)-অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।③خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীনকে ;

২. অর্থাৎ তোমরা যে মনে করছো, তোমাদের অনুসৃত মুশরিকী ধর্মমত সঠিক—তোমরা ভাবছো মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর প্রচারিত দীন সত্য হলে তোমাদের অমান্যতার কারণে তোমাদের উপর আযাব আসে না কেন। তোমরা তাড়াহুড়ো করো না, সিদ্ধান্ত এসে পড়েছে এবং তোমাদের শিরকী মতবাদ থেকে আল্লাহ পবিত্র এবং অনেক উর্ধে।

৩. অর্থাৎ রূহ তথা নবুওয়াতের প্রাণ হলো 'ওহী'। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে এ ওহী যার প্রতি ইচ্ছা নাযিল করেন। ওহীকে রূহ হিসেবে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে—জীবের জন্য রূহ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ওহী হলো নবুওয়াতের প্রাণশক্তি। আর মানুষের নৈতিক জীবনেও এ ওহীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায়ই ওহীকে রূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তোমরা মুহাম্মাদ (স)-কে অমান্য করছো এবং তাঁর নবুওয়াতকে চ্যালেঞ্জ করছো। তাঁর কথাকে বানোয়াট মনে করছো। না, তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয়। তিনি কথা বলছেন আমার প্রেরিত 'রূহ' তথা ওহীর ভিত্তিতে। তিনি নিজ থেকে কিছু বলেন না। তিনিতো শুধু নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করছেন। আর তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপর এ দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারটাও আমি ভাল করেই জানি যে, কার হাতে এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হবে। তোমাদের নিকট এ ব্যাপারে পরামর্শের কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আমি আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে এ গুরুভার পালনের উপযুক্ত মনে করি তাকেই তা দিয়ে থাকি।

بِالْحَقِّ ۚ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ④ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ

সত্যের ভিত্তিতে ; তারা যে শির্ক করছে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে[৬]। ৪. তিনি এক ফোঁটা শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ এখন সে

خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ⑤ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا

প্রকাশ্য বিতর্ককারী[৭]। ৫. আর চতুষ্পদ পশুও (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ; এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের পোশাক আরও অনেক উপকারী বস্তু এবং তা থেকে কিছু

بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যের ভিত্তিতে ; تَعٰلٰى-তিনি অনেক উর্ধে ; عَمَّا-তা থেকে যে ; يُشْرِكُوْنَ-তারা শির্ক করছে।④ خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; الْاِنْسَانَ-(ال+انسان)-মানুষ ; مِنْ-থেকে ; نُّطْفَةٍ-এক ফোঁটা শুক্র ; فَاِذَا-(ف+اذا)-অথচ এখন ; هُوَ-সে ; خَصِيْمٌ-বিতর্ককারী ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য।⑤ وَ-আর ; الْاَنْعَامَ-(ال+انعام)-চতুষ্পদ পশুও ; خَلَقَهَا-(خلق+ها)-তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِيْهَا-এতে রয়েছে ; دِفْءٌ-শীতের পোশাক ; وَّ-আরও ; مَنَافِعُ-অনেক উপকারী বস্তু ; وَ-এবং ; مِنْهَا-তা থেকে কিছু ;

৫. এখান থেকে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলো—উলূহিয়াত তথা ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূলকথা এটাই ছিল। সুতরাং ভয় করতে হবে একমাত্র তাঁকে। অপর কোনো মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির অসন্তোষ ও শাস্তির ভয় অথবা অপর কোনো সৃষ্টির আদেশ-নিষেধ অমান্য করার পরিণতি বা শাস্তির ভয় করা যাবে না এবং এরূপ হওয়া কোনোমতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) যে শির্ক-এর প্রতিবাদ করেন এবং যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন, আসমান-যমীন তথা গোটা বিশ্বব্যবস্থা-ই তার সাক্ষী। এ বিশাল ব্যবস্থাপনা মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কোথাও তোমাদের অনুসৃত শির্ক-এর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে না। বিশ্ব-জাহানের কোনো জিনিসের গঠন ও অস্তিত্বের পেছনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো ভূমিকা আছে বলে কোনো সাক্ষ-প্রমাণই পাওয়া যাবে না। এ মহাসত্য যখন প্রতিষ্ঠিত তখন তোমাদের রচিত শির্ক-এর স্থান কোথায়। অতএব তোমাদের শির্কী বিশ্বাস থেকে তিনি অনেক অনেক উর্ধে।

৭. এ আয়াত দ্বারা মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমার সৃষ্টির পর্যায়গুলো সম্পর্কে তোমার চিন্তা করে দেখা উচিত। কোন্ অবস্থা থেকে কি কি পর্যায় অতিক্রম করে তুমি দুনিয়াতে এসেছো। তারপর কোন্ কোন্ অবস্থা পার হয়ে তুমি একজন সুস্থ-সবল যুবকে পরিণত হয়েছো। এসব চিন্তা করলেই আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে তোমার বিতর্কের জিহ্বা সংযত হয়ে যাবে। শির্কের পক্ষে বলার কোনো কথাই খুঁজে পাবে না।

تَاْكُلُوْنَ ⑤ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ○

তোমরা খেয়েও থাক। ৬. আর তোমাদের জন্য এতে রয়েছে সৌন্দর্যের উপকরণ যখন তোমরা (পশু গুলোকে) সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আন এবং সকালে যখন (সেগুলোকে) চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও।

⑦ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط

৭. আর ওরা তোমাদের বোঝাগুলো বহন করে এমন শহরে নিয়ে যায় যেখানে তোমাদের পৌঁছানো সম্ভব হতো না, নিজেদেরকে শ্রান্ত-ক্লান্ত করা ছাড়া।

اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ⑧ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا

নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক বড়ই স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু। ৮. আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া—খচ্চর ও গাধা, যাতে তোমরা চড়তে পার তাদের উপর

وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ⑨ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ

এবং শোভাস্বরূপ ; আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু যা তোমরা জানো-ই না[৮]। ৯. আর আল্লাহরই দায়িত্ব সঠিক পথে পরিচালনা।

تَاْكُلُوْنَ-তোমরা খেয়েও থাক। ⑥-وَ-আর ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِيْهَا-তাতে রয়েছে; جَمَالٌ-সৌন্দর্যের উপকরণ ; حِيْنَ-যখন ; تُرِيْحُوْنَ-তোমরা সন্ধ্যায় পশুগুলোকে ফিরিয়ে আন ; وَ-এবং ; حِيْنَ-যখন ; تَسْرَحُوْنَ-সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। ⑦-وَ-আর ; تَحْمِلُ-ওরা বহন করে ; اَثْقَالَكُمْ-(اثقال+كم)-তোমাদের বোঝাগুলো ; اِلٰى بَلَدٍ-(الى+بلد)-এমন শহরে নিয়ে যায় ; لَمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ-(لم تكونوا+بلغ+ه)-যেখানে তোমাদের পৌঁছানো সম্ভব হতো না ; اِلَّا-ছাড়া ; بِشِقِّ-শ্রান্ত-ক্লান্ত করা ; الْاَنْفُسِ-(ال+انفس)-নিজেদেরকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; لَرَءُوْفٌ-বড়ই স্নেহপরায়ণ ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ⑧-وَّ-আর ; الْخَيْلَ-(ال+خيل)-(তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া ; وَ-ও ; الْبِغَالَ-(ال+بغال)-খচ্চর ; وَ-ও ; الْحَمِيْرَ-(ال+حمير)-গাধা ; لِتَرْكَبُوْهَا-(لتركبوا+ها)-যাতে তোমরা চড়তে পারো তাদের উপর ; وَ-এবং ; زِيْنَةً-শোভাস্বরূপ ; وَ-আর ; يَخْلُقُ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; مَا-এমন কিছু যা ; لَا تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জানো-ই না। ⑨-وَ-আর ; عَلَى-দায়িত্বে ; اللّٰهِ-আল্লাহরই ; قَصْدُ-পরিচালনা ; السَّبِيْلِ-(ال+سبيل)-সঠিক পথে ;

وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

তবে তার মধ্যে বাঁকাপথও আছে[৯] ; এবং তিনি যদি চাইতেন তবে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন[১০]।

وَ-তবে ; مِنْهَا-তার মধ্যে আছে ; جَائِرٌ-বাঁকা পথও ; وَ-এবং ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-তিনি চাইতেন ; لَهَدٰىكُمْ-(لهدى+كم)-তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন ; اَجْمَعِيْنَ-সবাইকে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের সেবায় আল্লাহ তা'আলা কতসব জিনিস তৈরি করে রেখেছেন এবং সেসব জিনিসের কোন্‌টি মানুষের কোন্ সেবা আঞ্জাম দিচ্ছে। তার খবর মানুষের নিকট নেই।

৯. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে তাওহীদ, রহমত ও রুবুবিয়াতের প্রমাণাদি পেশ করার পর এখানে নবুওয়াতের প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে প্রাণী হিসেবে টিকে থাকার জন্য আবশ্যকীয় সকল প্রয়োজন-ই পূরণ করেছেন ; কিন্তু যে প্রয়োজন পূরণ না হলে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে, সে প্রয়োজন পূরণ না করে মানুষকে অন্ধকারে হাতড়ে মরার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন—আল্লাহ সম্পর্কে এমন চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই। মানুষের সে প্রয়োজনটি সিরাতুল মুসতাকীম তথা সেই সরল-সুদৃঢ় পথ। যে পথে চললে মানুষ আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য মানবিক প্রয়োজনগুলো যেমন পূরণ করেছেন, তেমনি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল পথটিও নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে তাঁর নিকট পৌঁছার পথ জানানো তাঁর যে দায়িত্ব তা তিনি যথাযথই পালন করেছেন। কারণ মানুষের নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সেই পথটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হওয়ার আশংকা-ই অধিক।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে মানুষকে অন্যান্য অনেক সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক জগতের সৃষ্টিরাজির মতো ইচ্ছা-ক্ষমতা শূন্য ও জন্মগতভাবে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং কোনো প্রকার অন্যায়-অপরাধ করার ক্ষমতাহীন করে সৃষ্টি করতে পারতেন ; কিন্তু তিনি তা চাননি। তিনি চেয়েছেন ইচ্ছা-শক্তির ব্যবহার করতে সক্ষম একটি মাখলুক সৃষ্টি করতে। সেই মাখলুকের সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল সব রকমের পথেই চলার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের সুযোগও তার থাকবে। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক পরিচালনার যোগ্যতাও তাকে দেয়া হবে। অপর দিকে সকল প্রকার কামনা-বাসনা পরিপূরণের সে ক্ষমতাশালী হবে। নিজের ভেতরকার ও বাইরের সকল প্রকার উপায়-উপকরণ নিজ কাজে লাগাবার এখতিয়ারও তার থাকবে। তার হিদায়াত ও গুমরাহীর কার্যকারণগুলোও রক্ষিত থাকবে। মানুষের যদি আযাদী ও স্বাধীনতা না থাকতো, তাহলে

উন্নতির উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া তার পক্ষে কোনো মতে সম্ভব হতো না এবং তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যও যথাযথভাবে পূর্ণ হতো না। আর তাকে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেয়ার কোনো যুক্তিও থাকতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জবরদস্তী হিদায়াত নীতির পরিবর্তে নবুওয়াত-রিসালাতের মাধ্যমে হিদায়াতের নীতি গ্রহণ করেছেন। যাতে মানুষের আযাদী-স্বাধীনতা রক্ষিত থাকে এবং পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যও সফল হয়। আর সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথও তার সামনে সঠিকভাবে পেশ করে দেয়া হয়।

১ম রুকূ' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মু'মিন কখনো আল্লাহর আযাব ও গযবকে আহ্বান জানাতে পারে না ; বরং সে সদা-সর্বদা তা থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য তাওবা-ইসতিগফার করবে।

২. কাউকে নবুওয়াত দান করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন। এমনকি নবুওয়াত পাওয়ার আগে স্বয়ং নবীও জানতে পারেন না যে, তাঁকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দান করা হবে।

৩. সকল নবীর দাওয়াতের মূলকথা ছিল—আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ তথা হুকুমদাতা নেই। অর্থাৎ হুকুম মানতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং এ ব্যাপারে আনুগত্য করতে হবে তাঁর রাসূলের। আর ভয়ও করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে।

৪. দুনিয়াতে অন্য যত হুকুম আমাদেরকে মানতে হয়, সেগুলো যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের বিপরীত হয় সেগুলো মানা যাবে না।

৫. ইয়াহুদী, খৃস্টান এবং অন্য সব মুশরিক আল্লাহর সাথে যেসব ব্যাপারে শির্ক করে আল্লাহ সেসব শির্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অনেক উর্ধে।

৬. আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ককারীদের নিজেদের সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে চিন্তা করা কর্তব্য। তাহলেই তার বিতর্কের ভাষা সংযুক্ত হতে বাধ্য।

৭. সৃষ্টি জগতের অগণিত-অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের উপকারের জন্য আল্লাহ যে চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করলেও তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যাবে। এগুলোর উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না।

৮. আমরা সার্বক্ষণিক আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবে আছি। কোনো একটি মুহূর্তও তাঁর রহমতের ছায়া ছাড়া আমারা বাঁচতে পারবো না। সুতরাং সর্বদা তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা কর্তব্য।

৯. দুনিয়াতে মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা আরও কতসব জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন যা জানা মানুষের জন্য কখনো সম্ভব নয়।

১০. হিদায়াত দান করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁর নিকট হিদায়াত চাইতে হবে। আর হিদায়াত দান করেন নবীদের মাধ্যমে। অতএব অনুসরণ করতে হবে নবীদের দেখানো পথের।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১২

⑩ هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ

১০. তিনিই (সেই সত্তা) যিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন পানি আসমান থেকে, তার কিছু অংশ পানীয় এবং তা থেকেই উদ্ভিদ (উৎপন্ন হয়)

فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ⑪ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ

তাতেই তোমরা পশুচারণ করে থাক[১১]। ১১. তিনি তদ্বারা উৎপন্ন করেন তোমাদের শস্য, যায়তুন-খেজুর

وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ

ও আঙ্গুর এবং সবরকম ফল-ফলাদি ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন

يَّتَفَكَّرُوْنَ ⑫ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ

যারা চিন্তা-গবেষণা করে[১২] ১২. তিনিই তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে ;

⑩ هُوَ-তিনিই (সেই সত্তা) ; الَّذِىٓ-যিনি ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاۤءِ-(ال+سماء)-আসমান ; مَاۤءً-পানি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنْهُ-তার কিছু অংশ ; شَرَابٌ-পানীয় ; وَّ-এবং ; مِنْهُ-তা থেকেই (উৎপন্ন হয়) ; شَجَرٌ-উদ্ভিদ ; فِيْهِ-তাতেই ; تُسِيْمُوْنَ-তোমরা পশুচারণ করে থাক। ⑪ يُنْۢبِتُ-তিনি উৎপন্ন করেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; بِهِ-তার দ্বারা ; الزَّرْعَ-(ال+زرع)-শস্য ; وَالزَّيْتُوْنَ-(و+ال+زيتون)-যায়তুন ; وَالنَّخِيْلَ-(و+ال+نخيل)-খেজুর ; وَ-ও ; الْاَعْنَابَ-(ال+اعناب)-আঙ্গুর ; وَ-এবং ; مِنْ كُلِّ-সব রকম ; الثَّمَرٰتِ-(ال+ثمرت)-ফল-ফলাদি ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-নিদর্শন ; لِّقَوْمٍ-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يَّتَفَكَّرُوْنَ-যারা চিন্তা গবেষণা করে। ⑫ وَ-আর ; سَخَّرَ-খিদমতে নিয়োজিত করেছেন ; لَكُمُ-তোমাদের ; الَّيْلَ-(ال+ليل)-রাতকে ; وَ-ও ; النَّهَارَ-(ال+نهار)-দিনকে ; وَ-এবং ; الشَّمْسَ-(ال+شمس)-সূর্য ; وَ-ও ; الْقَمَرَ-(ال+قمر)-চন্দ্রকে ;

وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ

আর তারকাগুলোও বশীভূত তাঁরই হুকুমে ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন

یَّعْقِلُوْنَ ⑫ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ

যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে[১৩]। ১৩. আর তিনি যে যমীনে বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য, সেগুলোর রংও বিভিন্ন ;

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّذَّكَّرُوْنَ ⑬ وَهُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সে লোকদের জন্য নিদর্শন যারা উপদেশ গ্রহণ করে[১৪]। ১৪. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি বশীভূত করেছেন সমুদ্রকে

وَ-আর ; النُّجُوْمُ-(ال+نجوم)-তারকাগুলোও ; مُسَخَّرٰتٌ-বশীভূত ; بِاَمْرِهٖ-(ب+امر+ه)-তাঁরই হুকুমে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِیْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰیٰتٍ-নিদর্শন ; لِّقَوْمٍ-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; یَّعْقِلُوْنَ-যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। ⑬ وَ-আর ; مَا-যে ; ذَرَاَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন বস্তুরাজি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِی الْاَرْضِ-যমীনে ; مُخْتَلِفًا-বিভিন্ন ; اَلْوَانُهٗ-(الوان+ه)-সেগুলোর রং ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِیْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰیَةً-নিদর্শন ; لِّقَوْمٍ-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; یَّذَّكَّرُوْنَ-যারা উপদেশ গ্রহণ করে। ⑭ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই সেই সত্তা ; الَّذِیْ-যিনি ; سَخَّرَ-বশীভূত করেছেন ; الْبَحْرَ-(ال+بحر)-সমুদ্রকে ;

১১. এখানে شَجَرٌ শব্দ দ্বারা সাধারণত গাছ বুঝালেও কোনো কোনো সময় অন্যান্য উদ্ভিদ তথা ঘাস বা লতাপাতা অর্থেও ব্যবহৃত হয় ; যেমন এখানে বুঝানো হয়েছে ; কেননা এর পরপরই পশুচারণের কথা বলা হয়েছে। আর পশুচারণের সাথে ঘাসের সম্পর্কই বেশী।

১২. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা যতই করা হবে ততই আল্লাহর 'তাওহীদ' তথা একত্ববাদের প্রমাণগুলো চিন্তাশীল লোকদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এজন্যই বলা হয়েছে—চিন্তাশীল লোকেরাই এসব সৃষ্টি থেকে আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শনগুলো চিনতে সক্ষম হয়।

১৩. তারকাগুলো যে, আল্লাহর নির্দেশের অনুগত তা বুঝার জন্য খুব একটা চিন্তা-ফিকিরের প্রয়োজন হয় না। সামান্য বুদ্ধি-জ্ঞান যাদের আছে তারাও খুব সহজেই এটা বুঝতে সক্ষম। কেননা এতে কোনো মানুষের (যা অন্য কোনো সৃষ্টির) কোনোরূপ ভূমিকা নেই।

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ

যাতে তা থেকে তোমরা টাটকা গোশ্‌ত (মাছ) খেতে পার এবং তা থেকে বের করে নিতে পার সাজ-সজ্জার উপকরণ, যা তোমরা পরিধান কর[১৫] ;

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

আর তুমি দেখে থাক নৌকা-জাহাজকে তাতে চলাচলকারী হিসেবে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ খুঁজে নিতে পার[১৬] ও তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার।

⑮ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

১৫. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনে পাহাড় সারী যাতে তা (যমীনে) না দোলে তোমাদের নিয়ে[১৭] এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) নদী-ঝরণা ও নানা প্রকার পথ[১৮]

لِتَأْكُلُوا-যাতে তোমরা খেতে পার ; مِنْهُ-তা থেকে ; لَحْمًا-গোশত ; طَرِيًّا-টাটকা ; وَ-এবং ; تَسْتَخْرِجُوا-বের করে নিতে পার ; مِنْهُ-তা থেকে ; حِلْيَةً-সাজ-সজ্জার উপকরণ ; تَلْبَسُونَهَا-(تلبسون+ها)-যা তোমরা পরিধান করো ; وَ-আর ; تَرَى-তুমি দেখে থাক ; الْفُلْكَ-নৌকা-জাহাজ ; مَوَاخِرَ-চলাচলকারী হিসেবে ; فِيهِ-তাতে ; وَ-এবং ; لِتَبْتَغُوا-তোমরা যাতে খুঁজে নিতে পার ; مِنْ فَضْلِهِ-তাঁর অনুগ্রহ ; وَ-ও ; لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَشْكُرُونَ-শুকরিয়া আদায় করতে পার।⑮وَ-আর ; أَلْقَى-তিনি স্থাপন করেছেন ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; رَوَاسِيَ-পাহাড়-সারী ; أَنْ تَمِيدَ-যাতে না দোলে ; بِكُمْ-তোমাদের নিয়ে ; وَ-এবং ; أَنْهَارًا-(সৃষ্টি করেছেন) নদী-ঝরণা ; وَ-ও ; سُبُلًا-নানা প্রকার পথ ;

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বিভিন্ন রং ও আকার-আকৃতিবিশিষ্ট অগণিত বস্তু মানুষের সামনে রয়েছে এবং এগুলো যে এক আল্লাহর সৃষ্টি তার প্রমাণও বর্তমান রয়েছে ; আর এ থেকে শিক্ষা উপদেশ গ্রহণের জন্য অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। উপদেশ গ্রহণের জন্য এগুলোই যথেষ্ট।

১৫. আকাশ ও ভূমির সৃষ্টবস্তুর উপকারিতা বর্ণনা করার পর সমুদ্রের মধ্যকার সৃষ্টবস্তুর উপকারিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্র থেকে মানুষ টাটকা গোশত তথা মাছ আহরণ করে। মাছকে গোশত বলার কারণ হলো—স্থলভাগের হালাল পশুও যবেহ করা ছাড়া তার গোশত হালাল হয় না, অথচ মাছকে যবেহ করা ছাড়াই তার গোশত হালাল—এ যেন নিজে-নিজেই তৈরি গোশত।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾ وَعَلٰمٰتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌছতে পার। ১৬. আরও (তিনি রেখে দিয়েছেন) পথের চিহ্নসমূহ[১৯], এবং তারকার সাহায্যেও তারা পথের দিশা পায়[২০]।

﴿١٧﴾ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٧﴾ وَاِنْ تَعُدُّوْا

১৭. তাহলে কি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করতে পারে না[২১] ? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? ১৮. আর তোমরা যদি গুণে দেখতে চাও

لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَهْتَدُوْنَ-গন্তব্যে পৌছতে পার। ﴿١٦﴾-وَ-আরও ; عَلٰمٰتٍ-(তিনি রেখে দিয়েছেন) পথের চিহ্নসমূহ ; وَ-এবং ; بِالنَّجْمِ-(ب+ال+نجم)- তারকার সাহায্যেও ; هُمْ-তারা ; يَهْتَدُوْنَ-পথের দিশা পায়। ﴿١٧﴾اَفَمَنْ-(ا+ف+من)-তাহলে কি যিনি ; يَّخْلُقُ-সৃষ্টি করেছেন ; كَمَنْ-(ك+من)-তার মতো যে ; لَّا يَخْلُقُ-সৃষ্টি করতে পারে না ; اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ-(ا+ف+لاتذكرون)-তবুও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না। ﴿١٨﴾وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تَعُدُّوْا-তোমরা গুণে দেখতে চাও ;

সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত অপর উপকারিতা হলো—তার থেকে ডুবুরীদের আহরিত সাজ-সজ্জার উপকরণ, যা মহিলারা পরিধান করে থাকে। এখান থেকে মহিলাদের সাজ-সজ্জার বৈধতা বরং নির্দেশ-ই পাওয়া যায়।

১৬. অর্থাৎ হালাল উপায়ে তোমরা যাতে রিযিক হাসিল করতে পার।

১৭. এ আয়াত থেকে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য জানা যায়, আর তাহলো—যমীনের কম্পন বন্ধ করা। যমীন যদি কাঁপতে থাকতো তাহলে তা আমাদের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়তো। এমনকি এতে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এতদূর অগ্রসর হতে পারতো না। কুরআন মাজীদে আরও অনেক আয়াতেই একথা বলা হয়েছে। অবশ্যই এসবের সৃষ্টির পেছনে আরও কল্যাণ থাকতে পারে ; কিন্তু সেগুলো গৌণ।

১৮. অর্থাৎ সেসব পথ যা নদী-নালা, সমুদ্র ও খাল-বিলের সাথে সংযুক্ত ও চলমান। এসব প্রাকৃতিক পথ-ঘাটের গুরুত্ব পাহাড়ী অঞ্চলেই বেশী অনুভূত হয়। যদিও সমতল ভূমিতেও এর গুরুত্ব কম নয়।

১৯. আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে মানুষের চলাচলের জন্য তার গঠন অনুযায়ী যেমন বিভিন্ন পথ তৈরি করেছেন, তেমনি তারা যেন পথ না হারায় সেজন্য ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। আবার আকাশেও অসংখ্য তারকা সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেই একই উদ্দেশ্যে। এসব প্রাকৃতিক চিহ্নের গুরুত্ব মরুভূমি ও সমুদ্রের যাত্রীরাই অনুধাবন করতে পারে।

نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

আল্লাহর নিয়ামতরাশি তবে তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[২২]। ১৯. আর আল্লাহতো জানেন

مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তোমরা যা গোপন করে থাক এবং যা তোমরা প্রকাশ করে থাক[২৩]। ২০. আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে

نِعْمَةَ-নিয়ামতরাশি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَاتُحْصُوْهَا-(لاتحصوا+ها)-তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَغَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। ﴿١٩﴾ وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহতো ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-যা ; تُسِرُّوْنَ-তোমরা গোপন করে থাক ; وَ-এবং ; مَا-যা ; تُعْلِنُوْنَ-তোমরা প্রকাশ করে থাক। ﴿٢٠﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَدْعُوْنَ-ডাকে ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া অন্যদেরকে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ;

এ আয়াত থেকে যেভাবে আল্লাহর তাওহীদ, রহমত ও রবুবিয়াতের প্রমাণ পাওয়া যায় ; তেমিন রিসালাতের ইংগিতও এখান থেকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে আল্লাহ (ভূ-পৃষ্ঠে) মানুষকে বস্তুগত জীবনে পথ দেখাবার জন্য এতসব প্রাকৃতিক চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, তিনি কি করে নৈতিক জীবনে মানুষকে এমনি পথ খুঁজে ফেরার জন্য ছেড়ে দিতে পারেন ? তিনি অবশ্যই মানুষের নৈতিক জীবনের দিশারী পাঠিয়ে হিদায়াত দান করেছেন ; আর তারাই হলেন নবী-রাসূল।

২০. অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে ও আকাশ জগতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃশ্যমান যেসব চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন এবং মানুষ এসবের সুবিধাভোগী, সে মানুষের সামনে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও এসব দেখে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের পথের দিশা পেতে সক্ষম।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা একথা তো তোমরাও মান ; তোমাদের বানানো খোদাগুলোর এতে কোনো-ই ক্ষমতা নেই, তাহলে সৃষ্টিকর্তার মর্যাদার সাথে সৃষ্টির মর্যাদার সমতা কেমন করে হতে পারে ? সৃষ্টিকর্তার অধিকারের সাথে তাদের অধিকারের সামঞ্জস্য কি কখনো হতে পারে ? তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের গুণ-বৈশিষ্ট্যের মিল কিভাবে হতে পারে ? সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টের জাতীয়তাও কখনো এক হতে পারে না।

২২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর অসীম-অসংখ্য নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও তারা নিমকহারামী, ওয়াদা খেলাফী ও বিদ্রোহ করে যাচ্ছে। অথচ তিনি কতইনা দয়াময় ও কতইনা ধৈর্যশীল। তিনি

لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝٢١ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاۗءٍ ۚ

তারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদের নিজেদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ২১. (তারা) প্রাণহীন—জীবিত নয়,

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝

তারা খবর রাখে না কবে তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে[২৪]।

لَايَخْلُقُوْنَ-তারা সৃষ্টি করতে পারে না ; شَيْئًا-কোনো কিছুই ; وَ-বরং ; هُمْ-তাদের নিজেদেরকেই ; يُخْلَقُوْنَ-সৃষ্টি করা হয়েছে। ۝٢١ اَمْوَاتٌ-(তারা) প্রাণহীন ; غَيْرُ اَحْيَاۗءٍ-জীবিত নয় ; وَ-আর ; مَا يَشْعُرُوْنَ-তারা খবর রাখে না ; اَيَّانَ-কবে ; يُبْعَثُوْنَ-তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে।

শত শত বছর ধরে তাঁর সৃষ্ট বিদ্রোহী জাতিকে নিজের অফুরন্ত নিয়ামত দানে ধন্য করে যাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে যাচ্ছে ; তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা তাঁর মূল সত্তা, গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তাঁরই সৃষ্টিকে অংশীদার বানাচ্ছে। কিন্তু এতসব অপরাধ সত্ত্বেও তিনি দানের হাত ফিরিয়ে নিচ্ছেন না। এতেই প্রমাণ হয়—তিনি কতইনা ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

২৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এতসব নাফরমানী সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিয়ামত দানের ধারা বন্ধ না করায় একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তিনি বুঝি এসব বিষয় সম্পর্কে বেখবর অথবা তাঁর অজ্ঞাতেই এসব বিদ্রোহ ও নিমকহারামীর কাজ সংঘটিত হচ্ছে। আসলে তাঁর অজ্ঞাতে কিছু হওয়া সম্ভব নয়, কেননা তিনি মানুষের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড ও গোপন কর্মকাণ্ড সবই জানেন। তবে তাঁর অপার ধৈর্য ও অসীম বদান্যতা, দানশীলতা ও ক্ষমাশীলতার কারণেই তিনি তাঁর নিয়ামতের ধারা বন্ধ করছেন না। আর এটা একমাত্র রাব্বুল আলামীন তথা সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব।

২৪. এখানে 'যাদেরকে ডাকে' কথা দ্বারা কবরে শায়িত সেসব মৃত নবী-রাসূল, পীর-দরবেশ, নেতা-নেত্রী ও নেক লোকদের কথা বলা হয়েছে যাদের মাজারে মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যায়। যাদের মূর্তি বানিয়ে মানুষ পূজা করে, ফুল দেয়, মানত করে এবং হাদীয়া তোহফা প্রদান করে। এখানে এটা সুস্পষ্ট যে, জ্বিন ফেরেশতা বা শয়তান ইত্যাদির কথা এখানে বলা হয়নি ; কেননা জ্বিন, ফেরেশতা ও শয়তান জীবিত—মৃত নয়। আবার এখানে পাথরের মূর্তির কথাও বলা হয়নি, কেননা পাথরের মূর্তিগুলোকে আখিরাতে পুনর্জীবিত করার সম্ভাবনা নেই। তাই এটা সুস্পষ্ট যে এখানে উপরোল্লিখিত মৃত ব্যক্তিদের কথাই বলা হয়েছে।

২য় রুকূ' (আয়াত ১০-২১)-এর শিক্ষা

১. পানির অপর নাম জীবন। এ পানি আল্লাহ তা'আলা-ই আসমান থেকে নাযিল করেন। প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতের জীবন স্থিতি পানির উপর-ই নির্ভরশীল। অতএব এজন্য আমাদেরকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

২. আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত—যদি আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ না করেন এবং ভূগর্ভের পানিও আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে দুনিয়াতে মানুষ, জীব-জন্তু পশু-পাখী এবং কোনো প্রকারের উদ্ভিদ কিছুই জন্ম হতো না। অতএব পানি আল্লাহর এক অনুপম নিদর্শন।

৩. অনুরূপ আকাশে তারকার মেলা ও আল্লাহর অতি উজ্জ্বল নিদর্শন দিক-চিহ্নহীন মরুভূমিতে এবং তদ্রূপ মহাসমুদ্রে তারকারাজির সাহায্যেই মানুষ চলাচল করে। এসব নিদর্শন-এর প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্য আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সাধারণ প্রয়োগ-ই যথেষ্ট। এর দ্বারাই আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারি।

৪. আল্লাহ তা'আলা-ই আমাদের জন্য রংবেরংয়ের অগণিত-অসংখ্য বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছুই আল্লাহর বিধান অনুসারে চলছে। প্রকৃতিতে তাই কোনো অশান্তি বিশৃংখলা নেই। আমরা যদি এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আমাদের সার্বিক জীবনে তাঁর বিধান অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের সমাজেও কোনোরূপ অশান্তি-বিশৃংখলা থাকবে না। অতএব মানব সমাজের অশান্তি-বিশৃংখলা দূরীকরণের একমাত্র উপায় আল্লাহর বিধান কার্যকরী করা।

৫. সমুদ্রও আল্লাহর এক অনুপম নিদর্শন। এ সমুদ্রপথে মানুষ নৌকা-জাহাজের সাহায্যে দেশ থেকে দেশান্তরে সহজেই পণ্য-সম্ভার আনা-নেয়া করে। সমুদ্র থেকেই মানুষ আহরণ করে নিজেদের খাদ্য ও সাজ-সজ্জার উপকরণ। এসব কিছু মানুষ নিজে সৃষ্টি করেনি এবং তার পক্ষে এটা সম্ভবও নয়। এসব আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের উজ্জ্বল প্রমাণ। অতএব আমাদেরকে এসব নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৬. আল্লাহর অপর এক সৃষ্টি পাহাড়-পর্বত। এ পাহাড়-পর্বতের সাহায্যেই আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে দোলা ও কম্পন থেকে রক্ষা করেছেন। তা না হলে আমাদের পক্ষে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস ও চলাচল করা কোনো মতেই সম্ভব হতো না।

৭. আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন নদী-ঝরণা বিভিন্ন প্রকার চলাচল-পথ যার সাহায্যে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারি।

৮. আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগের সমতলে ও পাহাড়ী অঞ্চলে এবং সমুদ্র পথে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন পথচিহ্ন, যার সাহায্যে আমরা পথের দিশা ঠিক করতে পারি।

৯. আল্লাহ আমাদের জন্য দৃশ্য-অদৃশ্য অগণিত অসংখ্য নিয়ামতরাজি সৃষ্টি করেছেন যার সীমা-সংখ্যা নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদেরকে দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর-ই করতে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা বস্তু জগতে যেসব আমাদের জন্য অগণিত নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমরা পথ হারিয়ে না ফেলি তদ্রূপ নৈতিক জীবনে আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই সেজন্য পাঠিয়েছেন অগণিত-অসংখ্য দিকনির্দেশক নবী-রাসূল। অতএব আমাদের সার্বিক জীবনে দিকনির্দেশনার জন্য অনুসরণ করতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলের।

১১. রাসূলকে অনুসরণ -অনুকরণে ভুল–ভ্রান্তি হয়ে গেলে তাতে নিরাশ হওয়া যাবে না। তখন আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশা মনে রেখে তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব খবরই রাখেন সুতরাং আমাদের সকল কথা ও কাজ করতে হবে ইখলাস তথা বিশুদ্ধ নিয়তে।

১৩. স্মরণ রাখতে হবে আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়ার স্থান একমাত্র আল্লাহর দরবার। কোনো জীবিত বা মৃত লৌকিক বা অলৌকিক এবং কোনো শরীরী বা অশরীরী কোনো সৃষ্টিই আমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না। এটাই তাওহীদের মূল কথা।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৪

﴿٢٢﴾ اِلٰـهُكُمْ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ

২২. তোমাদের ইলাহ—একই ইলাহ ; সুতরাং যারা আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না, তাদের অন্তরসমূহ

مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٣﴾ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ

অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারীও[২৫]। ২৩. কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা যা গোপন করে আল্লাহ তা নিশ্চিত জানেন।

وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ

এবং যা প্রকাশ করে তাও (এটা) নিশ্চিত তিনি (আল্লাহ) অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না। ২৪. আর[২৬] যখন তাদেরকে বলা হয়—কি নাযিল করেছেন

﴿٢٢﴾ اِلٰـهُكُمْ-(اله+كم)-তোমাদের ইলাহ ; اِلٰـهٌ-ইলাহ ; وَّاحِدٌ-একই ; فَالَّذِيْنَ-(ف+الذين)-সুতরাং যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে না ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাতের উপর ; قُلُوْبُهُمْ-(قلوب+هم)-তাদের অন্তরসমূহ ; مُّنْكِرَةٌ-অস্বীকারকারী ; وَّ-এবং ; هُمْ-তারা ; مُّسْتَكْبِرُوْنَ-অহংকারীও। ﴿٢٣﴾ لَا جَرَمَ-কোনো সন্দেহ নেই ; اَنَّ-নিশ্চিত ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا يُسِرُّوْنَ-যা তারা গোপন করে ; وَ-এবং ; مَا-যা ; يُعْلِنُوْنَ-তারা প্রকাশ করে ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চিত তিনি ; لَا يُحِبُّ-ভালবাসেন না ; الْمُسْتَكْبِرِيْنَ-(ال+مستكبرين)-অহংকারীদেরকে। ﴿٢٤﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হয় ; لَهُمْ-তাদেরকে ; مَّاذَا-কি ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ;

২৫. অর্থাৎ আখিরাতকে অস্বীকার করে। যার ফলে তাদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে। তারা দুনিয়ার জীবনে এতই মগ্ন হয়ে পড়েছে যে, আখিরাতের মতো মহাসত্যকে অস্বীকার করতে তারা একটুও কুণ্ঠিত হয় না। কোনো সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে তারা রাজী নয়। নিজেদের নফসের উপর কোনোরূপ নৈতিক বিধি-নিষেধ মানতে তারা প্রস্তুত নয়।

২৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিররা যেসব অপকর্ম করত ; ঈমান আনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণ ও বাহানা তারা খুঁজে ফিরত ;

رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً

তোমাদের প্রতিপালক ? তারা বললো, পূর্ববর্তীদের গল্প কাহিনী[২৭] ২৫. ফলে তারা নিজেদের (পাপের) বোঝা বহন করবে পরিপূর্ণ মাত্রায়

يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ

কিয়ামতের দিন এবং তাদের (পাপের) বোঝা থেকেও (বহন করবে) যাদেরকে তারা গুমরাহ করেছে মূর্খতার কারণে ;

اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾

জেনে রেখো! তারা যা বহন করবে তা কতইনা নিকৃষ্ট।

رَبُّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক ; قَالُوْٓا-তারা বললো ; اَسَاطِيْرُ-গল্প-কাহিনী ; الْاَوَّلِيْنَ-(ال+اولين)-পূর্ববর্তীদের। ﴿٢٥﴾ لِيَحْمِلُوْٓا-ফলে তারা বহন করবে ; اَوْزَارَهُمْ-(اوزار+هم)-নিজেদের (পাপের) বোঝা ; كَامِلَةً-পরিপূর্ণ মাত্রায় ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; وَ-এবং ; مِنْ-থেকেও ; اَوْزَارِ-(পাপের) বোঝা ; الَّذِيْنَ-তাদের ; يُضِلُّوْنَهُمْ-যাদেরকে তারা গুমরাহ করেছে ; بِغَيْرِ عِلْمٍ-(ب+غير+علم)-মূর্খতার কারণে ; اَلَا-জেনে রেখো ; سَآءَ-কতইনা নিকৃষ্ট ; مَا-যা ; يَزِرُوْنَ-তারা বহন করবে।

এখান থেকে সেসব বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ, নসীহত, ভীতি ও ধমকী দান ইত্যাদির মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে।

২৭. রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের কাজ যখন ব্যাপকভাবে চালু হলো, তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেত সেখানকার লোকেরা তাদের রাসূল (স)-এর দাওয়াতের বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইতো। তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। এসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জবাবে কাফিররা যা বলতো তাতে প্রশ্নকারীর মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হতো এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে তার মনে কোনো আগ্রহ অবশিষ্ট থাকত না। যেমন তারা বলতো যে, কুরআন মাজীদে শুধুমাত্র পুরোনো দিনের গল্প-কাহিনী রয়েছে।

৩য় রুকূ' (২২-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আখিরাত তথা পরকালকে অস্বীকারকারী কাফির। আর এ ধরনের লোকদের মধ্যেই গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হয়। অন্য কথায় অহংকারী কুফরীতে লিপ্ত। অতএব সকল অবস্থায়ই অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয় জানেন। সুতরাং তিনি অহংকারী ব্যক্তির অন্তরের খবরও জানেন। আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে অহংকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. আমাদের অবশ্যই কুরআন মাজীদে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছাড়া এমন কথা বলা যাবে না, যার ফলে শ্রোতার মনে কুরআন সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং শ্রোতা গুমরাহ হয়ে যায়।

৪. কারো কথা বা কাজের ফলে অন্য কেউ গুমরাহ হলে, তার (পাপের) বোঝাও সেই ব্যক্তিকে বহন করতে হবে, যার কথা বা কাজের ফলে এ ব্যক্তি গুমরাহ হয়েছে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٢٦﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ

২৬. নিসন্দেহে তারাও চক্রান্ত করেছিল যারা ছিল এদের পূর্বে, তারপর আল্লাহ তাদের ভিত্তিমূল থেকে উপড়ে ফেলেছিলেন

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ

ফলে উপর থেকে ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়েছে এবং তাদের উপর আযাব আসলো এমন দিক থেকে যে

لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاءِيَ

তারা ধারণা-ই করতে পারেনি। ২৭. অতপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন এবং বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়

الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ فِيْهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

যাদের ব্যাপারে তোমরা বাক-বিতণ্ডা করতে ;
যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে—

(২৬) قَدْ مَكَرَ-নিসন্দেহে তারাও চক্রান্ত করেছিল ; الَّذِيْنَ-যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-ছিল এদের পূর্বে ; فَاَتَى-তারপর উপড়ে ফেলে দিলেন ; اَللّٰهُ-আল্লাহ ; بُنْيَانَهُمْ-(بنيان+هم)-তাদের ভিত্তি ; مِّنَ-থেকে ; الْقَوَاعِدِ-(ال+قواعد)-মূল ; فَخَرَّ-ফলে ধ্বসে পড়েছে ; عَلَيْهِمُ-তাদের উপর ; السَّقْفُ-(ال+سقف)-ইমারতের ছাদ ; مِنْ-থেকে ; فَوْقِهِمْ-(فوق+هم)-তাদের উপর ; وَ-এবং ; اَتٰىهُمُ-(اتى+هم)-তাদের উপর আসলো ; الْعَذَابُ-আযাব ; مِنْ-থেকে ; حَيْثُ-এমন দিক ; لَايَشْعُرُوْنَ-তারা ধারণাই করতে পারেনি। (২৭) ثُمَّ-অতপর ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; يُخْزِيْهِمْ-(يخزى+هم)-তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন ; وَ-এবং ; يَقُوْلُ-বলবেন ; اَيْنَ-কোথায় ; شُرَكَاءِيَ-(شركاء+ى)-আমার শরীকরা ; الَّذِيْنَ-যাদের ; كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ-তোমরা বাক-বিতণ্ডা করতে ; فِيْهِمْ-তাদের ব্যাপারে ; قَالَ-তারা বলবে ; الَّذِيْنَ-যাদের ; اُوْتُوا-দান করা হয়েছিল ; الْعِلْمَ-(ال+علم)-জ্ঞান ;

إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ

নিশ্চয়ই আজ কাফিরদের জন্যই অপমান ও দুর্ভাগ্য[২৮]।

২৮. যাদের[২৯] প্রাণ হরণ করে

الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْٓ أَنْفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ

ফেরেশতারা—নিজেদের উপর যুলম করতে থাকা অবস্থায়[৩০], তখন তারা এই বলে আত্মসমর্পণ করে 'আমরাতো কোনো খারাপ কাজ করতাম না'

بَلٰىٓ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوْٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

ফেরেশতারা বলবে—হ্যাঁ, (অবশ্যই করতে), তোমরা যা করছিলে আল্লাহ অবশ্যই তা জ্ঞাত। ২৯. অতএব জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো

اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْخِزْيَ-(ال+خزى)-অপমান ; الْيَوْمَ-আজ ; وَ-ও ; السُّوْءَ-(ال+سوء)-দুর্ভাগ্য ; عَلٰى-জন্য ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের। ﴿٢٧﴾ الَّذِيْنَ-যাদের ; تَتَوَفّٰهُمُ-(تتوفى+هم)-প্রাণ হরণ করে তাদের ; الْمَلٰئِكَةُ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতারা ; ظَالِمِيْ-যুলুম করতে থাকা অবস্থায় ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-নিজেদের উপর ; فَاَلْقَوُا السَّلَمَ-(ف+القوا+ال+سلم)-তখন তারা এই বলে আত্মসমর্পণ করে ; مَا كُنَّا نَعْمَلُ-আমরাতো করতাম না ; مِنْ سُوْءٍ-কোনো খারাপ কাজ ; بَلٰى-হ্যাঁ (অবশ্যই করতে) ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-জ্ঞাত ; بِمَا-তা, যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা যা করছিলে। ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوْا-(ف+ادخلوا)-অতএব প্রবেশ করো ; اَبْوَابَ-দরজা দিয়ে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ;

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কিয়ামতের ময়দানে 'আমার শরীকরা কোথায়' বলে জিজ্ঞেস করবেন তখন সেখানে এক কঠোর নিরবতা বিরাজমান থাকবে। কাফির মুশরিকদের বাকশক্তি রহিত হয়ে যাবে। তাদের নিকট এর কোনো জবাব থাকবে না—বিস্ময় বিমূঢ়তা তাদের কথা বলার শক্তি রহিত করে দেবে। তবে যাদের দীনী জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা নিজেদের মধ্যে এসব কথা বলাবলি করতে থাকবে।

২৯. একথাগুলোকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করাই অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। জ্ঞানী লোকদের কথার সাথে আল্লাহ তা'আলা ব্যাখ্যা স্বরূপ একথাগুলো সংযোজন করেছেন। তবে অনেক মুফাসসির একথাগুলোকে জ্ঞানী লোকদের কথা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৩০. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা তাদের রূহগুলোকে তাদের দেহ থেকে বের করে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নেবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا

চিরকাল থাকার জন্য[৩১] ; বস্তুত অহংকারীদের ঠিকানা কতইনা মন্দ। ৩০. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে বলা হবে—

مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوْا خَيْرًا ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন ? তখন তারা বলে, 'অত্যন্ত ভালো (নাযিল করেছেন)[৩২], যারা এ দুনিয়ায় নেককাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে এতে

حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ

কল্যাণ ; আর আখিরাতের বাসস্থানতো আরো ভালো ; আর মুত্তাকীদের বাসস্থান কতইনা চমৎকার। ৩১. (তা হল) চিরস্থায়ী জান্নাত—

خٰلِدِيْنَ-চিরকাল থাকার জন্য ; فِيْهَا-তাতে ; فَلَبِئْسَ-(ف+لبئس)-বস্তুত কতইনা মন্দ ; مَثْوَى-ঠিকানা ; الْمُتَكَبِّرِيْنَ-অহংকারীদের।(৩০) وَ-আর ; قِيْلَ-বলা হবে ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اتَّقَوْا-তাকওয়া অবলম্বন করেছিল ; مَاذَآ-কি ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; قَالُوْا-তারা বলে ; خَيْرًا-অত্যন্ত ভালো ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য রয়েছে যারা ; اَحْسَنُوْا-নেককাজ করেছে ; فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا-এই দুনিয়ায় ; حَسَنَةٌ-কল্যাণ ; وَ-আর ; لَدَارُ-বাসস্থানতো ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতের ; خَيْرٌ-আরো ভাল ; وَ-আর ; لَنِعْمَ-কতইনা চমৎকার ; دَارُ-বাসস্থান ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদের।(৩১) جَنّٰتُ-জান্নাত ; عَدْنٍ-চিরস্থায়ী ;

৩১. এ আয়াত এবং কুরআন মাজীদের আরো কিছু আয়াত দ্বারা কবর তথা বরযখের জগতে আযাব হওয়া প্রমাণিত। মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকে শেষ বিচার দিন পর্যন্ত মানুষের রূহ যে জগতে থাকবে সেটাকেই 'আলমে বরযখ' তথা 'বরযখের জগত' বলা হয়। সেই জগতে নেককারদের রূহ অবশ্যই বিচার পরবর্তীতে যে সুখময় জীবন লাভ করবে তার পূর্বাভাস পাবে। অপরদিকে কাফির, মুশরিক ও বদকারদের রূহ বিচার পরবর্তী জীবনে যে দুঃখময় জীবন যাপন করবে, তার পূর্বাভাসও তারা পাবে।

এখানে স্মরণীয় যে, 'মৃত্যু' অর্থ দেহ থেকে রূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও রূহের চেতনা ও অনুভূতি বিনাশ হয়ে যায় না।

৩২. অর্থাৎ বাইরের লোকেরা যখন মক্কাবাসীদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপস্থাপিত শিক্ষা ও দাওয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তখন তাদের মধ্যকার মু'মিন আল্লাহভীরু সত্যপন্থী লোকদের জওয়াব ও কাফিরদের জওয়াবে পুরোপুরি ভিন্নতা দেখা

يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ط

যাতে তারা প্রবেশ করবে, তার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বহমান থাকবে, সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই তাদের জন্য থাকবে[৩৩] ;

كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে বদলা এমনই দিয়ে থাকেন।
৩২. যাদের জান কবয করে ফেরেশতারা

طَيِّبِينَ لا يَقُولُونَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ لا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

পবিত্র অবস্থায়—ফেরেশতারা বলতে থাকে 'তোমাদের উপর সালাম, তোমরা যে কাজ (দুনিয়াতে) করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।'

﴿٣٣﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ط

৩৩. হে নবী ! তবে কি তারা তাদের কাছে ফেরেশতা আসার অপেক্ষায় আছে অথবা আপনার প্রতিপালকের আদেশ আসার (অপেক্ষা করছে)[৩৪] ?

مِنْ ; يَدْخُلُونَهَا-(يدخلون+ها)-যাতে তারা প্রবেশ করবে ; تَجْرِي-বহমান থাকবে ; تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-তার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهٰرُ-ঝর্ণাধারা ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; فِيهَا-সেখানে থাকবে ; مَا-যা ; يَشَاءُونَ-তারা চাইবে ; كَذٰلِكَ-এমনই ; يَجْزِي-বদলা দিয়ে থাকেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْمُتَّقِينَ-(ال+متقين)-মুত্তাকীদেরকে। ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ-যাদের ; تَتَوَفّٰهُمُ-(تتوفى+هم)-জান কবয করে ; الْمَلٰٓئِكَةُ-ফেরেশতারা ; طَيِّبِينَ-পবিত্র অবস্থায় ; يَقُولُونَ-বলতে থাকে (ফেরেশতারা) ; سَلٰمٌ-সালাম ; عَلَيْكُمُ-তোমাদের উপর ; ادْخُلُوا-তোমরা প্রবেশ করো ; الْجَنَّةَ-জান্নাতে ; بِمَا-তার বিনিময়ে যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করতে (দুনিয়াতে)। ﴿٣٣﴾ هَلْ-তবে কি ; يَنْظُرُونَ-তারা অপেক্ষায় আছে ; إِلَّا-ছাড়া ; أَنْ تَأْتِيَهُمُ-তাদের কাছে আসার ; الْمَلٰٓئِكَةُ-ফেরেশতা ; أَوْ-অথবা ; يَأْتِيَ-আসার ; أَمْرُ-আদেশ ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ;

যেত। সত্যপন্থীরা কোনো প্রকার মিথ্যা, বানোয়াট ও প্রতারণামূলক জবাব দিয়ে লোকদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়ার কোনো চেষ্টা করতো না। বরং তারা আল্লাহর নবীর উপস্থাপিত শিক্ষার প্রশংসা এবং দীনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতো।

৩৩. জান্নাত-এর আসল পরিচয় হলো—সেখানে জান্নাতীরা যা চাবে তা-ই পাবে। এতে কোনো প্রকার সময় ক্ষেপণ করা হবে না। মনের কোণে ইচ্ছা-বাসনা জাগার সাথে

كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ

তাদের আগে যারা ছিল তারাও এমনই করেছিল ; তাদের প্রতি আল্লাহ কোনো অবিচার করেননি, বরং

كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ

তারাই নিজেদের উপর অবিচার করতো। ৩৪. অতপর তাদের উপর এসে পড়েছে—তারা যে (খারাপ) কাজ করেছে তার খারাপ ফল এবং তা-ই তাদেরকে ঘিরে ধরেছে

مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-মশকরা করতো।

كَذٰلِكَ-এমনই ; فَعَلَ-করেছিল ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-ছিল তাদের আগে ; وَ-এবং ; مَا ظَلَمَهُمْ-(ماظلم+هم)-তাদের প্রতি কোনো অবিচার করেননি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَلٰكِنْ-বরং ; كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-তারাই নিজেদের উপর অবিচার করতো। ﴿٣٣﴾ فَاَصَابَهُمْ-(ف+اصاب+هم)-অতপর তাদের উপর এসে পড়েছে ; سَيِّاٰتُ-তার খারাপ ফল ; مَا عَمِلُوْا-যে (খারাপ) কাজ তারা করেছে ; وَ-এবং ; حَاقَ-ঘিরে ধরেছে ; بِهِمْ-তাদেরকে তা-ই ; مَّا-যা ; كَانُوْا بِهٖ-নিয়ে তারা ; يَسْتَهْزِءُوْنَ-তারা ঠাট্টা-মশকরা করতো।

সাথেই তা পূরণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দুনিয়াতে কোনো রাজা-বাদশাহ, দুনিয়ার সেরা ধনী কোনো সমাজ নেতা কেউ-ই এ ধরনের নিয়ামত লাভ করতে অতীতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও পারবে না। আর এটা লাভ করার কোনো সম্ভাবনাও কখনো হবে না। কিন্তু জান্নাতী প্রত্যেক মানুষ-ই এ উচ্চমানের আনন্দ ও সুখ লাভ করবে। তাদের জীবনের সব কামনা-বাসনা ও চাহিদা প্রতিটি মুহূর্তে পূরণ হতে থাকবে।

৩৪. অর্থাৎ এ লোকদেরকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর যতরকম পথ ও পন্থা ছিল, তার সব কটিই আপনি ব্যবহার করেছেন ; সবকিছুই দলীল-প্রমাণসহ আপনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। তারপরও তারা তাদের শির্ক ও কুফরীর উপর অটল হয়ে বসে আছে কেন? তবে কি তারা মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের সামনে এসে দাঁড়ানোর অপেক্ষা করছে? অথবা আল্লাহর আযাব তাদের মাথার উপর এসে পড়ার অপেক্ষায় আছে? সে অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা তখন মেনে নেবে?

৪র্থ রুকূ' (আয়াত ২৬-৩৪)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য, যেমন অতীতের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

২. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধবাদীরা আখিরাতে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩. মৃত্যুর পর মুহূর্ত থেকেই কবর তথা বরযখের জগতে কাফির-মুশরিকদের উপর আযাব হতেই থাকবে এবং শেষ বিচারের পরে তারা স্থায়ীভাবে আযাবে পতিত হবে।

৪. যারা তাকওয়া অবলম্বন করে জীবনযাপন করবে তারা দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ করবে এবং আখিরাতেও তারা জান্নাতে সুখময় জীবন লাভ করবে।

৫. আল্লাহভীরু লোকেরা জান্নাতে যা ইচ্ছা করবে, তা-ই পূরণ হয়ে যাবে—এটা জান্নাতের প্রধান পরিচয়।

৬. আল্লাহভীরু লোকদেরকে দুনিয়ায় তাদের নেক কাজের বিনিময়েই জান্নাত দান করবেন। এটা আল্লাহর অঙ্গীকার।

৭. কাফির-মুশরিকদের উপর আখিরাতে যে আযাব হবে, তা তাদের নিজেদেরই অর্জিত। এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব নেই।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৬

৩৫ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ

৩৫. আর যারা শিরক করেছে তারা বলে—"আল্লাহ যদি চাইতেন তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত

نَّحْنُ وَلَاۤ اٰبَاۤؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ

না আমরা করতাম, আর না আমাদের বাপ-দাদারা এবং তাঁর হুকুম ছাড়া আমরা কোনো কিছু হারামও করতাম না।"[৩৫], এমনই

فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

(বাহানা) করতো তারাও যারা ছিল তাদের আগে[৩৬], তবে কি রাসূলগণের উপর সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া (অন্য কিছু আছে) ?

৩৫ وَ-আর ; قَالَ-তারা বলে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اَشْرَكُوْا-শিরক করেছে ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَا عَبَدْنَا-আমরা ইবাদাত করতাম না ; (من+)-مِنْ دُوْنِهٖ (دون+ه)-তাঁকে ছাড়া ; مِنْ شَيْءٍ-অন্য কিছুর ; نَحْنُ-আমরা ; وَ-আর ; لَاۤ-না ; اٰبَاؤُنَا-আমাদের বাপ-দাদারা ; وَ-এবং ; لَاحَرَّمْنَا-আমরা হারামও করতাম না ; مِنْ دُوْنِهٖ-তাঁর হুকুম ছাড়া ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছু ; كَذٰلِكَ-এমনই ; فَعَلَ-তারাও করতো (বাহানা) ; الَّذِيْنَ-যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-ছিল তাদের আগে ; فَهَلْ-(ف+هل)-তবে কি ; عَلٰى-উপর ; الرُّسُلِ-(ال+رسل)-রাসূলগণের ; اِلَّا-ছাড়া অন্য কিছু আছে ; الْبَلٰغُ-পৌঁছে দেয়া ; الْمُبِيْنُ-(ال+مبين)-স্পষ্টভাবে।

৩৫. সূরা আন'আমের ১৪৮ ও ১৪৯ আয়াতেও মুশরিকদের এ ধরনের যুক্তি খাড়া করার ব্যাপার আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত দু'টোর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬. অর্থাৎ গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট লোকেরা যুগে যুগে আল্লাহর ইচ্ছা বা চাওয়াকে নিজেদের অপকর্মের জন্য যুক্তি হিসেবে দাঁড় করে—এটা কোনো নতুন কথা নয়। এসব অপরাধীরা দীনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে এই বলে প্রচারণা চালায় যে, এটা পুরাতন গল্প-কাহিনী মাত্র। অথচ দীনের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতার সকল কলা-কৌশল ও কথাবার্তা সবই হাজার হাজার বছরের পুরাতন।

﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

৩৬. আর নিসন্দেহে আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই বলে যে, তোমরা দাসত্ব করো আল্লাহর এবং বেঁচে থাকো

الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ

তাগুত থেকে[৩৭] ; অতপর তাদের মধ্যে কতককে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং তাদের কিছু লোকের উপর গুমরাহী অবধারিত হয়ে গেছে[৩৮]।

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○

অতএব তোমরা যমীনে সফর করো এবং দেখে নাও কেমন হয়েছিল মিথ্যাবাদীদের পরিণাম[৩৯]।

﴿٣٦﴾ وَ-আর ; لَقَدْ بَعَثْنَا-নিসন্দেহে আমি পাঠিয়েছি ; فِي-মধ্যেই ; كُلِّ-প্রত্যেক ; أُمَّةٍ-উম্মতের ; رَّسُولًا-রাসূল ; أَنِ-এই বলে যে ; اعْبُدُوا-তোমরা দাসত্ব করো ; اللَّهَ-আল্লাহর; وَ-এবং ; اجْتَنِبُوا-বেঁচে থাকো ; الطَّاغُوتَ-(ال+طاغوت)-তাগুত থেকে; فَمِنْهُمْ-(ف+من+هم)-অতপর তাদের মধ্যে ; مَّنْ-কতককে ; هَدَى-হিদায়াত দান করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَ-এবং ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; مَّنْ-কিছু লোকের ; حَقَّتْ-অবধারিত হয়ে গেছে ; عَلَيْهِ-উপর ; الضَّلَالَةُ-(ال+ضللة)-গুমরাহী ; فَسِيرُوا-(ف+اسيروا)-অতএব তোমরা সফর করো ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; فَانظُرُوا-(ف+انظروا)-এবং দেখে নাও ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْمُكَذِّبِينَ-(ال+مكذبين)-মিথ্যাবাদীদের।

৩৭. 'তাগুত' দ্বারা শয়তান এবং সত্য পথে চলার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতার দাবীদার শক্তিকেও তাগুত বলা হয়। এখানে এর দ্বারা স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করা এবং নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতাকে ত্যাগ করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ গুমরাহ তথা পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করার অপচেষ্টা চালায়। তারা বলতে চায় যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে তো আমরা হারাম কাজে লিপ্ত হতে পারতাম না। এসব পথভ্রষ্ট লোক আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজেদের হারাম কাজের সনদ হিসেবে পেশ করে। আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তোষ যে দু'টো ভিন্ন জিনিস তা এদের বোধগম্য হয় না।

৩৮. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর আগমনের পর তাঁর জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একভাগকে আল্লাহ তা'আলা নবীর কথাকে মেনে নেয়ার তাওফীক দিয়েছেন, আর অপর ভাগ গুমরাহীর উপর অটল হয়ে থেকেছে।

৩৭ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم

৩৭. (হে নবী !) আপনি যদিও তাদের হিদায়াতের আকাঙ্ক্ষা করেন, আল্লাহ যাদেরকে গুমরাহ করেছেন তাদেরকে কখনো হিদায়াত দান করেন না এবং তাদের থাকে না।

مِّن نَّاصِرِينَ ৩৮ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ

কোনো সাহায্যকারী। ৩৮. আর তারা তাদের কসমের সাধ্য অনুসারে আল্লাহর নামে কসম করে বলে—যে ব্যক্তি মারা যায় আল্লাহ তাকে পুনরায় উঠাবেন না ;

بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

হ্যাঁ, (অবশ্যই উঠাবেন), এটাতো তাঁর ওয়াদা যা (পালন করা) তিনি নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ-ই তা জানে না।

৩৯ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا

৩৯. (তিনি উঠাবেন এজন্য) যেন তিনি প্রকাশ করে দিতে পারেন তাদের জন্য সেই বিষয় যাতে তারা মতভেদ করছে এবং যারা কুফরী করছে তারা যেন জেনে নিতে পারে—

৩৭ إِنْ-যদি ; تَحْرِصْ-আপনি আকাঙ্ক্ষা করেন ; عَلَىٰ هُدَاهُمْ-(على+هدى+هم)-তাদের হিদায়াতের ; فَإِنَّ-কখনো ; اللَّهَ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِي-হিদায়াত দান করেন না ; مَنْ-যাদেরকে তাদেরকে ; يُضِلُّ-গুমরাহ করেছেন ; وَ-এবং ; مَا لَهُمْ-তাদের থাকে না ; مِّن نَّاصِرِينَ-কোনো সাহায্যকারী। ৩৮ وَ-আর ; أَقْسَمُوا-তারা কসম করে বলে ; بِاللَّهِ-আল্লাহর নামে ; جَهْدَ-সাধ্য অনুসারে ; أَيْمَانِهِمْ-(ايمان+هم)-তাদের কসমের ; لَا يَبْعَثُ-আল্লাহ পুনরায় উঠাবেন না ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَنْ-তাকে, যে ব্যক্তি ; يَمُوتُ-মারা যায় ; بَلَىٰ-হ্যাঁ (অবশ্যই উঠাবেন) ; وَعْدًا-ওয়াদা ; عَلَيْهِ-তাঁর নিজের উপর ; حَقًّا-আবশ্যক করে নিয়েছেন ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষই ; لَا يَعْلَمُونَ-জানে না। ৩৯ لِيُبَيِّنَ-(তিনি উঠাবেন এজন্য)-যেন তিনি প্রকাশ করে দিতে পারেন ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الَّذِي-যাতে ; يَخْتَلِفُونَ-মতভেদ করছে ; فِيهِ-সেই বিষয়ে ; وَ-এবং ; لِيَعْلَمَ-তারা যেন জেনে নিতে পারে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করছে ;

৩৯. অর্থাৎ প্রকৃত সত্য জানার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। তাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো—তোমরা যমীনে সফর করো এবং তোমরা স্বচক্ষে দেখে নাও,

أَنَّهُمْ كَانُوا كَٰذِبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَٰهُ

তারা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী ছিল[৪০]। ৪০. (পুনঃ উঠানো অসম্ভব নয়) কেননা, কিছু করার জন্য আমার কথা তো শুধু এতটুকুই যখন আমি তা করতে চাই

أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۝

যে, তখন আমি তার উদ্দেশ্যে বলি 'হও' অমনি তা হয়ে যায়[৪১]।

أَنَّهُمْ-তারা নিশ্চিত ; كَانُوا-ছিল ; كَٰذِبِينَ-মিথ্যাবাদী। ﴿٤٠﴾ إِنَّمَا-শুধু এতটুকুই ; قَوْلُنَا-আমার কথাতো ; لِشَيْءٍ-কোনো কিছুর জন্য ; إِذَا-যখন ; أَرَدْنَٰهُ-(اردنا+ه)-আমি তা করতে চাই ; أَن نَّقُولَ-যে, তখন আমি বলি ; لَهُ-তার উদ্দেশ্যে ; كُن-হও ; فَيَكُونُ-(ف+يكون)-অমনি তা হয়ে যায়।

আল্লাহর আযাব কাদের উপর এসেছিল। নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা প্রমূখ আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের অনুসারীদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল—না কি যারা আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াতকে অমান্য করেছিল তাদের উপর ? আমার ইচ্ছা থাকা দ্বারা আমার 'সন্তোষ' তাদের শির্ক ও জাহেলী কাজে রয়েছে বলে তাদের কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি ? 'ইচ্ছা' ও 'সন্তোষ' এক কথা নয়। আমার 'ইচ্ছা'-কে 'সন্তোষ' মনে করে এরা গুমরাহীতে ডুবে আছে। মূলতঃ আমার ইচ্ছা তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অপরাধ করে যাওয়ার সুযোগ দেয় ; অতপর যখন তাদের অপরাধের পাত্র পূর্ণ হয়, তখন তাদেরকে পাকড়াও করা হয়।

৪০. মৃত্যুর পরের জীবন এবং এখানকার ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দকাজের শাস্তি সেখানে লাভ করা বা না করার ব্যাপারে দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিবেক ও ইনসাফের দাবী হলো—মৃত্যুর পরের জীবন থাকা এবং ময়দানে হাশরের বিচারকার্য সংঘটিত হওয়া। মানব বিবেকের দাবী হলো কোনো না কোনো সময় মানুষের মধ্যকার এ গুরুতর মতভেদের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাওয়া, যাতে কোন্‌টা হক ও কোন্‌টা বাতিল তা জানার প্রকাশ্য একটা সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াতে মানুষের সামনে এ সুযোগ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই—থাকতেও পারে না। অতএব বিবেক বুদ্ধির দাবী পূরণের জন্য অপর একটি জগতের অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য।

৪১. অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা এবং পরকালের জগত সৃষ্টি করাকে তোমরা খুব কঠিন কাজ বলে মনে করছো ; কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো উপায়-উপাদান বা অনুকূল অবস্থার মুখাপেক্ষী নন। তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন তার জন্য তাঁর ইচ্ছা-ই যথেষ্ট। তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য 'হও' বলা মাত্রই তা হয়ে যায়। বর্তমান

দুনিয়াও তাঁর নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে, আর পরকালের জগতও তাঁর নির্দেশেই সৃষ্টি হয়ে যাবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৫ম রুকূ' (আয়াত ৩৫-৪০)-এর শিক্ষা

১. কোনো কাজে আল্লাহর ইচ্ছা থাকার অর্থ এটা নয় যে, সেই কাজে আল্লাহর সন্তোষও বুঝি রয়েছে। কুফর ও শির্কে আল্লাহর সন্তোষ নেই কিন্তু কেউ যদি তা করতে চায় আল্লাহর ইচ্ছায় সে তা করতে পারে। আল্লাহ তাকে তা করার ক্ষমতা দিয়ে দেন। সুতরাং আল্লাহ কোনো কাজ করার ক্ষমতা দিলেই তা করা যাবে না। দেখতে হবে সেই কাজে আল্লাহর সন্তোষ আছে কি না।

২. আল্লাহর ইচ্ছাকে বাহানা বানিয়ে অপরাধ করার প্রবণতা মানব ইতিহাসের এক অতি পুরাতন বিষয়। অতএব যে কাজে আল্লাহর ইচ্ছা আছে কিন্তু সন্তোষ নেই, সেই কাজ পরিত্যাজ্য।

৩. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন্ কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং কোন্ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট। নবী-রাসূলদের দায়িত্ব ছিল তা মানুষকে জানিয়ে দেয়া। গ্রহণ বা অর্জনের ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছা করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করে উভয় জাহানে পুরস্কার লাভ করতে পারে অথবা এর বিপরীত কাজ করে শাস্তির উপযুক্ত হতে পারে।

৪. সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূলকথা ছিল—ইবাদাত বা দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং তাগুত বা আল্লাহর বিরুদ্ধ শক্তির আনুগত্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৫. আল্লাহ যাদেরকে গুমরাহ করেন তাদেরকে হিদায়াত করার ক্ষমতা কারো নেই। এমনকি নবী-রাসূলরাও তাদেরকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারেন না।

৬. মৃত্যুর পর আল্লাহ মানুষকে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে তাদের সকল কাজের হিসেব নেবেন। মানুষের পুনরুত্থান অকাট্য সত্য।

৭. পরকাল অবিশ্বাসকারীরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা যে মিথ্যাবাদী তা মৃত্যুর সাথে সাথেই জানতে পারবে। অতএব পরকাল বিশ্বাস করেই জীবনযাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ।

৮. জেনে রাখা উচিত যে, কোনো কাজ করার জন্য আল্লাহ কোনো উপায়-উপাদানের মুখাপেক্ষী নন। এজন্য শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছা-ই যথেষ্ট। 'হও' বলার সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১০

۞ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

৪১. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর জন্য যুলুম-নির্যাতন ভোগ করার পর, তাদেরকে আমি অবশ্যই পুনর্বাসিত করবো

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

দুনিয়াতে ভালোভাবে ; আর আখিরাতের প্রতিফলতো সবচেয়ে বড়[৪২] ; যদি তারা জানতো—

۞ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

৪২. যারা সবর করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই তারা ভরসা রাখে।
৪৩. (হে নবী !) আমিতো আপনার আগে পাঠাইনি কাউকে

(৪১) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; هَاجَرُوْا-হিজরত করেছে ; فِى اللّٰه-(فى+الله)-আল্লাহর জন্য ; مِنْ بَعْد-পর ; مَا ظُلِمُوْا-যুলুম-নির্যাতন ভোগ করার ; لَنُبَوِّئَنَّهُمْ-(لنبون+هم)-তাদেরকে আমি অবশ্যই পুনর্বাসিত করবো ; فِى الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে ; حَسَنَةً-ভালভাবে ; وَ-আর ; لَأَجْرُ-প্রতিফলতো ; الْآخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতের ; أَكْبَرُ-সবচেয়ে বড় ; لَوْ-যদি ; كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-তারা জানতো। (৪২) الَّذِيْنَ-যারা ; صَبَرُوْا-সবর করেছে ; وَ-এবং ; عَلٰى-উপর-ই ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; يَتَوَكَّلُوْنَ-ভরসা রাখে। (৪৩) وَ-আর ; مَا أَرْسَلْنَا-আমিতো পাঠাইনি কাউকে ; مِنْ ; قَبْلِكَ-আপনার আগে ;

৪২. এখানে মুহাজিরদের কথা বলা হয়েছে যারা কাফিরদের যুলুম-নির্যাতন ভোগ করেও নিজেদের দীন ও ঈমান রক্ষার্থে মক্কা থেকে হাবশায় তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। এখানে মুহাজিরদের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো—দীন ও ঈমানের জন্য যুলুম-নির্যাতন ভোগ করা এবং দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া বেহুদা কাজ নয় বরং এর শুভ প্রতিফল দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে। আর যারা এসব মু'মিনদের উপর যুলুম করেছে তারাও রেহাই পাবে না। তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এ কাজের শাস্তি অবশ্যই তারা পাবে।

إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

মানুষ ছাড়া, যাদের প্রতি আমি ওহী নাযিল করেছি[৪৩] অতএব তোমরা যদি না জেনে থাকো 'আহলে যিকির-কে[৪৪] জিজ্ঞেস করেই দেখো।

۝٤٤ بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

৪৪. (তাদেরকে পাঠিয়েছিলাম) সুস্পষ্ট নিদর্শন ও কিতাব নিয়ে ; আর আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে তা বুঝিয়ে দিতে পারেন

مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٤٤ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا۟

যা নাযিল করা হয়েছে তাদের প্রতি[৪৫] এবং সম্ভবত তারা (এ ব্যাপারে) চিন্তা-ফিকির করবে। ৪৫. তারা কি নিরাপদ হয়ে গেছে যারা চালবাজী করছে—

; إِلَّا-ছাড়া ; رِجَالًا-মানুষ ; نُوحِىٓ-আমি ওহী নাযিল করেছি ; إِلَيْهِمْ-যাদের প্রতি ; فَسْـَٔلُوٓا-(ف+اسئلوا)-তোমরা জিজ্ঞেস করো ; أَهْلَ الذِّكْرِ-(اهل+ال+ذكر)-আহলে যিকিরকে ; إِنْ-যদি ; كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ-তোমরা না জেনে থাক। ۝٤٤ بِالْبَيِّنَٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে ; و-ও ; الزُّبُرِ-(ال+زبر)-কিতাব ; وَ-আর ; أَنزَلْنَآ-আমি নাযিল করেছি ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الذِّكْرَ-(ال+ذكر)-কুরআন ; لِتُبَيِّنَ-যাতে আপনি মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারেন ; لِلنَّاسِ-মানুষকে ; مَا-তা, যা ; نُزِّلَ-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْهِمْ-তাদের প্রতি ; وَ-এবং ; لَعَلَّهُمْ-সম্ভবত তারা ; يَتَفَكَّرُونَ-চিন্তা-ভাবনা করবে। ۝٤٥ أَفَأَمِنَ-(ا+ف+امن)-তারা কি নিরাপদ হয়ে গেছে ; الَّذِينَ-যারা ; مَكَرُوا-চালবাজি করছে ;

৪৩. যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিরুদ্ধবাদীরা যে আপত্তি উত্থাপন করতো এবং শেষ নবীর প্রতিও যে আপত্তি উত্থাপন করেছিল তার জবাব এখানে দেয়া হয়েছে। তাদের আপত্তি ছিল—তুমি তো আমাদের মতই মানুষ মাত্র, আল্লাহ্ তোমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন এটা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, সকল নবী-ই মানুষ ছিলেন।

৪৪. 'আহলে যিকির' দ্বারা—আহলে কিতাব তথা যেসব জাতির প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের আলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা আসমানী কিতাবের শিক্ষা ও নবী-রাসূলদের ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞ।

৪৫. আলোচ্য আয়াতে শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-কে নবী হিসেবে পাঠানো এবং কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য নবীর ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ

খুবই নিকৃষ্টভাবে যে, আল্লাহ তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেবেন অথবা তাদের উপর আযাব এনে দেবেন

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾ اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ

এমন দিক থেকে যার ধারণাও তারা করতে পারবে না। ৪৬. অথবা তাদের চলাফেরা অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন ; এবং তারাতো নয় তা

بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾ اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ

ব্যর্থ করতে সক্ষম। ৪৭. অথবা তাদেরকে পাকড়াও করবেন তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়, আসলে আপনার প্রতিপালক বড়ই স্নেহশীল

السَّيِّاٰت-খুবই নিকৃষ্টভাবে ; اَنْ-যে ; يَّخْسِفَ-ধ্বসিয়ে দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِهِمُ-তাদেরকে ; الْاَرْضَ-যমীনে ; اَوْ-অথবা ; يَاْتِيَهُمُ-এনে দেবেন তাদের উপর ; الْعَذَابُ-আযাব ; مِنْ-থেকে ; حَيْثُ-এমন দিক ; لَا يَشْعُرُوْنَ-যার ধারণাও তারা করতে পারবে না। ﴿٤٥﴾ اَوْ-অথবা ; يَاْخُذَهُمْ-(ياخذ+هم)-তাদেরকে পাকড়াও করবেন ; فِىْ ; تَقَلُّبِهِمْ-(فى+تقلب+هم)-তাদের চলাফেরা অবস্থায় ; فَمَا هُمْ-(ف+ما+هم)-এবং তারাতো নয় ; بِمُعْجِزِيْنَ-(ب+معجزين)-তা ব্যর্থ করতে সক্ষম। ﴿٤٦﴾ اَوْ-অথবা ; يَاْخُذَهُمْ-তাদেরকে পাকড়াও করবেন ; عَلٰى-অবস্থায় ; تَخَوُّفٍ-ভীত-সন্ত্রস্ত ; فَاِنَّ-আসলে ; رَبَّكُمْ-আপনার প্রতিপালক ; لَرَءُوْفٌ-(ل+رءوف)-বড়ই স্নেহশীল ;

নবী কুরআনকে মৌখিকভাবে মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে দেবেন না বরং তিনি কুরআনের বিধি-বিধানকে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে একটি গোটা সমাজ গঠন করে তা পরিচালনার মাধ্যমেই তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করবেন। সকল নবীকে মানুষ হিসেবে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য এটাই। কুরআনকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা গ্রন্থাকারে একই সাথে দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠালে তা মানুষের জন্য উপযোগী হতো না এবং মানুষ তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে অক্ষম হতো। এ আয়াত দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন বুঝার জন্য নবী (স)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যা-ই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। আর কুরআনের ব্যাখ্যা নবী (স)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমেই আমাদের নিকট এসেছে যা হাদীসে রাসূল নামে আমাদের সামনে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআনের অনুসরণ কোনোমতেই সম্ভব নয়। আসলে হাদীসকে অস্বীকার কুরআনকে অস্বীকারের নামান্তর।

رَّحِيمٌ ﴿٤٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ

অত্যন্ত দয়াময়। ৪৮. তারা কি লক্ষ্য করে না সে জিনিসের প্রতি যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, যার ছায়া ঢলে পড়ে

عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ○

ডান দিকে ও বাম দিকে[৪৬] আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত, এভাবেই তারা সবাই বিনীত হয়।

﴿٤٩﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَ

৪৯. আর আল্লাহর জন্যই সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানে ও যা কিছু আছে যমীনে প্রাণী জগতের মধ্য থেকে এবং

الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٠﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم

ফেরেশতারাও (সিজদাবনত)[৪৭], আর তারা অহংকার করে না। ৫০. তারা ভয় করে তাদের প্রতিপালককে (যিনি)

رَّحِيمٌ-অত্যন্ত দয়াময়। ﴿٤٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا-(او+لم يروا)-তারা কি লক্ষ্য করে না ; إِلَىٰ-প্রতি ; مَا-যা ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مِن شَيْءٍ-সেই জিনিসের ; يَتَفَيَّأُ-ঢলে পড়ে ; ظِلَالُهُ-(ظلل+ه)-যার ছায়া ; عَنِ-থেকে ; الْيَمِينِ-(ال+يمين)-ডান দিক ; وَ-ও ; الشَّمَائِلِ-(ال+شمائل)-বাম দিকে ; سُجَّدًا-সিজদারত হয়ে ; لِلَّهِ-আল্লাহর প্রতি ; وَهُمْ-এভাবেই তারা সবাই ; دَاخِرُونَ-বিনীত হয়। ﴿٤٩﴾ وَ-আর ; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্যই ; يَسْجُدُ-সিজদা করে ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي السَّمَاوَاتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; مِن-মধ্য থেকে ; دَابَّةٍ-প্রাণী জগতের ; وَ-এবং ; الْمَلَائِكَةُ-ফেরেশতারাও ; وَ-আর; هُمْ-তারা ; لَا يَسْتَكْبِرُونَ-অহংকার করে না। ﴿٥٠﴾ يَخَافُونَ-তারা ভয় করে ; رَبَّهُم-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ;

৪৬. দেহবিশিষ্ট সকল বস্তুর-ই ছায়া রয়েছে। আর এ ছায়া-ই প্রমাণ করে যে, সকল সৃষ্টি-ই এক সর্বগ্রাসী আইনের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। সকল বস্তু বা প্রাণীর ঘাড়েই দাসত্বের এক কঠিন বেড়ী রয়েছে। আর দাসত্ব হলো সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক আল্লাহর।

৪৭. এ আয়াতে ইংগীত রয়েছে, শুধুমাত্র যমীনের সকল সৃষ্টিই যে আল্লাহর দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ তা নয়। আসমানের যারা অধিবাসী—যাদেরকে প্রাচীনকাল থেকে কিছু কিছু

مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

তাদের উপরে অবস্থানরত এবং তাদেরকে যা কিছু আদেশ করা হয়, তা-ই তারা পালন করে।

مِنْ فَوْقِهِمْ-(من+فوق+هم)-(যিনি) তাদের উপরে অবস্থানরত ; وَ-এবং ; يَفْعَلُوْنَ-তারা পালন করে ; مَا-যা কিছু ; يُؤْمَرُوْنَ-তাদেরকে আদেশ করা হয়।

মানুষ দেবতা, আল্লাহর নিকটাত্মীয় ইত্যাদি মনে করে পূজা করে আসছে তারাও আল্লাহর দাস হিসেবে তাঁর সামনে সিজদাবনত রয়েছে। আল্লাহর কর্তৃত্বে তাদের কোনো অংশ-ই নেই।

৬ষ্ঠ রুকূ' (আয়াত ৩৫-৪০)-এর শিক্ষা

১. যারা আল্লাহর দীনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে, কাফির-মুশরিকদের হাতে ভোগ করেছে অমানুষিক যুলুম-নির্যাতন ; সহায়-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, স্বজন-স্বদেশ সব ছেড়ে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে, আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

২. আল্লাহর জন্য আল্লাহর দেয়া জান-মাল দিয়ে তাঁরই পথে তাঁর দীন কায়েমে যারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জারী রাখে, তাদের জন্য তিনি আখিরাতে অফুরন্ত নিয়ামত রেখেছেন—এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর দুনিয়াতেও তিনি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

৩. দীন কায়েমের সংগ্রামের সকল পরিস্থিতিতে সবর ও আল্লাহর উপরে পূর্ণ ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

৪. মানুষের হিদায়াতের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে সর্ব-যুগেই আল্লাহ তা'আলা মানুষ-ই পাঠিয়েছেন। আর মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক মানুষ হওয়াই বিজ্ঞানসম্মত।

৫. দীন সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসার জবাব একমাত্র তাঁরাই দিতে পারেন, যাঁরা ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানী। সুতরাং দীন সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসা তাদের নিকট-ই করতে হবে।

৬. আল্লাহর দীনকে মানব সমাজে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূলকে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি যথাযথভাবে তা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে তা-ই অনুসরণ করতে হবে।

৭. দীনকে জানা ও মানা ফরয। সুতরাং এ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা আমাদের কর্তব্যের অন্তর্গত। দীনী জ্ঞান হাসিল করা সর্বাগ্রে ফরয। এতে অবহেলা করলে মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

৮. দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র কখনো সফল হতে পারে না। অবশেষে তারা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে এর জন্য আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকতে হবে।

৯. আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাঁর দীনের বিরোধিদের তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু তাদেরকে দুনিয়াতে সকল জীবিকার ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। এটা আল্লাহর স্নেহশীলতা ও অসীম দয়াশীলতার প্রমাণ।

১০. সৃষ্টিকূলের সবকিছুই আল্লাহর সামনে সিজদাবনত। এমনকি ঊর্ধজগতের ফেরেশতারাও আল্লাহর সামনে সিজদারত।

১১. ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে সদা কম্পমান। আল্লাহ তা'আলা যা হুকুম দেন তা-ই তারা পালন করে।

১২. সকল সৃষ্টিই রাব্বুল আলামীনের হুকুম পালনে সদা-সর্বদা নিয়োজিত। তাঁর হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা তাদের নেই ! কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে মানুষকে ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাই মানুষ যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাশক্তিকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ না করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাহলে আল্লাহ মানুষকে এমন পুরস্কার দেবেন যার কোনো তুলনা দুনিয়াতে নেই।

❒

﴿٥١﴾ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ

৫১. আর আল্লাহ বলেন, তোমরা দু'ইলাহ[৪৮] বানিয়ে নিও না ; তিনিতো একক ইলাহ ;

فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٥٢﴾ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ

অতএব আমাকেই তোমরা ভয় করো। ৫২. আর আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর এবং তাঁরই জন্য

الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ

আনুগত্য সার্বক্ষণিক বিরাজিত[৪৯] ; তা সত্ত্বেও তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করবে[৫০] ; ৫৩. আর তোমাদের যে নিয়ামত-ই আছে

(৫১) وَ-আর ; قَالَ-বলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَاتَتَّخِذُوْٓا-তোমরা বানিয়ে নিও না ; اِلٰهَيْنِ-ইলাহ ; اثْنَيْنِ-দুই ; اِنَّمَا هُوَ-তিনিতো ; اِلٰهٌ-ইলাহ ; وَّاحِدٌ-একক ; فَاِيَّايَ-(ف+ايای)-অতএব আমাকেই ; فَارْهَبُوْنَ-(ف+ارهبون)-তোমরা ভয় করো। (৫২) وَ-আর ; لَهٗ-সবই তাঁর ; مَا-যা কিছু ; فِي السَّمٰوٰتِ-রয়েছে আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-এবং ; لَهُ-তাঁরই জন্য ; الدِّيْنُ-(ال+دين)-আনুগত্য ; وَاصِبًا-সার্বক্ষণিক বিরাজিত ; اَفَغَيْرَ اللّٰهِ-তা সত্ত্বেও আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ; تَتَّقُوْنَ-তোমরা ভয় করবে। (৫৩) وَ-আর ; مَا-যে ; بِكُمْ-তোমাদের আছে ; مِّنْ نِّعْمَةٍ-নিয়ামত-ই ;

৪৮. 'দুই ইলাহ' না বানানোর কথা বলা থেকে দুই জনের বেশী বানানোর নিষিদ্ধতাও আপনা-আপনিই প্রমাণিত হয়ে যায়।

৪৯. অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা আল্লাহর আনুগত্যের উপরই বিরাজমান। স্রষ্টার আনুগত্যের মধ্যেই সৃষ্টির কল্যাণ নিহিত।

৫০. অর্থাৎ এক আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোনো সত্তার ভয় তোমাদের জীবনব্যবস্থার ভিত্তি হতে পারে না। অপর কারো সন্তোষ-অসন্তোষের পরওয়া তোমরা করতে পার না।

فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا

তা আল্লাহর-ই পক্ষ থেকে, আবার যখন দুঃখ দৈন্যতা তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁর কাছেই-তো ফরিয়াদ কর[৫১] । ৫৪. অতপর যখন

كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

তোমাদের থেকে দুঃখ দৈন্যতা তিনি দূর করে দেন তখন তোমাদের মধ্য থেকে একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক সাব্যস্ত করে[৫২]

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ

৫৫. তা অস্বীকার করার জন্য যা আমি তাদেরকে দান করেছি ; অতএব (ক্ষণেক) ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৫৬. আর তারা ঠিক করে রাখে

فَمِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰه-আল্লাহর-ই ; ثُمَّ-আবার ; اذا-যখন ; مَسَّكُمُ-(مس+كم)- তোমাদেরকে স্পর্শ করে ; الضُّرُّ-(ال+ضر)-দুঃখ-দৈন্যতা ; فَإِلَيْهِ-(ف+اليه)-তখন তাঁর কাছেইতো ; تَجْـَٔرُونَ-তোমরা ফরিয়াদ করো। ﴿٥٤﴾ ثُمَّ-অতপর ; اذا-যখন ; كَشَفَ-তিনি দূর করে দেন ; الضُّرَّ-দুঃখ-দৈন্যতা ; عَنْكُمْ-তোমাদের থেকে ; اذا- তখন ; فَرِيقٌ-একটি দল ; مِّنْكُمْ-তোমাদের মধ্য থেকে ; بِرَبِّهِمْ-(ب+رب+هم)- তাদের প্রতিপালকের সাথে ; يُشْرِكُونَ-শরীক সাব্যস্ত করে। ﴿٥٥﴾ لِيَكْفُرُوا-অস্বীকার করার জন্য ; بِمَا-তা যা ; آتَيْنٰهُمْ-(اتينا+هم)-আমি তাদেরকে দান করেছি ; فَتَمَتَّعُوا-(ف+تمتعوا)-অতএব ভোগ করে নাও ; فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ-(ف+سوف تعلمون) -শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ﴿٥٦﴾ وَ-আর ; يَجْعَلُونَ-তারা ঠিক করে রাখে ;

৫১. অর্থাৎ আল্লাহর এককত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ তোমাদের নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তোমরা যখন কঠিন মসীবতে পড়ো তখন তোমাদের মনে আশ্রয়স্থল হিসেবে এক আল্লাহর কথাই সর্বাগ্রে জাগ্রত হয়। কিছুক্ষণের জন্য হলেও তোমাদের অন্তরে মূল ভাব জেগে উঠে। সে মুহূর্তে তোমাদের অন্তরে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ, অন্য কোনো প্রতিপালক, অথবা অন্য কোনো একক স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। তখন তোমরা তার কাছেই নিজ ফরিয়াদ পেশ করে থাক।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ যখন তোমাদের দুঃখ দৈন্যতা দূর করে দেন সাথে সাথেই তোমরা আল্লাহর সাথে শিরক করা আরম্ভ করো। তোমরা কোনো পীর-বুযুর্গ, কোনো দেব-দেবী বা অন্য কোনো দৃশ্য-অদৃশ্য সত্তার নামে বা কোনো মৃত ব্যক্তির মাজারে নযর-নিয়ায দিতে শুরু করো। আর মনে মনে বলতে থাক যে, এঁরা যদি আল্লাহর কাছে সুপারিশ

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۗ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ○

তাদের জন্য—যাদেরকে তারা জানে না[৫৩]—তা থেকে একটি অংশ যে রিয্ক আমি তাদেরকে দিয়েছি[৫৪]; আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে সে সম্পর্কে যে মিথ্যা তোমরা বানিয়ে বেড়াতে।

⑤⑦ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ⑤⑧ وَإِذَا بُشِّرَ

৫৭. আর তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান ঠিক করে[৫৫] (অথচ) তিনি (তা থেকে) পবিত্র ; আর যা তারা কামনা করে তা (ঠিক করে) নিজেদের জন্য[৫৬]। ৫৮. আর যখনই সুখবর দেয়া হয়েছে

أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيمٌ ⑤⑨ يَتَوَارٰى

তাদের কাউকে মেয়ে হওয়ার, হয়ে গেছে তার চেহারা কালো এবং সে হয় রাগ দমনকারী। ৫৯. সে পালিয়ে বেড়ায়।

لِمَا-তাদের জন্য যাদেরকে ; لَا يَعْلَمُونَ-তারা জানে না ; نَصِيبًا-একটি অংশ ; مِّمَّا-তা থেকে যে ; رَزَقْنٰهُمْ-(رزقنا+هم)-রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি ; تَاللّٰهِ-আল্লাহর কসম ; لَتُسْـَٔلُنَّ-তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে ; عَمَّا-সে সম্পর্কে যে ; كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ-তোমরা যে মিথ্যা বানিয়ে বেড়াতে।⑤⑦ وَ-আর ; يَجْعَلُونَ-তারা ঠিক করে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; الْبَنٰتِ-(ال+بنت)-কন্যা সন্তান ; سُبْحٰنَهٗ-তিনি পবিত্র (তা থেকে) ; وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের নিজেদের জন্য ; مَّا-তা যা ; يَشْتَهُونَ-তারা কামনা করে।⑤⑧ وَ-আর ; إِذَا-যখনই ; بُشِّرَ-সুখবর দেয়া হয়েছে ; أَحَدُهُمْ-(احد+هم)-তাদের কাউকে ; بِالْأُنْثٰى-(ب+ال+انثى)-মেয়ে হওয়ার ; ظَلَّ-হয়ে গেছে ; وَجْهُهٗ-(وجه+ه)-তার চেহারা ; مُسْوَدًّا-কালো ; وَّ-এবং ; هُوَ-সে ; كَظِيمٌ-রাগ দমনকারী হয়।⑤⑨ يَتَوَارٰى-সে পালিয়ে বেড়ায় ;

না করতেন এবং আমার প্রতি দয়া করতে আল্লাহকে বাধ্য না করতেন, তবে আল্লাহ কখনো দয়া করতেন না।

৫৩. অর্থাৎ এসব সত্তাকে তারা যে আল্লাহর শরীক বা অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে এটা জ্ঞানের কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বানায়নি। আল্লাহ তাঁর নিজ ক্ষমতার কিছু কিছু অথবা নিজ সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ এদেরকে দিয়ে দিয়েছেন বলে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এসব মূর্খের কাছে নেই।

৫৪. অর্থাৎ এরা নযর-নিয়ায ও ভেট-বেগাড় দেয়ার জন্য তাদেরকে আমার দেয়া আয়-রোযগারের একটি অংশ এবং যমীনের ফসলের অংশ নির্দিষ্ট করে রাখে।

مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۗ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ

লোকদের থেকে—যে সুখবর তাকে দেয়া হয়েছে তার লজ্জায়, (সে ভাবে)—লজ্জা নিয়েও তাকে (জীবিত) রেখে দেবে অথবা পুঁতে ফেলবে

فِى التُّرَابِ ۗ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

মাটির মধ্যে ; জেনে রেখো ! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা অত্যন্ত মন্দ[৫৭]।

৬০. যারা ঈমান রাখেনা আখিরাতের উপর

مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾

মন্দের উদাহরণ তারাই ; আর আল্লাহর জন্য রয়েছে মহত্তম গুণরাজী ; এবং তিনি পরাক্রমশালী মহাকুশলী।

مِنَ-থেকে ; الْقَوْمِ-লোকদের ; مِنْ سُوْءِ-লজ্জায় ; مَا-যে ; بُشِّرَ-সুখবর তাকে দেয়া হয়েছে ; بِهٖ-তার ; اَيُمْسِكُهٗ-(ا+يمسك+ه)-তাকে কি রেখে দেবে ; عَلٰى هُوْنٍ-লজ্জা নিয়েও ; اَمْ-অথবা ; يَدُسُّهٗ-(يدس+ه)-তাকে পুঁতে ফেলবে ; فِى التُّرَابِ-(فى+ال+تراب)-মাটিতে ; اَلَا-জেনে রেখো ; سَآءَ-তা অত্যন্ত মন্দ ; مَا-যে ; يَحْكُمُوْنَ-সিদ্ধান্ত তারা নেয়। ﴿٦٠﴾ لِلَّذِيْنَ-যারা, তারাই ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান রাখে না ; بِالْاٰخِرَةِ-আখিরাতের উপর ; مَثَلُ-উদাহরণ ; السَّوْءِ-মন্দের ; وَ-আর ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য রয়েছে ; الْمَثَلُ-গুণরাজি ; الْاَعْلٰى-মহোত্তম ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-মহাকুশলী।

৫৫. এখানে মুশরিকদের আকীদার কথা বলা হচ্ছে। মুশরিকদের উপাস্যদের মধ্যে দেব-দেবী তথা নারীদের সংখ্যা-ই ছিল বেশী। বর্তমানেও দেখা যায় হিন্দুদের উপাস্যদের মধ্যে দেবীর সংখ্যা অধিক। আর তারা এসব দেবীদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করতো। তাছাড়া ফেরেশতাদেরকেও তারা আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করতো।

৫৬. অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য পুত্র-সন্তান কামনা করতো। কন্যা সন্তানকে তারা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে করতো।

৫৭. আল্লাহ সম্পর্কে মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাস যে কতটুকু নীচ এবং তাদের এ অপরাধের মাত্রা যে কতটুকু চরম তা এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করা এক অমার্জনীয় অপরাধ। অতপর যে কন্যা সন্তান হওয়ার ব্যাপারকে তারা নিজেদের জন্য অবমাননাকর মনে করে তা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা আর এক ঘৃণ্য অপরাধ। মোটকথা আল্লাহ সম্পর্কে মুশরিকদের আচরণ চরম বেয়াদবীমূলক ও মূর্খতার পরিচায়ক।

৭ম রুকূ' (আয়াত ৫১-৬০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ এক, তাঁর মূল সত্তা বা গুণাবলীতে কোনো অংশীদার নেই। এতে অংশীদার সাব্যস্ত করা শির্ক। শির্ক সবচেয়ে বড় গুনাহ। শিরকের গুনাহ মাফ হবে না। শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য দীনী জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।

২. আল্লাহ যেহেতু একক, সর্বশক্তিমান, সুতরাং ভয় করতে হবে একমাত্র তাঁকেই।

৩. আসমান-যমীনের সবকিছুর স্রষ্টা তিনি এবং এসবের মালিকানাও তাঁরই। দুনিয়ার দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সদা-সর্বদা তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষকেও সদা-সর্বদা সকল কাজে তারই আনুগত্য করতে হবে।

৪. মানুষের মৌলিকত্ব হলো আল্লাহর দাসত্ব। আর এ জন্যই চরম নাস্তিক লোকও কঠিন বিপদের সময় আল্লাহর নিকটই আশ্রয় চায়। তাই সুসময় বা দুঃসময় সকল অবস্থায় আল্লাহর নিকটই কৃতজ্ঞতা বা ফরিয়াদ জানাতে হবে।

৫. দুঃসময় পার হয়ে গেলে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুঃসময় দূর করার কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ বা কার্যকারণের প্রতি স্থাপন করা শির্ক। এ জাতীয় শির্ক থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দেব-দেবী, পীর-মুরশিদ বা দৃশ্য-অদৃশ্য কোনো সত্তার জন্য মানত করা শির্ক। সুতরাং এ জাতীয় শির্ক থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

৭. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো থেকে জন্ম নেননি—এসব জীবের বৈশিষ্ট্য। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি আদি, তিনি অন্ত। আল্লাহর যাত ও সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেই উপরোল্লিখিত শির্ক থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

৮. শির্ক ও কুফর হচ্ছে জঘন্য মন্দ। সকল মহোত্তম গুণরাজির মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রম ও কুশলতার অধিকারী।

❐

﴿٦١﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ

৬১. আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করতেন, (তাহলে) তারা (যমীনের) উপর একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দিতেন না

يُّؤَخِّرُهُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ

তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। অতপর যখন তাদের মেয়াদ এসে পড়ে, তারা দেরী করতে পারে না

سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦٢﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ

এক মুহূর্তও আর না পারে এগিয়ে আনতে। ৬২. আর তারা আল্লাহর জন্য তা-ই সাব্যস্ত করে যা তারা নিজেরা অপছন্দ করে।

وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۖ لَا جَرَمَ

আর তাদের জিহ্বা মিথ্যা-যুক্ত হয় যে, সকল কল্যাণ তাদেরই জন্য ; সন্দেহ নেই।

﴿٦١﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; يُؤَاخِذُ-পাকড়াও করতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; النَّاسَ-মানুষকে ; بِظُلْمِهِمْ-(ب+ظلم+هم)-তাদের যুলুমের কারণে ; مَّا تَرَكَ-ছেড়ে দিতেন না ; عَلَيْهَا-তার (যমীনের) উপর ; مِنْ دَآبَّةٍ-একটি প্রাণীকেও ; وَلٰكِنْ-তবে ; يُؤَخِّرُهُمْ-(يؤخر+هم)-তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন ; إِلٰى-পর্যন্ত ; أَجَلٍ-মেয়াদ ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ; فَإِذَا-অতপর যখন ; جَآءَ-এসে পড়ে ; أَجَلُهُمْ-(اجل+هم)-তাদের মেয়াদ ; لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ-তারা দেরী করতে পারে না ; سَاعَةً-এক মুহূর্তেও ; وَ-আর ; لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ-না পারে এগিয়ে আনতে। ﴿٦٢﴾ وَ-আর ; يَجْعَلُوْنَ-তারা সাব্যস্ত করে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; مَا-তা-ই যা ; يَكْرَهُوْنَ-তারা নিজেরা অপছন্দ করে ; وَ-আর ; تَصِفُ-যুক্ত হয় ; أَلْسِنَتُهُمُ-(السنة+هم)-তাদের জিহ্বা ; الْكَذِبَ-মিথ্যা ; أَنَّ-যে ; لَهُمُ-তাদেরই জন্য ; الْحُسْنٰى-(ال+حسنى)-সকল কল্যাণ ; لَا جَرَمَ-সন্দেহ নেই ;

أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ

তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত জাহান্নাম এবং সর্বাগ্রে তারাই (তাতে) নিক্ষিপ্ত হবে। ৬৩. আল্লাহর কসম (হে নবী !) জাতিসমূহের নিকট পাঠিয়েছিলাম রাসূলদেরকে

مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ

আপনার আগেও কিন্তু শয়তান তাদের (বদ) কাজগুলোকে তাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরেছে, তাই শয়তান-ই আজ তাদের অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا

আর যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের জন্যই। ৬৪. আর আমিতো আপনার উপর এ কিতাব এছাড়া (অন্য কোনো কারণে) নাযিল করিনি

لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

যাতে আপনি সে বিষয় তাদের সামনে প্রকাশ করে দিতে পারেন যাতে তারা মতভেদ করছে ; এবং যে সম্প্রদায় (এ কিতাবের উপর) ঈমান রাখে তাদের জন্য (এটা) হিদায়াত ও রহমত হয়[৫৮]।

أَنَّ-নিশ্চিত ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; النَّارَ-(ال+نار)-জাহান্নাম ; وَ-এবং ; أَنَّهُمْ-তারাই ; مُفْرَطُونَ-সর্বাগ্রে (তাতে) নিক্ষিপ্ত হবে। ⑥৩ تَاللَّهِ-আল্লাহর কসম ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا-নিসন্দেহে পাঠিয়েছিলাম রাসূলদেরকে ; إِلَىٰ-নিকট ; أُمَمٍ-জাতিসমূহের ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার পূর্বেও ; فَزَيَّنَ-(ف+زين)-সুন্দর করে তুলে ধরেছে ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الشَّيْطَانُ-শয়তান ; أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের (বদ) কাজগুলোকে ; فَهُوَ-(ف+هو)-তাই সে-ই ; وَلِيُّهُمُ-(ولى+هم)-তাদের অভিভাবক ; الْيَوْمَ-আজ ; وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্যই ; عَذَابٌ-আযাব ; أَلِيمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ⑥৪ وَ-আর ; مَا أَنْزَلْنَا-আমিতো নাযিল করিনি ; عَلَيْكَ-আপনার উপর ; الْكِتَابَ-এ কিতাব ; إِلَّا-এছাড়া যে ; لِتُبَيِّنَ-যাতে আপনি প্রকাশ করে দিতে পারেন ; لَهُمُ-তাদের সামনে ; الَّذِي-সে বিষয় ; اخْتَلَفُوا-তারা মতভেদ করছে ; فِيهِ-যাতে ; وَ-এবং ; هُدًى-হিদায়াত ; وَ-ও ; رَحْمَةً-রহমত হয় ; لِقَوْمٍ-সে সম্প্রদায়ের জন্য ; يُؤْمِنُونَ-যারা ঈমান রাখে (এ কিতাবের উপর)।

৫৮. অর্থাৎ এ কিতাব নাযিল হওয়ার আগে তারা যেসব ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে গড়ে উঠা মত ও পথের অনুসারী ছিল এবং পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল,

⑥৫ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ

৬৫. আর আল্লাহ-ইতো আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং যমীনকে তা দ্বারা সজীব করেন তা মরে শুকিয়ে যাওয়ার পর ;

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা (মনোযোগ দিয়ে) শোনে[৫৯]।

⑥৫ وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ইতো ; اَنْزَلَ-বর্ষণ করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاۤءِ-আসমান; مَاۤءً-পানি ; فَاَحْيَا-(ف+احيا)-এবং সজীব করেন ; بِهِ-তা দ্বারা ; الْاَرْضَ-যমীনকে ; بَعْدَ-পর ; مَوْتِهَا-(موت+ها)-তা শুকিয়ে মরে যাওয়ার ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-নিদর্শন ; لِقَوْمٍ-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; يَسْمَعُوْنَ-যারা (মনোযোগ দিয়ে) শোনে।

তা থেকে মুক্তি পেয়ে একটি স্থায়ী ও মজবুত ভিত্তির উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ লাভে সক্ষম হয়েছে। (এটা অবশ্য) এ কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য আল্লাহর রহমত ও বরকত ছাড়া কিছু নয়। অপর দিকে এর বিরোধীরা পূর্বেকার অজ্ঞতা ও বিভেদের জালে জড়িয়ে থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যেই পড়ে থাকলো।

৫৯. অর্থাৎ রাসূলের মুখে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করার কথা শুনে তোমাদের অবাক হওয়ার কারণতো কিছুই নেই। কেননা এর প্রমাণতো তোমাদের সামনেই রয়েছে। তোমাদের জীবনে তোমরা বহুবার এ দৃশ্য দেখে থাক যে, যমীন শুকিয়ে পাথরের মতো হয়ে পড়ে আছে, জীবনের কোনো লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না, এর মধ্যে যখন বৃষ্টির মৌসুম পড়ে এবং দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়, সাথে সাথেই মাটির মধ্যে মরে পড়ে থাকা শিকড় থেকে জীবনের সূচনা হতে থাকে। অগণিত ভূমি-পোকা ও কীট-পতঙ্গ এবং উদ্ভিদরাজি মাটি থেকে বের হয়ে পড়ে। এসব দেখার পরও মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভকে অসম্ভব মনে করার কোনো কারণ-ইতো থাকতে পারে না।

৮ম রুকূ' (আয়াত ৬১-৬৫)-এর শিক্ষা

১. সকল প্রকার গুনাহ-ই যুলুম। তবে সবচেয়ে বড় যুলুম হলো শিরক। মানুষ যেসব গুনাহে লিপ্ত, সেজন্য আল্লাহ যদি পাকড়াও করতেন, তাহলে বাঁচার কোনো উপায়-ই থাকতো না। সুতরাং তা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো যথাযথ মানে তাওবা-ইসতিগফার করা।

২. গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পরবর্তীতে গুনাহ না করার প্রতিশ্রুতি-ই হলো 'তাওবা'।

তাওবা করার জন্য মানুষকে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা হলো তার জীবনকাল। সুতরাং এ মুহূর্ত থেকে আমাদেরকে তাওবা-ইসতিগফার করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে। কারণ আমাদের অবকাশকাল তথা মেয়াদ কতদিন তা আমাদের জানা নেই।

৩. মানুষের জীবনকাল সুনির্দিষ্ট। এটাকে কমানো বাড়ানোর আমাদের কোনো ইখতিয়ার নেই। আর জীবনকালের শেষ সীমাও আমাদের জানা নেই ; সুতরাং আমাদের হাতে আছে বর্তমানকাল, তাই বর্তমানকেই আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

৪. মুশরিকদের শেষ ঠিকানা নিশ্চিত জাহান্নাম। সুতরাং শির্ক থেকে বাঁচার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালাতে হবে।

৫. শয়তানের অনুগতদের অভিভাবক হলো শয়তান। শয়তানের অনুগতদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এ শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে, শয়তানের আনুগত্য ছেড়ে নবী-রাসূলদের আনুগত্য করতে হবে।

৬. সকল মতভেদ ও মতপার্থক্য নিরসনের উপায় হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর সমাধান মেনে নেয়া।

৭. আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে যেমন মৃত যমীনকে জীবিত করেন তেমনি মৃত্যুর পর আমাদেরকেও পুনরায় জীবিত করবেন এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৫

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴿٦٦﴾

৬৬. আর অবশ্যই গৃহপালিত পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ; আমি তোমাদেরকে পান করাই তা থেকে যা রয়েছে তার পেটে—

مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ﴿٦٧﴾ وَ

গোবর ও রক্তের মাঝে—খাঁটি দুধ[৬০], পানকারীদের জন্য তৃপ্তিদায়ক। ৬৭. আর

مِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

খেজুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর—তা থেকে তোমরা বানিয়ে থাক নেশার জিনিস এবং

وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ

উত্তম রিযিক[৬১], নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। ৬৮. আর আপনার প্রতিপালক-ইতো আদেশ দিয়েছেন

﴿٦٦﴾ وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فِىْ-মধ্যে ; الْاَنْعَامِ-(ال+انعام)-গৃহপালিত পশুর ; لَعِبْرَةً-(ل+عبرة)-শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ; نُسْقِيْكُمْ-(نسقى+كم)-আমি তোমাদেরকে পান করাই ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা ; فِىْ بُطُوْنِهٖ-(فى+بطون+ه)-রয়েছে তার পেটে ; مِنْ بَيْنِ-মাঝে ; فَرْثٍ-গোবর ; وَّ-ও ; دَمٍ-রক্তের ; لَبَنًا-দুধ ; خَالِصًا-খাঁটি ; سَائِغًا-তৃপ্তিদায়ক ; لِّلشّٰرِبِيْنَ-(ل+ال+شاربين)-পানকারীদের জন্য। ﴿٦٧﴾ وَ-আর ; مِنْ-থেকে ; ثَمَرٰتِ-ফল ; النَّخِيْلِ-(ال+نخيل)-খেজুর বৃক্ষের ; وَ-ও ; الْاَعْنَابِ-(ال+اعناب)-আঙ্গুর ; تَتَّخِذُوْنَ-তোমরা বানিয়ে থাক ; مِنْهُ-(من+ه)-তা থেকে ; سَكَرًا-নেশার জিনিস ; وَّ-এবং ; رِزْقًا-রিযিক ; حَسَنًا-উত্তম ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-(ل+اية)-নিদর্শন ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; يَعْقِلُوْنَ-যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। ﴿٦٨﴾ وَ-আর ; اَوْحٰى-আদেশ দিয়েছেন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ;

৬০. 'গোবর ও রক্তের' মাঝে খাঁটি দুধ কথাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, গৃহপালিত পশু যে খাদ্য খায় তা থেকে একদিকে তৈরি হয় রক্ত অপরদিকে হয় ময়লা-আবর্জনা ; কিন্তু

إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ

মৌমাছির প্রতি[৬২] যে, ঘর (মৌচাক) বানাও পাহাড়ে ও গাছে

وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ

এবং তারা (মানুষ) যে উঁচু ঘর বানায় তাতে। ৬৯. অতপর চুষে নাও প্রত্যেক ফল থেকে এবং চলতে থাকো তোমার প্রতিপালকের পথে—

اِلَى-প্রতি ; النَّحْلِ-(ال+نحل)-মৌমাছির ; اَنِ-যে ; اتَّخِذِىْ-বানাও ; مِنَ الْجِبَالِ-(من+ال+جبال)-পাহাড়ে ; بُيُوْتًا-ঘর ; وَّ-ও ; مِنَ الشَّجَرِ-(من+ال+شجر)-গাছে ; وَ-এবং ; مِمَّا-তাতে যে ; يَعْرِشُوْنَ-তারা উঁচু ঘর বানায়।(৬৯) ثُمَّ-অতপর ; كُلِىْ-চুষে নাও ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; الثَّمَرٰتِ-(ال+ثمرت)-ফল ; فَاسْلُكِىْ-(ف+اسلكى)-এবং চলতে থাকো ; سُبُلَ-পথে ; رَبِّكِ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের ;

এদেরই নারী গোত্রের মধ্যে একই খাদ্য থেকে উল্লিখিত দু'জিনিস ছাড়াও তৃতীয় আর একটি জিনিস তৈরী হয় যেটাকে আমরা দুধ নামে চিনি। এ দুধ রক্ত ও গোবর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একই ঘাস পুরুষ গোত্রের পশুও খায় ; কিন্তু তাদের মধ্যে দুধ তৈরী হয় না। এ দুধ এত বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হয় যে, পশুর বাচ্চার প্রয়োজন পূরণের পর মানুষের জন্যও তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৬১. অর্থাৎ ফল-ফলাদির রস মানুষের জন্য পবিত্র ও উত্তম খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, আবার মস্তিষ্ক বিকৃতকারী ও নেশার উপকরণ মদও তৈরি হতে পারে, এখন আমাদের চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে যে, আমরা কোন্‌টা গ্রহণ করবো। উত্তম ও পাক পবিত্র খাদ্য, না কি হারাম নাপাক দুর্গন্ধযুক্ত মস্তিষ্ক বিকৃতকারী মদ।

৬২. 'ওহী' শব্দের শাব্দিক অর্থ সূক্ষ্ম ইংগীত যা ইংগীতকারী ও ইংগীত প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 'ওহী' শব্দটি দ্বারা মনে কোনো বিষয় জাগিয়ে দেয়া (القاء) এবং গোপনে কোনো জ্ঞান জানিয়ে দেয়া ও শিক্ষা দেয়াকে (الهام) বুঝানো হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুককে যে জ্ঞান শিক্ষা দেন তা কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হয় না ; বরং এমন সূক্ষ্মভাবে এ শিক্ষা কার্যক্রম চলতে থাকে যে, প্রকাশ্যে এটা দেখা যায় না। আর তাই কুরআন মাজীদে এ শিক্ষাদানকে 'ওহী', 'ইলহাম' ও 'ইলকা' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। তবে বর্তমানে শব্দ তিনটিকে আলাদা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। 'ওহী' শব্দটিকে বিশেষভাবে নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে 'ইলহাম' শব্দটিকে আওলিয়ায়ে কিরাম ও আল্লাহর খাস বান্দাহদের ক্ষেত্রে এবং 'ইলকাকে' অপেক্ষাকৃত সাধারণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মৌমাছিকে তার যাবতীয় কাজের নির্দেশ তথা শিক্ষা দানের কাজকে 'ওহী' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন। শুধু মৌমাছি নয়—মাছকে গভীর পানিতে সাঁতার

ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

একান্ত অনুগত হয়ে ; তার পেট থেকে বের হয়, বিভিন্ন রংয়ের পানীয়

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

তাতে রয়েছে মানুষের জন্য (রোগের) শিফা, নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন যারা চিন্তা গবেষণা করে।[৬৫]

ذُلُلًا-একান্ত অনুগত হয়ে ; يَخْرُجُ-বের হয় ; مِنْ-থেকে ; بُطُونِهَا-(بطون+ها)-তার পেট ; شَرَابٌ-পানীয় ; مُخْتَلِفٌ-বিভিন্ন ; أَلْوَانُهُ-তার রং ; فِيهِ-তাতে রয়েছে ; شِفَاءٌ-শিফা (রোগের) ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَةً-নিদর্শন ; لِقَوْمٍ-সেই সম্প্রদায়ের জন্য ; يَتَفَكَّرُونَ-যারা চিন্তা-গবেষণা করে।

কাটার শিক্ষা ; পাখিকে শূন্যে উড়ে বেড়ানোর শিক্ষা, সদ্যজাত শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার শিক্ষা আল্লাহ তা'আলার ওহীর মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৬৩. 'প্রতিপালকের পথে' অর্থ সেই পথ যে পন্থা বা পদ্ধতিতে মৌমাছির একটি দল কাজ করে। তাদের মৌচাকের ধরন, গঠন পদ্ধতি, তাদের দলগুলোর মধ্যকার শৃংখলা, তাদের কর্মবণ্টন, খাদ্য আহরণের জন্য তাদের যাওয়া-আসা এবং মধু সঞ্চয়ের কৌশল ইত্যাদি নিয়ম-পদ্ধিতি-ই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথ। আল্লাহ তা'আলা এসব কাজকে তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন যে, এর জন্য তাদের এক বিন্দু চিন্তা-ভাবনা বা চিন্তা-গবেষণা করতে হয় না।

৬৪. মধু খাদ্য হওয়া সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত আছে ; কিন্তু তার ঔষধি গুণ সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত নই। আল্লাহ তা'আলা তাই আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন। কোনো কোনো রোগের জন্য মধু অত্যন্ত উপকারী। কেননা মধুতে গ্লুকোজ বা শর্করা জাতীয় উপাদান খুব ভালভাবে বর্তমান থাকে। তা ছাড়া মধু নিজে পচেনা এবং অপর জিনিসকেও একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। আর মধুর এ গুণের জন্যই ঔষধ তৈরির কাজে এটাকে অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়।

৬৫. দীর্ঘ আলোচনা করে এবং বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করে নবীর দাওয়াতের দ্বিতীয় অংশ তথা রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। নবী (স) আখিরাত এবং আল্লাহকেই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী মেনে নেয়ার জন্য বলেন ; কিন্তু কাফিররা তা মেনে নিতে রাজী নয়। কারণ তা মেনে নিলে তাদের মনগড়া নৈতিকতার গোটা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং শির্ক ও নাস্তিকতার ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। নবীর দাওয়াতের এ দু'টো অংশকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আমাদের সামনে বর্তমান প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এসব নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলেই নবীর দাওয়াত এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

৭০ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ

৭০. আর আল্লাহ-ইতো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আবার তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে পৌঁছে দেন সবচেয়ে মন্দ বয়সে

لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

ফলে সে কোনো বিষয় জানার পরও সে জানতে (বুঝতে) পারে না[৬৬] ;
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

৭০ وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ইতো ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; ثُمَّ-আবার ; يَتَوَفّٰكُمْ-(يتوفى+كم)-তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ; وَ-এবং ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্য থেকে ; مَنْ-কিছু লোককে ; يُرَدُّ-পৌঁছে দেন ; اِلَى ; اَرْذَلِ الْعُمُرِ-(الى+ارذل+ال+عمر)-সবচেয়ে মন্দ বয়সে ; لِكَيْ لَا يَعْلَمَ-(ل+كى+لايعلم)-ফলে সে জানতে বুঝতে পারে না ; بَعْدَ-পরও ; عِلْمٍ-জানার ; شَيْـًٔا-কোনো বিষয় ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান।

৬৬. অর্থাৎ তোমরা যে জ্ঞানের অহংকার করো এবং একমাত্র জ্ঞানের কারণে তোমরা যে অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর মর্যাদার দাবী করো তা-ও আমারই দান। তোমরাতো সদা-সর্বদা দেখতেই পাও যে, তোমাদের মধ্যে যাদেরকে আমি দীর্ঘ হায়াত দান করি সে ব্যক্তিই যে যৌবনে অন্যদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দান করতো, কেমন করে বার্ধক্যে এসে একটি অথর্ব গোশতের টুকরায় পরিণত হয়ে যায়, নিজ দেহের হুঁশ-জ্ঞানও তাঁর থাকে না।

৯ম রুকূ' (আয়াত ৬৬-৭০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেসব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২. আমাদের পরিবেশে যেসব জিনিস রয়েছে কেবলমাত্র সেগুলো নিয়ে চিন্তা করলেই আল্লাহর অস্তিত্বের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে।

৩. আমরা গৃহপালিত পশুর দুধ খাই, মৌমাছির সংগৃহীত মধু পান করি ; খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল খাই—এসব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা বা শক্তি যে হতে পারে না, তা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নেই।

৪. আমাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। দুনিয়ার কোনো শক্তি যেমন জীবন দান করতে পারে না, তেমনি মৃত্যুও আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতে নেই।

৫. মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আল্লাহর দান। এ জ্ঞান-বুদ্ধি খরচ করে আল্লাহকে চিনে নেয়া মানুষের কর্তব্য। এ জ্ঞান-বুদ্ধি তার হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।

৬. জ্ঞান-বুদ্ধির গর্ব-অহংকার করা যাবে না, কারণ আমাদের জ্ঞান নিতান্তই স্বল্প। আল্লাহ বৃদ্ধ বয়সে বড় জ্ঞানবান লোককেও জ্ঞানহীন পশুর অধম বনিয়ে দেন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৬

⑪ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا

৭১. আর আল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন তোমাদের কতেককে কতেকের উপর রিয্ক-এর ব্যাপারে ; কিন্তু যাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তারা তো নয়

بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۖ

ফেরত দানকারী তাদের রিয্ক তাদের অধীনস্তদের প্রতি যাতে তারা সবাই তাতে সমান হয়ে যায় ;

اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ⑫ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

তবে কি তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে[৬৭] ? ৭২. আর আল্লাহ-ই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন

⑪ وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَضَّلَ-প্রাধান্য দিয়েছেন ; بَعْضَكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের কতেককে ; عَلٰى-উপর ; بَعْضٍ-কতেকের ; فِي-ব্যাপারে ; الرِّزْقِ-(ال+رزق)-রিযিকের ; فَمَا-কিন্তু নয় ; الَّذِيْنَ-তারা যাদেরকে ; فُضِّلُوْا-প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ; بِرَآدِّيْ-(ب+رادى)-ফেরতদানকারী ; رِزْقِهِمْ-(رزق+هم)-তাদের রিযক ; عَلٰى-প্রতি ; مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ-তাদের অধীনস্তদের ; فَهُمْ-(ف+هم)-যাতে তারা সবাই ; فِيْهِ-তাতে ; سَوَآءٌ-সমান হয়ে যায় ; اَفَبِنِعْمَةِ-(ا+ف+ب+نعمة)-তবে কি নিয়ামতকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; يَجْحَدُوْنَ-তারা অস্বীকার করবে। ⑫ وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنْ-মধ্য থেকে ; اَنْفُسِكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের ; اَزْوَاجًا-জোড়া ;

৬৭. শির্ক যে বাতিল এবং তাওহীদ-ই একমাত্র সত্য তার পক্ষে যুক্তি পেশ করে এখানে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজেদের গোলামদেরকে নিজেদের মাল-সম্পদ দিয়ে তোমাদের সমান মর্যাদা দিতে তোমরা রাজী নও অথচ এ সমস্ত মাল-সম্পদ আল্লাহর-ই দেয়া— তাহলে আল্লাহর গোলামদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও তাঁর শরীক করে নিচ্ছ এটাতো সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরী ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের শোকর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আদায় করা আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকার করার নামান্তর।

وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ

এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের যুগল থেকে পুত্র ও পৌত্র। আর তোমাদের উত্তম বস্তু থেকে রিয্ক দান করেছেন ;

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُوْنَ

তবে কি তারা বাতিলকে মেনে নিচ্ছে[৬৮] এবং আল্লাহর নিয়ামতকে তারা অস্বীকার করছে[৬৯] ? ৭৩. আর তারা পূজা করবে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا

আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর যারা না অধিকার রাখে তাদের জন্য কোনো কিছু রিয্ক হিসেবে দেয়ার আসমান ও যমীন থেকে,

وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

আর না তারা ক্ষমতা রাখে। ৭৪. অতএব তোমরা আল্লাহর জন্য তুলনা বানিয়ে নিও না[৭০] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন

وَّ-এবং ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنْ-থেকে ; أَزْوَاجِكُمْ-(ازواج+كم)-তোমাদের যুগল ; بَنِيْنَ-পুত্র ; وَ-ও ; حَفَدَةً-পৌত্র ; وَّ-আর ; رَزَقَكُمْ-(رزق+كم)-তোমাদেরকে রিয্ক দান করেছেন ; مِّنَ-থেকে ; الطَّيِّبٰتِ-উত্তম বস্তু ; أَفَبِالْبَاطِلِ-(ا+ف+ب+ال+باطل)-তবে কি বাতিলকে ; يُؤْمِنُوْنَ-তারা মেনে নিচ্ছে ; وَ-এবং ; بِنِعْمَتِ-(ب+نعمت)-নিয়ামতকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; هُمْ-তারা ; يَكْفُرُوْنَ-অস্বীকার করছে। ⑦③ وَ-আর ; يَعْبُدُوْنَ-তারা পূজা করবে ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; مَا-এমন কিছুর যারা ; لَا يَمْلِكُ-না অধিকার রাখে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; رِزْقًا-রিযিক হিসেবে ; مِّنَ-থেকে ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীন ; شَيْئًا-কোনো কিছু ; وَّ-আর ; لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-না তারা ক্ষমতা রাখে। ⑦④ فَلَا تَضْرِبُوْا-(ف+لاتضربوا)-অতএব তোমরা বানিয়ে নিও না ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; الْأَمْثَالَ-(ال+امثال)-তুলনা ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ;

৬৮. অর্থাৎ তাদের ভাগ্যের ভাল-মন্দ, কামনা-বাসনার পরিপূরণ, দোয়া-প্রার্থনা শোনা, সন্তান-সন্ততি দান করা, রুযী-রোযগারের ব্যবস্থা করা, মামলা-মোকদ্দমায় জয়ী বা পরাজিত করা, রোগ-শোক থেকে মুক্তি দেয়া ব্যাপারসমূহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার হাতে আছে বলে মনে করার অর্থই বাতিলকে মেনে নেয়া।

وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ

এবং তোমরা জান না। ৭৫. আল্লাহ একটা উদাহরণ দিতেছেন[৭১] অন্যের মালিকানাধীন একজন গোলাম, তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই,

وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ

আর (একজন) যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিয্ক দিয়েছি, এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে; এরা কি পরস্পর সমান হতে পারে ?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ

সকল প্রশংসা আল্লাহর-ই জন্য[৭২] ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না[৭৩]। ৭৬. অতপর আল্লাহ দু'জন লোকের উদাহরণ দিতেছেন—

وَ-এবং ; اَنْتُمْ-তোমরা ; لَا تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জান না। ⑮ضَرَبَ-উদাহরণ দিতেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَثَلًا-একটা উদাহরণ ; عَبْدًا-একজন গোলাম ; مَّمْلُوْكًا- অন্যের মালিকানাধীন ; لَّا يَقْدِرُ-করার ক্ষমতা নেই ; عَلٰى شَيْءٍ-কোনো কিছুই ; وَّ-আর ; مَنْ-(একজন) যাকে ; رَّزَقْنٰهُ-(رزقنا+ه)-তাকে আমি রিযিক দিয়েছি ; مِنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; رِزْقًا-রিযিক ; حَسَنًا-উত্তম ; فَهُوَ-(ف+هو)-এবং সে ; يُنْفِقُ-খরচ করে ; مِنْهُ-(من+ه)-তা থেকে ; سِرًّا-গোপনে ; وَّ-ও ; جَهْرًا-প্রকাশ্যে ; هَلْ يَسْتَوٗنَ-এরা কি পরস্পরে সমান হতে পারে ? اَلْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর-ই জন্য ; بَلْ-কিন্তু; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-তা জানে না। ⑯وَ-অতপর ; ضَرَبَ-উদাহরণ দিতেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَثَلًا-উদাহরণ ; رَّجُلَيْنِ-দু'জন লোকের ;

৬৯. সকল নিয়ামতের মালিক আল্লাহ। তাঁর বান্দাহদের নিয়ামত দানের জন্য কারো সুপারিশ করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কারো সুপারিশে আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন বলে মনে করা আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং গুণ-বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা।

৭০. অর্থাৎ আল্লাহকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো মনে করো না। বাদশাহগণ যেমন মোসাহেব সভাষদ ও নিকটবর্তী লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং তাদের মাধ্যম বা সুপারিশ ছাড়া রাজা-বাদশাহদের কোনো আনুকূল্য পাওয়া যায় না ; আল্লাহকেও তোমরা তেমন মনে করো না। তাঁকে এমন মনে করাই হচ্ছে তাঁর তুলনা বানিয়ে নেয়া।

৭১. আল্লাহ তা'আলা যেসব উদাহরণ দেন তা নির্ভুল উদাহরণ। মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে জন্যই আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে থাকেন, মানুষও উদাহরণ দিয়ে থাকে কিন্তু তাদের উদাহরণ নির্ভুল হয় না ; আর তাই মানুষের সিদ্ধান্ত ভুল হয়।

أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ

তাদের একজন বোবা-বধির, কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না এবং সে তার মনিবের উপর বোঝা।

أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

তাকে মনিব যে দিকেই পাঠায় সে ভাল কিছু করে আসতে পারে না ; সমান কি হতে পারে সে এবং সেই লোক যে হুকুম দেয় ইনসাফ সহকারে

وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

এবং সে সরল সঠিক মজবুত পথের উপর রয়েছে[৭৪]।

أَحَدُهُمَا-(احد+هما)-তাদের একজন ; أَبْكَمُ-বোবা বধির ; لَا يَقْدِرُ-করার ক্ষমতা রাখে না ; عَلَىٰ شَيْءٍ-কিছুই ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; كَلٌّ-বোঝা ; عَلَىٰ-ওপর ; مَوْلَاهُ-(مولى+ه)-তার মনিবের ; أَيْنَمَا-যে দিকেই ; يُوَجِّههُّ-(يوجه+ه)-তাকে পাঠায় ; لَا يَأْتِ-সে করে আসতে পারে না ; بِخَيْرٍ-(ب+خير)-ভাল কিছু ; هَلْ يَسْتَوِي-সমান কি হতে পারে ? هُوَ-সে ; وَ-এবং ; مَنْ-সেই লোক যে ; يَأْمُرُ-হুকুম দেয় ; بِالْعَدْلِ-(ب+ال+عدل)-ইনসাফ সহকারে ; وَ-এবং ; هُوَ-সে রয়েছে ; عَلَىٰ-উপর ; صِرَاطٍ-পথের ; مُّسْتَقِيمٍ-সরল-সঠিক-মজবুত।

৭২. আয়াতে প্রদত্ত উদাহরণে যে দু'জন গোলাম সমান হতে পারে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের পক্ষেও উল্লিখিত দু'জন গোলামকে সমান বলা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাদের কিছু লোক হয়তো মৌখিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে, দু'জন গোলাম সমান নয়। অপর কিছু লোক হয়তো চুপ করে থেকেই অন্যদের কথার সম্মতি দান করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) উভয় দলের জওয়াব পেয়েই "আল হামদুলিল্লাহ" বলে শুকরিয়া আদায় করেছেন। "বলো, এ দু'জনই কি সমান ?" প্রশ্নটি এবং "আল হামদুলিল্লাহ" এ দু'য়ের মাঝে যে শূন্যতা বিরাজমান তার সমাধান এভাবেই হতে পারে।

৭৩. অর্থাৎ তারা এতই অজ্ঞ যে, আল্লাহ তা'আলার মূল সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে তারা তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাথে শরীক করছে ; অথচ একজন ইখতিয়ার সম্পন্ন মানুষ ও ইখতিয়ারহীন মানুষের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরে তারা উভয়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। তাদের সকল চাওয়াতো বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছেই হতে পারে ; কিন্তু তারা তা না করে তাঁর সৃষ্ট গোলামদের নিকট চায়।

৭৪. অর্থাৎ আল্লাহ ও এসব বানানো মাবুদদের মধ্যকার পার্থক্য শুধু এতটুকই নয় যে, আল্লাহ ইখতিয়ার তথা ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সত্তা আর এরা ইচ্ছা শক্তিহীন সম্পন্ন গোলাম,

বরং এরাতো তোমাদের কোনো ডাক-ই শুনতে পায় না এবং তোমাদের ডাকে এরা সাড়াও দিতে পারে না। এরা নিজের ক্ষমতায় কোনো কাজই করতে পারে না বরং নিজের মনীবের উপর এরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। মনীব যদি তাদের উপর কোনো কাজের দায়িত্ব দেন তারা তা-ও সুসম্পন্ন করতে পারে না। অপর দিকে মনীব এমন এক সত্তা তিনি যা বলেন, তা বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মতভাবে বলেন। তিনি দুনিয়াবাসীকে আদল ও ইনসাফের কথা বলেন। তিনি স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন সত্তাই শুধু নন ; বরং তিনি স্বাধীন ইচ্ছায় যা করেন তা-ই একান্ত সত্য ও ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক। উপরোল্লিখিত গোলাম ও এই মনীব কি কখনো সমান হতে পারে ?

১০ রুকূ' (আয়াত ৭১-৭৬)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে রিয্ক তথা ভোগ্য সামগ্রী কম-বেশী দান করা একমাত্র আল্লাহর-ই ফায়সালা। দুনিয়ার কারো বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির এতে বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই।

২. আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে রিযিকের প্রাচুর্য দান করেছেন তাদের কর্তব্য গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো ; অন্যথায় আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী হবে।

৩. মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, কামনা-বাসনা পূরণ, দোয়া-প্রার্থনা শোনা, সন্তান-সন্ততি দান, রুযী-রোযগার, রোগ-শোক থেকে মুক্তিদান এসব কিছুই একমাত্র আল্লাহই করেন। এতে অন্য কারো হাত আছে বলে মনে করাই বাতিলকে মেনে নেয়া। সুতরাং এ বিশ্বাস থেকে পরহেয করতে হবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো শক্তি কিছুই দিতে পারে না ; আর আল্লাহ কাউকে কিছু দিতে চাইলে দুনিয়ার কোনো শক্তি তা রুখতেও পারে না—এ বিশ্বাস ঈমানের দাবী।

৫. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো নন। আল্লাহর রাজত্বের নিয়ম-নীতিও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নিয়ম-নীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য রিসালাতের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। সুতরাং আল্লাহর তুলনীয় কিছু নেই।

৬. সকল ইল্মের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে ওহী দান করে মানুষকে যতটুকু ইল্ম দান করেছেন তা-ই একমাত্র নির্ভুল ও সত্য জ্ঞান।

৭. কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা যেসব উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলোও যথার্থ উদাহরণ। মানুষের অর্জিত জ্ঞান যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল নয়, তাই তাদের দেয়া উদাহরণও নির্ভুল নয়, যার ফলে মানুষের গৃহীত সিদ্ধান্তও নির্ভুল হতে পারে না, যদি না তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর আলোকে হয়।

৮. মানুষের সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন শ্রবণকারী, সকল বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধারকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ। কেননা তিনিই একমাত্র ইখতিয়ার সম্পন্ন, যথার্থ ইনসাফকারী ও সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ সত্তা।

৯. সুতরাং কোনো কিছুতেই আল্লাহর সাথে তুলনীয় কিছু হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা-ই একমাত্র রিযিকদাতা, তিনিই একমাত্র বিধানদাতা, তিনিই একমাত্র হুকুমদাতা, তাঁর সিদ্ধান্তই একমাত্র নির্ভুল সিদ্ধান্ত ; তাঁর ইল্ম-ই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল ; তাই জীবনের সকল পর্যায়ে একমাত্র তাঁর হুকুমই কার্যকর করতে হবে।

(৭৭) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ

৭৭. আর আল্লাহরই আছে আসমান ও যমীনের যাবতীয় অদৃশ্য ইল্ম[৭৫]; এবং কিয়ামতের ব্যাপারে তো কিছু নয়—

اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

চোখের পলক পড়ার মত সময় ছাড়া অথবা তা এর চেয়েও নিকটতর[৭৬] নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

(৭৮) وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـــًٔا ۙ

৭৮. আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন (এমন অবস্থায়) যে, তোমরা কোনো কিছুই জানতে না ;

(৭৭) وَ-আর ; لِلّٰهِ-আল্লাহরই আছে ; غَيْبُ-অদৃশ্য ইল্ম ; السَّمٰوٰت-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-নয় ; اَمْرُ-ব্যাপারতো ; السَّاعَةَ-কিয়ামতের ; اِلَّا-ছাড়া ; كَلَمْحِ-(ك+لمح)-পলক পড়ার মতো ; اَلْبَصَرِ-(ال+بصر)-চোখের ; اَوْ-অথবা ; هُوَ-তা ; اَقْرَبُ-এর চেয়েও নিকটতর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلٰى-উপর ; كُلِّ شَيْءٍ-সবকিছুর ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান। (৭৮) وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَخْرَجَكُمْ-(اخرج+كم)-তোমাদেরকে বের করেছেন ; مِنْ-থেকে ; بُطُوْنِ-পেট ; اُمَّهٰتِكُمْ-(امهت+كم)-তোমাদের মায়েদের ; لَا تَعْلَمُوْنَ-(এমন অবস্থায় যে,)তোমরা জানতে না ; شَيْئًا-কিছুই ;

৭৫. এখানে কাফিরদের একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তারা প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করতো যে, তুমি যে কিয়ামতের কথা বলছো, তা যদি সত্যই হয়ে থাকে তবে বলো তা কবে তথা কোন্ তারিখে হবে ? এ উহ্য প্রশ্নের জবাবেই উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে।

৭৬. অর্থাৎ কোনো পূর্ব-সতর্কতামূলক সংকেত দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। বরং তা কোনো একদিন সহসা চোখের পলক পড়তে যে সময় লাগে অথবা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যেই এসে পড়বে। সুতরাং চিন্তা-চেতনা ও কাজে যে পরিবর্তন আনা দরকার

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

আর বানিয়েছেন তিনি তোমাদের কান চোখ ও দিল[৭৭]
যেন তোমরা শোকর আদায় করতে পার[৭৮]।

⑲ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۖ مَا يُمْسِكُهُنَّ

৭৯. তারা কি পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, (কেমন করে) তারা আসমানের শূন্যলোকে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ; কিসে তাদেরকে ধরে রেখেছে

إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ⑳ وَاللَّهُ جَعَلَ

আল্লাহ ছাড়া ? যেসব লোক ঈমান রাখে তাদের জন্য অবশ্যই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। ৮০. আর আল্লাহ-ই বানিয়েছেন

وَ-ও; وَ-আর ; جَعَلَ-বানিয়েছেন তিনি ; لَكُمُ-তোমাদের ; السَّمْعَ-(ال+سمع)-কান ; وَ-ও; الْأَبْصَارَ-(ال+ابصار)-চোখ ; وَ-এবং ; الْأَفْئِدَةَ-(ال+افئدة)-দিল ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+)-যেন তোমরা ; تَشْكُرُونَ-শোকর আদায় করতে পার। ⑲ أَلَمْ يَرَوْا-(ا+لم يروا)-কি তারা কি লক্ষ্য করে না ; إِلَى-প্রতি ; الطَّيْرِ-(ال+طير)-পাখিদের ; مُسَخَّرَاتٍ-(কেমন করে) নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ; فِي جَوِّ-শূন্যলোকে ; السَّمَاءِ-আসমানের ; مَا-কিসে ; يُمْسِكُهُنَّ-তাদেরকে ধরে রেখেছে ; إِلَّا-ছাড়া ; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِنَّ-অবশ্যই ; فِي-এতে রয়েছে ; ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَاتٍ-অনেক নিদর্শন ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-সেসব লোকের জন্য যারা ; يُؤْمِنُونَ-ঈমান রাখে ।⑳ وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ;

তা এখন থেকেই শুরু করা দরকার। কারণ কিয়ামত তথা চূড়ান্ত ফায়সালার সময় সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল এখনকার চিন্তা ও কাজের উপর। তাওহীদ ভিত্তিক চিন্তা ও কাজের ফলাফল এবং শিরক ভিত্তিক চিন্তা ও কাজের ফলাফল কোনোমতেই এক রকম হবে না।

৭৭. অর্থাৎ তোমাদেরকে এমন সব উপায়-উপাদান দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে তোমরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান হাসিল করে দুনিয়াতে অন্য সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পার। মানুষ জন্মগ্রহণের সময় যতটুকু অসহায় হয়ে থাকে, অন্য কোনো জীব-জন্তু জন্মগ্রহণের সময় এতো অসহায় থাকে না ; কিন্তু আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের উৎস ও উপায় শোনার শক্তি, দেখার শক্তি ও চিন্তা-উপলব্ধি করার শক্তির সাহায্যে সেই অসহায় মানব-শিশুই দুনিয়াতে প্রাধান্য বিস্তার করার যোগ্য হয়ে উঠে।

৭৮. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া অমূল্য নিয়ামত চোখ, কান, মন তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা যেন আল্লাহর দেয়া চোখ দিয়ে তাঁর আয়াত ও নিদর্শনাবলী দেখবে, তাঁর দেয়া

لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আরাম করার স্থান রূপে এবং বানিয়েছেন পশুর চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন ঘর[৭৯]

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا

যা তোমরা হালকা মনে করো তোমাদের সফরের সময় এবং তোমাদের নিজ এলাকায় অবস্থানের সময়[৮০] ; আর (তিনি বানিয়েছেন) এগুলোর পশম

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَّمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝٨٠ وَاللَّهُ جَعَلَ

ও লোম এবং চুল থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত গৃহসামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী। ৮১. আর আল্লাহ-ই ব্যবস্থা করেছেন

لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَّجَعَلَ

তোমাদের জন্য তা থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন আর ব্যবস্থা করেছেন

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنْ بُيُوتِكُمْ-(من+بيوت+كم)-তোমাদের ঘরগুলোকে ; سَكَنًا-আরাম করার স্থান রূপে ; وَّ-এবং ; جَعَلَ-বানিয়েছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য; مِنْ-থেকে ; جُلُودِ-চামড়া ; الْأَنْعَامِ-(ال+انعام)-পশুর ; بُيُوتًا-এমন ঘর ; تَسْتَخِفُّونَهَا-(تستخفون+ها)-যা তোমরা হালকা মনে করো ; يَوْمَ-সময় ; ظَعْنِكُمْ-তোমাদের সফরের ; وَ-এবং ; يَوْمَ-সময় ; إِقَامَتِكُمْ-(اقامت+كم)-তোমাদের নিজ এলাকায় অবস্থানের ; وَ-আর ; مِنْ-থেকে ; أَصْوَافِهَا-(اصواف+ها)-এগুলোর পশম; أَشْعَارِهَا-(اشعار+ها)-এবং ; وَ-এবং ; أَوْبَارِهَا-(اوبار+ها)-এগুলোর লোম ; وَ-ও ; এবং এগুলোর চুল ; أَثَاثًا-গৃহসামগ্রী ; وَّ-ও ; مَتَاعًا-অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ; إِلَى-পর্যন্ত ; حِينٍ-একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ। ৮১ وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; جَعَلَ-ব্যবস্থা করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّمَّا-তা থেকে যা ; خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; ظِلَالًا-ছায়ার ; وَّ-এবং ; جَعَلَ-ব্যবস্থা করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنَ الْجِبَالِ-(من+ال+جبال)-পাহাড়ে ; أَكْنَانًا-আশ্রয়ের ; وَّ-আর ; جَعَلَ-ব্যবস্থা করেছেন ;

কান দিয়ে শুনবে তাঁর কালাম এবং তাঁর দেয়া মন দিয়ে চিন্তা করবে তোমাদেরকে দেয়া তাঁর নিয়ামতের কথা ; আর এটাই হবে তাঁর প্রতি শোকর আদায় করা। আর এটা যদি না করা হয় তবে তা হবে চরম নাশোকরী।

لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ

তোমাদের জন্য (এমন) পোশাক পরিচ্ছদ যা তোমাদেরকে গরম থেকে বাঁচায়[৮১] এবং (এমন) পোশাক যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে[৮২], এভাবেই

يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا

তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণ করেন যেন তোমরা (তাঁর প্রতি) অনুগত হও[৮৩]। ৮২. অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; سَرَابِيلَ-পোশাক-পরিচ্ছদ ; تَقِيكُمْ-(تقى+كم)-তোমাদেরকে বাঁচায় ; الْحَرَّ-(ال+حر)-গরম থেকে ; وَ-এবং ; سَرَابِيلَ-(এমন) পোশাক-পরিচ্ছদ; تَقِيكُمْ-তোমাদেরকে রক্ষা করে ; بَأْسَكُمْ-তোমাদের যুদ্ধে ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; يُتِمُّ-তিনি পূর্ণ করেন ; نِعْمَتَهُ-(نعمت+ه)-তাঁর নিয়ামতকে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি; لَعَلَّكُمْ-যেন তোমরা ; تُسْلِمُونَ-অনুগত হও।﴿٨٢﴾ فَإِنْ-অতপর যদি ; تَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ;

৭৯. অর্থাৎ চামড়ার তৈরী তাঁবু। আরব দেশে এ ধরনের তাঁবুর বহুল ব্যবহার আছে।

৮০. অর্থাৎ দূরে কোথাও সফরে যাও তখন তোমরা খুব সহজে এসব তাঁবু ভাঁজ করে বহন করে নিয়ে যেতে পার এবং কোথাও অবস্থান করার ইচ্ছা করলে এগুলোকে ভাঁজ খুলে খাটিয়ে নিয়ে আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিতে পার।

৮১. এখানে শীত থেকে রক্ষাকারী পোশাকের কথা না বলে গরম থেকে রক্ষাকারী পোশাকের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, যেসব দেশে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক সাইমুম ঝড় প্রবাহিত হয় সেসব দেশে শীতের পোশাকের চেয়ে গরমের পোশাকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এসব দেশে মানুষ মাথাসহ, সমস্ত শরীর ঢেকে গরমের মৌসুমে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য হয়, তা না হলে উত্তপ্ত বাতাস তার সমস্ত দেহ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে। এমতাবস্থায় অনেক সময় মানুষকে শুধুমাত্র চোখ খোলা রেখে বাকী সমস্ত শরীর ঢেকে বাইরে বেরুতে হয়।

৮২. অর্থাৎ বর্ম বা দেহের আচ্ছাদন যা যুদ্ধ চলাকালীন পরিধান করা হয়।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া তিনি মানুষের পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য দুনিয়াতে যা করা প্রয়োজন তারও সার্বিক ব্যবস্থা করেছেন। অতএব মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এত বে-শুমার নিয়ামত দান করেছেন যা গণনা করা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑧ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ

তবে আপনার উপর দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। ৮৩. তারা তো আল্লাহর নিয়ামতকে চেনে তারপরও

يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

তা অস্বীকার করে[৮৪] এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।

فَإِنَّمَا-তবে শুধুমাত্র ; عَلَيْكَ-আপনার উপর দায়িত্বতো ; الْبَلٰغُ-(ال+بلغ)-পৌঁছে দেয়া ; الْمُبِيْنُ-(ال+مبين)-সুস্পষ্টভাবে। ⑧ يَعْرِفُوْنَ-তারাতো চেনে ; نِعْمَتَ-নিয়ামতকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; ثُمَّ-তারপরও ; يُنْكِرُوْنَهَا-(ينكرون+ها)-তা অস্বীকার করে ; وَ-এবং ; أَكْثَرُهُمُ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; الْكٰفِرُوْنَ-(ال+كفرون)-কাফির।

৮৪. এখানে 'অস্বীকার' দ্বারা একথা বুঝানো হয়নি যে, কাফিররা এসব নিয়ামত যে আল্লাহ্ দিয়েছেন তা অস্বীকার করতো ; বরং তারা এসব নিয়ামতদাতা হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করতো ; তবে তাদের আকীদা ছিল—এসব নিয়ামত তাদের বুযর্গ লোক ও দেব-দেবীদের বদৌলতেই আল্লাহ্ দিয়েছেন। আর এজন্য তারা আল্লাহর চেয়েও বেশী সেসব বুযর্গ ও দেব-দেবীদের প্রতি শোকর আদায় করতো। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামতের অস্বীকৃতি বলে অভিহিত করেছেন।

১১ রুকূ' (আয়াত ৭৭-৮৩)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত কখন হবে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর নবীকেও অবগত করেননি।

২. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কোনো পূর্ব সতর্কতামূলক সংবাদ পাওয়া যাবে না। যে কোনো একদিন হঠাৎ চোখের পলকে কিয়ামত সংঘটিত হবে। সুতরাং সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে নেক আমল করার মাধ্যমে।

৩. আল্লাহর দেয়া চোখ, কান ও অন্তর দিয়ে আল্লাহর দীনের জ্ঞান অর্জন করে সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে হবে।

৪. পাখির আকাশে ভেসে থাকার মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তারাই উল্লিখিত নিদর্শনকে অনুধাবন করতে পারে।

৫. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাদের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যে অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন, তাহলো তার জ্ঞান। অন্য সকল জীবের থেকে মানুষের সমস্যা হবে অনেক বেশী ; কিন্তু সে তার সকল সমস্যা মুকাবিলা করবে জ্ঞান দিয়ে।

৬. বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ, শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি, বাতিলের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সামগ্রী তৈরি ইত্যাদি সকল জ্ঞান আল্লাহ-ই মানুষকে দিয়েছেন।

৭. দুনিয়াতে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা সবই আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষকে তার নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে দিয়েছেন। সুতরাং জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত খুঁজে বের করা মানুষের কর্তব্য।

৮. মানুষকে দেয়া সকল নিয়ামতের শোকর তাঁর দীনের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই আদায় হতে পারে। আল্লাহর দেয়া দীন তথা জীবনব্যবস্থার বিপরীত কাজ করা হবে তাঁর নিয়ামতের চরম নাশোকরী। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দীন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে।

৯. যারা আল্লাহর দীনের দাওয়াত পেয়ে এবং তাঁর নিয়ামতের পরিচয় লাভ করেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই কাফির ।

১০. যারা জেনে শুনে আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে কুফরী করবে তাদের ব্যাপারে দীনের দা'য়ী তথা আহ্বানকারীদের কোনো দায়িত্ব নেই।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٨٤﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

৮৪. আর যেদিন আমি দাঁড় করাবো প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী[৮৫], অতপর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে (কৈফিয়তের) সুযোগ দেয়া হবে না[৮৬] এবং না তাদেরকে

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

ক্ষমা চাইতে বলা হবে[৮৭]। ৮৫. আর যখন—যারা যুলুম করেছে তারা আযাব দেখবে তখন আর তাদের থেকে তা হালকা করা হবে না

﴿٨٤﴾ وَ-আর ; يَوْمَ-যে দিন ; نَبْعَثُ-দাঁড় করাবো ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; أُمَّةٍ-উম্মত ; شَهِيدًا-একজন করে সাক্ষী ; ثُمَّ-অতপর ; لَا يُؤْذَنُ-তাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে না ; لِلَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; وَ-এবং ; لَا هُمْ-না তাদেরকে ; يُسْتَعْتَبُونَ-ক্ষমা চাইতে বলা হবে। ﴿٨٥﴾ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; رَأَ-তারা দেখবে ; الَّذِينَ-যারা ; ظَلَمُوا-যুলুম করেছে ; الْعَذَابَ-আযাব ; فَلَا يُخَفَّفُ-(ف+لا يخفف)-তখন তা হালকা করা হবে না ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ;

৮৫. অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের নবী অথবা তাঁর চলে যাওয়ার পর যে নবীর পদাংক অনুসরণ করে মানুষকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দীনের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনের দাওয়াত দেবে এবং রসম-রেওয়াজ, ধারণা-অনুমান ও শিরক থেকে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করবে এমন লোককেই সাক্ষ্য দানের জন্য ডাকা হবে। তিনি সাক্ষ্য দেবেন যে, "আমি এ লোকদের নিকট সত্যের মূল দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি। সুতরাং তারা যা কিছু করেছে তা জেনে-বুঝেই করেছে, না জেনে করেনি"।

৮৬. এখানে এটা বুঝানো হয়নি যে, তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেয়া হবে না ; বরং বলা হয়েছে যে, তাদের অপরাধ এতটাই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ এতটাই মজবুত থাকবে যে, তারা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের কোনো সুযোগ-ই পাবে না।

৮৭. অর্থাৎ তখন আর তাদেরকে একথা বলা হবে না যে, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও'। কেননা এটাতো চূড়ান্ত ফায়সালার সময়। ক্ষমা প্রার্থনার সময়তো পার হয়ে গেছে। তাওবা করে ক্ষমা চাওয়ার সময়তো ছিল দুনিয়ার জীবনকাল। তা-ও মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। যখন মানুষ বুঝতে পারে যে, মৃত্যুকাল

وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَاءَهُمْ

এবং তাদেরকে কোনো বিরামও দেয়া হবে না। ৮৬. আর যখন—যারা শিরক করেছিল (দুনিয়াতে) তারা তাদের শরীকদেরকে দেখতে পাবে

قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَاءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ

তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! এরাই আমাদের শরীক যাদের আমরা ডাকতাম আপনাকে বাদ দিয়ে

فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ ۣ السَّلَمَ

তখন তারা (শরীকরা) তাদের প্রতি জবাব দেবে—অবশ্যই তোমরা মিথ্যাবাদী[৮৮]। ৮৭. অতপর তারা আল্লাহর প্রতিই সেদিন পূর্ণ করবে আনুগত্য

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٧﴾ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا

এবং তারা যা মিথ্যা রচনা করেছিল তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে[৮৯]। ৮৮. যারা (নিজেরা) কুফরী করেছিল এবং বাধা দিয়েছিল অন্যদেরকে

وَ-এবং ; لَا-হবে না; هُمْ-তাদেরকে ; يُنْظَرُوْنَ-বিরামও দেয়া। ﴿٨٥﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন; رَاَ-তারা দেখতে পাবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اَشْرَكُوْا-শিরক করেছিল ; شُرَكَاءَ هُمْ-তাদের শরীকদেরকে (شركاء+هم) ; قَالُوْا-তারা বলবে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; هٰٓؤُلَاءِ-এরাই ; شُرَكَآؤُنَا-আমাদের শরীক ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; كُنَّا نَدْعُوْا-আমরা ডাকতাম ; مِنْ دُوْنِكَ-আপনাকে বাদ দিয়ে ; فَاَلْقَوْا-তখন দেবে ; اِلَيْهِمُ-তাদের প্রতি ; الْقَوْلَ-(ال+قول)-জবাব ; اِنَّكُمْ-অবশ্যই তোমরা ; لَكٰذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী। ﴿٨٦﴾ وَ-অতপর ; اَلْقَوْا-তারা পূর্ণ করবে ; اِلَى اللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; السَّلَمَ-আনুগত্য; وَ-এবং ; ضَلَّ-হারিয়ে যাবে ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; مَّا-তা যা ; كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-তারা মিথ্যা রচনা করেছিল। ﴿٨٧﴾ الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিল ; وَ-এবং ; صَدُّوْا-বাধা দিয়েছিল ;

উপস্থিত হয়ে গেছে, তখন আর তাওবা গৃহীত হয় না। মৃত্যুর পর শুধু পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করার অধিকারই বাকী থাকে।

৮৮. মুশরিকদেরকে 'মিথ্যাবাদী' বলার অর্থ এ নয় যে, সেসব মাবুদরা—মুশরিকরা যে তাদেরকে প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ডাকতো তারা তা-ই অস্বীকার

عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ○

আল্লাহর পথ থেকে তাদেরকে আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেব[৯০]
তারা যে ফাসাদ করে বেড়াত তার বিনিময়ে

⑧⑨ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

৮৯. আর (হে নবী, আপনি সতর্ক করে দিন) সেদিন আমি দাঁড় করাবো তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে
একজন করে সাক্ষী তাদের নিজেদের মধ্য থেকে এবং আপনাকে নিয়ে আসবো

شَهِيدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে ; আর (তাই) আমি আপনার প্রতি
আল-কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে[৯১]

عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-পথ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; زِدْنٰهُمْ-(زدنا+هم)-তাদেরকে বাড়িয়ে দেব; عَذَابًا-আযাব ; فَوْقَ-উপর ; الْعَذَابِ-আযাবের ; بِمَا-তার বিনিময়ে যে ; كَانُوا ; يُفْسِدُونَ-ফাসাদ করে বেড়াতো। ⑧⑨ وَ-আর ; يَوْمَ-সেদিন ; نَبْعَثُ-আমি দাঁড় করাবো; فِي-মধ্যে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; أُمَّةٍ-উম্মতের ; شَهِيدًا-একজন করে সাক্ষী ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; مِنْ-থেকে ; أَنْفُسِهِمْ-তাদের নিজেদের ; وَ-এবং ; جِئْنَا-নিয়ে আসবো ; بِكَ-আপনাকে ; شَهِيدًا-সাক্ষী হিসেবে ; عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ-তাদের সকলের বিরুদ্ধে ; وَ-আর (তাই) ; نَزَّلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْكِتٰبَ-আল-কিতাব; تِبْيَانًا-সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে ; لِّكُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-জিনিসের ;

করবে ; বরং এর অর্থ তারা যে এটা জানতো এবং এর প্রতি তারা রাজী-খুশী ছিল তারা তা-ই অস্বীকার করবে। তারা বলবে—আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদেরকে ডাকার জন্য তো আমরা তোমাদেরকে বলিনি। তোমরা যদি আমাদেরকে 'দোয়া শ্রবণকারী' 'বিপদ উদ্ধারকারী' ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী মনে করে থাকো তবে তা তোমাদের মনগড়া ও ভিত্তিহীন ধারণা ছিল; এর জন্য তোমরাই দায়ী; আমরা এর জন্য কোনো মতেই দায়ী নই।

৮৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে যাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে তাদের উপর নির্ভর করেছিল, কিয়ামতের মাঠে তাদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্য কারো বিপদ দূর করাতো দূরের কথা তারা নিজেদের বিপদও সরাতে সক্ষম হবে না।

৯০. আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেয়ার অর্থ তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। এক আযাব হলো তাদের নিজেদের কুফরীর কারণে ; আর অন্যটা হলো অন্যদেরকে আল্লাহর দীনের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রাখার কারণে।

وَهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝

আর মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও রহমত এবং সুখবর দিয়ে[৯২]।

وَ-আর ; هُدًى-হিদায়াত ; وَ-ও ; رَحْمَةً-রহমত ; وَ-এবং ; بُشْرٰى-সুখবর দিয়ে ; لِلْمُسْلِمِيْنَ-মুসলিমদের জন্য।

---

৯১. অর্থাৎ যেসব জিনিসের উপর হিদায়াত লাভ ও গুমরাহ হওয়া এবং কল্যাণ লাভ ও ভয়াবহ ক্ষতি হওয়া নির্ভর করে সেসব জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়া হয়েছে। تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ থেকে মানুষ মনে করে যে, কুরআনে সবকিছুই বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা তারা কুরআন থেকে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আশ্চর্য ধরনের তত্ত্ব বের করে নিতে চেষ্টা করে। আসলে এ আয়াতের অর্থ হলো—হিদায়াত লাভ ও গুমরাহ হওয়া যেসব জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব জিনিসের বিবরণের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

৯২. অর্থাৎ এ কিতাবকে পুরোপুরি জেনে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের জীবন গড়বে, তাদের জন্য এ কিতাব দিকনির্দেশনা দেবে; এ কিতাব অনুসরণ করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে ; এ কিতাব তাদের সুসংবাদ দেবে যে, বিচারের দিন তারা আল্লাহর আদালত থেকে ক্ষমা ও পুরস্কার লাভ করবে। অপর দিকে যারা এ কিতাবকে মানবে না, তারা শুধু যে, হিদায়াত লাভ ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে তা-ই নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী কিয়ামতের দিন যখন সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি এ কিতাব তাদের নিকট পুরোপুরি পৌঁছে দিয়েছেন তখন এ কিতাব তাদের বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ হিসেবে দেখা দেবে।

১২ রুকূ' (আয়াত ৮৪-৮৯)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবী বা নবীর উম্মতের মধ্য থেকে এমন একজনকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হবে যিনি নবীর দাওয়াতকে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তখন কোনো মানুষ নবীর দাওয়াত না পাওয়ার অভিযোগ করতে পারবে না।

২. কিয়ামতের দিন কাফিরদের কুফরীর পক্ষে কোনো কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারা ক্ষমা চাওয়ার কোনো সুযোগও পাবে না।

৩. কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট আযাব যখন শুরু হবে তখন তা কখনো হালকা করা হবে না এবং সেই নিরবচ্ছিন্ন আযাবে কোনো বিরতিও থাকবে না।

৪. মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করতো সেসব মিথ্যা শরীকরা নিজেদেরকে মুশরিকদের কাজকর্ম থেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করবে এবং তারা আত্মগোপন করবে।

৫. মুশরিকরা মিথ্যা শরীকদেরকে হারিয়ে চরম অসহায়ত্ব বোধ করবে এবং মহামহিম আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করবে ; কিন্তু তখন আর তা কোনো কাজে আসবে না।

৬. যেসব অপশক্তি দুনিয়াতে নিজেদের কুফরীর সাথে সাথে অন্যদেরকেও দীনের পথে চলতে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। প্রথমত, নিজেদের কুফরীর জন্য ; দ্বিতীয়ত, অন্যদেরকে বাধা দেয়ার জন্য।

৭. কিয়ামতের দিন সকল নবীর উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করানোর সাথে সাথে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে এ মর্মে সাক্ষ্য দানের জন্য উপস্থিত করানো হবে যে, তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছেছে। সুতরাং তাদের গুমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।

৮. সর্বশেষ আসমানী কিতাবে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও গুমরাহী সংক্রান্ত সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং গুমরাহীর জন্য কোনো অজুহাত গৃহীত হবে না।

৯. যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়ে এর বিধি-বিধান মতে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলবে, তাদের জন্য এ কিতাবে রয়েছে হিদায়াতের আলো, আল্লাহর রহমতের নিশ্চয়তা ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তোষের বাস্তব রূপ জান্নাত প্রাপ্তির সুখবর।

❐

(৯০) إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

৯০. নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার করা, দয়া-অনুগ্রহ করা ও নিকটাত্মীয়ের হক আদায় করার[৯৩] আদেশ দিচ্ছেন।

(৯০) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَأْمُرُ-আদেশ দিচ্ছেন ; بِالْعَدْلِ-(ب+ال+عدل)- সুবিচার করা ; وَ-ও ; الْاِحْسَانِ-(ال+احسان)-দয়া-অনুগ্রহ করা ; وَ-এবং ; اِيْتَائِ-হক আদায় করার ; ذِي الْقُرْبٰى-নিকটাত্মীয়ের ;

৯৩. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন তার উপরই মানব সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। প্রথমত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'আদল' তথা ইনসাফের। 'আদল' দ্বারা দুই ব্যক্তির মাঝে সকল ব্যাপারে সমতা বিধান করা বুঝায় না ; বরং এর দ্বারা দু'ব্যক্তির মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান করাকে বুঝায়। অধিকারকে সমান সমান দু'ভাগে ভাগ করে দেয়া নয়। তবে কোনো কোনো ব্যাপারে সমাজের লোকদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করাও আদল-এর দাবী। যেমন নাগরিক অধিকার। কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলোতে সমান অধিকার কায়েম করা আদল-এর খেলাফ হবে। যেমন পিতামাতা ও সন্তানদের মাঝে সামাজিক ও নৈতিক সমতা এবং উচ্চমানের কোনো কাজ ও নিম্নমানের কোনো কাজের ব্যাপারে সমান পারিশ্রমিক দেয়া। এখানে আল্লাহ তাআলা এমন সাম্য-নীতি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেননি; বরং এখানে অধিকারের ব্যাপারে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধানের নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'ইহসান'-এর। এর অর্থ ভাল ব্যবহার, উদারতা, সহানুভূতিমূলক আচরণ, উত্তম চরিত্র, ক্ষমা, পরস্পরের প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধাবোধ এবং একে অপরকে ন্যায্য অধিকারের বেশী দান করা, কম পেয়েও তুষ্ট থাকা। এটা 'আদল' বা ইনসাফ-এর অতিরিক্ত জিনিস। সংক্ষেপে 'আদল'-কে সমাজ জীবনের ভিত্তি ধরে নিলে 'ইহসান'কে সমাজ জীবনের অলংকার বা পরিপূর্ণতার উপকরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

তৃতীয়ত, নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিকটাত্মীয়ের হক আদায় করার। এটা নিকটাত্মীয়দের পরস্পরের প্রতি ইহসান করার এক বিশেষ ব্যবস্থা। এটা শুধু নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভাল ব্যবহার, সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো ও একটা নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে তাদের সাহায্য করা-ই নয় ; বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো—নিজেদের সম্পদে নিজেদের সন্তান-সন্ততির অধিকার ছাড়াও নিকটাত্মীয়দের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া। পরিবারের উপার্জনের অন্য সদস্যদের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া। এটাও আল্লাহর নির্দেশ। এর বিপরীত করলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

এবং বেহায়াপনা, অন্যায়, পাপ ও যুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করছেন[৯৪] ; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করছেন যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

⑨١ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

৯১. আর তোমরা পূরণ করো আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা যখন তোমরা ওয়াদাবদ্ধ হও এবং তোমরা ভেঙ্গে ফেলো না কসম তা পাকা-পোখ্‌তভাবে করার পর

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○

অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাক্ষী নিশ্চিত বানিয়ে নিয়েছ ; তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ জানেন।

- وَ-এবং ; يَنْهٰى-নিষেধ করছেন ; عَنِ-থেকে ; الْفَحْشَاءِ-(ال+فحشاء)-অন্যায় ; وَ-ও ; الْمُنْكَرِ-(ال+منكر)-পাপ ; وَ-এবং ; الْبَغْيِ-(ال+بغى)-যুলুম-অত্যাচার ; يَعِظُكُمْ-(يعظ+كم)-তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেছেন ; لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَذَكَّرُوْنَ-তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পার। ⑨১ وَ-আর ; اَوْفُوْا-তোমরা পূরণ করো ; بِعَهْدِ-ওয়াদা (সাথে কৃত) ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِذَا-যখন ; عَاهَدْتُّمْ-তোমরা ওয়াদাবদ্ধ হও ; وَ-এবং ; لَا تَنْقُضُوْا-তোমরা ভেঙ্গে ফেলো না ; الْاَيْمَانَ-(ال+ايمان)-কসম ; بَعْدَ-পর ; تَوْكِيْدِهَا-(توكيد+ها)-তা পাকা-পোখ্‌তভাবে করার পর ; وَ-অথচ ; قَدْ جَعَلْتُمُ-তোমরা বানিয়ে নিয়েছ ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; كَفِيْلًا-সাক্ষী ; اِنَّ-নিশ্চিত , اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-যা কিছু ; تَفْعَلُوْنَ-তোমরা করো।

৯৪. অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশ দানের সাথে সাথে তিনটি মন্দ কাজ থেকে নিষেধও করেছেন। কেননা এ তিনটি মন্দ কাজ ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যক্তিকে এবং সমষ্টিগতভাবে একটি সমাজকেও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর সেই তিনটি কাজ হলো—'ফাহ্‌শা' তথা বেহুদা ও লজ্জাস্কর কাজ। বেহায়াপনা ও ব্যভিচার ইত্যাদি 'ফাহ্‌শা'-এর মধ্যে শামিল। তাছাড়া 'ফাহ্‌শা' কৃপণতা, নগ্নতা, ডাকাতি, মদ্যপান, গালাগাল, অশ্লীল কথাবার্তা প্রভৃতি মন্দকাজগুলোকে শামিল করে। এসব কাজ করা, এসব কাজের প্রচার-প্রসারে সহায়তা করা, এসব কাজে অর্থ ব্যয় করা, কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করা, মিথ্যা অভিযোগ দেয়া, যেনা-ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধকারী নাটক-নভেল, থিয়েটার, ছায়াছবি, নগ্নছবি, নগ্ন ভাস্কর্য ইত্যাদি কর্ম যা যৌনতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে এসবই 'ফাহ্‌শা'-এর অন্তর্ভুক্ত।

৯২ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ط

৯২. আর তোমরা তার (মহিলার) মতো হয়ো না, যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে তার সুতো কষ্ট করে কাটার পর[৯৫]

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ط

তোমরা তোমাদের কসমকে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ধোঁকাবাজির হাতিয়ার বানিয়ে থাকো যাতে একদল একদলের চেয়ে বেশী লাভবান হতে পারে

إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ط وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ

আল্লাহতো এসব দ্বারা শুধুমাত্র তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন[৯৬]; আর তিনি অবশ্য অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদের সামনে সেসব বিষয় প্রকাশ করে দেবেন যাতে

(৯২) وَ-আর ; لَاتَكُونُوا-তোমরা হয়ো না ; كَالَّتِي-(ك+التى)-তার মতো ; نَقَضَتْ-যে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে ; غَزْلَهَا-(غزل+ها)-তার সূতো ; مِنْۢ بَعْدِ-পর ; قُوَّةٍ-কষ্ট করে ; أَنْكَاثًا-কাঁটার ; تَتَّخِذُونَ-তোমরা বানিয়ে থাকো ; أَيْمَانَكُمْ-(ايمان+كم)-তোমাদের কসমকে ; دَخَلًا-ধোঁকাবাজির হাতিয়ার ; بَيْنَكُمْ-তোমাদের নিজেদের মধ্যে ; أَنْ تَكُونَ-যাতে হতে পার ; أُمَّةٌ-একদল ; هِيَ-সে (দল) ; أَرْبَىٰ-বেশী লাভবান হতে পার ; مِنْ-চেয়ে ; أُمَّةٍ-একদলের ; إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; يَبْلُوكُمُ-তোমাদের পরীক্ষা করে থাকেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; بِهِ-এসব দ্বারা ; وَ-আর ; لَيُبَيِّنَنَّ-অবশ্যই তিনি প্রকাশ করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদের সামনে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيَامَةِ-কিয়ামতের ; مَا-সেই বিষয় ; كُنْتُمْ فِيهِ-যাতে তোমরা ;

দ্বিতীয়ত, 'মুনকার' যা সাধারণভাবে মন্দকাজ হিসেবে জনসাধারণের নিকট পরিচিত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষিদ্ধ কাজ।

তৃতীয়ত, 'বাগাওয়াত' তথা স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকারের সীমালংঘন করা।

৯৫. এখানে ক্রমাগতভাবে গুরুত্ব অনুসারে তিন প্রকারের চুক্তির প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে তা যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রথম প্রকারের চুক্তি হলো—আল্লাহর সাথে মানুষের করা চুক্তি। গুরুত্বের দিক থেকে এটা সর্বোচ্চ।

দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তি হলো—মানুষের সাথে মানুষের চুক্তি যাতে আল্লাহর নামে কসম করে বা কোনো না কোনোভাবে তাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করে চুক্তিকে মজবুত করা হয়। এটা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি।

تَخْتَلِفُــــوْنَ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ

তোমরা মতভেদ করছো[৯৭]। ৯৩. আর আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একটি দল বানিয়ে দিতেন[৯৮] কিন্তু তিনি গুমরাহ করেন

تَخْتَلِفُوْنَ-মতভেদ করছো।(৯৩)-وَ-আর ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইতেন ; اللهُ-আল্লাহ ; لَجَعَلَكُمْ-তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে বানিয়ে দিতেন ; أُمَّةً-দল ; وَّاحِدَةً-একটি ; وَّلٰكِنْ-কিন্তু ; يُّضِلُّ-তিনি গোমরাহ করেন ;

তৃতীয় প্রকারের চুক্তি হলো—যা আল্লাহর নাম নিয়ে করা হয়। এটা উপরে উল্লেখিত দু'প্রকারের চুক্তির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ। এ তিন প্রকারের চুক্তি-প্রতিশ্রুতি সঠিকভাবে পালন করা একান্তভাবে আবশ্যক। কোনো অজুহাতেই এগুলোর খেলাপ করা বৈধ নয়।

৯৬. জাতীয় পর্যায়ের কোনো নেতা অপর কোনো জাতির সাথে যেসব ওয়াদা-চুক্তি করে সেগুলোকে জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে ভঙ্গ করা বর্তমান দুনিয়াতে দক্ষ কূটনীতির পরিচায়ক মনে করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা এরূপ চুক্তিকারি ব্যক্তি ও জাতির নৈতিকতার পরীক্ষা এর মাধ্যমে করে থাকেন। অথচ বর্তমান সময়ে এ ধরনের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে কোনো দোষেরতো মনে করা হয়-ই না বরং এ জাতীয় নেতাকে দক্ষ কূটনীতিক বলে বাহবা দেয়া হয়। আখিরাতে আল্লাহর আদালতে এটা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৯৭. এখানে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যকার মতভেদের কারণে যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম চলছে তাতে কে সত্যের উপর রয়েছে আর কে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার চূড়ান্ত ফায়সালা কিয়ামতের দিন হবে। তোমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তোমাদের বিরোধিরা যদি মিথ্যার উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবুও তাদের সাথে কৃত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কোনো মতেই বৈধ হতে পারে না। এখানে তথাকথিত ধার্মিক লোকদের ধারণা বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যাঁরা মনে করেন—"আমরা যেহেতু মু'মিন—আল্লাহর পক্ষের লোক, আর আমাদের বিরোধিরা আল্লাহ বিরোধী ; সুতরাং তাদের ক্ষতি করার আমাদের অধিকার রয়েছে। তাদের সাথে কৃত ওয়াদা চুক্তি ভঙ্গ করলে আমাদের কোনো গুনাহ হবে না। তাদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সততা, আমানতদারী ও ওয়াদা পালন করতে প্রয়োজন নেই।' যেমন ইয়াহুদীরা আরব মুশরিকদের ব্যাপারে মনে করতো—"অ-ইয়াহুদীদের ব্যাপারে আমাদের কোনোই দায়-দায়িত্ব নেই। তাদের সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা যেতে পারে। এর দ্বারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের কল্যাণ হবে। এতে আমাদের কোনো দোষ হবে না।" অত্র আয়াতে এ ধারণার-ই প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৯৮. অর্থাৎ নিজেদেরকে আল্লাহর পক্ষের লোক মনে করে অন্য ধর্মের লোকদের সাথে ন্যায়-অন্যায় যাচ্ছে তাই আচরণ করে নিজ ধর্মের কল্যাণ সাধন করা এবং অন্য ধর্মকে

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

যাকে চান এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন[৯৯]; আর তোমাদেরকে অবশ্যই সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যা যা তোমরা করছিলে।

﴿٩٤﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

৯৪. আর (হে মু'মিনগণ !) তোমাদের কসমকে পারস্পরিক ধোঁকা-প্রতারণার হাতিয়ার বানিয়ে নিও না, তাহলে কোনো কদম পিছলে যাবে[১০০] তা দৃঢ় হয়ে বসার পর

وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ

এবং তোমরা ভোগ করবে মন্দ পরিণাম তার বিনিময়ে যেহেতু তোমরা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছ, আর তোমাদের আযাব হবে

-مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يَهْدِي-হিদায়াত দান করেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-আর ; لَتُسْئَلُنَّ-তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ; عَمَّا-সে সম্পর্কে যা যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করছিলে। ﴿٩٤﴾ وَ-আর ; لَا تَتَّخِذُوا-তোমরা বানিয়ে নিও না ; أَيْمَانَكُمْ-(ايمان+كم)-তোমাদের কসমকে ; دَخَلًا-ধোঁকা-প্রতারণার হাতিয়ার ; بَيْنَكُمْ-পারস্পরিক ; فَتَزِلَّ-(ف+تزل)-তাহলে পিছনে যাবে ; قَدَمٌ-কদম ; بَعْدَ-পর ; ثُبُوتِهَا-তা দৃঢ় হয়ে বসার ; وَ-এবং ; تَذُوقُوا-তোমরা ভোগ করবে ; السُّوءَ-মন্দ পরিণাম; بِمَا-তার বিনিময়ে যেহেতু ; صَدَدْتُمْ-তোমরা বাঁধা সৃষ্টি করেছ; عَنْ سَبِيلِ-পথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; لَكُمْ-তোমাদের ; عَذَابٌ-আযাব হবে ;

নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করা আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূল নয়। যদি তাই হতো তাহলে আল্লাহতো সৃষ্টি ক্ষমতা বলে সবাইকে মু'মিন হিসেবে সৃষ্টি করতে পারতেন। গুনাহ করা এবং আল্লাহর আনুগত্যহীন জীবনযাপন করার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সবাইকে অনুগত বান্দায় পরিণত করতে পারতেন। দুনিয়াতে কাফির-মুশরিক হিসেবে কোনো লোকই থাকতো না। মূলত আল্লাহর ইচ্ছা এটা নয়।

৯৯. অর্থাৎ বাছাই ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা আল্লাহ মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন। কেউ যদি হিদায়াতের পথে চলতে চায়, আল্লাহ তাকে হিদায়াতের পথে চলার সুযোগ করে দেন ; আর কেউ যদি গুমরাহীর পথে চলতে চায়, আল্লাহ তাকেও সে পথে চলার সব আয়োজন করে দেন।

১০০. অর্থাৎ কোনো লোক ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করার পরও শুধুমাত্র তোমাদের চরিত্র ও আচরণ দেখে ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে এবং দীনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে

عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ

অত্যন্ত কঠোর। ৯৫. আর তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে[১০১] সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিও না[১০২] ; আল্লাহর কাছে যা-কিছু আছে

هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ

তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। ৯৬. যা তোমাদের কাছে আছে তা শেষ হয়ে যাবে আর যা আল্লাহর কাছে আছে (তা-ই) চিরদিন থাকবে ;

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

আর যারা সবর করেছে[১০৩] আমি অবশ্য-অবশ্যই তাদের বিনিময় দেব তারা যে উত্তম আমল করতো সে অনুসারেই

عَظِيمٌ-অত্যন্ত কঠোর। ﴿٩٥﴾ وَ-আর ; لَا تَشْتَرُوا-তোমরা বিক্রি করে দিও না ; بِعَهْدِ-আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ; ثَمَنًا-মূল্যে ; قَلِيلًا-সামান্য ; إِنَّمَا-যা কিছু আছে ; عِنْدَ-কাছে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; هُوَ-তা-ই ; خَيْرٌ-উত্তম ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ-তোমরা বুঝতে পার। ﴿٩٦﴾ مَا-যা আছে, তা ; عِنْدَكُمْ-তোমাদের কাছে ; يَنْفَدُ-শেষ হয়ে ; وَ-আর ; مَا-যা আছে, তা ; عِنْدَ-কাছে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; بَاقٍ-চিরদিন থাকবে ; وَ-আর ; لَنَجْزِيَنَّ-আমি অবশ্য-অবশ্যই দেব ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; صَبَرُوا-সবর করেছে ; أَجْرَهُمْ-তাদের বিনিময় ; بِأَحْسَنِ-উত্তম অনুসারেই ; مَا-যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা আমল করতো।

ফেলে, ফলে সে ইসলামী উম্মায় শামিল হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। সে ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাত করে দেখেছে যে, কাফিরদের চরিত্র ও মু'মিনদের চরিত্রে কোনো তফাৎ নেই। সুতরাং সে দীন গ্রহণ করার জন্য অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে গেছে।

১০১. অর্থাৎ সেই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি যা তোমরা আল্লাহর নামে করেছো, অথবা আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে যে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি তোমরা দিয়েছো।

১০২. এর অর্থ এটা নয় যে, মূল্য তথা স্বার্থ বড় হলে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থ হাসিল করা যাবে। মূলত আল্লাহর নামে কৃত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির মূল্য এই নশ্বর দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সকল কিছুর চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর নামে কৃত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা নিতান্ত বোকামী ও লোকসানের ব্যবসা।

১০৩. এখানে সেই লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা দুনিয়ার লোভ-লালসা ও নফসানী খাহেশাতকে উপেক্ষা করে সত্য-সততার নীতির উপর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

﴿٩٧﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ

৯৭. যে নেক কাজ করবে পুরুষ হোক বা মহিলা এবং সেই মু'মিন, তাকে আমি অবশ্যই জীবন-যাপন করাবো[১০৪]

حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

পবিত্র জীবন ; আর তারা যে উত্তম আমল করতো অবশ্যই সে অনুসারেই আমি আখিরাতে তাদের বিনিময় দেব[১০৫]।

﴿٩٨﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

৯৮. অতপর যখন আপনি কুরআন পাঠ শুরু করবেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান।[১০৬]

(৯৭) مَنْ-যে ; عَمِلَ-কাজ করবে ; صَالِحًا-নেক ; مِّنْ ذَكَرٍ-পুরুষ হোক ; أَوْ-বা ; أُنْثَىٰ-মহিলা ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; مُؤْمِنٌ-মু'মিন ; فَلَنُحْيِيَنَّهُ-(ف+لنحيين+ه)-তবে আমি তাকে জীবনযাপন করাবো ; حَيَوٰةً-জীবন ; طَيِّبَةً-পবিত্র ; وَ-আর ; لَنَجْزِيَنَّهُمْ-(لنجزين+هم)-আমি অবশ্যই তাদের দেব ; أَجْرَهُمْ-(اجر+هم)-তাদের বিনিময় ; بِأَحْسَنِ-উত্তম অনুসারে ; مَا-যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা আমল করতো। (৯৮) فَإِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; قَرَأْتَ-আপনি পাঠ শুরু করবেন ; الْقُرْآنَ-কুরআন ; فَاسْتَعِذْ-(ف+استعذ)-তখন আশ্রয় চান ; بِاللَّهِ-(ب+الله)-আল্লাহর কাছে ; مِنَ-থেকে ; الشَّيْطَانِ-শয়তান ; الرَّجِيمِ-বিতাড়িত।

এর ফলে তার যত বড় ক্ষতি-ই হোক না কেন সে সহজে তা সহ্য করে এবং এর শুভ ফল পাওয়ার জন্য মৃত্যুপরবর্তী জীবনের সেই নিশ্চিত দিনের অপেক্ষায় থাকতে প্রস্তুত থাকে।

১০৪. মানব সমাজে কিছু লোক এমন আছে যারা মনে করে যে, সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও পরহেজগারীর ফলে পরকালের যত বড় কল্যাণ লাভ হোক না কেন দুনিয়াতে বড় ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়। আল্লাহ তাআলা এখানে এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তোমাদের এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পন্থা অবলম্বনকারীর শুধু পরকালেই কল্যাণ হয়না, দুনিয়াতেও তারা কল্যাণ লাভ করে। তাদের দুনিয়ার জীবনও বে-ঈমান, চরিত্রহীন ও অসৎলোকদের চেয়ে অনেক উত্তম হয়ে থাকে। নির্মল নৈতিক চরিত্রের কারণে তারা যে প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান-মর্যাদা লাভ করে থাকে, অপর লোকেরা তা কিছুতেই পেতে পারে না। তারা দরিদ্র হলেও তাদের মনে যে নিশ্চিন্ততা ও ধীরতা-স্থিরতা লাভ করে তার এক-শতাংশও প্রাসাদে

⑲ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

৯৯. নিশ্চয়ই তার কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি নেই তাদের উপর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর তারা (সকল অবস্থায়) ভরসা রাখে।

⑩⓪ إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ○

১০০. তার আধিপত্যতো শুধুমাত্র তাদের উপর (চলে) যারা তাকে অভিভাবক বানায় এবং যারা (তার ধোঁকায় পড়ে) শির্ক করে।

(৯৯) إِنَّهُ-নিশ্চয়ই ; لَيْسَ-নেই ; لَهُ-তার ; سُلْطَٰنٌ-কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ; عَلَى-উপর ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَلَى-উপর ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; يَتَوَكَّلُونَ-তারা ভরসা রাখে। (১০০) إِنَّمَا-নিশ্চয়ই ; سُلْطَٰنُهُ-(سلطن+ه)-তার প্রভাব-প্রতিপত্তিতো ; عَلَى-উপর ; الَّذِينَ-তাদের (চলে) যারা ; يَتَوَلَّوْنَهُ-(يتولون+ه)-তাকে অভিভাবক বানায় ; وَ-এবং ; الَّذِينَ-তারা, যারা ; هُمْ ; بِهِ-তার প্রতি ; مُشْرِكُونَ-শির্ক করে।

বসবাসকারী ফাসেক-ফাজেরদের মনে থাকে না। তারা অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়।

১০৫. অর্থাৎ পরকালে তাদের মর্যাদা দান করা হয় তাদের উত্তম আমল-আখলাকের ভিত্তিতে। এর অর্থ যারা দুনিয়াতে ছোট-বড় সকল নেক আমল করেছে, তাদেরকে তাদের বড় বড় আমলের কারণে যে মর্যাদা তারা প্রাপ্য সে মর্যাদা-ই তাদেরকে দেয়া হবে।

১০৬. এখানে কুরআন পাঠকালে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআন মাজীদকে নাযিল করা হয়েছে তা থেকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য ; আর না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে তা থেকে সেই পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। কুরআন থেকে পথের সন্ধান পেতে হলে কুরআনকে বুঝে পড়তে হবে। আর সঠিক বুঝ পাওয়ার জন্য পড়া শুরু করার আগেই বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। শয়তান যেন সঠিকভাবে বুঝতে কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে পারে অথবা এতে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে। শুধু মুখে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' উচ্চারণ করলেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, মুখের উচ্চারণের সাথে সাথে মনের অনুভূতিতেও আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতে হবে। কুরআনকে ভালভাবে বুঝে তার আলোকে নিজের জীবন গড়ার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্যও চাইতে হবে। যে লোক কুরআন থেকে সঠিক পথের সন্ধান পেতে ব্যর্থ হলো পথের সন্ধান লাভের তার আর কোনো রাস্তা নেই।

১৩ রুকূ' (আয়াত ৯০-১০০)-এর শিক্ষা

১. আমাদের জীবনের সকল পর্যায়ে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুবিচার কায়েম করতে হবে।

২. আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শের পূর্ণাংগ অনুসরণ-অনুকরণ ছাড়া সুবিচার কায়েম করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

৩. সুবিচার কায়েমের পথে যেসব বাধা-প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো দূর করার জন্য প্রয়োজনে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৪. মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-অনুগ্রহ ও সহানুভূতির ভাবধারা সৃষ্টির ভিত্তিতে সমাজ গড়ার সাধনা চালাতে হবে।

৫. নিকটাত্মীয়দের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ সচেতন থেকে যথাযথভাবে তাদের অধিকার প্রদান করতে হবে।

৬. সমাজ ও রাষ্ট্রে নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা প্রচার-প্রসারে সহায়ক সকল উৎস ও উপকরণ বন্ধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. অন্যায় ও পাপ থেকে নিজেরা বেঁচে থাকতে হবে এবং সমাজকেও তা থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমাজকে অন্যায় ও পাপ থেকে বাঁচানো যাবে না।

৮. কারো প্রতি যুলুম-অত্যাচার করা থেকে নিজেরা যেমন বেঁচে থাকতে হবে তেমিন সমাজ থেকেও যুলুম-অত্যাচারকে নির্মূল করতে হবে। এর জন্যও সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক।

৯. সকল প্রকার ব্যক্তিগত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সদা সচেতন থাকতে হবে। কোনো ওযরেই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবে না।

১০.সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও কৃত সকল চুক্তি ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। চুক্তির অপর পক্ষের ধর্মীয় পরিচিতি যা-ই হোক না কেন চুক্তি রক্ষার নির্দেশের কঠোরতা হ্রাসের কোনো প্রকার সুযোগ নেই।

১১. আল্লাহর নামে কসম করে কৃত সকল প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিও যথাযথভাবে পুরো করতে হবে।

১২. ধোঁকাবাজী ও প্রতারণাকে ব্যক্তিগতভাবে যেমন পরিত্যাগ করতে হবে। তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও পরিত্যাগ করতে হবে। কূটনীতি (Diplomacy)-এর আড়ালে ধোঁকাবাজী-প্রতারণাকে বৈধতা দেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

১৩. মুসলিম জাতির কল্যাণের দোহাই দিয়েও কোনো চুক্তি-ওয়াদা ভঙ্গ করা বৈধ নয়।

১৪. সৎপথে চলার দৃঢ় ইচ্ছা ও চেষ্টা-সাধনা থাকলে আল্লাহ সে পথে চলাকে সহজ করে দেন। অপর দিকে বিপথে চলার ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে আল্লাহ সে পথে চলারও সুযোগ-সুবিধা করে দেন।

১৫. দুনিয়ার সকল কাজ-কর্মের জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

১৬. মু'মিনদেরকে অবশ্যই নিজেদের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য দান করতে হবে।

১৭. মু'মিনদের চরিত্র ও আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো মানুষ দীন গ্রহণ থেকে বিরত থাকলে সেজন্য আল্লাহর দরবারে তাদেরকে জবাব দিতে হবে।

১৮. নিজেদের মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর পথ থেকে মানুষদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আখিরাতে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে।

১৯. আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার মূল্য দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান। সুতরাং দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তা ভঙ্গ করা যাবে না।

২০. দুনিয়ার লোভ-লালসা ও নফসানী খাহেশাতকে উপেক্ষা করে সত্য ও সততার নীতিতে অটল থাকলে তার শুভ প্রতিফল অবশ্যই আখিরাতে পাওয়া যাবে।

২১. সত্য-সততার নীতিতে জীবনযাপন করলে শুধু আখিরাতেই কল্যাণ লাভ হবে না, দুনিয়াতেও তাদের জীবন সম্মান ও শান্তিতে অতিবাহিত হয়।

২২. সৎলোকদের যে মানসিক প্রশান্তি থাকে অসৎ ও দুশ্চরিত্র সম্পদশালী লোকেরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

২৩. মু'মিন পুরুষ হোক বা নারী নেক কাজের শুভ প্রতিফল দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানেই আল্লাহ দান করবেন, এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

২৪. কুরআন অধ্যয়নকালে মৌখিক ও আন্তরিকভাবে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করতে হবে। তাহলেই কুরআন থেকে সঠিক হিদায়াত লাভ করা যাবে।

২৫. প্রকৃত মু'মিনদেরকে শয়তান কখনো বিপথগামী করতে পারে না। কেননা তারা সকল অবস্থায়ই তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

২৬. যারা শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুসারে চলে এবং তাকেই অভিভাবক হিসেবে মানে শয়তান শুধুমাত্র তাদেরকেই বিপথগামী করতে সক্ষম হয়।

❑

﴿١٠١﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَّٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟

১০১.আর যখন আমি বদলে দেই এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত—আর আল্লাহ ভাল জানেন যা তিনি নাযিল করেন তখন তারা (কাফিররা) বলে—

إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُۥ

'তুমিতো নিজেই (এর)-রচনাকারী'[১০৭] ; বরং তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না। ১০২. (হে নবী !) আপনি বলে দিন, এটাকে নাযিল করেছে

(১০১) وَ-আর ; اذَا-যখন ; بَدَّلْنَآ-আমি বদলে দেই ; ايَةً-অন্য আয়াত ; مَّكَانَ-স্থলে ; ايَةٍ-এক আয়াতের ; وَّ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَعْلَمُ-ভাল জানেন ; بِمَا-যা ; يُنَزِّلُ-তিনি নাযিল করেন ; قَالُوْٓا-তারা বলে ; اِنَّمَآ اَنْتَ-তুমিতো নিজেই ; مُفْتَرٍ-(এর) রচনাকারী ; بَلْ-বরং ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَايَعْلَمُوْنَ-(তা) জানে না। (১০২) قُلْ-আপনি বলে দিন ; نَزَّلَهُ-(نزل+ه)-এটাকে নাযিল করেছে ;

১০৭. এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত নাযিল করার অর্থ একটি হুকুমের পর অন্য হুকুম নাযিল করাও হতে পারে। যেহেতু কুরআন মাজীদ ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছে, তাই দেখা যায় একই ব্যাপারে পরপর বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে পরপর দুই বা তিনটি হুকুম দেয়া হয়েছে। আর এ দুই বা তিনটি হুকুমের মাধ্যমেই বিষয়টি সম্পর্কে হুকুমের পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। শরাব নিষিদ্ধ হওয়া এবং যিনা-ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারটি এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। কুরআন মাজীদে একটি বিষয়কে কখনো এক রকমের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আবার সেই বিষয়টিই অন্যত্র অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে। একই কাহিনী বারবার বলা হয়েছে কিন্তু বারান্তরে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি কথাকে এক জায়গায় মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আবার অন্য জায়গায় তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। মক্কার কাফিররা এটাকেই দলীল হিসেবে পেশ করে মুহাম্মাদ (স)-কে এ কুরআনের রচয়িতা বলে অভিযোগ করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল, "আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞ, সুতরাং তাঁর কথা পরিবর্তন হতে পারে না, কথার পরিবর্তন হওয়াতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এটা 'আল্লাহর কালাম' নয় ; এটা মুহাম্মাদের রচিত।"

رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا

পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য সহকারে[১০৮] যেন যারা ঈমান এনেছে তাদের (ঈমান)-কে মজবুত করে দেয়।[১০৯]

وَهُدًى وَّبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝١٠٢ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ

এবং মুসলিমদের জন্য হিদায়াত[১১০] ও সুসংবাদরূপে[১১১]। ১০৩. আর আমি অবশ্যই জানি, তারা নিশ্চিত বলে—

رُوحُ الْقُدُسِ-পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্য সহকারে ; لِيُثَبِّتَ-যেন মজবুত করে দেন; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে (তাদের)-কে ; وَ-এবং ; هُدًى-হিদায়াত ; وَّ-ও ; بُشْرَى-সুসংবাদরূপে ; لِلْمُسْلِمِينَ-(ل+ال+مسلمين)-মুসলিমদের জন্য। ১০৩ وَ-আর ; لَقَدْ نَعْلَمُ-আমি অবশ্যই জানি ; أَنَّهُمْ-(ان+هم)-তারা নিশ্চিত ; يَقُولُونَ-বলে ;

১০৮. 'রুহুল কুদুস' দ্বারা জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ—'পবিত্র রূহ'। এটা জিবরাঈল (আ)-এর উপাধি। এখানে তাঁর নামের পরিবর্তে উপাধি ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, এ কালাম এমন এক 'রূহ' নিয়ে এসেছেন যিনি অত্যন্ত পবিত্র ; যিনি মানবীয় সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে মুক্ত। যাঁকে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, লোভ-লালসা ইত্যাদি দোষ কখনো স্পর্শ করতে পারে না। তিনি পূর্ণমাত্রায় আমানতদার। সুতরাং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তাতে কোনো প্রকার ভুল নেই, নেই কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ।

১০৯. অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) কর্তৃক কুরআন মাজীদের পুরোটা একই সাথে নিয়ে না আসার প্রথম কারণ হলো—মানুষের জ্ঞান ও বোধশক্তি সীমিত থাকার কারণে তারা পুরো কালাম একই সাথে আত্মস্থ করতে সক্ষম নয়, তাই অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো ঘটনা উপলক্ষে সময়ের ব্যবধানে তা তিনি নিয়ে এসেছেন যাতে করে মু'মিনগণ তা ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর কালাম তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়, ফলে তাদের ঈমান পোখ্ত হয়ে যায়।

১১০. অল্প অল্প করে নাযিল করার দ্বিতীয় কারণ হলো যেন মু'মিনগণ তাদের প্রয়োজনীয় হিদায়াত যথাসময়ে পেতে পারে। সব দিকনির্দেশনা একই সাথে পাঠিয়ে দিলে তা কখনো সেরূপ কল্যাণকর হতে পারে না। যেরূপ কল্যাণকর হয়েছে প্রয়োজনের সময় হিদায়াত পাওয়াতে।

১১১. কুরআন মাজীদ একই সাথে একবারে নাযিল না করে প্রয়োজন অনুসারে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাযিল হওয়ার তৃতীয় কারণ হলো—আল্লাহর অনুগত তথা মু'মিন বান্দাহগণ যেসব বাধা-বিপত্তি ও বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং যেসব যুল্‌ম—

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا

'তাকে তো শিক্ষা দেয় একটি মানুষ[১১২] ; তারা যার প্রতি ইংগীত করে তার ভাষা অনারব অথচ এটা (কুরআন)

لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। ১০৪. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে না আল্লাহর আয়াতে,

لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ

আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১০৫. আসলে মিথ্যাতো তারাই রচনা করে

اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ-(انما+يعلم+ه)-তাকে তো শিক্ষা দেয় ; بَشَرٌ-একটি মানুষ ; لِسَانُ-ভাষা; الَّذِىْ-যার, তার ; يُلْحِدُوْنَ-তারা ইংগীত করে ; اِلَيْهِ-তার ; اَعْجَمِىٌّ-অনারব ; وَّ-অথচ ; هٰذَا-এটা (কুরআন) ; لِسَانٌ-ভাষায় ; عَرَبِىٌّ-আরবী ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। ﴿١٠٤﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَايُؤْمِنُوْنَ-ঈমান আনে না ; بِاٰيٰتِ-আয়াতে ; اللّٰهِ-আল্লাহর; لَايَهْدِيْهِمْ-(لايهدى+هم)-হিদায়াত দান করেন না ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-এবং ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿١٠٥﴾ اِنَّمَا يَفْتَرِى-আসলে তারাই রচনা করে ; الْكَذِبَ-(ال+كذب)-মিথ্যাতো ;

নির্যাতনের মুকাবিলা তাদেরকে করতে হয় সেই কঠিন সময়ে সুসংবাদ দিয়ে তাদের সাহস-হিম্মতকে বাড়িয়ে তোলা এবং শেষ পরিণতিতে তাদের সফলতার সুসংবাদ দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত-আশান্বিত করা, যাতে তারা মনোবল-হারা হয়ে না যায়।

১১২. এখানে ইংগীতকৃত ব্যক্তির বিভিন্ন নাম হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। কেউ বলেছে, তার নাম 'জবর' যে আমের ইবনে হাদরামীর ক্রীতদাস ছিল। কেউ বলেছে, তার নাম 'আয়েশ' বা 'আইয়াশ' যে হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্‌যার ক্রীতদাস। আবার কোনো বর্ণনায় এসেছে—উক্ত ব্যক্তি ছিল 'ইয়াসার' ওরফে 'আবু ফুকাইয়া'—এ ব্যক্তি ছিল মক্কার এক মহিলার ক্রীতদাস। অপর এক বর্ণনায় এ ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে 'বালয়ান' বা 'বালয়াম' যে এক রোমীয় ক্রীতদাস ছিল। যাই হোক কাফিররা অভিযোগ করলো যে, মুহাম্মাদ (স)-কে এ লোকটি শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যায় আর মুহাম্মাদ (স) এটাকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়। অথচ তারা এটাও চিন্তা করেনি যে, কুরআন মাজীদের ভাষা হলো বিশুদ্ধ আরবী, আর কথিত ব্যক্তির ভাষা অনারব। তাছাড়া মুহাম্মাদ (স)-এর মত সর্বকালের অনন্য-অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব থেকে একজন ক্রীতদাসকে তারা অধিক যোগ্য মনে করেছে। এতে তাদের বিবেক-বিবেচনার দেউলিয়াপনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান আনে না[১১৩] ; এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

(১০৬) مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ

১০৬. যে কুফরী করে আল্লাহর সাথে, তার ঈমান আনার পর—তবে সে ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর অবিচলিত থাকে

بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ

ঈমানের প্রতি—কিন্তু যারা বক্ষকে কুফরীর জন্য খুলে রাখে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব পড়বে[১১৪]

الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান আনে না ; بِاٰيٰتِ-আয়াতে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; اُولٰٓئِكَ هُمُ-তারাই ; الْكٰذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী। (১০৬) مَنْ-যে ; كَفَرَ-কুফরী করে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর সাথে ; مِنْۢ بَعْدِ-পর ; اِيْمَانِهٖٓ-(ايمان+ه)-তার ঈমান আনার পর ; اِلَّا-তবে (সে ছাড়া) ; مَنْ-যাকে ; اُكْرِهَ-বাধ্য করা হয় ; وَ-এবং ; قَلْبُهٗ-(قلب+ه)-তার অন্তর ; مُطْمَئِنٌّۢ-অবিচলিত থাকে ; بِالْاِيْمَانِ-(ب+ال+ايمان)-ঈমানের প্রতি ; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; مَّنْ-যারা ; شَرَحَ-খুলে রাখে ; بِالْكُفْرِ-(ب+ال+كفر)-কুফরের জন্য ; صَدْرًا-বক্ষকে ; فَعَلَيْهِمْ-(ف+عليهم)-তাদের উপর ; غَضَبٌ-গযব পড়বে ; مِّنَ-পক্ষ থেকে; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

১১৩. অর্থাৎ আল্লাহর কালামে যাদের বিশ্বাস নেই, মিথ্যা রচনা করাই তাদের কাজ। এসব লোককে কখনো বিশ্বাস করা যায় না ; কেননা মহাসত্য আল্লাহর কালামে যাদের বিশ্বাস নেই তারা বিশ্বস্ত হতে পারে না।

১১৪. এখানে সেসব মুসলমানের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাদের উপর তখন অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন চলছিল এবং অসহনীয় নির্যাতন করে তাদেরকে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু তাদের অন্তরে কুফরী প্রবেশ করতে পারেনি। তবে যারা আন্তরিকভাবে কুফরীকে গ্রহণ করে নেয় তারা দুনিয়াতে কিছু না হলেও আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে তারা রেহাই পাবে না। এর অর্থ এটা নয় যে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য কুফরী কথা বলা উচিত। এটা তো শুধু 'রুখসত' তথা অনুমতি। অন্তরে ঈমান মজবুত রেখে যদি বাধ্য হয়ে মুখে কুফরী কথা বলে তবে অবশ্য পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১০৭. এটা এজন্য যে, তারা পসন্দ করে নিয়েছে দুনিয়ার জীবনকে

عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

আখিরাতের উপর ; আর অবশ্যই আল্লাহ এরূপ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

﴿١٠٨﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ

১০৮. এরাই তারা যাদের দিল ও কান এবং চোখের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

আসলে এরাই গাফিল। ১০৯. অবশ্য অবশ্যই আখিরাতে তারাই ক্ষতিগস্ত[১১৫]।

وَ-এবং ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; عَظِيْمٌ-মহা। ﴿١٠٧﴾ ذٰلِكَ-এটা ; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে তারা ; اسْتَحَبُّوا-পসন্দ করে নিয়েছে ; الْحَيٰوةَ-জীবনকে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; عَلٰى-উপর ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতের ; وَ-আর ; اَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِى-হিদায়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ-সম্প্রদায়কে ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফির। ﴿١٠٨﴾ اُولٰٓئِكَ-এরাই তারা ; الَّذِيْنَ-যাদের ; طَبَعَ-মোহর মেরে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ; عَلٰى-উপর ; قُلُوْبِهِمْ-(قلوب+هم)-তাদের দিলের ; وَ-ও ; سَمْعِهِمْ-(سمع+هم)-তাদের কানের; وَ-এবং ; اَبْصَارِهِمْ-(ابصار+هم)-তাদের চোখের ; وَ-আর ; اُولٰٓئِكَ هُمُ-এরাই; الْغٰفِلُوْنَ-গাফিল। ﴿١٠٩﴾ لَا جَرَمَ-অবশ্যই ; اَنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্য তারা ; فِى الْاٰخِرَةِ-আখিরাতে; هُمُ-এরাই ; الْخٰسِرُوْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত।

আর ঈমানের 'আযীমত' তথা উচ্চমানতো এটাই যে, শরীরের গোশ্ত টুকরো টুকরো করে ফেলা হলেও মুখে তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হবে—কুফরী কথা উচ্চারিত হবে না।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে ঈমানের 'আযীমাত' ও 'রুখসত' উভয় প্রকারের উদাহরণ পাওয়া যায়। হযরত খাব্বাব, বেলাল ও হাবীব ইবনে যায়েদ প্রমুখ সাহাবা (রা) নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করেননি—'আযীমত'-এর উপর আমল করেছেন। আবার হযরত 'আম্মার ইবনে ইয়াসার অসহনীয় নির্যাতনে বাধ্য হয়ে অন্তরে দৃঢ় ঈমান পোষণ সত্ত্বেও জীবন রক্ষার জন্য মুখে ঈমানের বিপরীত কথা উচ্চারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) এটা জানার পর অবস্থানুসারে অনুমতি দান করেছেন।

۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جٰهَدُوا

১১০. অতপর আপনার প্রতিপালক নিশ্চিত তাদের জন্য—যাদেরকে নির্যাতন করার পর তারা হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে

وَصَبَرُوا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

ও সবর করেছে[১১৬]—নিশ্চিত আপনার প্রতিপালক তারপরে অত্যন্ত ক্ষমাশীল—অশেষ দয়াময়।

(১১০) ثُمَّ-অতপর ; اِنَّ-নিশ্চিত ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপলক ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা ; هَاجَرُوْا-হিজরত করেছে ; مِنْ بَعْدِ-পর ; مَا فُتِنُوْا-নির্যাতন করার ; ثُمَّ-তারপর; جٰهَدُوْا-জিহাদ করেছে ; وَ-ও ; صَبَرُوْا-সবর করেছে ; اِنَّ-নিশ্চিত ; رَبَّكَ- আপনার প্রতিপালক ; مِنْ بَعْدِهَا-তারপরে ; لَغَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-অশেষ দয়াময়।

১১৫. এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা সত্য-দীনের পথে চলা কষ্টকর দেখতে পেয়ে ঈমান ত্যাগ করেছে, অতপর কাফির-মুশরিকদের সমাজে শামিল হয়ে গেছে।

১১৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করে যেসব মুসলমান হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

১৪ রুকূ' (আয়াত ১০১-১১০)-এর শিক্ষা

১. ঈমান বির রিসালাত তথা রাসূলের রাসূল হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করা যেমন ঈমানিয়াতের অংশ তেমনি কোনো আয়াতের পরিবর্তনের ব্যাপারেও রাসূলের বাণীর উপর ঈমান রাখাও ঈমানিয়াতের অংশ। সুতরাং কতেক আয়াত পরিবর্তনের কথা কুরআন মাজীদ কর্তৃক সত্যায়িত, এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।

২. আয়াতের পরিবর্তন করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের ঈমানকে দৃঢ় ও মজবুত করে দেন। এর উপর নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আমরাও আমাদের ঈমানকে দৃঢ় ও মজবুত করার জন্য সচেষ্ট হবো।

৩. কুরআন মাজীদ জিবরাঈল (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও আমানতদারীর সাথে মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে পৌছে দিয়েছেন। এ কুরআন অধ্যয়নে মু'মিনদের ঈমান মজবুত ও দৃঢ় হয়। সুতরাং আমাদের ঈমানকে মজবুত করার জন্য কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করা উচিত।

৪. কুরআন মাজীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য কুরআন মাজীদ পথ নির্দেশক ও সুসংবাদ ; আর যারা এর প্রতি বিশ্বাসী নয় তাদের জন্য এতে কোনো পথনির্দেশনা নেই এবং এতে তাদের জন্য কোনো সুসংবাদও নেই।

৫. আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাসীদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেন। তাঁর আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে তিনি হিদায়াত দান করেন না। সুতরাং হিদায়াত পেতে হলে আল্লাহর আয়াতে নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৬. আল্লাহর আয়াত অবিশ্বাসীদের জন্য আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

৭. অবিশ্বাসীরা-ই মিথ্যাবাদী। সুতরাং এদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে তাদের সাথে কোনো মুয়ামেলা করে তারা অবশ্যই উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৮. অন্তরে ঈমানকে মজবুত রেখে প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ করা হলো 'রুখসত'।

৯. মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণের সাথে অন্তরেও তা বিশ্বাস করে নেয়া-ই কুফরী। আর কুফরীর শাস্তি চিরস্থায়ী-জাহান্নাম।

১০. আর প্রাণ গেলেও মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ না করা-ই হলো 'আযীমত'। 'আযীমত'-এর উপর আমল করাই মজবুত ঈমানের লক্ষণ।

১১. আখিরাতের উপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়া কুফরী। আর কাফিরদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন না। এরা গাফিল, তাই আল্লাহও এদের দিল, কান ও চোখের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন। সুতরাং এরা কখনো হিদায়াত লাভ করবে না।

১২. যারা ঈমান আনার কারণে নির্যাতন ভোগ করেছে, অতপর হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে, এ অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের পক্ষেই ছিলেন, আছেন, থাকবেন। এটা আল্লাহর ক্ষমাশীলতা ও দয়ার পরিচায়ক।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৫
পারা হিসেবে রুকূ'-২১
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١١١﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ

১১১. (স্মরণীয়) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ব্যাপারে (অপরের সাথে) ঝগড়া করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে।

مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٢﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ

যা সে আমল করেছে এবং তার উপর অবিচার করা হবে না। ১১২. আর আল্লাহ উদাহরণ পেশ করছেন এক জনপদের তা ছিল

اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ

নিরাপদ-নিশ্চিন্ত, সেখানে পৌঁছত সব স্থান থেকে তার প্রচুর রিয্ক ; অতপর তারা না-শোকরী করলো

بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا

আল্লাহর নিয়ামতের অতএব আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের আচ্ছাদনের স্বাদ গ্রহণ করালেন সেজন্য যা

(১১১) يَوْمَ-সেদিন ; تَأْتِيْ-আসবে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; تُجَادِلُ-ঝগড়া করতে ; عَنْ-ব্যাপারে ; نَفْسِهَا-তার নিজের ; وَ-এবং ; تُوَفّٰى-পুরোপুরি দেয়া হবে ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তিকে ; مَّا-যা ; عَمِلَتْ-সে আমল করেছে ; وَ-এবং ; هُمْ-তার উপর ; لَا يُظْلَمُوْنَ-যুলুম করা হবে না। (১১২) وَ-আর ; ضَرَبَ-পেশ করছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مَثَلًا-উদাহরণ ; قَرْيَةً-এক জনপদের ; كَانَتْ-তা ছিল ; اٰمِنَةً-নিরাপদ ; مُّطْمَئِنَّةً-নিশ্চিন্ত ; يَّأْتِيْهَا-(ياتى+ها)-সেখানে পৌঁছতো ; رِزْقُهَا-(رزق+ها)-তার রিযিক ; رَغَدًا-প্রচুর ; مِّنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; مَكَانٍ-স্থান ; فَكَفَرَتْ-(ف+كفرت)-অতপর তারা নাশোকরী করল ; بِأَنْعُمِ-(ب+انعم)-নিয়ামতের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَأَذَاقَهَا-(ف+اذاق+ها)-অতএব তাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করালেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِبَاسَ-আচ্ছাদনের ; الْجُوْعِ-ক্ষুধা ; وَ-ও ; الْخَوْفِ-ভয়ের ; بِمَا-সেজন্য যা ;

كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ

তারা করতো। ১১৩. অথচ নিশ্চিত তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে এসেছিল একজন রাসূল কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

ফলে আযাব তাদেরকে পাকড়াও করলো, এমতাবস্থায় তারা ছিল যালেম[১১৭]। ১১৪. আর তোমরা খাও তা থেকে যে রিয্ক আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন

حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

হালাল ও পবিত্ররূপে এবং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের শোকরগুযারী করো[১১৮] যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করে থাক[১১৯]।

﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ

১১৫. আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃতজন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা উৎসর্গ করা হয়েছে

كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ-তারা করতো। ﴿١١٣﴾ وَ-অথচ ; لَقَدْ جَآءَهُمْ-(ل+قد جاء+هم)-নিশ্চিত তাদের নিকট এসেছিল; رَسُوْلٌ-একজন রাসূল ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে; فَكَذَّبُوْهُ-(ف+كذبوا+ه)-কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো ; فَأَخَذَهُمْ-(ف+ اخذ+هم)-ফলে তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الْعَذَابُ-(ال+عذاب)-আযাব ; وَ-এমতাবস্থায় ; هُمْ-তারা ছিল ; ظٰلِمُوْنَ-যালেম। ﴿١١٤﴾ فَكُلُوْا-(ف+كلوا)-আর তোমরা খাও ; مِمَّا-তা থেকে যে ; رَزَقَكُمُ-রিযিক তোমাদেরকে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; حَلٰلًا-হালাল রূপে ; طَيِّبًا-পবিত্র রূপে ; وَّ-এবং ; اشْكُرُوْا-শোকর গুযারী করো ; نِعْمَتَ-নিয়ামতের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-থাকো ; إِيَّاهُ-কেবল তাঁরই ; تَعْبُدُوْنَ-ইবাদাত করে থাকো। ﴿١١٥﴾ إِنَّمَا-অবশ্যই ; حَرَّمَ-হারাম করেছেন; عَلَيْكُمُ-তোমাদের জন্য; الْمَيْتَةَ-(ال+ميتة)-মৃত জন্তু ; وَ-ও ; الدَّمَ-রক্ত ; وَ-ও ; لَحْمَ-মাংস; الْخِنْزِيْرِ-(ال+خنزير)-শুকরের ; وَ-এবং ; مَآ-যা; أُهِلَّ-উৎসর্গ করা হয়েছে ;

১১৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এখানে উল্লিখিত জনপদটি ছিল মক্কা। আর সেই জনপদের অধিবাসীরা ছিল মক্কাবাসী কাফির সম্প্রদায়। রাসূল (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকার-এর ফলে তাদের উপর ক্রমাগত কয়েক বছর দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান ছিল। আলোচ্য আয়াতে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে ; তবে কেউ নিরুপায় হয়ে পড়লে—প্রয়োজনের সীমা লংঘনকারী না হলে এবং আল্লাহর আইন অমান্যকারী না হলে, তবে আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[১২০]।

(১১৬) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا

১১৬. আর তোমাদের জবান যে মিথ্যা রটায় সেজন্য তোমরা বলোনা 'এটা হালাল ও এটা

حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

হারাম' এতে করে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করবে[১২১] ; নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর আরোপ করে

لِغَيْرِ-ছাড়া অন্যের ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; بِهٖ-জন্যে ; فَمَنِ-(ف+من)-তবে কেউ ; اضْطُرَّ-নিরুপায় হয়ে পড়লে ; غَيْرَ-না হলে ; بَاغٍ-প্রয়োজনের সীমা লংঘণকারী ; وَّ-এবং ; لَا عَادٍ-(আল্লাহর) আইন অমান্যকারী না হলে ; فَاِنَّ-তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু। (১১৬) وَ-আর ; لَا تَقُوْلُوْا-তোমরা বলো না; لِمَا-সেজন্য যে ; تَصِفُ-রটায় ; اَلْسِنَتُكُمُ-(السنت+كم)-তোমাদের যবান ; الْكَذِبَ-(ال+كذب)-মিথ্যা ; هٰذَا-এটা ; حَلٰلٌ-হালাল ; وَّ-ও ; هٰذَا-এটা ; حَرَامٌ-হারাম ; لِّتَفْتَرُوْا-এতে করে তোমরা আরোপ করবে ; عَلَى-উপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْكَذِبَ-(ال+كذب)-মিথ্যা; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَفْتَرُوْنَ-আরোপ করে ; عَلَى-উপর; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

১১৮. এ আয়াতাংশ থেকে জানা গেল যে, তখন দুর্ভিক্ষাবস্থার পরিবর্তন হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকের সরবরাহ হয়েছিল। কেননা রিযিকের ব্যবস্থা করেই আল্লাহ তাদেরকে তা খাওয়ার ও শোকরগুজারী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১১৯. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর ইবাদাতে বিশ্বাসী বলে দাবী করে থাক তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে হালাল-হারামের ব্যাপারেও আল্লাহর নির্দেশ-ই মেনে চলতে হবে। নিজেদের ইচ্ছামাফিক হালাল-হারাম নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর আইনে যা হালাল ও পবিত্র তা-ই বিনা আপত্তিতে খেতে হবে এবং সেই আইনে যা হারাম ও অপবিত্র তা বর্জন করতে হবে।

১২০. নিরুপায় অবস্থায় প্রাণ বাঁচে এ পরিমাণ হারাম খাওয়ার বিধান সূরা বাকারার ১৭৩ আয়াত, সূরা মায়েদার ৩ আয়াত ও সূরা আন'আমের ১৪৫ আয়াতেও দেয়া হয়েছে।

الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

মিথ্যা তারা সফলকাম হবে না। ১১৭. (তাদের) সুখ-সম্ভোগ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী অতপর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

﴿١١٨﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ

১১৮. আর যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছে তাদের উপর আমি তা-ই হারাম[১২২] করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি[১২৩]

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

আর আমি তাদের প্রতি কোনো যুলুম করিনি বরং তারা নিজেরা-ই নিজেদের উপর যুলুম করে। ১১৯. অতপর আপনার প্রতিপালক অবশ্যই

الْكَذِبَ-মিথ্যা ; لَا يُفْلِحُونَ-তারা সফলকাম হবে না। ﴿١١٧﴾ مَتَاعٌ-(তাদের) সুখ-সম্ভোগ; قَلِيلٌ-নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ; وَ-অতপর ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; أَلِيمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿١١٨﴾ وَ-আর ; عَلَى-উপর ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; هَادُوا -ইয়াহুদী হয়ে গেছে ; حَرَّمْنَا-আমি হারাম করেছিলাম; مَا-তা-ই যা ; قَصَصْنَا-উল্লেখ করেছি; عَلَيْكَ-আপনার নিকট ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; وَ-আর ; مَا ظَلَمْنَاهُمْ-(ما ظلمنا+هم)-আমি কোনো যুলুম করিনি তাদের প্রতি ; وَلَٰكِنْ-বরং ; كَانُوا-তারাই ছিল ; أَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেদের উপর ; يَظْلِمُونَ-যুলুম করে। ﴿١١٩﴾ ثُمَّ-অতপর ; إِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ;

১২১. এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হালাল-হারাম বা জায়েয-নাজায়েয নির্ধারণ করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তবে কেউ আল্লাহর আইনকে মূল উৎস মেনে নিয়ে তার ভিত্তিতে ইজতিহাদ-এর সূত্রে হালাল-হারাম ও জায়েয নাজায়েয ফায়সালা দেবে, তা অবশ্যই গ্রহণীয় হবে। উল্লিখিত অবস্থা ছাড়া কারো স্বাধীনভাবে হালাল-হারাম ঘোষণা দেয়াকে 'আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা' বলে এ আয়াতে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

১২২. এখানে মক্কার কাফিরদের আপত্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রথম আপত্তি ছিল—বনী ইসরাঈলের শরীয়াতে আরো অনেক জিনিস হারাম ছিল, অথচ আপনি সেগুলো হালাল করে দিয়েছেন। তাদের শরীয়াত ও আপনার শরীয়াত উভয়টাই যদি আল্লাহর পক্ষ হতে এসে থাকে, তাহলে আপনারা নিজেরা তাদের শরীয়াতের বিরোধিতা কেন করছেন? এবং উভয় শরীয়াতের মধ্যে এত পার্থক্য কেন?

لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ

তাদের প্রতি—যারা অজ্ঞাতবশত মন্দ করে ফেলে তার পরপরই তাওবা করে

وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

এবং নিজেদেরকে শুধরে নেয় নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক এসবের পরও অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

لِلَّذِيْنَ-তাদের প্রতি যারা; عَمِلُوا-করে ফেলে; السُّوْءَ-মন্দ ; بِجَهَالَةٍ-(ب+جهالة)-অজ্ঞতা বশত ; ثُمَّ-তারপর ; تَابُوْا-তাওবা করে ; مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ-পরপরই ; وَ-এবং ; اَصْلَحُوْا-শুধরে নেয় (নিজেদেরকে) ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; مِنْ بَعْدِهَا-এসবের পরও ; لَغَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল—বনী ইসরাঈলের শরীয়াতে শনিবার দিন হারাম হওয়ার আইন ছিল যা আপনি বাতিল করে দিয়েছেন। এ দু'আপত্তির জবাবে এখানে বলা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যা হারাম করা হয়েছে ইয়াহুদীদের শরীয়াতেও তা হারাম ছিল ; কিন্তু তারা নিজেরাই এর সাথে যোগ বিয়োগ করে নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

১২৩. এখানে 'ইতিপূর্বে উল্লেখ করা' দ্বারা সূরা আন'আমের ১৪৫ আয়াতের দিকে ইশারা করা হয়েছে। ইয়াহুদীদের নাফরমানীর কারণে বিশেষভাবে যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছিল তা-ই এ আয়াতে বলা হয়েছে। আবার সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে সূরা নাহলের এ আয়াতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, এতে প্রশ্ন দাঁড়ায় সূরা নাহল ও সূরা আন'আমের মধ্যে কোন্‌টি আগে নাযিল হয়েছে। এর উত্তর হলো, সূরা নাহল আগে নাযিল হয়েছে এবং পরে সূরা আনয়ামের ১৪৫ আয়াতে সূরা নাহলের উল্লিখিত আয়াতের দিকে ইংগীত করে বলা হয়েছে যে, 'ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে'। অতপর সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে যখন বিস্তারিত বিধান নাযিল হয়েছে তখন সূরা নাহল-এর ১১৮ আয়াতের উপর কাফিরদের আপত্তির জবাবে সূরা আনআমের ১১৯ আয়াতের দিকে ইংগীত করে বলা হয়েছে যে, 'ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে।'

১৫ রুকূ' (আয়াত ১১১-১১৯)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে মানুষের সকল কাজকর্মের পুংখানুপুংখ হিসাব আখিরাতে নেয়া হবে এবং তার সঠিক বদলা সেখানে দেয়া হবে। এতে বিন্দুমাত্রও কমবেশী করা হবে না।

২. রাসূল (স)-এর আনীত দীনকে অমান্য করা রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার শামিল, যার পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই অত্যন্ত মন্দ। যেমন হয়েছিল মক্কার কাফিরদের পরিণতি।

৩. আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের জন্য শোকর আদায় করা কর্তব্য, তাহলে আল্লাহ নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর নাশোকরী করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

৪. মৃতজন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাইকৃত পশু সরাসরি হারাম। হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য।

৫. নিরূপায় অবস্থায় জীবন রক্ষার জন্য ততটুকু হারাম গ্রহণ বৈধ যতটুকু গ্রহণ করলে জীবন রক্ষা হয়। তবে এটা হলো 'রুখসত' তথা চূড়ান্ত অবস্থায় ছাড়।

৬. মু'মিনের জন্য 'আযীমত' তথা ঈমানের যথার্থ চাহিদা হল জীবন গেলেও বিন্দুপরিমাণ হারাম গ্রহণ না করা। আমাদেরকে 'আযীমত'-এর উপর আমল করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

৭. হালাল ও হারাম করার ইখতিয়ার আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো নেই।

৮. যারা নিজেরা হালাল-হারামের বিধান জারী করে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। তারা অবশ্যই উভয় জাহানে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে। মানব-রচিত বিধান কখনো শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করতে পারে না।

৯. নিজেদের রচিত আইন যারা আল্লাহর বান্দাহদের উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের এ ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এবং সুখ-সম্ভোগ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। তাদের জন্য তৈরী রয়েছে চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

১০. ইয়াহুদীরা আল্লাহর বিধানকে ত্যাগ করে নিজেরাই হালাল-হারামের বিধান তৈরি করে নিয়েছে। তারা এর দ্বারা নিজেদেরকে আখিরাতে শাস্তির যোগ্য বানিয়ে নিজেদের উপরই যুলুম করেছে। সুতরাং আল্লাহর বিধানে যা হালাল তা-ই হালাল জানতে হবে এবং সেই বিধানে যা হারাম তা-ই হারাম বলে জানতে হবে।

১১. অজ্ঞতাবশত কেউ কোনো গুনাহ করে ফেললে জানার পর তৎক্ষণাত তা থেকে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ অবশ্যই এ জাতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

১২. মু'মিন কখনো আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা থেকে নিরাশ হতে পারে না। আল্লাহর ক্ষমার আশা থেকে নিরাশ হওয়া শয়তানের স্বভাব। সুতরাং আমাদেরকে সকল অবস্থায় আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশায় তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৬
পারা হিসেবে রুকূ'-২২
আয়াত সংখ্যা-৯

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ۚ وَلَمْ يَكُ ﴿١٢٠﴾

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম (নিজে নিজেই) এক উম্মত ছিলেন[১২৪], একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি অনুগত ছিলেন ; এবং তিনি ছিলেন না

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢١﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

মুশরিকদের মধ্যে শামিল। ১২১. তিনি ছিলেন তাঁর (আল্লাহর) নিয়ামতের শোকর আদায়কারী ; তিনি (আল্লাহ) তাঁকে বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং পরিচালিত করেছিলেন সরল-সঠিক পথে।

﴿١٢٢﴾ وَآتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ

১২২. আর আমি তাঁকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছিলাম ; আর অবশ্যই তিনি আখিরাতেও নেককারদের মধ্যে গণ্য হবেন।

﴿١٢٣﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ

১২৩. অতপর আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের পথ-পন্থা অনুসরণ করুন ;

(১২০) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম ; كَانَ-ছিলেন ; اُمَّةً-এক উম্মত ; قَانِتًا-অনুগত ; لِلّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; حَنِيْفًا-একনিষ্ঠভাবে ; وَ-এবং ; لَمْ يَكُ-তিনি ছিলেন না ; مِنَ-মধ্যে শামিল; الْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিকদের। (১২১) شَاكِرًا-শোকর আদায়কারী ; لِاَنْعُمِهٖ-(ل+انعم+ه)-তাঁর নিয়ামতের ; اِجْتَبٰهُ-(اجتبى+ه)-তিনি তাকে বাছাই করে নিয়েছিলেন ; وَ-এবং ; هَدٰهُ-(هدى+ه)-পরিচালিত করেছিলেন ; اِلٰى صِرَاطٍ-পথে ; مُسْتَقِيْمٍ-সরল-সঠিক। (১২২) وَ-আর ; اٰتَيْنٰهُ-(اتينا+ه)-আমি তাঁকে দান করেছিলাম ; فِى الدُّنْيَا-দুনিয়াতে ; حَسَنَةً-কল্যাণ ; وَ-আর ; اِنَّهٗ-অবশ্যই তিনি ; فِى الْاٰخِرَةِ-আখিরাতেও ; لَمِنَ-মধ্যে গণ্য হবেন ; الصّٰلِحِيْنَ-নেককারদের। (১২৩) ثُمَّ-অতপর ; اَوْحَيْنَا-আমি ওহী পাঠিয়েছি ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; اَنِ-যে, اتَّبِعْ-অনুসরণ করুন ; مِلَّةَ-পথ-পন্থা ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের ; حَنِيْفًا-একনিষ্ঠভাবে ;

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ

আর তিনি (ইবরাহীম) মুশরিকদের শামিল ছিলেন না[১২৫]। ১২৪. শনিবারকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র তাদের উপর যারা

اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

তাতে মতভেদ করেছিল[১২৬], আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন।

وَ-আর ; مَا كَانَ-তিনি ছিলেন না ; مِنَ-শামিল ; الْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিকদের। ﴿١٢٤﴾ إِنَّمَا- কেবলমাত্র ; جُعِلَ-চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল ; السَّبْتُ-শনিবারকে ; عَلَى-উপর ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اخْتَلَفُوْا-মতভেদ করেছিল; فِيْهِ-তাতে ; وَ-আর ; إِنَّ-নিশ্চয়ই; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لَيَحْكُمُ-অবশ্যই ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামত ;

১২৪. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) যখন নবুওয়াত পান তখন তিনিই একমাত্র মুসলমান ছিলেন, আর সমস্ত জগত ছিল কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তিনি একাই সেই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন যা ছিল একটি জাতির করণীয়। ফলে তিনি একাকী একজন মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন গোটা প্রতিষ্ঠান।

১২৫. এখানে মক্কার কাফিরদের আপত্তি ও প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের আপত্তি ছিল যে, মুহাম্মাদী শরীয়াতের সাথে ইয়াহুদীদের শরীয়াতের গরমিল রয়েছে। অথচ উভয়ই আসমানী কিতাবের অধিকারী। এ আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, ইয়াহুদীদের উপর কতিপয় জিনিস হারাম করা হয়েছিল তাদের নাফরমানীর শাস্তি হিসেবে। আসলে ইবরাহীমী শরীয়াতে তা হারাম ছিল না। ইয়াহুদীদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ যেসব জিনিস থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, অন্যদেরকে সেসব জিনিস থেকে বঞ্চিত করার কোনো কারণ নেই। ইয়াহুদীরা উটের গোশত খায়না অথচ ইবরাহীমী শরীয়াতে তা হালাল ছিল। তা ছাড়া তাদের শরীয়াতে উটপাখি, হাঁস ও খরগোশ প্রভৃতি প্রাণী হারাম; কিন্তু ইবরাহীমী শরীয়াতে তা হালাল ছিল। আর মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়াত তো ইবরাহীমী শরীয়াতের-ই অনুসরণ মাত্র। কাফিরদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা না ইবরাহীমী শরীয়াতের অনুসারী আর না ইয়াহুদীদের শরীয়াতের। তবে শিরকের ব্যাপারে তোমাদের সাথে ইয়াহুদীদের মিল রয়েছে। আর মিল্লাতে ইবরাহীমীর প্রকৃত অনুসারীতো মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর সংগী-সাথীরা। কেননা ইবরাহীম (আ)-ও মুশরিক ছিলেন না এবং মুহাম্মাদ (আ) ও তাঁর সংগী-সাথীরাও মুশরিক নন।

১২৬. শনিবার দিনের প্রতি সম্মান দেখানোর যে বিধান ইয়াহুদীদের জন্য ছিল, তা মিল্লাতে ইবরাহীমের তথা ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়াতে ছিল না—একথা মক্কার কাফিররা

فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

সেই বিষয়ে যাতে তারা মতেভেদ করতো। ১২৫. (হে নবী !) আপনি (মানুষকে) আপনার প্রতিপালকের পথে ডাকুন হিকমতের সাথে

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ

ও উত্তম নসীহতের সাথে[১২৭] এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন এমনভাবে যা অতি উত্তম[১২৮] ; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক—

فِيمَا-সেই বিষয়ে ; كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ-যাতে তারা মতভেদ করতো। ﴿١٢٥﴾ اُدْعُ-আপনি ডাকুন ; إِلَىٰ سَبِيلِ-পথে ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; (ب+ال+حكمة)-بِالْحِكْمَةِ-হিকমতের সাথে ; وَ-ও ; (ال+موعظة)-الْمَوْعِظَةِ-নসীহতের ; (ال+حسنة)-الْحَسَنَةِ-উত্তম ; وَ-এবং ; (جادل+هم)-جَادِلْهُمْ-বিতর্ক করুন ; (ب+التى)-بِالَّتِي-এমনভাবে ; هِيَ-যা ; أَحْسَنُ-অতি উত্তম ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ;

জানতো, আর সেজন্য তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। তাই এখানে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের উপর যে কঠোরতা তা তাদের দুষ্কৃতি ও হঠকারিতার কারণে হয়েছে। প্রথম দিকে এ কঠোরতা ছিল না ; তাদের আইন অমান্য করার হঠকারি মনোভাবের কারণে তা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ মানুষকে দীনের প্রতি দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে দুটো জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—প্রথমত 'হিকমত' দ্বিতীয়ত 'উত্তম নসীহত'।

'হিকমত'-এর সাথে দাওয়াত দানের অর্থ হলো—ভালোভাবে জেনে-বুঝে পূর্ণ সজাগ সচেতনতার সাথে লোকদের মানসিক অবস্থা যাচাই-বাছাই করে তাদের গ্রহণ-ক্ষমতা ও ধারণ-ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করে দাওয়াত দেয়া। বিবেক-বিবেচনাহীন লোকের মতো অন্ধ ও দিশেহারা হয়ে দাওয়াত দিতে থাকা হিকমতের খেলাফ।

উত্তম নসীহতের অর্থ হলো—দাওয়াত দিতে গিয়ে লোকদের মনের জিজ্ঞাসাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের দ্বারা দমন করতে চেষ্টা না করে তাদের মনের আবেগ উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করা। দোষত্রুটি ও বিভ্রান্তির প্রতি মানুষের মনের গভীরে যে ঘৃণা রয়েছে তাকে তীব্রতর করে তোলা এবং বিভ্রান্তির মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে তাদের মনে ভীতি জাগিয়ে দেয়াও উত্তম নসীহতের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া হিদায়াত ও নেক কাজের সৌন্দর্যকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করার সাথে সাথে তাদের মনে এর প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ ও কৌতুহল জাগিয়ে দিতে হবে। নসীহতকারীর মনে যেন লোকদের সংশোধনের জন্য অকৃত্রিম দরদ ও কল্যাণ কামনায় আকুল আবেগ প্রকাশ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। লোকেরা যেন এমন মনে না করে যে, নসীহতকারী তাদেরকে হীন-নগণ্য মনে করে।

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

তিনি-ই অধিক জানেন। তার সম্পর্কে যে বিচ্যুত হয়েছে তাঁর পথ থেকে এবং তিনি হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কেও ভাল জানেন।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ (১২৬)

১২৬. আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো তবে সেই পরিমাণ-ই গ্রহণ করবে যে পরিমাণ তোমরা নির্যাতিত হয়েছো ; আর যদি

صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (১২৭) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

তোমরা সবর কর, তবে সবরকারীদের জন্য অবশ্যই তা অতি উত্তম। ১২৭. আর আপনি সবর করুন এবং আপনার সবরতো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছু নয়।

هُوَ-তিনি-ই ; أَعْلَمُ-অধিক জানেন ; (ب+من)-بِمَنْ-তার সম্পর্কে যে ; ضَلَّ-বিচ্যুত হয়েছে ; عَنْ-থেকে; (سبيل+ه)-سَبِيلِهِ-তার পথ থেকে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; أَعْلَمُ-ভাল জানেন ; (ب+ال+مهتدين)-بِالْمُهْتَدِينَ-হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কেও। (১২৬) وَإِنْ-আর যদি ; عَاقَبْتُمْ-তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো ; (ف+عاقبوا)-فَعَاقِبُوا-তবে গ্রহণ করবে ; (ب+مثل)-بِمِثْلِ-সে পরিমাণ ; مَا-যে পরিমাণ ; عُوقِبْتُمْ بِهِ-তোমরা নির্যাতিত হয়েছ ; وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; صَبَرْتُمْ-তোমরা সবর করো ; لَهُوَ-তবে অবশ্যই তা ; خَيْرٌ-অতি উত্তম ; لِلصَّابِرِينَ-সবরকারীদের জন্য। (১২৭) وَ-আর ; اصْبِرْ-আপনি সবর করুন ; وَ-এবং ; مَا-কিছু নয় ; (صبر+ك)-صَبْرُكَ-আপনার সবরতো ; إِلَّا-ছাড়া ; (ب+الله)-بِاللَّهِ-আল্লাহর সাহায্য ;

তারা যেন বুঝতে পারে যে, নসীহতকারীর অন্তরে তাদের সংশোধনের জন্য বেদনা রয়েছে। তারা যেন নসীহতকারীকে তাদের অকৃত্রিম কল্যাণ কামনাকারী হিসেবে অনুভব করে।

১২৮. অর্থাৎ বিতর্ক যেন এমন না হয় যে, এটা শুধুমাত্র বহস-মুনাযারা, বুদ্ধির লড়াই, অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক, অন্যায় অভিযোগ আরোপ ও বিদ্রূপ-উপহাস। বিপক্ষকে চুপ করিয়ে দেয়া ও নিজের বাকপটুতাকে প্রকাশ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা যেন কখনো বিতর্কের উদ্দেশ্য না হয় ; বরং মিষ্ট ভাষা, সৌজন্যমূলক আচরণ, নৈতিকতা ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে বিতর্ক করতে হবে। বিপক্ষে লোকদের মনে যেন জিদ, রিয়া ও প্রতিহিংসা জেগে না উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সহজ ভাষায় ও সহজ ভংগীতে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। বিপক্ষ যদি অন্যায় বিতর্ক করতে চায়, তাহলে কথা না বাড়িয়ে তাকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে যেন সে বিভ্রান্তিতে বেশী দূর চলে না যায়।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○

আর তাদের কারণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তারা যে চালবাজী করছে সেজন্য সংকীর্ণমনা হবেন না।

(১২৮) إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ○

১২৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা যথার্থই নেককার[১২৯]।

وَ-আর ; لَاتَحْزَنْ-আপনি দুঃখ করবেন না ; عَلَيْهِمْ-তাদের কারণে ; وَ-এবং ; لَاتَكُ-আপনি হবেন না ; فِيْ ضَيْقٍ-সংকীর্ণমনা ; مِمَّا-সেজন্য যে ; يَمْكُرُوْنَ-চালবাজী তারা করছে। (১২৮) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ্ ; مَعَ-সাথে রয়েছেন ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اتَّقَوْا-তাকওয়া অবলম্বন করে ; وَ-এবং ; الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তারাই ; مُحْسِنُوْنَ-যথার্থই নেককার।

১২৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় মন্দ কাজ ও মন্দ আচরণ করা থেকে বিরত থাকে এবং সদা-সর্বদা ন্যায়ের উপর শক্ত হয়ে থাকে। অন্যেরা তাদের সাথে যত অন্যায় আচরণ ও রূঢ় ব্যবহার-ই করুক না কেন জবাবে তারা মন্দ আচরণ ও রূঢ় ব্যবহার করে না ; বরং সকল অবস্থাতেই তারা ভাল আচরণ করে।

১৬ রুকূ' (আয়াত ১২০-১২৮)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ে তাঁর নবুওয়াতের সূচনাকালে দুনিয়াতে তিনি-ই একমাত্র মুসলিম ছিলেন এবং তিনি শিরক থেকে পবিত্র ছিলেন।

২. মুশরিকরা কখনো মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী হতে পারে না। যারা শিরক-এ লিপ্ত তারা কখনো ইবরাহীম (আ)-এর দীনের উপর রয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায় না।

৩. দীনের পথে চললে দুনিয়াতেও কল্যাণ লাভ হয় এবং আখিরাতেও নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হওয়া যাবে।

৪. রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি (মুহাম্মাদ) (স) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সার্থক উত্তরাধিকারী।

৫. আল্লাহর দীন পালনের ব্যাপারে নাফরমানী করলে আল্লাহ কঠোরভাবে দুনিয়াতে পাকড়াও করবেন এবং আখিরাতেও কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন। সুতরাং এ থেকে রেহাই পেতে হলে হঠকারী মানসিকতা পরিত্যাগ করে দীনের যথার্থ অনুসরণ করতে হবে।

৬. মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হিকমত অবলম্বন করতে হবে যাতে করে তারা দাওয়াত দানকারীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে আরও দূরে সরে না যায়।

৭. মানুষকে তিরস্কার করার মানসিকতা ত্যাগ করে দরদী মন নিয়ে তাদের অকৃত্রিম বন্ধুর মতো উত্তম আচরণের মাধ্যমে সদুপদেশ দেয়ার নীতি অবলম্বন করে দাওয়াত দিতে হবে।

৮. ইয়াহূদীরা নিজেরা আল্লাহর দীনের সাথে নাফরমানী করেছে ; ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর নীতি আরোপ করেছেন।

৯. দীনে ইবরাহীমের অনুসারী হওয়ায় ইয়াহূদীদের মিথ্যা দাবী আখিরাতেই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।
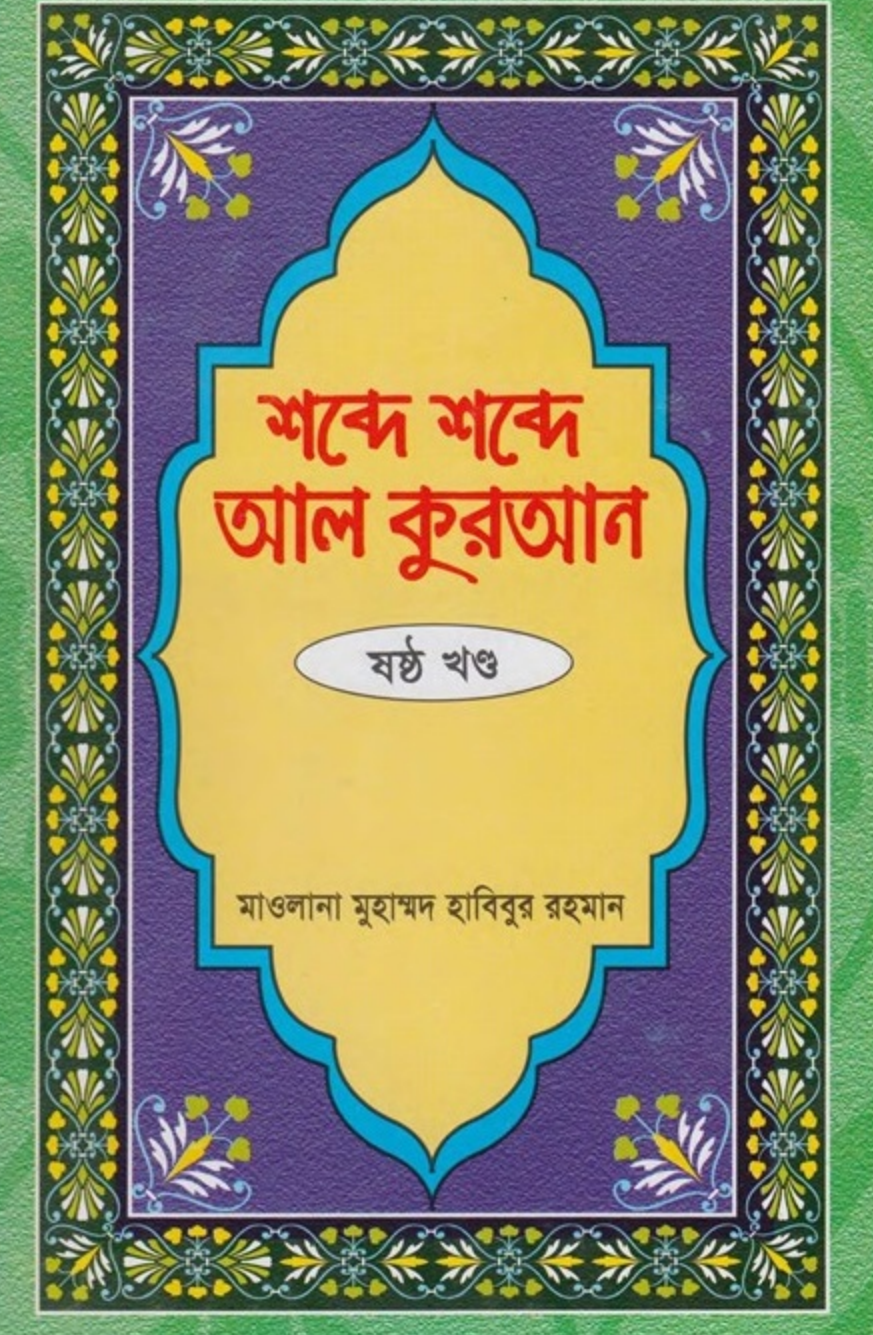
১০. কারো যুলুম-এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমালংঘন করা যাবে না। মাযলূম ব্যক্তি ততটুকু সীমা পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে যতটুকু সীমা পর্যন্ত সে নির্যাতিত হয়েছে।

১১. তবে যুলুম-নির্যাতনে সবর করাই অতি উত্তম পন্থা। সবরের ফল দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত ভাল হয়ে থাকে।

১২. সকল ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে।

১৩. আল্লাহ সর্বদা মুত্তাকী ও নেককার লোকদের সাথেই থাকেন—এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে বদ্ধমূল করে নিতে হবে।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

শব্দে শব্দে
আল কুরআন
ষষ্ঠ খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান